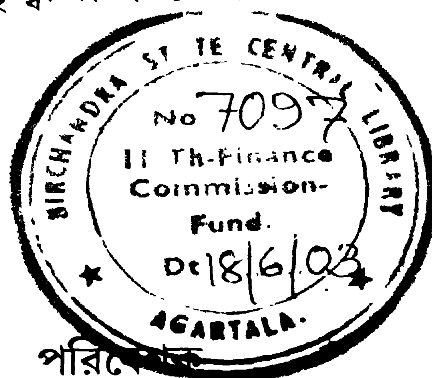
সর্বনাশের নেশা

জেমস্ হেডলী চেজ

ভাষান্তর

পৃথ্বীরাজ সেন



পরিবেশক

পাত্র'জ পাবলিকেশান

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭৩

There Always A Price Tag

BY

JAMES HADLY CHASE

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৫৮

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৫৯

BCSC Public Library

No 7097

প্রকাশিকা ঃ

আলো রানী পাত্র

প্রগতি প্রকাশনী

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ

প্রবীর ঘোষ

মুদ্রক ঃ

রঘুনাথ প্রিণ্টার্স

কলিকাতা - ৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

জুন মাসের রাত।

সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। আমি অকারনেই হলিউডের একটা নামকরা নাইট ক্লাবের সামনে পায়চারি করছিলাম।

যাদের আয়ের সংখ্যা বেশ বেশী একমাত্র তারাই এখানে প্রবেশ করতে পারে।

আমি আন্‌মনেই ওখানে ঘোরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ একটা ঘটনা আমার নজর কেড়ে নিল। দেখি, একটা লোক বন্দুকের গুলির মত রেস্তোর াঁর ঘোরানো দরজাটা দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে এলো।

মক্কেলটাকে দেখেই বুঝতে পারলাম যে সে প্রচুর পরিমানে মদ পান করেছে ও মদের ঘোরে বেহুঁস হয়ে রয়েছে। তার চোখের দৃষ্টি কেমন ফাঁকা ফাঁকা আর মুখটাও কেমন যেন হয়ে রয়েছে।

লোকটার বয়স বেশী নয়। এই মাঝবয়সী লোকটার গায়ের রং ফ্যাকাসে সাদামত, মাথার কুচকুচে কালোরঙের চুলের থেকে রূপালি আভা বের হচ্ছে, গোঁফ জোড়া এমনভাবে রয়েছে যেন মনে হয় নাকের নীচে একটা প্রজাপতি বসে আছে।

লোকটার গায়ের রংটা পুড়ে যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই তাকে খুব সুন্দর দেখতে ছিল, কিন্তু তার গায়ের চামড়াটা এমন খসখসে যে তাকে দেখলেই কেমন যেন রুক্ষ রুক্ষ বলে মনে হয়।

নাইট ক্লাব থেকে ফুটপাতে নামতে গেলে ছ'খানা ছোট ছোট সিঁড়ি পার হতে হয়। এই ছ'টা সিঁড়ি সেই লোকটা কোন রকমে পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তারপরে মদের ঘোরে টালমাটাল পায়ে সে, দ্রুত গতিতে যে রাস্তাটা দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া যাতায়াত করছে সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

এইভাবে যদি লোকটা সামনের দিকে ক্রমশই এগোতে থাকে

তাহলে তার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে, একথা মনে আসতেই আমি তাকে সাবধান করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলাম।

ঝুট ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়াই হয়ত ভাগে রয়েছে তাই আমি সেদিন ইচ্ছে করেই ঐ লোকটার ব্যাপারে নাক গলালাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে সেদিন যদি লোকটাকে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যেতে দিতাম, তাহলে হয়তো ভালো হত।

সেদিন আমি লোকটাকে ফুটপাত থেকে রাস্তার দিকে পা-বাড়াতে দেখেই হঠাৎ হ্যাঁচকা একটা টান মারলাম, সেই মুহূর্তেই সামনে দিয়ে একটা প্যাকার্ড শোঁ শোঁ শব্দ করে চলে গেল।

আমি যদি সেদিন আর একটু দেরী করতাম তাহলে হয়ত, লোকটাকে গাড়ির তলায় চিড়ে চ্যাপটা হয়ে মৃত্যু অবস্থায় দেখতে হতো।

প্যাকার্ডের ড্রাইভারটা ছিল লাতিন আমেরিকান। ড্রাইভারটা গাড়ি না থামিয়েই হুঁস করে চলে গেল। তবে ক্ষনিকের জন্য সে এমন মুখভঙ্গি করল, যেন সে প্রায় মানুষ মারতে গিয়েছিলো।

মাতালটা আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

লোকটা বলে উঠলো, 'মাইরি বাওয়া' তুমি আজ আমার নতুন জীবন দিলে! শালা কোথা থেকে হুস্ করে এসে হাজির হলো।

লোকটাকে আমার গায়ের থেকে ঠেলে একটু ব্যবধান বজায় রেখে আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার প্ল্যান করছিলাম।

সেই সময়ে হঠাৎ আমার চোখ গেল লোকটার দামী ককটেল স্যুট, সোনার ঘড়ির চেন আর অবশিষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে। আমি চলে যেতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বুঝতে পারলাম, লোকটা কোটি কোটি টাকার মালিক! এই দুনিয়ায় আমার সবচেয়ে আকর্ষনীয় দুটো জিনিষ হচ্ছে টাকা আর সুন্দরী রমণী—এদের দেখলে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না।

তাই এই লোকটার কাছ থেকে টাকার গন্ধ পেয়ে আমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলাম।

লোকটা দেহের ভারসাম্য রাখতে না পেরে এপাশে-ওপাশে হেলে দুলে যাচ্ছে দেখে আমি হাত বাড়িয়ে তাকে শক্ত করে ধরলাম। সে রাস্তার মধ্যে যখন তখন পড়ে যাবে।

'তুমি আমার জীবন দান করেছ,' কথাটা বলতে গিয়ে তার জিভটা আটকে যাচ্ছিল, 'ঐভাবে যদি আমায় হ্যাঁচকা টান না মারতে, তাহলে হয়ত ঐ হারামি আমার গায়ের ওপর দিয়েই গাড়িটা চালিয়ে চলে যেত। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন আমি তোমায় মনে রাখব।'

কথা বলার সময় লোকটা তার দেহের সমস্ত ভারই আমার দেহের ওপর চাপিয়ে দিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'অত দ্রুত কোন দিকে না তাকিয়ে, আপনি কোথায় যা'চ্ছিলেন?'

'কথা শোন ব্যাটা, কোথায় আবার যাব! আমি আমার বাড়িতে যাচ্ছিলাম গো, আর কোথাও নয়। গাড়িটা দেখতে পেলেই একেবারে সো—জা বাড়ি চলে যাব।'

'নিজেই ড্রাইভিং করবেন?'

যাঃ বাবা, আমি ছাড়া আবার কে চালাতে যাবে?' কিছুটা সময় সে চোখ দুটো পিট পিট করে দাঁত বের করে হেসে নিল,' তারপর, 'আরে বাঃ বাঃ সবই আমার ঠিক আছে, আমি মোটেই বেহুঁস্ হয়ে যাইনি, খাওয়াটা পরিমাণে একটু বেশীই হয়ে গেছে, তাতে হয়েছেটা কি?'

'না, কি আবার হবে। তবে গাড়ি চালান আপনার পক্ষে ঠিক হবে না, এই যা।'

'কেন, আমি কি ঠিকমত চালাতে পারব না ভাবছ?' হুঁ, ঠিক—খুব ঠিক। কিন্তু ব্যাটা আমি ঠিক মত হাঁটতে পারবো কিনা সেটা একবার দেখে নি, কি বলো?—

আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মক্কেলটা পা ফেলে ফেলে হাঁটার চেষ্টা করল কিন্তু তার টালমাটাল পদক্ষেপে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

তারপর কোন রকমে একটু টাল সামলাতে পেরে সে আমার দিকে একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিলো।

—'ও ভাই,' আমি যে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছি না। তুমি যখন আমার প্রাণটাই রক্ষা করলে তখন সোনা মানিক ভাই আমার, আমার গাড়িটা একটু খুঁজে দিয়ে আমায় সাহায্য করনা।

আমার গাড়ীর রংটা ঘিয়েনীল, হুডতোলা রোলস, সম্পূর্ণভাবে হাতে তৈরী ফরমাশি গাড়ি এটা। দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্যি।

আমি রাস্তার চতুর্দিকে চোখ ঘোরালাম, কিন্তু 'কোথাও ? এরকম কোন গাড়ীই দেখতে পেলাম না।

'কোথায় রেখেছেন গাড়িটা?'

'ঠিক খেয়াল নেই, তবে পিছনের দিকেই হবে হয়ত। হাত ধরা ধরি করে তুজনে মিলে খুঁজলে হয়ত পেয়ে যাব।'

আমি বাধ্য হয়েই আবার ওর হাতটা ধরলাম। তারপর পদে পদে হোঁচট খাওয়ার মত অবস্থার মধ্যে আমরা পিছনের দিকে গাড়ি পার্ক করার জায়গায় এসে হাজির হলাম।

লোকটার এমনই তুরাবস্থা হয়েছে যে সে মাঝ পথে নিজে তো একবার পড়লোই, আর একবার আমিও প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি!

যাইহোক, অবশেষে আমরা গাড়ীটাকে খুঁজে বের করতে পারলাম।

গাড়ীটা সত্যিই খুব সুন্দর। এমন ঘিয়ে নীল রঙের হুডতোলা রোলস জব্বর গাড়িটা দেখে আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

যেরকম যত্নসহকারে গাড়ীটা তৈরী করা হয়েছে তেমনি তার দামও ঠিক অনুমান করার বাইরে।

ঘুম চোখে মানুষ যেরকম হাঁটে ঠিক সেই রকম ভাবে হেঁটে ড্রাই-ভারের সীটের দিকে এগিয়ে গেল মক্কেলটা। তারপর বলে উঠলো, —'আজ তুমি আমার বড়ই উপকার করেছ, চলো আমার বাড়ীতে চলো। আমার জীবনদাতাকে অন্ততঃ একটু, মাল না খাওয়ালে যে আমার শান্তি হবে না।'

কথার পিঠে বলে উঠলাম, 'যেতে আমি রাজী হতে পারি, যদি আপনি গাড়ী ড্রাইভিং না করেন।' আপনি গাড়ী চালিয়ে এটার সর্বনাশ ডেকে আনবেন এ আমি সহ্য করতে পারব না।

আমার কথাটা শুনে লোকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর অট্টহাসি হেসে বলল,

—'ও বাবা. গাড়িটা বুঝি তোমার মন জয় করে ফেলেছে? তা আমিও অবশ্য এটাকে খুব ভালোবাসি। তুমি ভালো চালাতে পারো তো?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম হ্যাঁ পারি।

লোকটা আমার জবাব পেয়েই বলল, তাহলে আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া যাক। ঘুরে গিয়ে ওপাশের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে বসলো মাতালটা।

তারপর বলল, আমার বাড়ী হচ্ছে সানসেট বুলেভার্ড দিয়ে ঢুকে দুনম্বর রাস্তাটায়। ঠিকানা ২৫৬ হিল ক্রেস্ট এভিনিউ।

গাড়ির দরজাটা খুব ভারী ছিল। আমি সেটা খুলে ড্রাইভারের শূন্য আসনে গিয়ে বসলাম কি নরম গদি, ঠিক যেন এক দলা পেঁজা তুলো কেউ রেখে দিয়েছে এখানে! বসে এরকম আরাম আমি আর কোন দিনই উপভোগ করিনি।

ইঞ্জিন চালু করতে গিয়েই বুঝতে পারলাম মাতাল বাবুর অবস্থা

খুবই খারাপ। সে এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। একেবারে বেহুঁস্।

তার আর দোষ কী। এরকম নরম গদী আঁটা সিটে বসলে আর আরাম করে মাথাটা রাখতে পারলে সব মাতাল বাবাজীরাই বেহুঁস হয়ে যাবে।

ষ্টিয়ারিং হুইলের গায়ে লাগোয়া লাইসেন্স প্লেটের দিকে আমার দৃষ্টি গেল। নাম আর্ল ডেস্টার, আর ঠিকানা সত্যি সত্যিই ২৫৬ হিল ক্রেস্ট এভিনিউ—এ জায়গাটা হলিউডের নাম করা বনেদী পাড়া!

চাড্ডি ফেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা নষ্ট করতে পারে একমাত্র তারাই এ অঞ্চলে বসবাস করার উপযোগী। লোকটা তাহলে খুবই অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি।

নাইট ক্লাবের সামনে থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে যখন বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম, তখন আমার কেমন যেন একটা সুখানুভূতি হতে লাগল এবং আমি মনে মনে ভাবলাম এ সময়টা আমার নেহাত খারাপ কাটল না।

সানসেট বুলেভার্ড দিয়ে রোলস খানা বিনা কসরতে চলতে লাগলো যেন বাতাসের বুকে ঝরা পাতাটি।

হুইল ধরে বসে থাকা ছাড়া আমাকে আর কোন কাজই করতে হচ্ছিল না। মক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী আমি গাড়িটাকে বাঁদিকে হুনম্বর রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলাম।

বেশ চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্ত বড় বড় সব চকচকে বাড়ীগুলো। আমি দুপাশের সব বাড়ীগুলো দেখতে লাগলাম, একসময়ে দুশো নম্বরটা আমার চোখে পড়ল।

আর বেশী দেরী নেই। গদী থেকে মাথা উঁচু করে ডেস্টার বললো, সামনের ল্যাম্পপোস্টের পরেই আমার বাড়ির গেট। রাতের উষ্ণ বাতাসে মনে হয় সে একটু সুস্থ বোধ করল।

গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম। গাড়ি আস্তে আস্তে ফটক পেরিয়ে আঁকা-বাঁকা পাথর কুচি ছড়ানো লম্বা পথ ধরে এগিয়ে চলল।

রাস্তার দুধারে থরে থরে সাজানো রয়েছে পপলারের ঘন সারি।

রাস্তার শেষ প্রান্তে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল তার গায়েই স্প্যানিস ধাঁচের বাড়িটা।

বাড়িটার ঝুলবারান্দার ঠিক নীচে গাড়ি দাঁড় করালাম। দুখানা মান্ধাতার আমলের গ্যাসবাতি টিম টিম করে জ্বলছিল—বাড়িতে ঢোকার দরজাটার গায়ে।

আলোর জ্যোতি এতই কম ছিল যে ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তবু ও ঐ কম আলোর মধ্যেই আমি চোখকে সজাগ করে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে বাড়িটা আমার বেশ পছন্দসই হল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে আমি চুপচাপ গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম।

আল´ ডেস্টার ধড় ফড়িয়ে সোজা হয়ে বসল, তারপর দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও ভদ্রতার খাতিরে নেমে পড়লাম।

তাহলে ভায়া. শেষ পর্যন্ত ভাল ভাবেই আমরা এখানে এসে পৌঁছলাম, কি বলো? গাড়ির গায়ে হেলে দাঁড়িয়ে পজিশন নিয়ে বলল।

'—ওঃ হ্যাঁ....তোমার নামটা কি বলত?'

'গ্লিন ন্যাশ।

'গ্লি-ন ন্যা-শ? মোটামুটি আমি হলিউডের সব লোকেরই নাম জানি, কিন্তু ..এটা যেন কেমন অচেনা অচেনা লাগছে!

যাকগে ওসব কথা, এখন কথা হচ্ছে তুমি আমার অপরিচিত ছিলে কিন্তু এখন থেকে পরিচিত একজন হয়ে গেলে।

আমার নাম আল´ ডেস্টার। আমিও তোমার কাছে অচেনা, তাই না? তা ভাই ন্যাশ, যখন:আমাদের উভয়ের পরিচয়ই হয়ে গেল তখন ভেতরে যাওয়া যাক।

তুমি ভেতরে গেলে বেশ একটা মজার কাণ্ড হবে। আমার স্ত্রী যখন জানতে পারবে যে, তোমার জন্যই ও বিধবা হলো না, দেখো,

তখন কি কাণ্ডটাই করবে তোমাকে নিয়ে।' উচ্ছাসের হাসি হেসে উঠল লোকটা, 'ওফ্, ভাবতেই পারছিনা কি মজা করা যাবে!'

কথা শেষ করেই মিঃ ডেস্টার দুম দাম করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, পুরো আন্দাজের উপরেই ও সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা দিচ্ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ডেস্টার বাইরের দরজার সামনে গিয়ে থেমে পড়লো। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বের করে দরজা খোলার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে আমার হাতে চাবিটা দিয়ে বলল, 'না হে, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।'

চাবি ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। আমি ওকে অনুসরণ করে একটা আবছা আলোওয়ালা হলঘরে এলাম।

দেয়ালে একটা হাল ফ্যাশানের ঘড়ি টাঙানো ছিল। সেটার দিকে তাকিয়েই দেখি রাত একটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে।

'এতক্ষনে হয়ত আমার স্ত্রী শুয়ে পড়েছে,' ডেস্টার বললো, অবশ্য এখন ও ঘুমিয়ে পড়েনি হয়ত বই পড়ছে। বই আবার তোমার খুব প্রিয় জিনিস নাকি গো?'

'না তেমন কিছু নয়। হাতে পেলে পড়ি নয়ত নয়।'

'আমার কিন্তু আবার পড়া-টড়া একদম পছন্দ হয় না। হেলেন দিনরাতই বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।'

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটা নীচু ছাদের প্রকাণ্ড বড় বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলাম—এই ঘরটায় কম করে পঞ্চাশের মত লোক বসার পরেও বেশ কিছু ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে।

আধুনিক ভাবেই ঘরটা সাজানো রয়েছে। তার আসবাবপত্র-গুলো ও আধুনিক ডিজাইনেরই ছিল।

ঘর ভর্তি রয়েছে ঘিয়ে রঙের চামড়ায় ঢাকা কতকগুলো গদী আঁটা চেয়ার, আর ঐ একই রংয়ের সোফা।

ঘরের পর্দাগুলোর রং ও কার্পেটের রঙ ছিল গাঢ় লাল। ঘরের এক কোনে রয়েছে টেলিভিশন সেট। অন্যকোনে স্টিরিও ফোনিক লাউড স্পীকার লাগানো মস্তবড় রেডিওগ্রাম।

ঘরের একপাশে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের মত বার, সামনে রয়েছে ডজন খানেক ঘিরে চামড়ায় মোড়া উঁচু বসার টুল।

সন্ধ্যে হলেই পাখীরা যেমন বাসার দিকে উড়ে যায়, ঠিক সেইরকম ভাবেই এই লোকটা ঘরে ঢোকার পরই বারের দিকে দৌড়ে গেল।

ডেস্টার হুইস্কির বোতল থেকে দু পাত্তর মাল ঢেলে বারের ওপর রাখলো। তারপর খুব সন্তর্পনে টুলে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ন্যাশ, তুমি কি সিনেমার লাইনে কাজ কর ?

'না আমি বিজ্ঞাপনের লাইনে।'

'আরে, তাই নাকি ? ওই লাইনে যাবার কথা আমিও বহুবার চিন্তা করেছি। এখন তো টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে খুব আয় করা যায় শুনছি। তা তুমি...... '

'না, আমার কাজ ভিন্ন ধরনের। আমি বিজ্ঞাপন টাঙানোর জায়গা বেচে খাই।'

'সেকি কথা, সেটা তো পরিশ্রমের কাজ বলেই শুনেছি।' ডেস্টারের চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল। আমি কোন কথা না বলে নীরব রইলাম।

আমার আপাদমস্তক লোকটা ভাল করে দেখতে লাগল, মদের নেশা বুঝি তার আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

আমার তিন বছরের বয়স্ক পুরনো জীর্ণ স্যুটটা লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ময়লা সার্টটা যেটা আমি গতকাল কাচবো ঠিক করে ছিলাম সেটাও তার নজর এড়াতে পারলো না।

তবে আমার সৌভাগ্য এই যে, সে আমার জোড়াতালি দেওয়া জুতো দুটোর দিকে চোখ ফেলেনি।

'তা ন্যাশ, বর্তমানে তোমার আয় বুঝি ভালো হচ্ছে না, তাই না? দেখ ভাই জিজ্ঞেস করলাম বলে আবার কিছু মনে করো না যেন?'

রাগে আমার জিভের ডগায় অশ্লীল ভাষা চলে এসেছিল। কোন রকমে আমি নিজেকে শান্ত করে নিলাম। ঠিক এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই আমি এতদিন দিন কাটাচ্ছিলাম কিনা মনে পড়ছে না।

এই সুযোগে যদি ভাগ্যটা একটু ফেরাতে পারি এই চিন্তা করে আমি বললাম, 'না-না মনে করার কি আছে। আমার অবস্থার কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না, আমি খুবই সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।'

শিশু কাল থেকেই আমি একথা শুনেছি যে, বড় লোকদের কাছ থেকে আচমকা টাকা চেয়ে বসতে নেই, তাহলে নাকি তারা খুব রেগে যায়।

আমার এই মক্কেল ও যাতে রেগে না যায় সেদিকে আমার টনটনে জ্ঞান ছিল।

ডেক্সটার মদের গ্লাসে মুখ লাগালো। এক চুমুক মদ পান করে সাদা রেশমের রুমালটা বের করে মুখটা পুছে নিলো।

তার চোখের চাউনি হঠাৎ কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। আবার কি নেশায় বেহুঁস্ হবে নাকি? হয়ত কিছু চিন্তাও করতে পারে?

কিছুটা সময় ঐভাবে থাকার পর সে বলে উঠলো, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি কিছু মনে করো না, আচ্ছা সপ্তাহে তুমি কত টাকা রোজগার কর?'

'ভাগ্যলক্ষ্মী যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে কুড়ি ডলার। কাজ অনুযায়ী আমার আয় হয়। এ সপ্তাহটা খুব খারাপ যাচ্ছে, চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না দেখি কি হয়।

'সে কি বলছ তুমি! কুড়ি ডলার আবার একটা রোজগার নাকি! এই সামান্য আয়ে কিই বা হয়।' লোকটার চোয়াল নীচের দিকে ঝুলে গেছে।

ভারী ও সুন্দর সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা উদ্ভূত নামের সিগারেট বের করে লোকটা ধরিয়ে নিলো।

আমার দিকে লোকটা অবাক বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। নিজেকে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন চিড়িয়াখানার কোন একটা জন্তু এবং লোকটা সেই জন্তুটাকে হাঁ করে দেখছে।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে থেকেই বলে উঠল, 'শোন, তোমার জন্যই আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি, সেই কারনে আমি যদি তোমার জন্যে কিছু একটু করতে পারি তাহলে বেশ খুশীই হবো।

আরে বাবা! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল এসে যাচ্ছে!

'না না, আমার জন্য অত চিন্তিত হবেন না। ওটা তো আমার কর্তব্য ছিল মাত্র।'

ডেস্টার ভ্রূজোড়া সংকুচিত করলো, 'তুমি যদি না বাঁচাতে তাহলে আমি এতোক্ষনে গাড়ীর নীচে পড়ে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম। তুমি আমায় খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ।

তাছাড়া তোমাকেও আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তুমি ভালো মানুষ। আমার একজন ড্রাইভারের প্রয়োজন ছিল।

সে এমন ধরনের লোক হবে. যে প্রয়োজনে ঘরের ও কিছু কাজে সাহায্য করবে। যেমন ধরো:

হাট বাজার করা, বাগানের একটু পরিচর্যা করা, স্ত্রীকে নিয়ে একটু ঘুরে আসা এইসব কাজ আর কি!

মাইনে পাবে সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার করে, তার সাথে খাওয়া-পরা-থাকা সব বিনা পয়সায়। কি হে, পোষাবে তো?'

আমি মনে মনে ভেবেছিলাম, হয়ত লোকটা আমার হাতে কিছু

টাকা-পয়সা দিয়ে দেবে এবং সামান্য কিছু জ্ঞান দান করবে। কিন্তু হুম করে যে একটা চাকরি দিয়ে বসবে তা আমি কল্পনাও করিনি।

সে চাকরি আবার বলে চাকরি; একেবারে চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভারী খিদমতগারী।

অবস্থাপন্ন লোকেরা গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে কি ধরণের ব্যবহার করে তা আমার অজ্ঞাত ছিল না। ঐ বাঁধাধরা ঘণ্টার চাকরিই আমার অনেক শান্তির।

এইসব ধনীরা যখন যা হুকুম করবে কেনা দাসের মতো আমাকে আবার তা পালন করতে হবে এসব বাবা আমার পছন্দ হয় না।

এসব চিন্তা করে আমি মুখ ফুটে না বলবো ঠিক করে নিলাম। কিন্তু এই বলার মধ্যে এমন একটা মার্জিত ভাব রাখব যে, উনি খুশী হয়ে কিছু টাকা অন্তত আমার হাতে গুঁজে দেবেন।

কিন্তু আমার আর কিছুই বলা হল না, তার আগেই পিছন দিক থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আলফাল কিসব কথা বলছ আল? আমাদের আবার ড্রাইভারের প্রয়োজনীয়তা হল কবের থেকে?

আমি ঐদিকে মুখ ফেরালাম।

আমার অবস্থাটা তখন এমন হয়েছিল যা ভাষায় বলা যায় না। একমাত্র যারা ইলেকট্রিকের কাজ করতে গিয়ে শক খেয়েছেন তারাই আমার অবস্থাটা অনুমান করতে পারবেন। জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই অথচ কেমন একটা চিন চিনে ভাব – যার ফলে দম আটকে আসে।

মহিলাটির বয়স বেশী নয়। বড় জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে হয়ত? গায়ের রং যেন ফেটে পড়ছে, একেবারে দুধে আলতা মিশ্রিত গায়ের রঙ।

শরীরের গড়ন ও সুন্দর লম্বা দোহাহা চেহারা আর এক মাথা ভর্তি লালচে তামাটে রঙের চুল। চুলগুলো এমন স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে যা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।

চোখের রঙ পান্নার মত সবুজ ঠিক যেন ধারালো ছুরির ফলা। হলিউডের আর সব সুন্দরী তুলনায় সে মোটেই সুন্দরী নয়। কারন তার ঠোঁট দুটো অত্যন্ত চাপা।

অবশ্য এই চাপা ঠোঁট আর শরীরের শক্ত বাঁধনই অন্য আর সব সুন্দরীদের থেকে তাকে ভিন্ন করেছে। ওর চেহারা এতই সুন্দর যে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

তার পরিধানে ছিল অতি সাধারণ সাদা নেটের একটা রাতের জামা। জামাটায় গলা-হাত-পা সর্বস্ব ঢাকা রয়েছে।

তার গায়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গয়না ছিল না। কেবলমাত্র কোমরে একটা সরু একছড়া সোনা পৈঁছা দেখা যাচ্ছে।

'হেলেন, তুমি কখন এসেছ!' ডেস্টার বলে উঠল, তাহলে এই খানেই আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ওর নাম গ্লিন ন্যাশ। আজকে ওর জন্যই আমি এখনও জীবিত থাকতে পেরেছি।

রাস্তা পার হবার বিপজ্জনক সময়ে ও যদি আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান না দিত তাহলে তুমি এতক্ষণে বিধবা হয়ে যেতে। মানুষের এই তৎপরতা বহুদিন আমার চোখ পড়েনি। তাই খুশী হয়ে আমি ওকে এখানে নিয়ে এলাম।

কি, কাজটা ভালো করেছি তো?

মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখল, ওর চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ রয়েছে। ফাঁকা দৃষ্টি মেলে বলে উঠল, 'আমার স্বামী তিলকে তাল করে সমস্ত কথাবার্তা বলে। আপনিই বলুন ঘটনাটা কি সত্যিই সে রকম কিছু ছিল?

'হ্যাঁ ন্যাশ, তুমি সব কিছু খুলে বলো তো, ও আমার কথা একদম বিশ্বাসই করছে না।'—হাসি মুখে বলল ডেস্টার।

'হ্যাঁ মানে....আপনার মিষ্টার ঠিক না দেখে রাস্তা পার হবার জন্যে, হয়তো, আর একটু হলেই ,' পান্নার মত সবুজ একজোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অস্বস্তি বোধ করে বলে উঠলাম। 'আর ঠিক

সেই সময়ে যদি আমি ওনাকে হাত ধরে না টানতাম, তাহলে হয়ত....'
আমি কথাটা সমাপ্ত করতে পারলাম না।

দেখি, মেয়েটার চোখের চাউনিতে ফুটে উঠেছে একটা ঘৃণ্যভাব। এরকম অসতর্কভাবে তার স্বামী রাস্তায় চলা ফেরা করে, এটা যেন সে কল্পনাও করতে পারছে না। তার চোখে মুখের হাবভাব দেখে আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো।

হঠাৎ মেয়েটার চোখের চাউনিটা কেমন বদলে গেলো, তার চোখ জোড়া ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

'আপনি তো খুব সাবধানী লোক দেখছি! কথা সমাপ্ত করেই একটা বিদ্রূপের হাসি হাসল মেয়েটা।

'হেলেন, ধন্যবাদ জানাবে না?' রাগত স্বরে ডেস্টার বলে উঠল, 'তুমি যা ইচ্ছা করগে যাও, কিন্তু আমি যখন ওর কাছে কৃতার্থ হয়েছি তখন ওর জন্য কিছু একটা আমি করবই।

খুব সুন্দর গাড়ী চালিয়েছে ও। আর সিমণ্ডস্‌ও যখন নেই তখন চাকরিটা ওকেই দেবার ইচ্ছে হয়েছে আমার।'

মেয়েটি ততক্ষণে বারের দিকের আলোর তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর রাতের জামার অন্তরাল থেকে উঁকি মারা জিনিসগুলো দেখে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

আমি তো এইসব জিনিসই খুব পছন্দ করি। সুন্দরী মেয়েরাই আমার কাম্য বস্তু। যদি এখানে আমার চাকরিটা হয়ে যায় তাহলে প্রতিটি মুহূর্তই এ জিনিসের কাছাকাছি আমি থাকতে পারব। এই মুহূর্তে আমি তো ঠিক এই জিনিসটাই চাই।

'চোখটা জোরের সাথেই ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, 'চাকরি যদি দেন তাহলে খুবই ভালো হয়।'

পরবর্তী কাহিনীর এটাই ছিল প্রথম ভাগ। আর এই ভাবেই আমি সর্বনাশের ফাঁদে পা বাড়াই।

হাওয়ার মধ্যেই যেন আমার শেষের কথাগুলো ভাসমান ছিল।

হেলেন—হ্যাঁ, এই নামটা ধরেই ওকে আমি ডাকবো, নাম জানার পর কি আর অন্য নামে ডাকা যায়?

গ্লাসে কিছুটা ব্রাণ্ডি ঢেলে হেলেন তার সুঠাম পিঠটা বারের গায়ে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাল্কা রাত জামার ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা উদ্ধত স্তন দুটো যেন আমার দৃষ্টি কেড়ে নিতে চাইলো।

'আর্ল,' এ ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। যদিও এই লোকটি ভালোই গাড়ী চালায় বলেই আমি শুনলাম তবুও আমার ইচ্ছা তুমি ওর লাইসেন্স-টাইসেন্সটা একটি বারের জন্য দেখে নেবে।' কথা শেষ করেই এক টুকরো বাঁকা হাসি ছুঁড়ে মারলো হেলেন।

'ওসব ব্যাপারে পরে মাথা ঘামান যাবেখন।' ভ্যাবাচেকা খেয়ে ডেস্টার বলল, 'ও আমার প্রাণরক্ষা করেছে, তাই এখুনিই আমি ওর কিছু উপকার করতে চাই। তা তুমি কবের থেকে কাজ করবে বলো?' শেষের কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলল।

'যবে আপনার প্রয়োজন হবে....স্যার।'

একটু দেরীতেই স্যার কথাটা মুখে এসেছিল। ব্যাপারটা ডেস্টারের নজরে না পড়লেও শ্রীমতি কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল।

পরবর্তী অনেক ঘটনায় আমি লক্ষ্য করেছি, অতি সামান্য সামান্য ব্যাপারের ওপরেও তার কড়া নজর থাকতো।

'তা হলে গাড়ি গ্যারেজ করে আজকের থেকেই তুমি আমার এখানে থাকতে শুরু কর। এই নাও চাবি, গ্যারেজের ঠিক ওপরেই যে ঘরটা রয়েছে সেখানেই তুমি থাকবে।' কথাগুলো শেষ করেই বারের ওপাশে টাঙানো থাকা চাবির গোছাটা ঝুঁকে পড়ে হাতে নিল ডেস্টার।

তারপর চাবির গোছা থেকে একটা চাবি খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'সব কিছু দেখেশুনে নিও। একপ্রস্থ ড্রাইভারের উর্দি ঐ ঘরটার মধ্যে রয়েছে, তুমি তার থেকে বেছে নিও। যদি তোমার গায়ে

ফিট না করে তাহলে তিন নম্বর রাস্তায় মায়ারের দোকানে নিয়ে যাবে, ও কেটে-ছেটে সব মাপ মত তৈরী করে দেবে।

চাবিটা দেখতে দেখতে বললাম, ঠিক আছে স্যার।

'এই বাড়ীতে আমরা এই কটি প্রাণী ছাড়া কিন্তু আর কেউই নেই। তাই এ বাড়ির সমস্ত কাজই হেলেনকেই করতে হয়।

ওর খুবই কষ্ট হয়। তুমি না হয় মাঝে মধ্যে ওকে একটু সাহায্য করবে। যেমন ধরো এই একটু ঘর দুয়ার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, বাগানটা দেখাশুনা করা আর দরজা-জানলার ঝুল-টুলগুলো একটু ঝাড়া পোছা করা এইসব আরকি। কি অসুবিধে হবে না তো তোমার ?

'আজ্ঞে না না, আমি সব কাজই করবো।'

'ভালো কথা। আচ্ছা, এখানে কিন্তু খাবার-দাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং তোমাকে বাইরে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা তুমি জিনিসপত্র কিনে এনে নিজের ঘরেও খাবার তৈরী করতে পারো সব ক্ষেত্রেই অবশ্য আমিই পয়সা দিয়ে দেবো।' কথা বলতে বলতেই ডেস্টার মস্ত বড় এক হাই তুললো।

'যাও, এবার ঘুমুতে চলে যাও। সারাদিনই অনেক পরিশ্রম করেছ।' আশ্বাস দিয়ে বলল,' তোমার কোন চিন্তা নেই, তোমার সুযোগ সুবিধার দিকে আমার নজর থাকবে। কেবল তুমিও ভাই আমাদের দিকে একটু খেয়াল রেখো তাহলেই আর কোন ঝামেলা হবে না।'

'আপনাদের দিকে নিশ্চয়ই নজর রাখবো। শুভরাত্রি স্যার। হেলেনকে লক্ষ্য করেও বললাম, মেমসাহেব রাত্রটা আপনার ভাল হোক।'

সে কোনো জবাবই দিলো না। কেবল ওর দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলল একটা ঘৃণার ভাব।

আমি যেন কিছুই বুঝতে পারলাম না এমন একটা ভাব করে

রইলাম। একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল—কথায় বলে না, যত চটে ততই আবার পটে!

কথাটা মনে পড়তেই নিজেকে সামলে নিলাম। সারাদিনই এমন একটা খাসা মালের পাশে আমাকে থাকতে হবে এবং আমার ওপরের পরবর্তী সমস্ত ঘটনাটা নির্ভর করবে। কর্ম অনুযায়ীই আমি ফলভোগ করব।

জীবনে তো অনেক সুন্দরী মেয়েদেরই আমি বাগে এনেছি। একাজে হয়ত কেউই আমাকে টেক্কা মারতে পারবে না।

আর দেরী না করে বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর একসময়ে হলঘর পেরিয়ে বাইরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম এবং রোলসে উঠলাম।

গ্যারেজে তিনখানা গাড়ী রাখার জায়গা ছিল। তারমধ্যে দুখানায় গাড়ী ছিল আর একটা খালিই পড়ে থাকতে দেখলাম।

যে দুটো জায়গা ভর্তি করা ছিল, তার একটার মধ্যে ছিল একখানা টু-সীটার ক্যাডিলাক আর অপরটায় একখানা রোড মাস্টার বুইক।

খালি জায়গায় আমি রোলস ঢোকালাম।

ডেস্টারের সঙ্গে আমার তো অনেক কথাই হল কিন্তু কই তিনি আমায় এই গাড়িগুলোর কথা কিছুই বললেন না।

যাক, কি আর করা যাবে, মাঝের থেকে আমার মোছা ধোয়ার কাজটা আর একটু বেড়ে গেল। অবশ্য তার জন্য আমার তেমন কোন দুঃখই নেই!

গাড়ী গ্যারেজ করে আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম এবং চাবি দিয়ে গ্যারেজের ওপরের ঘরটা খুললাম।

ঘরটা দেখেই বুঝলাম যে আমার ধারণাই বাইরে-এর থেকে তেমন মিল পাওরা যাবে না। তবে আমার থাকার পক্ষে যথেষ্টই হবে। অন্ততঃ গতকাল পর্যন্ত যে জায়গাটায় আমি বাস করেছিলাম তার থেকে তো শতগুণে ভালো এই ঘরটা।

আমার পূর্বে যে এই ঘরটার মালিক ছিল সে হয়তো খুবই তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে গেছে। কারণ ঘরটার মধ্যে একখানা প্লেটে পড়েছিল কিছুটা খাওয়ার একখানা রুটির টুকরো, কাটলেটের হাড়।

এছাড়াও নোংরা ছাইদানিটা পরিপূর্ণ ছিল ভ্যাপসানো পোড়া সিগারেটে।

এই ঘরটা যে কিছুদিন যাবৎ ফাঁকাই পড়ে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমস্ত জিনিসগুলোর উপর এক প্রস্থ ময়লা পড়ে থাকতে দেখে।

অবশ্য এইসব আমাকে মোটেই দমিয়ে রাখতে পারেনি। এর থেকে নোংরা পরিবেশেও আমি দিন কাটাতে অভ্যস্ত ছিলাম। এই হিসাবে এইসব নোংরামি আমার কাছে তুচ্ছ মনে হল।

এবার শোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তাই বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিলাম। তারপর কম্বল বিছিয়ে নিলাম।

কোট-টাই জুতো খুলে সবে শুতে যাবো সেই সময়ে সিঁড়িতে একটা পদশব্দ শুনতে পেলাম।

বাধ্য হয়েই আবার আমি জুতোটা পরলাম, তারপর শোবার ঘরের দরজাটা খুলে সিঁড়ির দিকে তাকাতেই দেখি, বাইরের ঘরের দরজা খুলে হেলেন প্রবেশ করছে।

এবারে কিন্তু তার গায়ে শুধুমাত্র সাদা রাত জামাই ছিল না, সে তার উপরে একটা কালো রঙের সিল্কের চাদর চাপিয়েছে।

সে আমাকে দেখতে পেয়েই দরজার গোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার বড় বড় পান্না রঙের চোখ জোড়া চিন্তায় মোটেই কাতর হয়ে যায়নি। আমি বুঝতে পেরেছি যে সে খুব চতুরা রমণী।

আমি তার দিকে এগিয়ে না গিয়ে দরজার মধ্যে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার আসার অপেক্ষায় রইলাম। আমি জানতাম, সে আমার সঙ্গে হঠাৎ উথলে ওঠা প্রেম নিবেদন করতে এখানে মোটেই আসেনি।

তার এই আসার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে। যদি সত্যিই সে আমার সঙ্গে পিরিত করতে আসত তাহলে হয়ত আমিও ব্যাপারটাকে ঠিক বেমালুম মেনে নিতে পারতাম না।

'মেমসাহেব আপনি এখানে, বলুন কি আদেশ করবেন? যতটা সম্ভব মধুর কণ্ঠে ও বিনয়ের স্বরে বলে উঠলাম।

'শুনুন ন্যাশ, আপনি এখানে থাকুন এটা আমি চাই না।' তীক্ষ্ণ গলার স্বর, মিঃ ডেস্টার আজ একটু অসুস্থ আছে। ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাই বলে বিনা প্রয়োজনে আপনাকে আমি ড্রাইভারের পদে নিযুক্ত করছি না।'

যেন বেশ মনোযোগ সহকারেই আমি তার কথা শুনছি, এরকম একটা ভান করে রইলাম। তারপর বললাম, শুনুন মেমসাহেব, আমার চাকরিটা মিঃ ডেস্টারই দিচ্ছেন, তাই আমি এই বিষয়ে তার সঙ্গেই আলোচনা করতে চাই এবং তার ইচ্ছের ওপরে এখানে আমার থাকা আর না থাকা নির্ভর করবে।

জবাব এলো, যেন কোনো গোবেচারা ছেলের সাথে কথা বলছেন, 'তা অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্তু শুনলেন যে ওর শরীর খারাপ। আপনি এখানে না থাকুন এটা ওনারও ইচ্ছা।'

'ঠিক আছে, সকালে ওনার মুখ থেকেই আমি সেকথা শুনতে চাই।'

রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। সে চোখ দুটো গোল গোল করে পাকিয়ে বলল, আমার কথা শুনলে আপনারই মঙ্গল হবে। আপনার আগে যে ব্যক্তি এখানে কাজ করত, সে বেচারা না পেতো মাইনে, না পারতো ঘুমোতে।

অতীষ্ঠ হয়ে এবং এখানে আর তার থাকা পোষাবে না বুঝতে পেরে সে বাধ্য হয়েই চাকরি ছেড়ে চলে যায়।

তা যেতে পারে, তবে এই নিয়ে চিন্তা করে কি কোন লাভ হবে?

আমি একটা মাথা গোঁজার স্থান পেয়েছি, এটাই আমার কাছে অনেক হয়েছে। আর মাইনে-টাইনের ব্যাপারে আমি কিছু ভাবতেই চাই না। এছাড়া আর ঘুমের কথা বলেছেন, তাই না ?

কিন্তু আমি মোটেই ঘুম কাতুরে নই, অনেক রাতই না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। তবে একটাই চিন্তা রয়েছে আমার—সেটা অবশ্য এই কাজের ব্যাপারেই। কারণ কাজটা আমার কাছে শক্ত হবে কিনা সেদিকে তো আমার নজর রাখতে হবে, কি বলুন ?

অবজ্ঞার ভরে হেলেন তার সুদৃশ্য কাঁধজোড়া ঝাঁকালো, 'দেখলে তো মনে হয় খুবই বুদ্ধিমান, অথচ কথাবার্তায় এত বোকা কেন ?'

'মেমসাহেব এটা কিন্তু আপনি মোটেই উচিত কথা বলেন না। আপনার সঙ্গে আমার ভালোমত পরিচয় না হতেই আপনি দুমদাড়াকা এসব কথা বলছেন।'

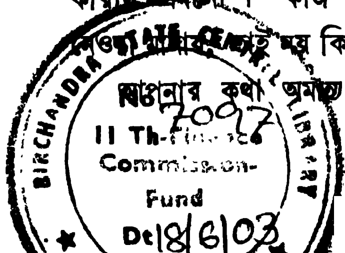
সম্মানে বোধহয় খোঁচা মেরেছে তাই। গম্ভীর হয়ে বলল, বাজে কথা ছাড়ুন। আমার পরিষ্কার কথা হচ্ছে, আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। আমার স্বামী মদের নেশায় আপনাকে চাকরি দিয়েছে।

নিন, ভাল চান তো এটা নিয়েই কেটে পড়ুন। 'বাড়ানো সুন্দর হাতের আঙুলের ফাঁকে একশো ডলারের একখানা নোট দেখা গেল।

টাকাটা নিয়ে চলে আসাই আমার বুদ্ধিমানের মত কাজ হত, কিন্তু বেশী পাকামো ছিল।

তাই বললাম, 'আপনার হাত থেকে টাকাটা নিতে পারলে আমি খুশীই হতাম, কিন্তু টাকার বিনিময়ে আমি যে কোন কাজই করিনি এখনো। কাজ করে তবেই রোজগারের টাকাটা হাতে নেওয়া আমার [illegible] নয় কি ?

আপনার কথা অমান্য করায় আমায় মার্জনা করবেন—এখান



থেকে চলে যাওয়ার কথাটা আমি মিঃ ডেস্টারের মুখ থেকেই শুনতে চাই।

নিমেষের মধ্যেই তার চোখের দীপ্তি নিভে গেলো। সে ঘরের দিকে আর এক পা বাড়িয়ে বললো,

ঠিক আছে, আপনার মত বুদ্ধুকে আমি কিছুই বলব না। তবে এখানে থাকলে মোটেই হাতে কিছু পড়বে না এটা বলে রাখলাম। হয়ত আপনি আশা করছেন, উপরি কিছু আয় হবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি।'

'এ কাজেই আমার যথেষ্ট হবে, আমি উপরি কিছুর আশা করি না। তাছাড়া আমার বহুদিনের শখ অনুযায়ী এই রোলসখানা চালাতে পারলেই আমি বেশী আনন্দিত হব।'

ঘাড় বেঁকিয়ে এমন সুন্দর ভঙ্গিমায় হাসলো হেলেন যেন অপূর্ব কোন সাদা রাজহংস। 'আপনি তো দারুন অভিনয় করতে পারেন দেখছি। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হবে না।

আমাদের কাছে কানা কড়িও টাকা পয়সা নেই।

আর মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই আমার স্বামীর চাকরিটাও চলে যাবে। খুবই খারাপ অবস্থা চলছে, এই সময়ে লোক রাখা পোষাবে না।

কষ্ট হলেও আমিই ঘরের সমস্ত কাজ কম্মো করি। ও শুধুমাত্র মদের ঘোরেই আপনাকে চাকরি দিয়েছে। টাকা পয়সা কিছুই পাবেন না, আগেই বলে রাখছি কিন্তু।

শেষের কথাগুলোয় আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম, আবার কৌতূহলও বোধ করলাম।

মেমসাহেব মিথ্যা কথা বলছে নাতো? হয়ত আমাকে পছন্দ হয়নি বলেই সে রাখতে চাইছে না।

যাই হোক, আমি বললাম, 'আপনি বৃথাই এইসব কথা শোনাচ্ছেন, আমি ওসবের থোরাই কেয়ার করি। আমি শুধু এটাই মনে করি

যে যেহেতু মিস্টার ডেস্টার আমায় চাকরি দিয়েছেন, সেহেতু তিনিই আমায় একমাত্র চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারেন।

বিরক্তি ও ঘেন্না মাখানো স্বরে হেলেন বলল, আপনার যা ইচ্ছে হয় তাই করুন, আমি কেবল আপনাকে সাবধান করে দিলাম। পরে যেন আবার এইসব ব্যাপার নিয়ে কোন্দল না করা হয়।

কথা বলতে বলতে হেলেন এক সময়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে চলে যায়, তার পরে হঠাৎ প্রশ্ন করে, সত্যিই কি আপনি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন?

'সত্যিই তাই। প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে একখানা প্যাকার্ড আসছিলো আর আপনার স্বামী আর একটু হলেই তার নীচে পড়ছিলো—ঠিক সেই সময়েই আমি তার হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারি।

আমি না থাকলে হয়ত গাড়ির নীচে পড়ে উনি এতক্ষণে থেঁতলে যেতেন। আর সেই কারণেই তো উনি বললেন, আমি তৎপর না হলে আপনাকে বিধবা হতে হতো।

অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেলেন, তার মুখখানা যেন সাদা পাথরের খোদাই করা। কিছুটা সময় একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, আমার স্বামী তাই বলেছে বুঝি?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিছুটা সময় আমরা দুজনেই চুপচাপ রইলাম। কারো মুখেই কোনো কথা নেই, কেবল দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি আন্দাজের উপর ভর করেই বললাম, 'যদি আমি পূর্বেই জানতে পারতাম যে আপনি আপনার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেন তাহলে কিন্তু ওভাবে বাঁচিয়ে দিতাম না।'

আমার এই কথায় ওর মধ্যে তেমন কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না, কেবল ওর চোখ দুটোই জ্বল জ্বল করে উঠলো।

হয়তো মুখের রঙও কিছুটা বদলে গিয়েছিলো, কিন্তু মৃদু আলোয় আমি তা দেখতে পেলাম না।

'সত্যি বলছো ন্যাশ' মৃদু কণ্ঠে বলল হেলেন। ওর গলাটা কেমন ফ্যাস ফ্যাসে লাগল।

চারিপাশে একটা থমথমে ভাব তার মধ্যে ওর ওরকম গলার স্বরে আমার সর্বাঙ্গ ছম ছম করে উঠলো। ও আবার বলে উঠলো, ভারী আশ্চর্য কাণ্ড তো।

তারপর ঘুরে দরজা খুলে সে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

*   *   *

আমি যখন ফৌজে কাজ করতাম তখন কয়েকটা জিনিষ আমি করায়ত্ব করি। তার মধ্যে একটা হল শত্রুর শক্তি অনুমান করা। তাই হেলেনের কথার মাঝে কি ফন্দি থাকতে পারে, সেটা অনুমান করার একটু চেষ্টা করলাম।

আমি যাতে এখানে না থাকি তারজন্য ও এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন। আসলে ব্যাপারটা কি। তাছাড়া নিজের স্বামীকেও পর্যন্ত, ও সহ্য করতে পারে না।

কি এমন ঘটনা ঘটেছে ওদের দুজনের মধ্যে যার জন্যে হেলেন স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে।

আমি যেন কেমন একটু রহস্যের গন্ধ পেলাম। আসলে এর মধ্যে কি ব্যাপার জড়িত রয়েছে সেটা জানার জন্যে আমি সপ্তাহ খানেকের জন্য ডেস্টারের ড্রাইভার হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে চাইলাম। অন্ততঃ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিজ্ঞাপন টাঙানোর জায়গা খুঁজে বার করার চাইতে তো এটা অনেক ভালো।

গাড়ি চালানোর পরিবর্তে যদি থাকা-খাওয়া, পরা ছাড়াও সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার করে হাতে আসে তাহলে খারাপ কি! তাছাড়া

যদি ভাগ্য ভালো হয় তো আরো ও অনেক কিছু উপরি মিলতে পারে।

হেলেনের কথা যদি সত্যি হয়—মানে ডেস্টারের যদি সত্যিই টাকা পয়সা তেমন না থাকে তাহলেও আমার বিশেষ কিছুই ক্ষতি হবে না। কারণ মাথা গোঁজার একটা স্থান আর খাবারের ব্যবস্থা তো থাকছে!

রাতের বাকি সময়টুকু গভীর ঘুমে মগ্ন থাকার পর পরদিন যখন সকালে ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে।

ঘুম থেকে উঠেই আমি কাজে লেগে পড়লাম। ঘরদোর পরিষ্কার করে দেয়াল আলমারী থেকে একটা ফর্সা চাদর বের করে খাটের ওপর পাতলাম।

তারপর ঘরের পূর্বের মালিক যে সব আর্বজনা ফেলে রেখে গেছিল সে সব ঘরের বাইরে ফেলে দিয়ে এসে আমি উর্দি নিয়ে পরলাম।

উর্দিটা একেবারে নতুন ছিল আর সেটা আমার গায়ে এমন সুন্দর ফিট করল, যেন আমি পরার জন্যই ওটা তৈরী করা হয়েছে।

হাল্কা ধূসর রঙের কর্ডের কোট, আঁটসাট প্যান্ট, গোড়ালি ঢাকা জুতো আর রোদ আটকানোর নক্সা কাটা জালি টুপী। একেবারে ফুলবাবু বনে গেলাম।

কোটের পকেটে হাত ঢুকাতেই একটা পুরনো খাম পেলাম, তাতে লেখা রয়েছে—বেন সিমণ্ডস, ৫৭ এ ক্লিফোর্ড স্ট্রীট, হলিউড।

বুঝতে পারলাম এটাই সেই সিমণ্ডস যে নাকি ডেস্টারের সর্বশেষ ড্রাইভার ছিল। কিন্তু সেকি এখনও ক্লিফোর্ড স্ট্রিটে থাকে! লোকটার কাছে একবার গেলে হয়, দেখি এ বাড়ির সম্বন্ধে তার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আটটা পনেরো সবে বেজেছে আমি মেমসাহেব হেলেনের রান্না-ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

রান্নাঘরের কোন শব্দই এসে কানে পৌঁছাল না। রান্নার কোন

ছ্যাঁক-ছুক শব্দও হচ্ছে না—তার মানে এখনও কোন রান্নাই বসানো হয়নি।

দোতলা থেকে কফির গন্ধ এসে নাকে লাগলো। আমি রান্না ঘরের সামনে এসে হাজির হলাম।

রান্নাঘরের দেয়ালের ঠিক গায়েই দাঁড়করানো রয়েছে একটা আট ফিট উঁচু হিমানিফ্রিজ। এই ফ্রিজের আকারে মনে হল যে, যে কোন বড় সংসারের অন্ততঃ বছর খানেকের মতো খাবার রাখা যাবে এতে।

সলির বিজ্ঞাপন কোম্পানির কাজ শুরু করার আগে আমি বছর দুয়েকের মতো ওহিওতে এগুলো বিক্রি করেছিলাম। এই ভোম্বল-কান্ত ফ্রিজটাকে দেখে আমার সেই হারিয়ে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ল।

উঃ, কি কষ্ট করেই না আমি সেই সময়টা কাটিয়ে ছিলাম। সেই সব পুরানো দিনের কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ফ্রিজের পাল্লাটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারলাম। [illegible]রিক্কা ভেতরটা যে একেবারে গড়ের মাঠ হয়ে রয়েছে! ফাঁকা ফ্রিজ দেখতে কারই বা আর ভালো লাগে। রাগ করে আবার পাল্লাটা বন্ধ করে রাখলাম।

এত দামি জিনিসগুলো যদি কিনে এভাবে অকেজো করে ফেলে রাখে তাহলে কেমন রাগ ধরে বলুন? কতগুলো পয়সা জলে ফেলা হল আর কি!

রান্না ঘরের পাশেই ভাঁড়ারে আধ বোতলের মত দুধ আর বাসি এক ভাগ কপি দেখতে পেলাম। আমি কফিটা নিয়ে গরম করছি, ঠিক সেই সময়ে দরজার বাইরে একটা আওয়াজ হতেই তাকিয়ে দেখি হেলেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

তার পরনে রয়েছে পশমের পুরোহাতা কালো রঙের সোয়েটার আর টাইট একটা পাতলুন।

এই পোষাকটা তাকে দারুন মানিয়েছিল। ওর চেহারার মধ্যে ফুটে

উঠেছে একটা বুদ্ধিসম্পন্না মহিলার ছাপ। ওকে দেখা মাত্রই আমার বুকের ভিতরটা কেমন হাল্কা হয়ে গেল।

'এখানে কি করা হচ্ছে?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো হেলেন।

'এক কাপ কফি নেবার জন্যে এসেছিলাম মেমসাহেব। আপনার কিছু অসুবিধে হলো না তো?'

'আপনাকে বাড়ীর মধ্যে আসতে হবে না।' দরজার দিকে ঘুরে যেতে যেতে বললো হেলেন; মিঃ ডেস্টারকে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে আপনার কাজ। আপনি শুধু এইটুকুই কাজ করবেন আর নিজের ঘরে থাকবেন।

যাগ্‌গে বাবা, তাও তো আমার চাকরিটা সে মেনে নিতে পেরেছে! সেটাই যথেষ্ট! আমি তো এক ধাপ এগোতে পেরেছি।

'আচ্ছা মেমসাহেব, আমি আপনাকে কি কাজে সাহায্য করব? বাড়ির যে কোন কাজই আমি করতে পারব, শুধু মাত্র আপনার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছি।'

'না আপনাকে বাড়ির কোন কাজই করতে হবে না। আপনি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকবেন না। রান্না ঘর থেকে গট গট করে ও বেরিয়ে গেল।

কফি খেয়ে, কাপটা ধুয়ে গ্যারেজে চলে এলাম, রোলসখানা ধোয়া পোছা করে একেবারে ঝকঝকে করে ওটাকে আমি সামনের দরজায় এনে হাজির করলাম। ঘড়িতে তখন দশটা বেজে কয়েক মিনিট সবে হয়েছে।

আর কোন কাজ না থাকায় আমি ড্রাইভারের বসার আসনে চুপচাপ বসে থেকে মিঃ ডেস্টারের আসার অপেক্ষায় রইলাম।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। মিঃ ডেস্টার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন।

তার পরনে রয়েছে ধূসর মুক্তো রঙের স্যুট, মাথায় কানাতওলা

ঢোলা টুপী। কাগজ পত্র নেওয়ার জন্য একটা ছোট্ট অ্যাটাচি বগলে নিয়েছেন।

ওনাকে আসতে দেখেই আমি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম তারপর গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দিকের পাল্লাটা খুলে দিলাম।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে উনি বললেন, সুপ্রভাত ন্যাশ, উর্দিটা পরে তোমায় বেশ সুন্দর লাগছে। দারুণ, মানিয়েছে ওটা। তুমি সকালের খাবার খেয়েছ তো ?

'হ্যাঁ স্যর।'

রোদের তেজ একদম সহ্য করতে পারেন না মিঃ ডেস্টার। তার গায়ের রঙ যেন কাঁচা মাংসের দলার মত চোখ দুটোও তেমনি টকটকে লাল। এই লাল চোখ দুটো দিয়ে আবার জল গড়াচ্ছে।

'প্যাসিফিক স্টুডিও কোথায়, জানো তো তুমি ?' জিজ্ঞাসা করল ডেস্টার।

'হ্যাঁ জানি স্যর।'

'আমি ওখানেই কাজ করি।' হাত-পা ছড়িয়ে নরম গদীর মধ্যে ডুবে গেলো সে, পায়ের ভার কমাতে পেরে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো, জোরে চালাও ভাই। আজ আবার আমি দেরী করে ফেলেছি।

জোরে গাড়ি চালালাম বটে তবে তেমন কিছু জোরে নয়। স্টুডিওর সামনে গাড়িটা যেতেই গেটের দারোয়ান ফটক খুলে দিলো।

আমি গাড়ি ভেতরে ঢুকাবার সময় দেখলাম, দারোয়ান ব্যাটা ডেস্টারকে সেলাম ঠুকলো না। ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হলো না।

ডেস্টার আমাকে বড় স্টুডিও থেকে দূরে যে অফিস বাড়িটা ছিল সেখানে যেতে বললো। আমিও তার কথা মতো সে বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড় করালাম।

'চারটের সময় আবার এসে আমাকে নিয়ে যেও। এখন তুমি বাড়ি গিয়ে বরং হেলেনকে একটু কাজের সাহায্য কর।

'স্যর উনি বলেছেন, আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

ডেস্টারের কানে গিয়ে হয়ত কথাটা পৌছাল না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোলানো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

আমি আর বোকার মত সেখানে না থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসার তোড়জোর করলাম।

গেটের পাহারাদার আবার ফটক খুলে দিলো। আমি বুঝতে পারলাম যে সে মোটেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেলেনি। এ ব্যাটার কি কোন সোদবোদ নেই নাকি, রোলসের দিকেও তার নজর পড়ল না।

স্টুডিও থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে গাড়ি থামালাম। তারপর গাড়ি থেকে নেমে একটা সস্তা দরের চায়ের দোকানে বসে কিছু খাবার খেলাম।

আমার পকেটে মাত্র পনেরো ডলার অবশিষ্ট ছিল। ডেস্টার তো এখনও পর্যন্ত কোন টাকা পয়সাই দিল না।

পনের ডলারের থেকে পাঁচ ডলার খরচ করে আমি কফি. টুকটাক খাবার জিনিস আর কিছু রান্নার প্রয়োজনীয় মশলাপাতি কিনলাম।

তারপর গাড়ীর কাছে এসে আমি ডেস্টারের বাড়িতে যাবার প্ল্যানটা পাল্টে ক্লিফোর্ড স্ট্রীটের দিকে যাবো ঠিক করলাম।

গাড়িতে উঠে আমি ক্লিফোর্ড স্ট্রীটের দিকেই এগিয়ে চললাম।

এই জায়গাটা ছিল আমার শেষের বাসাটার থেকে চার পাঁচটা রাস্তা পরেই। সাতান্ন নম্বর বাড়িটা চোখে পড়তেই আমি সেই বাড়িটার দরজার সামনে গাড়ি থামালাম।

তারপর যে বেলটার নীচে 'A কামরা' লেখা, সেই বেলটা টিপলাম। ভেতরে কোথাও ঘন্টার শব্দ হলো, একটু পরেই দরজা খুলে গেলো।

সিমণ্ডস্ তিন তলায় থাকে। সেখানে তার দুটো ঘর রয়েছে।

আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম, সিঁড়ির শেষ ধাপে

পা দিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই দেখি সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তার চেহারাটাও খানিকটা আমারই মতো, তবে তার চুল কিছুটা পেকে গেছে আর হাসি খুশি মাখানো মুখে কিছুটা বয়েসের ছোপ পড়েছে।

আমার পরণে উর্দি দেখেই সে হেসে উঠলো। তার ঐ দন্ত বার করা হাসি দেখে আমার খুবই খারাপ লাগল। কারণ ঐ রকম হাসি একমাত্র বোকা লোক দেখলেই মানুষ হেসে থাকে।

আমি ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই পাল্টা হাসি ছুঁড়ে দিলাম।

'আমি ডেস্টারের নতুন ড্রাইভার সেটা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না। আমি আপনার থেকে কিছু খবর জানবার জন্য এখানে এসেছি।

'তা বেশ করেছেন, এখন তো ভিতরে বসবেন চলুন।' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে সিমণ্ডস্ বললো, 'প্রতি মিনিটেই এই দুনিয়ায় বোকার জন্ম হয়ে যাচ্ছে। তার আপনাকেই বা কি বলব? আমিও তো আপনার মতই এই চাকরিটা পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। আর এই চাকরিই আমাকে অনেক ঠকিয়েছে ভাই অনেক ঠকিয়েছে।'

মেঝেয় ধুলোর আচ্ছাদন। ওর পশ্চাতে পশ্চাতে আমি সেই ঘরে ঢুকলাম। গ্যারেজ ঘরের মতন এই ঘরটাকেও সে নোংরায় ভরিয়ে রেখেছে।

টুপিটা খুলে টেবিলের সবচেয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখলাম।

তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নিজেকে মোটেই অতি চালাক ভাবি না। আমি জানি, এটা তেমন কোন ভাল চাকরিই নয়। তবে অস্থায়ী চাকরি হিসেবে এটাকে খারাপ বলা যায় না।

ও আপনাকে তো নামটাই বলা হলো না। আমার নাম গ্লিন স্ল্যাশ।

আমার বসার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সিমণ্ডস্ পাশের

ঘরটায় চলে গেলো। যখন ফিরে এল তখন ওর হাতে রয়েছে দুখানা কাপ ও একটা কফির পাত্র।

আমার থেকে একটা সিগারেট আমি তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

সে সেটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ অস্থায়ী চাকরি হিসাবে অবশ্য এটা মন্দ নয়। তবে টিকে থাকাই বড় দায়।

আমি ওখানে দু সপ্তাহ মাত্র ছিলাম। আমি ছাড়া আর কেউই ওখানে এতদিন থাকতে পারে নি।

ওর এগিয়ে দেওয়া কফি নেওয়ার সময় প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু এত ঝামেলার কারণটা কি বলুন তো?

'কারণ কি আর একটা ভাই? একেই ফুটো নৌকা, তার মধ্যে আবার ইঁদুরের ছড়াছড়ি। এছাড়াও রয়েছে মিসেস ডেস্টারের মত মহিলা। তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ তা হয়েছে অবশ্য। প্রথম দিন থেকেই তো তিনি আমায় বাতিল করতে চান।'

'তাহলে আবার আঁকড়ে ধরে রয়েছেন কেন? কোন গণ্ডগোল হবার আগেই চলে যান। ঐ মহিলা কিন্তু লোককে খুব বিপদে ফেলতে পারে।

'আমি খুবই বুদ্ধু ছিলাম, তাই চলে যাবার হুকুম পেয়েও আমি চাকরির ওপর দাঁত কামড়ে পড়েছিলাম। আর তারপরেই চোর বদনাম আমার গায়ে এঁটে যাচ্ছিল আর কি!'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'কি বলছেন কি!'

সিমণ্ডস্ দন্ত বিকশিত করে হেসে উঠলো। তার দাঁতগুলো মোটেই সুন্দর ছিল না—তার মধ্যে তামাকের ছোপ রয়েছে।

সে বলল, 'আমি সত্যিই বলছি। পেট্রোলের দাম দেবার জন্যে ঠাকুরুন আমাকে একটা একশো ডলারের নোট দিল। আমি তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম; কারণ বারবার ডেস্টারই পেট্রোলের দাম দিয়ে আসে।

ব্যাপারটায় আমি সন্দিহান হয়ে উঠলাম। নোটখানা ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলাম, আমার ধারণাই ঠিক! বদ মহিলা নোটের এক কোণে আলপিন দিয়ে একটা চিহ্ন করে রেখেছে! ঘটনাটা যে কোনদিকে গড়াচ্ছে সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি তা বুঝতে পারলাম।

কোন রকম বিপদের ঝুকি না নিয়েই আমি নোটটা আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম। সবে নোটখানা পোড়ান শেষ হয়েছে, আর তখুনই সাদা পোষাক পরা দুই গোয়েন্দা এসে উপস্থিত হল।

ঘরের সমস্ত জিনিস উলোট-পালোট করে তারা খুঁজতে লাগলো, আমাকে সার্চ করতেও তারা ছাড়েনি। কিন্তু নোটটা তবুও যখন আর পেল না, তখন বাধ্য হয়েই তারা আর আমাকে জেলে পুরতে পারল না।

ওরাই আমাকে জানাল, মিসেস ডেস্টার পুলিসে খবর দিয়েছে। কারণ, দিন কয়েক হল তার নাকি খুব টাকা চুরি যাচ্ছে; আর ওর ধারণা, সে টাকা আমিই হস্তগত করছি।

যেই পুলিশের লোকগুলো চলে গেলো, অমনি আমি তলপি-তল্পা নিয়ে পালিয়ে এলাম! উঃ বাবাঃ, বরাৎ জোরে সে যাত্রায় বেঁচে গেছি!'

এসব কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল গত রাত্রের হেলেনের একশো ডলার পুরস্কার স্বরূপ দিতে যাওয়ার কথা।

'আসলে ব্যাপারটা কি? কেনই বা উনি স্বামীকে ড্রাইভার রাখতে দিতে চান না?'

ঠোঁট উল্টালো সিমণ্ডস্, 'কে জানে ভাই।' শুনেছি একটা রাঁধুনি, একটা চাকর আর গোটা দুই ঝি মাস তিনেক আগে পর্যন্ত ঐ বাড়িতে ছিলো।

এ ছাড়াও নাকি একজন মালি আর একজন ড্রাইভার থাকতো। হঠাৎ শয়তানীর মাথায় কি যে ভূত চাপলো, সে হতচ্ছাড়ী সবকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বেশীর ভাগ ঘরেই তালা মেরে নিজেই সমস্ত বাড়ীর কাজকর্ম করতে লাগলো।

ডেস্টার ড্রাইভার রাখার বহু চেষ্টা করে, কিন্তু বজ্জাতটা একের পর এক ফন্দি এঁটে সবকটাকেই অতিষ্ঠ করে তুলে, শেষে চলে যেতে বাধ্য করেছে।

আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন, কেন সে এমন করে? কিন্তু সত্যি বলছি ব্যাপারটা আমারও অজ্ঞাত রয়েছে।'

'মেমসাহেব তো বললো, মিষ্টার ডেস্টারের নাকি টাকা নেই।'

আমি অতসত জানি না। হয়ত সত্যি কথাও বলতে পারে। তবে টাকার অভাবে যে গিন্নীই বাড়ির সমস্ত কাজ করবে এমন ধরণের মেয়ে তো মিসেস ডেস্টার নয়।'

হেলেনের প্রকৃতিটা সেরকম ধরণের নয় সেটা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম।

'আচ্ছা, ডেস্টার আসলে কে বলুন তো?'

'ওনার পেশা আর পরিচয় জানতে চাইছেন কি? সিমণ্ডস্ এক চুমুকে বাকি কফিটা শেষ করে আবার এক কাপ কফি ঢেলে নিলো।

তারপর বললো, একদা উনি ছিলেন প্যাসিফিক ষ্টুডিওর একনম্বর সিনেমা করনেওলা। খুব নাম ডাক ছিল, কিন্তু এখন আর সে সব কিছুই নেই।

চুক্তির যা মেয়াদ ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তবুও মালিকেরা চুক্তির মেয়াদ আর বাড়িয়ে দেয়নি। মাসখানেকের মধ্যেই চুক্তি মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন কারো কাছেই ও আর পাত্তা পাবেনা।

'রোজই একবার করে সে অফিসে ঢু মারে বটে, তবে বিনা কাজেই সে যায়। কেউ তার খোঁজ খবরও নেয় না। শুধু সময় কাটাতেই সে অফিসে যায়।'

'অন্য লাইনের কাজ করেন না কেন?

অট্টহাসি হেসে উঠলো সিমণ্ডস্ 'ও মশাই। আপনি বুঝি ব্যাটাকে এখনও চেনেন নি? ও ব্যাটাতো একটা পয়লা নম্বর মালখোর। ওকে আর কেউ পছন্দ করে না।

ঘুম থেকে উঠার পর থেকেই সেই যে মদ খাওয়া আরম্ভ করে তা চলতে থাকে রাত্রে বিছানায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত। সারাদিনই তার চোখজোড়া থাকে জবা ফুলের মতো লাল টকটকে।

অবশ্য হেলেনের মত ঐরকম যদি আমারও স্ত্রী থাকতো তাহলে হয়ত আমিও ওর মতই হতাম। হেলেনকে ডেস্টার প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু আমি শুনেছি যে, হেলেন নাকি ওকে মোটেই চায় না এবং একা ঘরে দরজা বন্ধ করে তবেই নাকি শোয়!

'বিয়ের পর ক'টাদিন যা ডেস্টার তার সাথে রাত কাটিয়েছে, তারপরে তো আর তার ঘরে কখনো প্রবেশই করতে পারেনি।'

'হেলেনের পরিচয় কি? কোথা থেকে এসেছে?'

'ওসব তো জানি না। তবে ঐটুকু জানি যে তাদের বিয়ে হয়েছে বছরখানেক আগে। আর বিয়ের পর থেকেই ডেস্টার অবনতির পথে এগিয়ে গেছে।

এখন সিনেমা-লাইনেও তার আর আগের মতো কদর নেই। চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই দেউলিয়া হবে।

'তাই বলছিলাম, বেশ ভালোই চাকরি পেয়েছেন একখানা। মাত্র দু সপ্তাহ থাকতে পারলেই বুঝতে পারবো যে আপনার সৌভাগ্য হয়েছে।'

'কিন্তু দেউলিয়াই বা হতে যাবে কেন? তার তো তিনটে গাড়ী রয়েছে দেখলাম, তাছাড়া অতোবড় বাড়ি রয়েছে যখন তখন তো দেউলিয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তার ঐ রোলসটার দামই তো হবে প্রায় বারো হাজার ডলারের মতো।'

'মক্কেলের নাকি প্রচুর দেনা রয়েছে এরকম ধরণের একটা কথা শুনেছিলাম। তবে সেটা মিথ্যাও হতে পারে।'

'তবে আমি এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, ওর চাকরিটা চলে গেলেই ওর পাওনাদারেরা ওর ওপর হামলা করবে। আর তখনই ওর এই সব বিষয় সম্পত্তি সব শেষ হয়ে যাবে।'

হেলেন খেটে খাবে এটা মনে হলেই আমার খুব আনন্দ হয়। ডেস্টার ওর পিছনে খুব টাকা ঢেলেছে, এবার যখন ওকে কাজ করে খেতে হবে, তখনই ঐ লাল চুলো হারামজাদী বুঝতে পারবে যে কত ধানে কত চাল।'

'ওখানে থাকাকালীন সময়ে আপনি মাইনে পেতেন?'

'পেতাম বটে। তবে চাইতে হতো। এইসব চাকর-বাকরদের মাইনে দেবার মতো তুচ্ছ ব্যাপারটা আবার ওর মনে থাকতো না।'

কমদামী টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সিমণ্ডস্ বলল, নাঃ, আর বেশী কথা বলার সময় নেই। আমাকে আবার এক্ষুনি একটা নয়া চাকরির সন্ধানে বেরতে হবে।

'আমার এই কাজটা হল দু'জন বুড়ীকে নিয়ে শহর ঘুরিয়ে দেখানো। ঐ মদে চুর হওয়া ডেস্টারের গাড়ি চালানোর থেকে এটা বরং অনেক ভালো কাজ।'

'আপনার কপালে অশেষ দুঃখ রয়েছে বলেছিলাম। ডেস্টারের আবার সময় জ্ঞান নেই। সে মধ্যরাতকে মনে করে সন্ধ্যে।'

এটুকু বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আবার বকর বকর করে বলল, 'আমার কথায় আপনি আবার এটা ভাববেন না যে আমি তাকে ঘৃণা করি। বরং ওর এরকম বরাতের জন্য আমার কষ্টই হয়।'

যখন নেশা ছাড়া থাকে তখন সে এতই ভালোমানুষ হয় যা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এই নেশা ছাড়া তাকে পাওয়াও যে মুস্কিল ব্যাপার!

মেয়েরা যে এত সর্বনাশী হয়, তা আমি ঐ হেলেন নামক দজ্জাল মহিলাকে না দেখলে জীবনে হয়ত বিশ্বাসই করতাম না। এই খাণ্ডারণীর বোধ হর মাথায় ছিট আছে।

আচ্ছা, সে কি এটা বোঝে না যে তার স্বামীর ক্ষতি হওয়া মানে তারই ক্ষতি হওয়া! এই হতচ্ছাড়ি বৌয়ের জন্যই নাকি সে মদ খায়।

'শয়তানীর মাথায় যে কি কুবুদ্ধি খেলছে তা আমি আবিষ্কার করতে পারি না।'

এখান থেকে আমি সোজা চলে গেলাম আমার পুরনো ডেরাটায়। সেখানে নিজের ফেলে আসা জিনিসপত্রগুলো তুলে আনার সময় আমিও চিন্তা করতে লাগলাম, হেলেনের আসল উদ্দেশ্যটা কি।

আমার এই কৌতূহল আগের তুলনায় এখন আরো বেড়ে গেল। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায়।

গ্যারেজে গাড়ী ঢোকাতে গিয়ে দেখি হুডতোলা ক্যাডিলাকটা নেই।

তখনই বুঝলাম যে ডেস্টারের সুন্দরী স্ত্রী হেলেন বাইরে আহারের জন্যে বেরিয়ে গেছে!

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন বেলা বারটা বেজে পনেরো মিনিট হয়েছে।

মগজে একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেলো। আচ্ছা, এই সময়ে ফাঁকা বাড়িটা একবার ঘুরে দেখলে কেমন হয়।

আমি আর দেরি করলাম না। বাড়িটার দিকে ভালো করে তাকিয়েই গাড়ি বারন্দার ওপরে একটা জানলা দেখতে পেলাম। সেটা খোলাই রয়েছে।

আমি ছাদে উঠেই জানালা ঠেলে এক মিনিটের মধ্যেই ভেতরের বারান্দায় নেমে পড়লাম। বারান্দাটা ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখ পেরিয়ে একটানা চলে গেছে।

সমস্ত দোতলাটা ঘুরে দেখতে পেলাম, প্রায় সাতটার মত শোবার ঘর, গোটা তিনেকের মত কল ঘর আর গোটা দুয়েক সাজ ঘর রয়েছে।

এই শোবার ঘরগুলোর মধ্যে আবার খান পাঁচেক ঘর আগাগোড়া মোটা কার্পেটে ঢাকা।

ডেস্টারের শোবার ঘরটা ঠিক সিঁড়ির সামনেই আর হেলেনেরটা একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে। দরজার গোড়ার থেকেই আমি উঁকি মেরে ঘরগুলোর ভেতরটা দেখে নিলাম।

সবচেয়ে বড় ঘর হোল হেলেনের। বিলাসিতার মধ্যে থাকার জন্য বেশ কিছু টাকা এই ঘরটার পিছনে খরচা করা হয়েছে। ঘরটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে বেশ আরামি।

ঘরের মধ্যে মস্ত বড় এক পালঙ্ক রয়েছে। সেটা পরিপাটি করে সাজানো। শামুক রঙের বালিশ আর টকটকে লাল রঙের চাদর পাতা রয়েছে—যেন কোন সিনেমার স্যুটিং ঘর।

গুটি কয়েক আরাম কেদারা এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে, একটা লেখার টেবিল, প্রসাধন সামগ্রীতে ভরা একটা সাজার টেবিল, একটা ঢাউস রেডিওগ্রাম আর দেয়ালের গায়ে মিশে থাকা চোরা দেরাজ। ঘরখানায় একটা হাল্কা নীল আলো থাকায় এটাকে একটা স্বপ্ন-রাজ্য বলে মনে হল!

ফাঁকা ঘরে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চায় এমন স্ত্রীর জন্যে ঘরটা বেশ উপযুক্তই বটে। ঘরটার পরিপাটি অবস্থা দেখেই বুঝতে পারলাম যে এখানে কোন পুরুষের প্রবেশ করা হয় না।

ডেস্টারের ঘরটাও হেলেনের ঘরের মতই জিনিস পত্রে ভরাট, তবে ঘরটা ছিল অগোছাল আর আয়তনে একটু ছোট।

ঘরটার মেঝে থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আসবাব-পত্রগুলো ধুলোর চাদরে মোড়া ছিল। কেউ না বলা সত্বেও এটা বুঝলাম যে হেলেন এই ঘরটার পিছনে কিছুমাত্র সময় ব্যয় করে না।

আমার যা যা দেখার জিনিস ছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি সব দেখে নিয়ে নীচে গেলাম।

নীচে বড় বসবার ঘরটা বাদ দিয়ে আর যে বাকী পাঁচটা ঘর ছিল সেগুলো এক ঝলক দেখে নিলাম। সবই আষ্টে পৃষ্ঠে ভারী কার্পেট দিয়ে মোড়া; ঝি-চাকর না রাখার বেশ ভালই ব্যবস্থা!

সিমণ্ডসের কথাগুলো তাহলে সত্যিই ছিলো। ডেস্টারের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপের দিকে। লোককে দেখানোর জন্য শুধু বাইরের জাকজমকটুকু বজায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু যে কেউই যদি একবার তার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে, তাহলেই সে তাদের আর্থিক অবস্থাটা টের পেয়ে যাবে।

এদিকটায় আমি আর বেশীক্ষণ থাকলাম না। গ্যারেজের ওপরে আমার ঘরটায় গিয়ে জামা-কাপড় বদলে নিলাম। তারপরে রেস্ত হিসেবে করে দেখলাম, দশ ডলার মাত্র রয়েছে। নিরুপায় হয়ে ঐ নিয়েই শহরে যাওয়ার আশায় আমি রাস্তার মোড়ে বাসষ্টপে দাঁড়ালাম।

জ্যাক সলির অফিসটা ছিল ক্রুয়ার ষ্ট্রীটে। বিজ্ঞাপন দেনেওলাদের 'পরামর্শদাতা,' 'চুক্তিকারি' এই সব গালভরা কথায় সলি নিজেকে জাহির করে বেড়ায়।

এক সময়ে ও ছিলো নিউইয়র্কের বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী সংস্থা হেরিং এণ্ড ইনচের বেচাকেনা দপ্তরের এক নম্বর লোক।

সেই সময়ে ক্যাডিলাক গাড়ি, ছ-কামরার বাড়ি আর দেরাজ ভর্ত্তি উমদা সব পোশাক-আশাক—কোন কিছুরই অভাব ছিলো না তার।

কিন্তু তবুও লোকটা কেবল সুযোগের ধান্দায় থাকতো, কি করে বাড়তি পয়সা রোজগার করা যায়। এই জন্য কুপথ গ্রহণ করতেও দ্বিধা বোধ করত না সে।

একবার হেরিং এণ্ড ইনচের কিছু গুপ্ত হিসেব সে মোটা টাকার বিনিময়ে অন্য এক কোম্পানীকে গোপনে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। ফলে প্রথমে চাকরি, পরে এক এক করে বাড়ি গাড়ী—সবই তাকে ছাড়তে হলো।

এছাড়াও লোকটার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হলো—চারপাশে তার নামে বদনাম ছড়িয়ে পড়ায়। এর ফলে বিজ্ঞাপন কোম্পানীগুলো তাকে আর কাজে নিল না।

এই চাকরি খোয়া অবস্থায় সে, জমানো যা কিছু টাকা-পয়সা ছিল, তা সাথে করে হলিউডে এসে উপস্থিত হলো। তারপর সেখানে নিজেই একটা অফিস খুলল।

তার অফিসের অবস্থা ভালো না হওয়ায় তার খদ্দের হলো যত সব ক্ষুদে ক্ষুদে দোকানদার, ছোটখাট আফিস বা ঐ ধরনেরই সমস্ত মক্কেলরা। এইসব নিয়েই তাকে কোনরকমে দিনাতিপাত করতে হয়।

রোগা লিকলিক করছে তার চেহারা। আমসে মুখ, কালো চোখ জোড়া গর্তের ভেতর ঢুকে গেছে আর ঠোঁট জোড়াও কুঁচকে বেঁকে গেছে।

পয়লা নম্বর ধান্দাবাজ ও। যতদিন গড়াচ্ছে ওর ব্যবসাও ততই জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে উঠেছে। অথচ টাকা পয়সার গন্ধ পেলেই ও দিশেহারা হয়ে যায় এবং বিবেক-শূন্য সমস্ত কাজকর্ম করে ফেলে।

আমি তাকে কয়েকবার পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধাতেও দেখেছি। গত এক বছর তো আমি তার এখানেই কাজ করেছিলাম। তবে তার কাজের আসল গ্যাঁড়াকলটা আমি উদ্ধার করতে পারিনি।

আমি ওর অফিসে গিয়ে নোংরা বিচ্ছিরি দরজাটা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সলি তখন একটা কমদামী ছবির বই দেখছিলো।

সলির সেক্রেটারীর নাম প্যাট্সি ; বয়স বড় জোর বাইশ-তেইশের মতো হবে। মেয়েটার মাথা ভর্তি সোনালি রঙের চুল আর মুখটাও বেশ আধো আধো। মেয়েটা খুব চৌকস।

আমার সাথে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই মেয়েটা এক গাল হাসি ছুঁড়ে দিল। আঃ প্রাণটা যেন আমার জুড়িয়ে গেল।

সলি ওকে গাধার মতো খাটায়। সে শুধু অফিসটারই তদারকি করে না, প্রয়োজন মত আবার অফিসের পর খদ্দেরও সামলায়।

এই বাড়তি কাজের জন্য মেয়েটি মোটেই দু-চার পয়সা বেশী হাতে আনতে পারতো না এবং সলির থেকেও ভালো ব্যবহার পেতো না।

মেয়েটা বসে বসে একটা কাগজের ঠোঙা থেকে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিচ্ছিল।

আমার আগমন টের পেয়ে সলি হাতের বইটা রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকালো। তার দুচোখে যেন ক্রোধ ফেটে বেরুচ্ছে।

'বলি তোমার ব্যাপারটা কি? এটাকে কি একখানা সরাইখানা পেয়েছ? ঘড়িটার দিকে একবার তাকাও তো! ন'টার সময় যার আসার কথা সে কিনা এখন এসে হাজির হলো?'

ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর টেবিলের ওপর গিয়ে বসলাম। তারপর দাঁত বের করে হেসে বললাম, 'একটু আস্তে ভাই। এ শর্মা কারো গোলাম নয়। আমি আর তোমার চাকরি করব না, আজকের থেকেই আমি এ চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি।'

প্যাটসি স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছিল। আমার কথা তার কানে যেতেই সে অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া-দাওয়ার কথা তার আর মনেই নেই।

আর সলির অবস্থা! সে মুখ চোখ এমন করছে যেন কেউ তাকে জোর করে তেতো খাইয়ে দিয়েছে।

আমি আবার বললাম, 'হ্যাঁ, সত্যিই আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি জ্যাক। আমি অন্য কাজ পেয়েছি সুতরাং তুমি নতুন কোনো বুদ্ধুর সন্ধান করো।'

সলির মুখটা থমথম করছে, 'তুমি কাজ ছাড়লে মানে। অন্য কাজ··· আমি তো···' সোজা হয়ে চেয়ারে বসল সে, 'আমাকে কি অতো বোকা ভেবেছ? তুমি যে আমার হিসেব পত্তর নিয়ে অন্য কাউকে বেচবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি....।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, বয়ে গেছে তোমার এই সব জঞ্জাল নিয়ে অন্য কাউকে বেচতে! কি না ভারী জিনিস তার আবার কথা! আমি একটা ভালো চাকরি পেয়েছি, তাই তোমার মত অপদার্থের সাথে আর কাজ করতে চাই না।

আমার এই চাকরিতে সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার করে মাইনে পাব,

খাওয়া-পরা সব বিনা পয়সায় তাছাড়া আলাদা থাকার ঘর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত....

'পোশাক-পরিচ্ছদ!' সলির চোখ বড় বড় হয়ে গেল, 'চাকরির সাথে এটার আবার কি যোগাযোগ রয়েছে?'

'ওইতো, আছে বাবা!' প্যাটসি আমার দিকে তাকাতেই আমি চোখ মারলাম, 'আমার চাকরির সাথে ওটার যে সম্পর্ক আছে। গাড়ী চালানোই হচ্ছে আমার নতুন পেশা, আমার মালিক প্যাসিফিক স্টুডিওর এক হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। আজে বাজে কেউ নয়।

সলি অবাক হয়ে বলল, তোমার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে নাকি? এটা আবার একটা কাজ নাকি? পাগল বোধহয় এ কাজ নিতে চাইবে না?

এ শহরে ড্রাইভারদের নাজেহাল হবার ঘটনা সবারই জানা আছে। এ তো যেচে জেলে যাওয়া। তোমার মগজ নিশ্চয়ই আলগা হয়ে গেছে গ্লিন?

'আমার চাকরিটার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হচ্ছে মালিকের চৌকস বৌটা...'

'বৌ!' সলি ঢোক গিলে সামলে নিয়ে বলল, 'তার মানে!'

প্যাটসি খুব রেগে মেগে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'যতসব বাজে আলোচনা! মেয়ে পেলেই ছেলেরা আর কিছু চায় না, গা জ্বলে যায়! হন হন করে সে ঘরের বাইরে চলে গেল।

সলি তুটো সিগারেট হাতে নিয়ে আমার দিকে একটা এগিয়ে দিল, 'হ্যাঁ কি যেন বেশ বলছিলে—ঐ কর্তার বৌয়ের সম্বন্ধে?'

'দারুণ দেখতে তাকে!' আমি তুহাত ঘুরিয়ে মোটামুটি তার গড়নটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'পুতুল পুতুল গড়ন! লাল চুল, পান্নার মত সবুজ একজোড়া চোখ, তুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ সুন্দর জিনিস!

এরকম একটা সুন্দরীর পাশে যদি সর্বক্ষণ থাকতে পারি তাহলে

কেন এ চাকরি নেব না? ও ছাড়াও আর একটা আকর্ষণীয় বস্তু হল কর্তার ঐ ঘিয়ে নীল রঙের রোলসটা। সেটা ঠিক যেন একটা ছোট পাল তোলা জাহাজ। অন্ততঃ তোমার এই চাকরির থেকে সেটা ঢের ভালো।'

'তা হবে হয়ত।' চিন্তা ভাবনা করে তবেই সলি উত্তর দিল, 'আচ্ছা, সেখানে কি আর লোক নেবে? যে সময় তুমি কত্তাকে আপিসে নিয়ে যাবে, সেই সময় আমি না হয় ঐ সুন্দরীর সাথে দু-চারটে গল্পগুজব করব।'

হেসে জানিয়ে দিলাম, 'সে গুড়ে বালি! আমি তাদের নয়নের মণি।'

'আচ্ছা গ্রিন, ইয়ার্কি না মেরে সত্যি কথা বলো তো, এ কাজে তোমার কি লাভ হবে? তোমার মত এত চালাক ছেলের কি এই চাকরি শোভা পায়?'

'কিন্তু তোমার এখানেই বা থেকে আমার কি লাভ হচ্ছে চাঁদ?'

'বাঃ তুমি যদি সত্যিই তেমন খাট তাহলে আমি তোমায় এই ব্যবসার ভাগীদার করব।' সলি দাঁত বের করে হাসলো, 'একটু গেঁতো না থাকলে তুমি তো দারুণ ছেলে। যাই হোক, তোমার মালিকের নাম কি?'

আমি যেন দম ছেড়ে বাঁচলাম! শুধু এর জন্যই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। হাই তুলে বললাম, 'তার নাম আর্ল ডেস্টার।' মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তার।

'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলতো, তুমি কি তাকে চেন?' একটু তাতিয়ে দিলাম।

'চিনি মানে বিলক্ষণ চিনি! সে তো নাম্বার ওয়ান নেশাখোর, তাই না? তুমি অমন একটা লোকের খপ্পরে পড়েছ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

চোখ পিট পিট করে সলি আবার বলে উঠল, 'আহা কি লোকেরই

ড্রাইভার হয়েছ তুমি। আরে বাপু, তার তো কিছুই নেই, মাস দুয়েকের মধ্যে তাকে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সে আত্মঘাতীও হতে পারে। হায় ভগবান, তুমি আর লোক পেলে না!'

আমি এমন একটা ভাব দেখালাম, যেন এসব কথার কোন মূল্যই নেই। ধীর স্থির হয়ে বললাম, 'দেখো, আর যাই করো মালিককে নিয়ে ইয়ার্কি মেরো না জ্যাক।'

'বেশী পাকামি করো না। তোমার কত্তা যে মদো মাতাল সেটা সবাই জানে। সর্বদাই তো তার চোখ জোড়া জবা ফুলের মতো লাল টকটকে থাকে।

সিনেমা লাইনের লোকেরাও পর্যন্ত ওকে অপছন্দ করে। চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেই মাসের শেষে তার চাকরিটা চলে যাবে। তখন আর প্যাসিফিক স্টুডিওর ছাড়া মাড়ানোরও প্রয়োজন হবে না তার।

তাছাড়া ঐ সুন্দরী মেমসাহেবও তোমায় পাত্তা দেবে না। বরং ঝামেলাতেই পড়বে, বুঝলে হে? ও মাল আমার দেখা আছে, সুন্দরী বটে কিন্তু বড়ই ঝাঁঝালো।'

'যাই বলো না কেন, নিজে ঠিক থাকলেই তেমন কোন ঝামেলা পাকাতে পারবে না।'

'ওসব আশা ছাড়ো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সলি, 'কি বিপদের মধ্যেই যে এগিয়ে যাচ্ছ সেটা তো এখন বুঝতে পারছো!

নানা গুণের অবতার এই মহিলাটি, তার নামে কতো কিছুই তো রটেছে—সে সব জানো? শুনেছি ওর জন্যই নাকি ডেস্টার মদ খাওয়া ধরেছে। আবার ওর প্রেমে পড়ে কে নাকি জানলা দিয়ে ঝাঁপ মেরেছে। এ সব শোনার পরও কি তুমি মনে করছ ও পাষাণ গলাতে পারবে?'

'বিয়ের আগে মেয়েটার কি পরিচয় ছিল?'

'অত সব জানি না, তবে শুনেছি নিউইয়র্কে বিয়ে করে ডেস্টার ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। যাকগে, এখন কথা হলো তুমি মানে মানে ওখান থেকে সরে যাও নয়ত সামনে খুব বিপদ বলে দিলাম।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমাকে সাবধান করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্যাক। তবে সহজে হেরে যাওয়ার লোক আমি নই।

বলা যায়, হয়ত ডেস্টারের অকালমৃত্যুতে মেমসাহেব আমাকে বিয়ে করতে রাজী হতে পারে। সেই সময়ে তুমি কিন্তু আমার সাক্ষী হবে বলে দিলাম।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সলি বলল, 'যাও ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখোগে! তোমার মত বোকা দুনিয়ায় আর একটাও নেই।

ভাল চাও তো এখনও ফিরে এসো, আমি তোমার মাইনে না হয় পাঁচ ভাগ বেশীই বাড়িয়ে দেব।'

আমার দারুণ হাসি পেয়ে গেল। আমি হাসতে হাসতে বললাম 'কম বেশী নিয়ে তুমিই মাথা ঘামাও আমার কোন প্রয়োজন নেই জ্যাক। যতক্ষণ না ডেস্টার দেউলিয়া হচ্ছে ততদিন আমি তার ওখানেই চাকরি করব।

সিনেমা লাইনের ঘরের ছেলে আমি! কাজের প্রয়োজন হলে না হয় স্যাম গোল্ডউইনের কাছেই যাব, কি বলো? আচ্ছা, এখন আসি, কেমন?

হতাশ হয়ে সলি বলল, 'তোমার যা ইচ্ছা হয় কর! আমার কথা যখন শুনবেই না তখন আর মিছে বকর বকর করে লাভ কি। ঠিক আছে, যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তাহলে আবার আমার এখানে এসো।'

গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি সোজা রাস্তায় চলে এলাম। সূর্য তখন প্রখর তাপ বিতরণ করছে; রাস্তায় গড়ী-ঘোড়া মানুষের জমজমাট। দোকান অফিস সবই খোলা রয়েছে।

আপন মনে আমি হাঁটতে হাঁটতে বাসষ্টপের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম ··· ··· সলির একটা কথা তখনও আমার কানে বেজে চলেছে,

"আবার ওর প্রেমে পড়ে কে নাকি জানলা দিয়ে ঝাঁপ মেরেছে।"

আচ্ছা, এই লোকটা কে হতে পারে! কেনই বা সে

*　　　*　　　*

ঘড়িতে তখন তিনটে বাজে, আমি গ্যারাজে ফিরে এলাম। ক্যাডিলাকখানার জায়গা তখনও ফাঁকাই পড়ে রয়েছে।

আমি আমার ঘরে গিয়ে আবার ড্রাইভারের উর্দিটা পরে ফিটফাট হয়ে ডেস্টারকে আনার জন্য প্যাসিফিক ষ্টুডিওর দিকে রোলসখানা চালিয়ে দিলাম।

পূর্বের মতই ফটকের পাহারাদারটা আমার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে দরজা খুলে দিল। অফিসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে আমি না বলে ঢুকে পড়েছি।

চক দিয়ে আঁকা সাদা যে গণ্ডীটা ছিল, আমি সেইখানে রোলসটা থামিয়ে মালিকের অপেক্ষায় রইলাম। অপেক্ষা করছি তো অপেক্ষাই করছি ডেস্টারের আর কোন পাত্তাই নেই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন ডেস্টারকে আর নামতে দেখলাম না তখন সিঁড়ি বেয়ে আমি ওপরে উঠে গেলাম। ঘড়িতে তখন চারটে কুড়ি বেজে গেছে।

অফিসের ভিতরে চওড়া একটা হলঘর রয়েছে। হলঘরটার কোণে যে গোলটেবিলটা রয়েছে তার পাশে ডজন খানেক চ্যাঙড়া পিওন-দপ্তরি বেঞ্চি পেতে গুলতানি মারছে।

টেবিলের অপরদিকে গোটা চার-পাঁচটার মত মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই যুবতী মেয়েগুলো নানারকম সংবাদ পরিবেশন করার জন্য যেন তৈরী হয়ে রয়েছে। মেয়েগুলোর মধ্যে যার বয়স উনিশের মতো হবে, সে আমাকে দেখা মাত্রই ভ্রূ দুটো কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন ?'

'দয়া করে মিঃ ডেস্টারকে একটু জানাবেন যে, তাঁর গাড়ী নীচে দাঁড় করানো রয়েছে।'

অঙ্কিত ভ্রূযুগল ধনুকের মতো বেঁকিয়ে মেয়েটি বলল, 'মিষ্টার কি যেন, বেশ বললেন ?'

'ডেস্টার। বানানটা হচ্ছে—ডি-ই-এস-টি-ই-আর, কি এবার বুঝতে পেরেছেন ?'

আপেলের মতো লাল হয়ে গেল মেয়েটার গাল দুটো। বলল, 'এখানে কোনো ডেস্টার-ফেস্টার নামের কেউ নেই। আপনি বরং স্টুডিওতে দেখুন।' একথা বলেই আবার কি মনে হল, সে পাশের তাকটার থেকে একটা ডাইরী মতো বের করে তার পাতা ওলটাতে লাগলো।

নামটা দেখতে পেয়ে তাকে বিস্মিত বলেই মনে হল। সেই জন্যই বোধহয় মুখ না তুলে বললো, 'দোতলায় সোজা চলে যান, সাতচাল্লশ নম্বর ঘরে তাকে পাবেন।' তারপর ডাইরী বন্ধ করে সেটাকে আবার স্বস্থানে রেখে মেয়েটি চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে পিছন করে বসলো।

দোতলায় টানা বারান্দা রয়েছে। বারান্দার দু'পাশে লাইন করা ঘর রয়েছে। এক থেকেই ঘরের নম্বর শুরু হয়েছে। প্রত্যেক ঘরের দরজার ওপরেই সাজান রয়েছে বাহারী ফলকে আঁটা নানা রকম পোশাকী নাম।

সাতচল্লিশ নম্বর ঘরের দরজায় কোন নামই সাঁটা নেই। তবে পূর্বে যে সেখানে ফটক লাগানো ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ইস্ক্রুপ আঁটার গর্তগুলো থেকেই।

ক্ষণিকের জন্য আমি দরজার বাইরে থমকে দাঁড়ালাম তারপর দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে শরীরটা ঢুকিয়ে দিলাম।

নামী-দামী প্রযোজকের ঘরটা বেশ দারুণই বটে। মেঝেয় পাতা রয়েছে দু' ইঞ্চি মোটা একটা কার্পেট, দামী দামী সব আসবাবপত্র; যেমন—টেবিল চেয়ার ইত্যাদি। সবকটা আসবাবপত্রই হালফ্যাসানে তৈরী করা হয়েছে।

দামী টেবিলের ওপর রয়েছে গোটা সাতেকের মত লাল, খান দুয়েক সাদা, আর একটা নীল রঙের টেলিফোন।

ফোনগুলোকে সচল বলে মনে হল না, সেগুলো যেন অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

যদি কেউ সিনেমা লাইনে পড়তির দিকে থাকে তাহলে প্রথমেই তা বোঝা যাবে টেলিফোন না বাজার কারণ থেকেই। টেবিলের ও প্রান্তে যে সবুজ চামড়ায় মোড়া মস্তো গদি আঁটা চেয়ার রয়েছে—যা খুব সহজেই ঘুম পাড়ানোর কাজ করে, তার মধ্যে বসে রয়েছে ডেস্টার।

সে এমন ভাবে বসে রয়েছে যেন তার বাহ্যিক কোন জ্ঞানই এখন নেই। তার হাতদুটো টেবিলের ওপর জড়ো সড়ো হয়ে রয়েছে।

একটা খালি হুইস্কির বোতল ব্লটিং প্যাডের ওপর দাঁড় করানো রয়েছে। আর একটা হেলে রয়েছে বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ডেস্টার তাকিয়ে রয়েছে। তার এই দৃষ্টি আমার মাথার ওপরের কোনো এক জায়গায় এক বগগ্যার মতো আটকানো।

ডেস্টারের মুখটা থমথম করছে। গালের পেশীগুলো কাঠের মত শক্ত হয়ে রয়েছে। তাকে দেখলে মনে হবে, যেন খুব মনোযোগের সাথে কোন একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে আচমকা অবাক হয়ে গেছে।

আমি বলে উঠলাম, 'স্যার চারটে কখন বেজে গেছে, আপনি বাড়ি যাবেন না?'

কোন উত্তর পেলাম না।

আমি আর একটু জোর গলায় বলে উঠলাম, 'স্যার এবার উঠে পড়ুন। চারটে যে বেজে গেছে।'

স্যারের মুখে কোন কথা নেই। সেই রকম ভাবেই চুপচাপ বসে রয়েছে। নট-নড়ন-চড়ন এমন কি চোখের পাতাটা পর্যন্ত পিটপিট করলো না।

ধ্যুৎ তারিক্কা। এ আবার কোন জ্বালারে বাবা! মদ খেলে কি এরকমই বেঁহুস হয়ে থাকতে হয়? আবার মারা যায় নি তো?

সন্দেহ দূর করার জন্য ডেস্টারের নাকের কাছে এক টুকরো কাগজ ধরলাম—নাঃ কাগজটা নড়ছে। যাক, তাহলে মারা যায়নি!

কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে তাতে তো পাঁজাকোল করেও ওকে নীচে নিয়ে যেতে পারব না। কি করব এখন? বাবুর নেশার ঘোর কাটা পর্যন্ত কি এখানে অপেক্ষা করব? তাড়াতাড়ি যে হুঁস ফিরে আসবে তাও তো না।

কি ঝামেলার মধ্যে জড়ালাম রে বাবা! কিন্তু একে নিয়ে তো যেতে হবে? কি আর করি, শেষে একটা ভালো দেখে চেয়ার টেনে নিয়ে তার মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

কতই তো মাতাল দেখলাম, কিন্তু এ যে একেবারে তাদেরকে টেক্কা দিয়ে চলে। অফিসে এসে কিনা দরজা ভেজিয়ে বোতল নিয়ে বসা! কাজ না থাকলে অবশ্য ওরই বা কি দোষ? ওর অবস্থায় যদি আমাকে থাকতে হত তাহলে আমিও বোধহয় বোতল নিয়েই বসতাম।

বসে থাকতে থাকতে পা ভারী হয়ে উঠল। আমি আর বসে না থেকে উঠে এটা সেটা দেখে দেখে সময় কাটাতে লাগলাম।

ফাইল-টাইল রাখার জন্য দেয়ালের একদিকে একসার সবুজ দেরাজ। যেই ওপরের দেরাজটা খুললাম, অমনি দেখি লাল চামড়ার পোষাক পরা একগাদা ফাইল।

তাতে সোনার জলে লেখা হরেক রকম গালভরা শিরোনাম: মিঃ ডেস্টারের কর্মসূচী; নির্নীয়মান চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে মিঃ ডেস্টারের অভিমত; মতামতের জন্য মিঃ ডেস্টারের নিকট প্রেরিত—ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শুদ্ধু গোটা পনেরোর মত হবে।

এসব দেখলেই অনুমান করা যায়, এককালে প্যাসিফিক স্টুডিওর মালিকদের কাছে ডেস্টার ছিল খুবই মুল্যবান।

ফাঁকা দেরাজ বলতে মাঝখানেরটাই যা দেখলাম, এছাড়া নীচের

দেরাজে রয়েছে প্লাস্টিকের খাপে মোড়া খুব বড় ও ভারী একটা দলিল।

হঠাৎ কি মনে হলো, আমি দলিলটার গায়ে মুদ্রিত শিরোনামটা পড়ে বসলাম : ক্যালিফোর্নিয়ার জাতীয় বীমা কোম্পানী আজ হইতে এই দলিলের চুক্তি মোতাবেক বীমাকারী আর্ল ডেস্টারের আইন সম্মত উত্তরাধিকারীকে উক্ত বীমাকারীর মৃত্যুর পর সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ রইল। বীমাকারীর মৃত্যুর পর উক্ত অর্থের দাবীকারককে বীমা কোম্পানীর সানফ্রান্সিসকোস্থ দাবী সংক্রান্ত দপ্তরে অতি অবশ্যই বীমাকারীর মৃত্যু ও নিজ উত্তরাধিকার পত্রের সন্তোষজনক প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।

ও, তাই বলো! এর জন্যেই, ডেস্টার মারা যাক এটা হেলেন চায়। হেলেন হয়ত বুঝতে পেরেছে যে খুব শীঘ্রই ডেস্টার মারা যাবে।

ডেস্টার কি করছে সেটা দেখার জন্য আমি ওর দিকে তাকালাম—না:, ঘোর কাটতে এখনও অনেক দেরী। মুখ ভেলকে এখনও সেই ভাবেই পড়ে রয়েছে।

কি অদ্ভুত কাণ্ড! এ ব্যাটা জীবিত অবস্থায় মূল্যহীন, অথচ মৃত্যুর পর মৃত দেহেরই দাম হবে সাড়ে সাত লাখ ডলার! এযে ভাবাই যায় না।

আবার আমি শিরোনামটা পড়ে নিলাম। উহুঁ, এ যে খুবই সহজ ব্যাপার।

শাকচুন্নিটা তাহলে এই সাড়ে সাত লাখ ডলারের মালিক হবার আশায় ডেস্টারকে ড্রাইভার রাখতে দেয় না। ড্রাইভার রাখা মানেই তার বাড়াভাতে ছাই পড়া।

হেলেন বেশ ভালো ভাবেই জানে যে ডেস্টার মদে চুর হয়েই গাড়ী চালাবে এবং তখনই—। গতকালের অবস্থাটাই ধরা যাক না যদি আমি না থাকতাম, তাহলেই তো এই মক্কেলটা নিশ্চিত গাড়ীর তলায় পড়ত

আর চিড়ে চ্যাপটা হয়ে যেত। তখন অতি সহজেই হেলেনও এই সাড়ে সাত লাখ ডলারের মালিক হয়ে যেত।

বজ্জাত মেয়েছেলেটার মাথায় কুবুদ্ধি একেবারে ঠাসা রয়েছে। সেই জন্যই তো সে আমার উপর চোটপাট দেখাতে চায়। এই টাকার জন্যই বুঝি সে সিমণ্ডস্‌কে তাড়িয়ে দিয়েছে!

পিছন থেকে একটা খুসখাস আওয়াজ ভেসে আসতেই আমি তাড়াতাড়ি পলিসিটা দেরাজের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম। চেয়ে দেখি, বাবুর আস্তে আস্তে নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটা এখন আর আগের মত ফাঁকা নেই।

ব্লটিং-প্যাডের ওপর বাবুর আঙুলগুলো নড়ে চড়ে উঠছে। আমি আস্তে আস্তে পা ফেলে দরজার কাছে গিয়ে জোর গলায় বললাম, 'স্যার, এখন বাড়ি যাবেন?'

ডেস্টার চোখ পিট পিট করে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, আমাকে বোধহয় সে ঠিক দেখতে পারছে না; আবার চোখ পিটপিট করলো, এবার বোধহয় আমি তার নজরে পড়লাম। সে সোজা হয়ে বসে বললো, 'আরে কি ব্যাপার ন্যাশ! চারটে বেজে গেছে নাকি?'

'অনেক আগেই ঘণ্টার কাঁটা চারটের থেকে সরে গেছে। আমি ঠায় নীচে অপেক্ষা করছি, আপনার এত দেরী দেখে...'

আরে বাবা! কত তাড়াতাড়ি মক্কেলের হুঁশ ফিরে আসছে! ভ্রূ-কুঁচকে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কি বলব! এত কাজের চাপ যে আমার কিছু খেয়ালই ছিল না।'

ডেস্টারকে দাঁড়াতে দেখেই আমি ওর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালাম। বলা যায় না, হয়ত পড়েও যেতে পারে। আমার অনুমানই কিছুটা ঠিক হল—লোকটা টলতে শুরু করলো।

আমি তৎপর হয়েই তাকে ধরে ফেললাম। আমার গায়ে হেলে পড়ে ও বলে উঠলো, 'পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে।' টেবিলের কর্নারে ভর দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'গাড়ি কোথায় রয়েছে?'

'স্যার, বাইরে দরজার সামনে রয়েছে।'

'ওটাকে পিছনের দরজার দিকে নিয়ে এসো।' ঘরের কোনের দিকের দরজাটা সে হাত দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলো, নামার সময় আমি এখান দিয়ে নামি।'

'ঠিক আছে স্যার।'

ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নীচে নেমে এলাম; তারপর হলের চার সুন্দরীর হতবাক চাউনির সামনে দিয়ে একেবারে দরজার বাইরে এসে গেলাম।

অফিসের পিছন দিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখি, ডেস্টার সিঁড়ির রেলিং ধরে গুটি গুটি পায়ে নামছে। অনেক কসরৎ করে তাকে গাড়িতে তুলতে হলো।

নরম গদীর সিটে বসেই ওর শরীরটা হেলে পড়ল, ও তখন দর দর করে ঘামছে।

জানতে চাইলাম, 'এখন বাড়ি যাবেন?' স্যারের মুখে কোন রা'টি নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামা, তারপর বহু কসরৎ করে গাড়িতে ওঠা—বোধহয় খুব ধকল সইতে হয়েছে। আবার সে অসাড় হয়ে পড়ে রইলো।

দরজা বন্ধ করার পর আমি আমার আসনে গিয়ে বসলাম। ছুটির শেষে সবাই দল বেঁধে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে ফটকের দিকে অগ্রসর হলাম।

রোলসটা বোধহয় সবারই পরিচিত। কারণ, প্রত্যেকেই দেখি এক চমক গাড়িটার দিকে নজর ফেলছিল।

নারী কণ্ঠ ভেসে এলো, 'আরে ঐ দেখ, আজও মদে বেহুঁশ হয়ে ডেস্টার বাড়ী ফিরছে!' কথাটা শেষ হতেই নারী কণ্ঠের খিল খিল হাসির ঢেউ ভেসে এলো। সেই হাসির তরঙ্গ এসে যেন আমার বুকে

তীরের মত বিঁধলো। গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল, কান-টান সব লাল হয়ে গেছে।

ইচ্ছে করল খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে এদের কাছ থেকে পালিয়ে যাই কিন্তু ভিড়ের জন্য তা সম্ভব হল না। গাড়ীর দিকে চোখ পড়তেই অনেকে অনেক রকম ব্যঙ্গক্তি প্রকাশ করল।

পাহারা দারকে ফটক খোলার জন্য যে সময়টুকু আমাকে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে, তাতেই আমি টের পেলাম যে, ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে চপচপ করছে।

ফটক খোলার সময় পাহারাদার একবার চোরা চোখে গাড়িটা দেখে নিয়ে ডেস্টারের দিকে তাকাল।

ঠিক একখানা পচাগলা টম্যাটো যেমন দেখতে হয় ডেস্টারের মুখটাও এখন ঠিক সেই রকমই ছিল। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

পাহারাদারটা হঠাৎ আমার দিকে ক্ষণিকের জন্য চোখ ঘোরাল তারপরে মুখটা বেঁকিয়ে রাস্তার ওপরেই থুথু ফেললো। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। শালার সাহস কি! এক ঘুষি মেরে হারাম জাদার নাক মুখ ফাটিয়ে দিলে কেমন হয়?

না থাক, নিজেকে সামলে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম হয়তো এরকম ব্যবহার করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ আছে।

বড় রাস্তায় আসতেই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। তাও দেখি সকলেরই নজর পড়ছে এই গাড়িটার দিকে আর অনেকাংশ লোকই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করছে। অনেকেই মুখে কিছু না বলে বাঁকা হাসি হাসল, যার অর্থ— ঐ 'ব্যাটা মদখোর এখন বাড়ি যাচ্ছে।

আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ডেস্টারের বাড়ির সম্মুখে এসে আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বাবা এতক্ষণে ঐসব বিদ্রুতকারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

ঝুল বারান্দার নীচে গাড়ী থামালাম। তারপর দরজা খুলে বাইরে

এসে ডেস্টারের দরজাটা খুলে দিলাম। ডেস্টার পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ বসে রয়েছে। চোখে আবার সেই শূন্য দৃষ্টি।

কি করব ঠিক করতে না পেরে আমি তার হাঁটুতে আঙুল দিয়ে টোকা মারলাম, স্যার বাড়ি এসে গেছি নেমে পড়ুন। কোন হুঁশই নেই।

মহা বিপদ তো। এই ভাবেই বা কি করে ফেলে রাখি? অথচ কতক্ষণই বা আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। যা ভাবে ভাবুক, আমি ডেস্টারের কোটের সামনেটা শক্ত করে ধরে তাকে হেঁচরে গাড়ী থেকে বের করলাম। তারপর ঐ ভারী দেহটাকে কাঁধের ওপরা চাপিয়ে সোজা দোতলার দিকে পা বাড়ালাম।

হেলেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বুঝতে পারলাম যে সে এখন বসার ঘরে রয়েছে। 'কে, আল ফিরলে নাকি?' কণ্ঠস্বরের মধ্যে তিক্ততা মেশানো।

তাহলে দেখছি ঠাকরুন বেশ ভালো ভাবেই জানেন যে, তার স্বামী এখন মদে চুর হয়ে আছে।

ঘরে ঢোকা ঠিক-হবে কি হবে না সেটা চিন্তা করে আমি চালের বস্তার মত ডেস্টারকে পিঠে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

ঘরে ঢুকেই দেখি, হেলেন আয়াস করে একটা আরাম কেদারায় বসে আছে তার হাতে একটা সাপ্তাহিকী। তার পাশেই একটা ট্রেতে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে।

তার পরনে রয়েছে বিস্কুট রঙের সিল্কের ঘেরা টোপ জামা। এই জামাটা তাকে সুন্দর মানিয়েছিল। আমাকে দেখে কিন্তু সে কোনরকম জড়তা অনুভব করল না। বরং আঁকা ভ্রূ-দুটো সামান্য সংকুচিত করে বললো, 'ও', আপনি! আমি মনে করেছি আল ফিরেছে।

ঢং দেখানোর আর জায়গা পায়নি! রাগে গাটা রি-রি করে উঠল, মনে হচ্ছিল ডেস্টারের লাশটা ওর গায়ের উপর ফেলে দিই। বহু কষ্টে রাগ দমন করলাম। যতই হোক তো আমার মালিকের বৌ।

তাছাড়া যেরকম সুন্দরী মেয়ে—রাগের মাথায় আজেবাজে কিছু বলে ফেললে হয়ত চাকরিটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

'বিনিত কণ্ঠে বললাম, সাহেবের শরীরটা ভাল নেই মেমসাহেব। তাই ওকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার গলা পেয়ে...'

বাঃ, বেশ বুঝে শুনে কাজ করেন তো আপনি! আজকে ওর শরীরটা ভাল থাকবে এটাই আমি আশা করে ছিলাম। যাক গে, খুব সাবধানে ওকে ঘরে নিয়ে যান, যেন পড়ে-টড়ে না যায়।

আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে; তাই ওকে রেখে আবার আমার এখানে আসবেন।

ওপরে উঠে ডেস্টারের ঘরে গিয়ে তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিলাম। তার জামাটামা খুলে একটা চাদর চাপা দিয়ে শোওয়াতে গিয়ে কিছুটা সময় বয়ে গেলো।

বিছানার চারপাশটা ভালোভাবে গুঁজে দিলাম। বালিশে মাথা রেখেই বাবু ফোঁস ফোঁস নাক ডাকতে শুরু করলেন। প্রয়োজন মত যাতে হাতের সামনেই জল পায় সেইজন্য খাটের পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপরে এক বোতল খাবার জল রাখলাম। তারপর আস্তে দরজা বন্ধ করে আমি বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে লাগলাম হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন দুরু দুরু করে উঠল। কিন্তু কেন,—একা ঘরে হেলনকে দেখবে বলে! আস্তে আস্তে বসার ঘরে প্রবেশ করলাম তারপর একটু দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি দরকার মেমসাহেব?

ও বাবা! অহংকারে যেন মেমসাহেব ফেঁটে যাচ্ছে। আঁকা ভুরু কুঁচকে বই থেকে মুখ তুলে হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে দাঁড়াতে বলল। দাঁড়াও, বেটীর মজা দেখাচ্ছি—কত ধানে কত চাল এবার সে টের পাবে।

জুলজুল চোখে এমন করে তাকিয়ে রইলাম যেন গিলে খাব তাকে।

গায়ের রঙ, শরীরের খাঁজ, মুখের গড়ন—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। যেন বিয়ের কনে পছন্দ করছি।

আমার এইসব বাজে চালচলন বোধহয় পছন্দ হল না হেলেনের। সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। হঠাৎ শব্দ করে হাতের বইটা বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখছেন ?

সম্মানে লেগেছে বুঝি !

সরল মানুষের মত বললাম, 'কই কিছু দেখছি না তো। আপনি আমায় ডেকেছিলেন তাই....'

'হ্যাঁ শুনুন,' গলার স্বর দৃঢ় হল, 'আমি আবার চিন্তা করে দেখলাম যে আপনার এ চাকরি পোষাবে না। কি কাজ করতে হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আশা করি একাজ আপনার পছন্দ সই নয়।

আমার স্বামী যাতে নিজেই নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে সচেতন হন, এইজন্য আমি চাই যে তাকে একা একা চলাফেরা করার সুযোগ দিতে। একা চলা ফেরা করতে হলেই বোধহয় ও ঠিক ভাবে চলবে।

আমি মাইনে বাবদ আপনাকে দুশো টাকা দিচ্ছি, সেটা নিয়ে জিনিস পত্তর গুছিয়ে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান।

নীরবে শুনলাম কথাগুলো। হেলেন চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিলের কাছে গেল তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে একশো ডলারের দুখানা নোট বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো, 'এই যে এগুলো নিন। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যান।

এখন বুঝতে পারছি, যদি বুদ্ধিমানের মত সেদিন টাকাটা নিয়ে চলে যেতাম তাহলে আমার ভালই হতো।

কিন্তু বেশী চালাক যে! পাকামো মেরে টাকা তো ধরলাম না, বরং উলটে আরো বলে উঠলাম, 'মিস্টার ডেস্টারের হুকুম পেলেই আমি এখান থেকে চলে যাব তাছাড়া আর কারো কথা মানতে রাজী নই।'

রাগত ভাবে ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

'যাচ্ছেনটা কোথায় ? কথা শুনে যান বলছি—'

নিকুচি করেছে কথা শোনার ! ততক্ষণে আমি হাঁটতে হাঁটতে হল ঘর পেরিয়ে বাইরে দরজা খুলে গ্যারেজের দিকে চলে গেছি।

তখনও সন্ধ্যে হয়নি। সূর্যের শেষ আলো তখনও চারিপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

গ্যারেজ ঘরে গিয়ে কোট-টাই খুলে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর একখানা সিগারেট ধরিয়ে এখানে আসা পর্যন্ত কি কি ঘটনা ঘটে গেছে তার আদ্যপ্রান্ত ভাবতে লাগলাম।

হুঁ, ডেস্টারের মৃত্যুই এখন হেলেনের সবচেয়ে কাম্যবস্তু। কতদিন আর ধৈর্য ধরে থাকা যায়। সাড়ে সাত লাখ ডলারের জন্যে হাঁ করে বসে থাকা তো আর খুব সহজ ব্যাপার নয়।

সিমণ্ডস্ এবং জ্যাক সলির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে একদিন না একদিন ডেস্টার দেউলিয়া হবেই। কে জানে এখনই বা তার অবস্থা কি রকম যাচ্ছে।

ও যত টাকার ইনসিওরেন্স করেছে, তাতে কিস্তিও কম দিতে হয় না। অন্ততঃ বছরের আয় থেকে আট দশ হাজার ডলার তো নিশ্চিত ঐ বাবদে চলে যায়। এই টাকার অঙ্ক টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কতদিনই বা থাকবে ওর ?

ইস, তখন কেন যে ভালো ভাবে পলিসিটা দেখলাম না....পরের কিস্তির তারিখটা তাহলে জানতে পারতাম।

আচ্ছা, যদি ডেস্টার টাকা দেবার ক্ষমতার বাইরে চলে যায় ! তাহলে নিশ্চয়ই পলিসিটি নষ্ট হয়ে যাবে ! আর এ অবস্থায় যদি ডেস্টার মারা যায় তাহলে তো হেলেনের ও আর সাড়ে সাত লাখ ডলারের মালিক হওয়া সম্ভব হবে না।

হয়ত হেলেন এ ব্যাপারটা জানে। আর সেই জন্যেই আমাকে বিদায় জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পরের কিস্তির তারিখের আগেই যাতে গাড়ির অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিত

কোন ব্যাপারে ডেস্টার মারা যায়, হেলেন তারই আশায় রয়েছে। আমি এসেই ওর যত গণ্ডগোল বাঁধিয়েছি।

এখন ও কি করবে? ইনসিওরের কিস্তির তারিখ এখনো বোধহয় পেরিয়ে যায়নি। হেলেন নিশ্চয়ই এই সময়ে চুপচাপ বসে থাকবে না।

এই ফাঁকে যদি ওর টাকার প্রয়োজনটা জানা যায় তাহলে ভালই হয়। তখনই বোঝা যাবে কি কারনে তার টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। তাছাড়া পলিসির টাকাটা তাড়াতাড়ি পাবার জন্যে হেলেন ওর স্বামীর মৃত্যু ঘটাতে চায় কিনা সেটাও জানতে হবে।

সলির সেই কথাটা আমার কানের পাশে আবার বেজে উঠল :

ওর জন্যেই একটা লোক নাকি জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ও: তাহলে এই লোকটাই নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপার স্যাপারটা জানে। কিন্তু কে এই লোকটি? কেনই বা জানলা দিয়ে ঝাঁপ মারতে গেল? নাঃ, এসমস্ত খোঁজ না পেলে আমি জানবো কি করে যে, হেলেন টাকা পাবার জন্যে কতোটা অগ্রসর হবে।

কিন্তু এই সংবাদগুলোই বা কোথা থেকে সংগ্রহ করবো.... !

আচ্ছা, নিউইউয়র্কেই তো ডেস্টারের সাথে হেলেনের বিবাহ হয়েছে তাই না? তার মানে ঐ জানলা গলা লোকটাও নিউইয়র্কেরই কেউ হবে। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে এসব সংবাদ সংগ্রহ করতে বাইরের লোকের প্রয়োজন হবে।

হয়ত গোয়েন্দা লাগাতে হতে পারে। কিন্তু তা তো আর বিনা পয়সার কাজ নয়!

আমি সোজা হয়ে বসলাম—ধূর তারিক্কা, ওদের ব্যাপারে আমারই বা এত মাথা ব্যথা কিসের! নিজের কথা না ভেবে আমি ওদের কথা ভাবছি—কিন্তু কেন? তাহলে কি....তাহলে কি, ডেস্টারের মৃত্যুর পর হেলেন সাড়ে সাত লাখ ডলারের অধিকারিনী হবে আমি কি সেই হিংসাতেই এই সব আজগুবি কথা ভাবছি।

যে কোন ভাবে ঐ দলে ভিড়ে সেই টাকার অংশীদার হওয়া যায় কিনা, আমি কি সেই আশা করছি!

কিন্তু না, আমার মনে সেরকম কোন চিন্তাই নেই। তবে যদি হেলেন ডেস্টারের মৃত্যুকে এগিয়ে আনার চেষ্টা করে, তাহলে?

ডেস্টারের মৃত্যুর জন্য হেলেনই দায়ী—এটা যদি প্রমাণ করতে পারি তাহলে অতি সহজেই হেলেন আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। এর জন্যে কি ব্যবস্থা নিতে হবে, সেটা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি।

একাজ করতে গিয়ে হয়তো আমাকে কয়েকটা মন্দ কথা বলতে হবে, এমনকি কয়েকটা খারাপ কাজও করতে হতে পারে। কিন্তু টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা পেলে এইসব কাজ কর্ম করতে আর আপত্তি কিসের।

কিন্তু হ্যাঁ, তার আগে অবশ্য নিজের মনটাকে একটু যাচাই করে নিতে হবে। বিবেকটাকেও এক চমক উলটে-পালটে দেখতে হবে।

টাকার ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপারে আমার বিবেক আমাকে কতটা সহায়তা করবে সেটাতো আমাকে আগেই জেনে নিতে হবে! এ তো আর অপর কোন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা নয়, নিজের সঙ্গেই নিজের বোঝাপড়া।

এই বোঝা পড়া যদি খোলাখুলি ভাবেই না করতে পারি তাহলে আর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভ কি!

টাকার অঙ্কের উপরেই সব কিছু নির্ভর করে আছে। যদি টাকার ভাগ বেশী হয়, তাহলে বিপদের ঝুঁকিও বাড়ান যাবে। আচ্ছা, খুব তেমন কোনই কষ্ঠ না করি তাহলে ভাগে কত আসবে—আদ্দেক? সিকি?

---সলি বিজ্ঞাপন বিক্রি করার সময় যে সব বুলি ঝাড়ত তারমধ্যে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেলো:

যা আশা করো তার দুগুন চাও; বলা যায় না, পেয়েও যেতে পারো।

ঠিক আছে, অর্ধেকই না হয় আশা করছি তাহলে হচ্ছে—তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার।

আরে বাবা, কতো টাকা! জীবনের এতটা সময়ের মধ্যেও আমি এতো টাকা একত্রে চোখে দেখিনি!

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি কিনা জীবনের সবচাইতে বেশি রোজগার করেছি এক বছরে চার হাজার ডলার। এ শালার দ্বারা কিছুই হবে না। সেই টাকা আবার রোজগার করেছি বেওসা বাণিজ্যের স্বল্পযুগে।

সেই সময়ে পাই-পয়সা রোজকার করতে গিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখে রক্ত তুলতে হয়েছিল আমায়।

আর এখন কিনা সামান্য একটু ঝুঁকি নিলেই তি-ন লা-খ পঁ-চা-ত্ত-র হা-জা-র পেয়ে যাব। এত টাকা একসঙ্গে হাতে আসলে তো দুনিয়াটাই আমার কাছে অন্য রকম হয়ে যাবে।

কিন্তু, এখন কথা হচ্ছে···এই এতোগুলো টাকা বাগানোর জন্য আমি কতোটা কি করতে পারবো? বিপদের মধ্যেও কি ঝাঁপ দেব? যেমন —মিথ্যা। কারচুপি! ধাপ্পাবাজি! মারদাঙ্গা! খুনখারাপি—

খুন! এটা কি আমার দ্বারা সম্ভব হবে? না হয় সম্ভব হলো, কিন্তু কে এর ঝুঁকি নেবে?

ডেস্টারকে খুন করলে অবশ্য পুলিশ হেলেনকেই প্রথমে সন্দেহ করতে পারে। কারণ ওকে সন্দেহ করার একটা কারণ পাওয়া যাবে। আর সেই কারণটা যে কি সেটা আমি বেশ ভালো ভাবেই অনুমান করতে পারছি।

ইনসিওরেন্সের টাকাটা আত্মসাৎ করার জন্যই হেলেন স্বামীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এটাই পুলিশ মনে করবে। কিন্তু খুন নিশ্চয়ই সে করবে না।

তাহলে খুনী কে? যেই এ ব্যাপারে সবাই সচেতন হয়ে উঠবে, তখনই আমার কেরামতি ফাঁস হয়ে যাবে!

তাছাড়া, আমাকে যে শুধু পুলিশের চোখেই ধূলো দিয়ে চলতে হবে তাতো নয়, এ ছাড়া আবার ইনসিওরেন্স কোম্পানীও রয়েছে।

এ কোম্পানীর লোকেরা তো আবার খোঁজ-খবর না নিয়ে একটি পয়সাও হাত দিয়ে গলাবে না। পুলিশ যত না বাড়াবাড়ি করবে তার চাইতে বেশী বাড়াবাড়ি এই কোম্পানীর লোকের।

থাক্ বাবা! খুন করে কোন কাজ নেই। কারণ, এতে বড্ডো বেশী ঝুঁকি নিতে হবে। আচ্ছা, এই খুনই যদি অন্যভাবে করা যায়, তাহলে কেমন হয়! ঠিক হেলেনের পরিকল্পনা মতই।

হ্যাঁ, এ ধান্দাটা অবশ্য খারাপ নয়। মদোমাতাল ডেস্টারকে যদি বড় রাস্তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে দেওয়া হয়....যেখানে দ্রুতগামী গাড়ীরা সব ছোটাছুটি করে অথবা যদি মদে চুর হওয়া অবস্থায় তাকে গাড়ি চালাতে দেওয়া হয়, ব্যস তাহলে আর দেখতে হবে না।

ব্যাটার দফা-রফা হয়ে যাবে। আর এদিকে আমাদের সাপও মরে যাবে অথচ লাঠিটা ভাঙবে না। তবে একটাই ঝামেলা আছে। যদি ডেস্টার মদের ঘোরে গাড়ি চালাতে অথবা বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে অসম্মত হয়! তাহলে কি হবে?

নাঃ, আর চুপচাপ বসে থাকা যাবে না। খুব শীঘ্রই আমাকে খবর নিতে হবে যে ইনসিওরেন্সের পরবর্তী কিস্তি জমা দেবার শেষ তারিখ কবে। এই খবরটা জানতে পারলে তবেই অন্য সব ব্যাবস্থা করা যাবে।

সময় যে বয়ে যাচ্ছে, আশা করি হেলেন ও এটা বেশ ভালো ভাবেই জানে। আচ্ছা, হেলেনও তো ওকে সরাতে চায়। আমি যদি এই সময়টা চুপচাপ বসে থাকি তাহলে কেমন হয়!

যেই হেলেন কাজটা সেরে ফেলবে ব্যস অমনি আমি তাকে

বেকায়দায় ফেলে আমার ভাগটা আদায় করে নেব। এতে বরং কিছুটা বুদ্ধিরও খেল দেখানো যাবে।

যে লোকটা জানলা দিয়ে লাফ মেরেছিল, যদি তার সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারি, তাহলে হয়তো হেলেনকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে।

এই পথটাই বোধহয় সবচেয়ে সহজ ও সাধাসিধে হবে। আমাকে কোন বিপদের ঝুঁকিও নিতে হবে না অথচ টাকাটাও বেশ হাতে এসে যাবে। তবে এ কাজটা করতে গেলে আগেই আমাকে সেই লোকটার খুঁটিনাটি সব খবর জেনে নিতে হবে।

আচ্ছা এ ব্যাপারে একবার সলির কাছে গেলে কেমন হয়। ওর অনেক লোক আছে তারা বোধহয় নিউইয়র্কের সমস্ত খবরই জানে।

এখন কটা বাজে সেটা জানার জন্য হাত ঘড়ির উপর চোখ বোলালাম। সময় সাতটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

ডেস্টার নিশ্চয়ই আজকে আর বাড়ির বাইরে যাবে না। সুতরাং আমি সলির বাড়ির টেলিফোন নম্বর ডায়াল করলাম।

একটু বাদেই ওপ্রান্তের থেকে সাড়া পাওয়া গেল, 'হ্যালো, জ্যাক সলি বলছি। আপনি কে ?

'আরে শোনো, আমি গ্লিন বলছি। তোমার সাথে খুব জরুরী একটা প্রয়োজন আছে। তোমার সাথে এখনই আমি কিছু কথা বলতে চাই। যদি সম্ভব হয় তুমি আধঘণ্টার মধ্যেই স্যামের বারে চলে আসবে, কি আসবে তো ?'

'অসম্ভব ! তাও আবার আধ ঘণ্টার মধ্যে ! আজকে মেয়েটা যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া তোমারই বা এতো ব্যস্ততার কি আছে ?'

'তেমন কিছুই ব্যস্ততা নেই ; তবে আমার কথামতো যদি স্যামের বারে না যাও পরে এর জন্যে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

সলি দোনমোন করতে লাগল। তারপর এক সময়ে হতাস হয়ে বললো, 'ঠিক আছে যাচ্ছি, তবে আমাকে একটু তাড়াতাড়িই ছেড়ে দিও।'

ওদিকে মেয়েটা আবার আমার অপেক্ষায় থাকবে, তার কাছে যেন আমাকে হেয় হতে না হয়। হাতে অবশ্য এখনও ঘণ্টা খানেক সময় রয়েছে।'

আমি তাড়াতাড়ি পোষাক পাল্টে নিলাম, তারপর এক সময়ে সুযোগ বুঝে ডেস্টারের নুড়ি পাতা রাস্তা দিয়ে এক দৌড় মারলাম।

মনে মনে ভাবলাম, ইস, এসময়ে যদি ডেস্টারের একটা গাড়ী পাওয়া যেত তাহলে কতই না সুবিধা হতো। কিন্তু গাড়ী নিতে হলে যে ডেস্টারের অনুমতি নিতে হবে।

না:, ঐ সব অনুমনি-টনুমতির মধ্যে যেতে চাই না। বরং তার থেকে এ বেশ ভালই আছি। আমার পা-দুটোই যথেষ্ট।

বারের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমার আগেই সলি সেখানে হাজির হয়েছে। ও আমার দেরী দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

আমাদের গোপন আলোচনা যাতে কারো কর্ণে গিয়ে প্রবেশ না করে, সে জন্যে আমি সলিকে নিয়ে দেয়ালের কোণ ঘেঁষে একটা কেবিনে গিয়ে বসলাম।

ওয়াটারকে দু-পাত্র হুইস্কি আনার আদেশ করলাম। চুপচাপ বসে রয়েছি।

লোকটা কথামতো হুইস্কি দিয়ে যেই না চলে গেলো অমনি অস্থির সলি মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, 'তুমি কি বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বলে ফেলোতো চাঁদ।'

'অতো চটে যাচ্ছ কেন? সবই ধীরে ধীরে শুনতে পাবে। হেলেন সম্বন্ধে তুমি যা যা বলেছিলে আমাকে সেসব কথা মনে আছে তো?

ঐ যে বলেছিলে না, কে যেন একটা লোক—ওর জন্যে জানলা দিয়ে লাফ মেরেছিল নাকি ?

সলি তেড়েমেড়ে বললো, 'দেখো, এইসব আজেবাজে কথা শোনার জন্য আমি তোমাকে সময় দিতে পারব না—'

ওর হাত চাপড়ে বললাম, 'আরে বসো, বসো, আগে আমার কথাটাই শেষ করতে দাও। সেই লোকটার কথা তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ ?'

সলি বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকালো, আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম তো দেখছি। কত লোকই তো আমার কাছে কতো কথা বলে। তাবলে কি সবই আমার মনে রাখতে হবে নাকি ?'

'আমি জানতে চাই, লোকটার কথাটি কি সত্যি ?'

'সত্যি বলেই তো মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে তোমারই বা এতো মাথা ব্যাথার কি আছে ?

তাছাড়া হেলেন ডেস্টারের খোঁজ নিয়ে তুমিই বা কি করবে ?

লোকটা সত্যিই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলো তো ?

এবার ও আমায় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, 'সত্যি করে বলতো কেন তুমি এসব জানতে চাইছো ?'

যাক এতোক্ষণে তাহলে তার মধ্যে কৌতুহল জাগানো গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আয়েস করে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলাম। তারপর আচমকা তাকে প্রশ্ন করলাম, শ পাঁচেকের মতো ডলার ঘরে তুলতে চাও নাকি জ্যাক ?'

সলি নোংরা নখ দিয়ে বাঁকা নাকের পাশের জায়গাটায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'তামাশা করছো কেন ?

যা বাঃবাঃ, এতে আবার তামাশার কি দেখলে! আগে কাজ, তার-পরেই টাকাটা হাতের মুঠোয় আসবে। এটাই হচ্ছে সোজা কথা।'

সলি রাগত কণ্ঠে বলল, 'কি ফেরেববাজির লাইন নিশ্চয় ? দেখো বাপু, তোমার ওসব....

'দূর-তারিক্কা, কি আজে বাজে চিন্তা করছ? দো নম্বরী কাজে ঝুঁকি তো একটু নিতেই হবে ভাই। এবার স্পষ্ট করে বলো তো, পাঁচশো ডলার হাতছাড় করতে চাও?'

চোখ পিট পিট করে সলি বললো, 'না বাপু, তোমার কথাগুলো বড়ই বাঁকা বাঁকা লাগছে। ওসব ঝামেলায় আমি নেই। ব্যাপার-খানা আসলে কি সত্যি করে বলবে?'

'তেমন কিছুই নয়,' নীচু গলায় বললাম, !হেলেন ডেস্টারের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি ওর সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। পরিবর্তে তুমি পাবে পাঁচশো ডলার। কী রাজী?'

হ্যাঁ না কিছুই না বলে সলি সোজা হয়ে বসলো। ওর লম্বা মুখটা আরও লম্বা দেখাতে লাগলো, 'আরে, এতো তুমি ব্ল্যাকমেল করার কথা বলছো!

মৃদু কণ্ঠে ধমক দিলাম, চুপ করো, বোকা কোথাকার! ব্ল্যাকমেল সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়াই নেই। আমি তো হেলেনের আগের জীবন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান তোমার থেকে লাভ করতে চাই। আর তার পরিবর্তে তুমি পাবে পাঁচশো ডলার। এতে তুমি ব্ল্যাকমেলটা দেখলে কোথায়?'

সলি এবার মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার সঙ্গে যে পুলিশের আঁদা কাঁচকলা সম্বন্ধ, সেটা তো তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো গ্রিন। আবার কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ব…'

'হায় ভগবান!' আমার খুব রাগ হলো। ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বললাম 'এতে আবার পুলিশকে টেনে আনছো কেন? নাঃ, তুমি একটা অপদার্থ হয়ে গেছ, তোমার দ্বারা আর কোন কাজই হবে না।'

আমার আপাদ মস্তক ও ভালো ভাবে নিরীক্ষণ করে, হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, ঠিক আছে। আমি তোমার কথায় সম্মত হলাম, পাঁচশো ডলার তো আর হাতের মোয়া নয়। আমার কি কাজ বল?'

'শুধু মাত্র সেই জানলা দিয়ে লাফমারা লোকটার সম্বন্ধে সমস্ত

সংবাদ গ্রহণ করে আমাকে দান করা। খেয়াল থাকে যেন, আমি খুঁটি নাটি সব কিছুই জানতে চাই, কোন অংশই যেন বাদ না পড়ে।

লোকটা আসলে কে? কেনই বা ওভাবে জানলা দিয়ে ঝাঁপ মারলো? এ ব্যাপারে করোনারের রায় কি ছিল? ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে আর কে ছিল? আর হেলেনের সাথে তার সম্পর্কই বা কি?—ইত্যাদি সমস্ত কিছুই আমি জানতে চাই।

এ ছাড়া, হেলেনের অতীত জীবনের সব কিছু খুঁটিনাটি বর্ণনাও আমি চাই।

এ সমস্ত খবর সবই নিউইয়র্ক থেকেই জেনে আসতে হবে, বুঝেছো।

'হ্যাঁ বুঝেছি। কিন্তু কদিন বাদে টাকা পাবো?'

'যদি লক্ষ ভ্রষ্ট না হই তাহলেই পাবে। নয়ত আমাদের দুজনেরই কপাল শূন্য।'

'বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো। আমি নিউইয়র্কে যাবার জন্যে নিজের থেকে পয়সা খরচ করবো, অথচ...'

তোমার যদি সে রকম কিছু মনে হয়, তাহলে থাক, অন্য কাউকে বলবোখণ।'

'হুইস্কির গ্লাসে লম্বা চুমুক মেরে সলি বললো, 'সত্যি বলছি আমার কিন্তু এসব ব্যাপার একদম পছন্দ হচ্ছে না। শেষকালে আবার আমাকে জেলে না যেতে হয়।

'এর মধ্যে আবার ঝুট ঝামেলার কি দেখলে?'

'থাক, আর কচি খোকা সাজতে হবে না। তুমি যেন কিছুই বোঝ না!'

'কি বিপদ রে বাবা, এ কাজে অত চিন্তার কি আছে? কাজ করবে, টাকা নেবে, ব্যস তাহলেই তো ঝামেলা শেষ। খবর দিয়ে আমি কি করব, পাঁচশো ডলারই বা কোথা থেকে আসবে, এসব

ব্যাপারে নাক না গলালেই হলো। তাহলে আরও ঝামেলায় জড়াতে হবে!'

নানা ভাবে কথাটা চিন্তা করে শেষে সলি বোধহয় একটু আশস্ত হলো, বললো, ঠিক আছে, দেখা যাক কতদূর এগানো যায়।'

'তাহলে কালকেরই থেকেই উঠে-পড়ে লেগে যাও, কেমন? খবরগুলো আমার আবার খুব তাড়াতাড়ি দরকার।'

হুইস্কির গ্লাসে শেষ টান দিয়ে সলি উঠে দাঁড়ালো, 'যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে সব খবর জানাব। ফিরে এসেই ফোন করব। তোমার নম্বরটা কতো?'

'না, তোমাকে ফোন করতে হবে না। আমিই ফোন করে সব জেনে নেবো। শুক্রবার সকাল নটায়, তোমার বাড়িতে, কেমন?'

'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই করো! তবে খুব সন্তর্পনে পা ফেলবে গ্রিন তুমি বিপদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছ, সেটা যেন খেয়াল থাকে।'

আমি দেঁতো হাসি হাসলাম।

*　　　*　　　*

সলি আর না বসে চলে গেল। আমি এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি কিছু একটু খেয়ে নিয়ে বাসে করে বাড়ি ফিরে এলাম।

গ্যারেজে ক্যাডিলাকখানা ছিল না, তার মানেই ঠাকরুন বাড়ির বাইরে কোথাও গেছে।

আচ্ছা এই অবসরে একবার ডেস্টারের কাছে গেলে কেমন হয়। যদি ওর থেকে কিছু টাকা পয়সা আদায় করা যায়···

ডেস্টার তখনও বিছানায় শুয়ে আছে। তার খাটের পাশের ছোট টেবিলটায় আধ গেলাস হুইস্কি আর স্কচের বোতল রয়েছে।

ডেস্টারের মেজাজটা ঠিক সুবিধাজনক ছিল না। মুখ বেজার করে লাল চোখ দুটো দিয়ে সে আমার দিকে তাকালো।

ঘরে ঢুকেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমাকে দেখে সে হাতের পিস্তলটা দ্রুত চাদরের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আমার এই আগমনে সে বেশ বিরক্তই হলো।

ধমক দিয়ে বললো, কি চাই? এখানে এসেছ কেন? ঘরে ঢোকার আগে আওয়াজ দিয়ে ঢুকতে পারো না?'

কিন্তু আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। কেন ওর হাতে পিস্তল দেখলাম! হেলেন যে ওর মৃত্যু চায়, এটা কি ও জানে! হেলেন যাতে তার কোন ক্ষতি না করতে পারে সেইজন্যেই কি হাতের কাছে পিস্তল নিয়ে শুয়েছে। আরও নানারকম চিন্তা এসে আমাকে আক্রমণ করল।

বললাম, 'স্যার আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মনে করেছি আপনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি জানতে এলাম, আজ রাতে কি আপনি বাইরে যাবেন?'

ডেস্টার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, 'ও, এই কথা! নাঃ, শরীর ভাল না থাকায় আজ আর বাইরে যাব না। তা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, এসো ভেতরে এসো।'

দরজা ভেজিয়ে গুটি গুটি পায়ে আমি ডেস্টারের পায়ের দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত তুনিয়া। এই লোকটার মৃত্যু হলে তার মৃত দেহের দাম হবে কিনা সাড়ে সাত লাখ ডলার!

অর্ধেক হুইস্কি থাকা গেলাসটা ধরে ও হঠাৎ জানতে চাইলো, 'হেলেন বাড়িতে আছে কি না?'

'না নেই মনে হয়। কারণ, ক্যাডিলাকখানা তো গ্যারেজে নেই।'

'কোথায় যাবে, বলে গেছে কিছু?'

'কই না তো!'

এক চুমুকে হুইস্কিটা শেষ করে ডেস্টার গেলাসে আবার মাল ঢাললো। তার হাতটা থরথর করে কাঁপছে, কিছুটা হুইস্কি চলকে চাদরের উপর পড়ে গেলো।

আবার নেশার ঘোরে রয়েছে দেখছি, এই ফাঁকে যদি কিছু আদায় করা যায়।

বললাম, 'একটা কথা বলবো স্যর? মিসেস ডেস্টার চান না, আমি এখানে থাকি। অনেকবার আমাকে চলে যেতেও বলেছেন।'

ডেস্টার হাসলো। তার হাসির মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে একটা দুঃখ ও করুণ ভাব—

'আমি জানতাম। যাক গে, তুমি ওসব নিয়ে চিন্তা করো না। সময় হলে আমিই তোমাকে চলে যেতে বলবো।'

'ঠিক আছে স্যর।'

বালিশে গা এলিয়ে ডেস্টার আমার আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করলো। তারপর বললো, 'ন্যাশ, তোমার কি বিয়ে হয়েছে?'

'আজ্ঞে না স্যর।'

'বাঃ, বেশ ভালো ছেলে। জীবনে কখনো বিয়ে করো না। বিয়ে বড় সর্বনাশী। আমার অবস্থাটাই একবার দেখ না। বিয়ের পরই আমি মদ ধরেছি....' তাকে কেমন আনমনা দেখাচ্ছে, সবাইকে বলতে শুনি হেলেন নাকি দারুন স্নন্দরী। পুরুষেরা নাকি এমন ধরণের মেয়েই পছন্দ করে।

অথচ দেখো, এই স্নন্দরী মনটা কতো নোংরা, ও একমাত্র টাকা ছাড়া আর কিছুই ভালবাসে না। বিবেক বলে ওর কোন বস্তুই নেই।

আমার কথা বিশ্বাস করো ন্যাশ, আমি সত্যি কথাই বলছি। আচ্ছা, তুমি কি টাকা ভালবাসো ন্যাশ?

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে বললাম, 'এই দুনিয়ায় প্রত্যেকেই তো টাকা ভালবাসে স্যর, আমিও তাদের মধ্যে একজন।'

'ঠিকই বলেছ, আমিও টাকা ভালবাসি, তবে অন্ধের মত নয়, দুনিয়ায় তো আরো জিনিস রয়েছে। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, মায়া, মমতা এই সব?

অথচ জানো আমার বৌ এতই টাকার পিচাশ যে, টাকা ছাড়া

আর তুনিয়ার কিছুই জানে না। কেবল টাকা আর টাকা, ব্যশ এতেই ও খুশী।

ক্ষণিকের জন্য কথা বন্ধ করে ডেস্টার মদের গেলাসে ঠোঁট রাখল, তারপর কিছুটা পান করে বললো, 'আমি মরে যাই এটাই হেলেন চায়। ও হয়তো মনে করছে আমি মারা গেলে ও প্রচুর টাকা পাবে। কিন্তু না, ব্যঙ্গ করে হেসে বললো, আমি মারা যাবার পর যাতে বাজারের দেনাগুলো ছাড়া ওর কপালে কিছুই না জোটে, সেই ব্যবস্থা আমি করে যাবো।'

কোন কথা না বলে আমি হাঁ করে ওর কথাগুলো গিলছিলাম। এ আমি কি শুনছি। তার মানে পরের কিস্তির টাকাটা আর ও দেবে না।

লোকটা হঠাৎ চুপ মেরে গেলো। সে যে এতক্ষণ সব অর্থহীন কথাবার্তা বলছিল সেটা বুঝতে পেরেই আমাকে এক বকা দিয়ে বললো, বোকার মতন অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? যাও, আমাকে একা থাকতে দাও। ভবিষ্যতে আর কোনদিন দরজায় টোকা না মেরে ঢুকবে না, বুঝেছ?

শুড় শুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে মনে হলো, আচমকা এসে আমি বেশ ভাল কাজই করেছি। হাতে টাকা পয়সা না আসুক, কত্তার মতিগতি সম্বন্ধে তো কিছু জ্ঞান লাভ করলাম।

রাত গিয়ে ভোর হল। ডেস্টার সকাল দশটার সময় গাড়ির কাছে এসে হাজির। তার চোখ মুখ দেখেই আমি বুঝলাম যে অনিদ্রায় তাকে রাত কাটাতে হয়েছে, যার ফলে তার মুখটা শুকনো আর চোখের কোণে কালির প্রলেপ।

অন্য দিনের মতো আজকে আর তার হাঁটা চলার মধ্যে ছন্দের অভাব ঘটলো না। ডেস্টার ঘাড় সোজা রেখেই গাড়ীতে গিয়ে বসলো। বললো, 'স্তাশ, আজকে আর স্টুডিওতে নিয়ে যেতে হবে না।

আজ এয়ার পোর্ট চলো। খুব জোরে গাড়ী চালাবে, আমি সানফ্রান্সিসকো যাবার প্লেনটা ধরতে চাই। ওটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ছাড়বে।'

হঠাৎ এরকম মতিভ্রম, কি ব্যাপার আবার! কেনই বা হঠাৎ সানফ্রান্সিসকো যেতে চাইছে। আচ্ছা ন্যাশানাল ফিডেলিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড অফিস তো সান-ফ্রান্সিসকোতেই, ডেস্টার নিশ্চয়ই সেখানেই যাচ্ছে।

কিন্তু এই যাবার কারণটাই বা কি? একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না? বাবু আবার রেগে যাবে না তো! থাক কি দরকার, শেষে আমার চাকরিটাই যদি চলে যায় তাহলে কি হবে। তার চাইতে বাবা বোকার মত চুপচাপ থাকাই ভালো।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে ফটকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমি দরজা খুলে দিলাম। গাড়ি থেকে বা নেমেই ডেস্টার বললো, 'শোনো, বিকেল চারটে নাগাদ আমি স্টুডিওতে থাকবো, তুমি সে সময়ে এসে আমায় নিয়ে যেও।'

কথা শেষ করে ও সে গাড়ীতেই বসে রয়েছে—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, 'ন্যাশ, তোমার হাতে টাকা পয়সা আছে তো?

আচমকা এই প্রশ্ন, কি মতলব তাহলে....কিছু টাকা পয়সা দেবে নাকি! বললাম, 'তেমন কিছু নেই স্যর, প্রায় নেই বললেই চলে। কোন অসুবিধে না হলে আপনি যদি ..'

ডেস্টার মিটি মিটি হাসলো, 'তা বাপু, তোমায় কত দেবো বলেছিলাম?'

'সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার করে।'

কথাটা কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই সে আমার দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে চেকবইটা বার করল। ঠোঁটে হাসি মাখানো ছিল বটে তবে তা কেমন শুকনো ধরণের, 'চেকটা আবার ফেলে রেখো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ভাঙিয়ে নিও। ব্যাঙ্কে দু-চার দিনের মধ্যেই

আর এক আধলাও পড়ে থাকবে না। যারা আমার পাওনাদার তারা তখন নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

খ্যাচ খ্যাচ করে চেকটা লিখে সে আবার বলতে শুরু করল, এটা ধরো, কি এবার খুশীতো ? এবার নিশ্চয়ই আর আমাকে একা রেখে চলে যাবে না ? খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শেষটা কি হয় সেটা দেখার জন্য শেষ পর্যন্তই থেকে যেও।

চেক হাতে নিয়ে আমার তো চক্ষু ছানাবড়া হবার উপক্রম। আরে, এ যে পুরো দু হাজার ছশো ডলার! এক বছরের পুরো মাইনে!

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম, 'এটা কেমন হলো স্যার, আপনি তো সমস্ত মাইনেটাই দিয়ে দিলেন ?'

ডেস্টার হেসে আমার কথায় আপত্তি তুলে বলল, 'হ্যাঁ। শনিবার থেকে যে আমিও বেকারদের দলেই নেমে পড়ব। আমার হাতে এখন আর কোনো নতুন চাকরী নেই। এই অবস্থায় তোমার মাইনে-টাইনে আর দিতে পারবো কিনা কে জানে।

আচ্ছা, খবরের কাগজে যেসব কেচ্ছা বের হয় তুমি কি সেগুলোর উপর চোখ বোলাও না ? এ সংবাদ তো সকলেরই জানা আছে। বুঝলে বাপু, আমার এখন আর আগের মতো জীবন নয়, এখন আমি এক নম্বর মোদো মাতাল বলেই খ্যাত।

মাতাল পুষতে কেইবা রাজী হয়, বলো ? সেই কারণেই শনিবার থেকে আমার চাকরী জীবন খতম হয়ে যাবে।

আমি যাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছি, তারা তো আমাকে রেহাই দেবে না। চারিপাশে অনেক পাওনাদার রয়েছে, আমি প্রচুর পরিমাণ ধার করেছি।

এই ঋণ শোধ করতে গিয়ে আমাকে বাড়ি গাড়ী সবই হারাতে হবে। এখনো চাকরিটা রয়েছে শুধুমাত্র এই খাতিরেই পাওনাদারেরা এখন আমার উপর তেমনি হামলা করছে না। কিন্তু যেই দেখবে আমি

বেকার হয়ে গেছি, ব্যস সেই মুহূর্তেই তারা নেকড়ে বাঘের মতো আমার উপর আক্রমণ চালাবে।

ধীর স্থির পায়ে সে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো। তারপর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে আকাশ পানে চাইল। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় তার মুখটা চকচক করে উঠলো। সামান্য বিরতির পর বললো, 'এতে অবশ্য আমার কিছুই যায় আসে না। এই জীবনে আমি যথেষ্ট টাকা পয়সার মুখ দেখেছি আবার যথেষ্ট পরিমানে মজাও লুটেছি।

আমার কোনো রকম আপশোষ নেই। আমি বাড়ি করেছি, গাড়ি কিনেছি, হলিউডের সেরা সুন্দরীকে বৌ হিসেবে পেয়েছি ; জীবনে এর বেশী আর কি আশা করব—এবারে আমার দেবার পালা শুরু হবে। ঠিক আছে, আমার যতদূর সাধ্য আমি ততদূরই দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু যখন আমি আর কুলিয়ে উঠতে পারবো না, তখন যারা আসবে তারা শূন্য হাতেই ফিরবে।

কথা চলাকালীন সময়েই ও আমার কাঁধের উপর মৃদু টোকা মারলো, চোখের দৃষ্টি শূন্য। উদাস নয়নে বলল, সেই সময়ে হেলেনও শূন্য হাতে ফিরে যাবে? যার জন্য আমার আজ এই অবস্থা, তাকে আমি কখনোই ছেড়ে দেবো না—প্রতিশোধ নেবোই।

ওযাতে আমার সঙ্গে দু-চারটে মধুর কথা বলে, সেটা শোনার জন্য আমি উতলা হয়ে ওর জন্য কিনা করি। ওকে সব সময়েই তোয়াজ করে চলি, শুধু মাত্র কটা মিষ্টি কথা শোনার জন্য। অথচ,

সে আমার দিকে চোখ মেলে চাইল, নিতান্তই নিরামিষ ধরনের কথাবার্তা, তাই না? এসব শুনতে তোমার হয়ত মোটেই ভালো লাগছে না। কিন্তু জানো, আমি ভীষণ দুঃখী। সামান্য সুখের আশায় আমি আমার বৌয়ের শরীর স্পর্শ করে তাকে উত্তেজিত করতে পারিনি। আমি একটি বারের জন্যেও তার সাথে মিলিত হতে পারিনি।

তুমি বিশ্বাস করো, সত্যিই এতোদিন আমি নিঃসঙ্গভাবেই দিন

অতিবাহিত করেছি। আমি বড্ডো বেশী একাকীত্ব বোধ করি। নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয়।

এক এক সময়ে মনে হয়, আমি যদি হেলেনকে ভালো না বেসে একটা মরা শরীরকে ভালো বাসতাম, তাহলে হয়ত সেটাও অনেক তৃপ্তিদায়ক হতো, অন্ততঃ নিজেকে তো এত ছোট বলে মনে হতো না।

কথা বন্ধ করে এবার সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর মুখে আর রাটি পর্যন্ত না করে সে ফটক পেরিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

আমার কথা বলা আর ঠিক হবে না, বিবেচনা করেই আমি গাড়িতে এসে বসলাম এবং একখানা সিগারেট বার করে তাতে আগুন ধরালাম।

ধূমপান করার সময় আমার চোখের সামনে কেবলই ডেস্টারের সেই দুঃখে জর্জরিত মুখখানা ভেসে উঠতে লাগলো। অমি অধীর হয়ে উঠছিলাম। তার পর এক সময়ে জোর করে তার চিন্তাটা মনের থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিলাম।

শহরে এসে পৌছালাম। তারপর স্থির করলাম, এসব কুচিন্তায় কোনো লাভ নেই। আমি তো বেশ ভালোভাবেই আমার মাইনেটা পেয়ে গেলাম। শুরুতেই যদি দু হাজার দুশো ডলার হয়—তাহলে মন্দ কি।

ডেস্টারের নির্দেশটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম। আমি গাড়িটা একটা ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

চেকটা এই ব্যাঙ্কের ছিল। আমি সোজা ব্যাঙ্কের দপ্তরে গিয়ে চেকটা জমা দিলাম। ওটা জমা দিতেই কেরানী বাবুর তো চক্ষু চরক গাছ হবার উপক্রম। তিনি গোল গোল চোখ করে ইয়া বড় এক খাতা টেনে নিয়ে অনেক সময় ধরে কি সমস্ত ছাই-পাস সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এবার তাকে একটু আস্বস্ত লাগলো, বোঝা গেল যে তার সন্দেহটা

মোটেই সত্যি নয়। আমি টাকাটা হাতে পেয়েই রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রাস্তার ঐ পারের দিকে যে ব্যাঙ্কটা দেখা যাচ্ছিল সেখানে গিয়ে টাকাটা জমা করে রাখলাম। আঃ, কতদিন বাদে আবার আমি একটা চেক বইয়ের মালিক হলাম!

ডেস্টারের গ্যারেজে গিয়ে গাড়ী রাখলাম। তারপর আমার গ্যারেজ ঘরে গিয়ে ড্রাইভারের উর্দিটা ছেড়ে ফেললাম।

হাতে কোনোই কাজ নেই, চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুতেই যেন আর সময় কাটতে চাইছে না। আমি আর কোনো উপায় না পেয়ে, ঘাস ছাটার যন্ত্রটা নিয়ে বাগানে চলে গেলাম।

কাজ করতে করতে হঠাৎ খিদেয় পেটটা চোঁ-চো করে উঠল—আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন প্রায় একটা বাজে।

খিদের জ্বালায় উঠবো উঠবো ঠিক করছি এমন সময়ে দেখি হেলেনদেবী আসছেন। বাগানের ধার পর্যন্ত এসেই তিনি থ মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়েই ঘাস ছাটাইয়ের যন্ত্রটাকে কায়দা করে ঘোরাতে হলো—যেন ওর পাশ দিয়ে যেতে হয়।

তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, 'মেমসাহেব, কোনো আদেশ আছে?'

'হ্যাঁ শুনুন, আজকে আর আর্ল বের হবে না। সুতরাং আপনি আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাকে পাম-গ্রোভ নাইট ক্লাবে পৌঁছে দেবেন। তারপর যখন রাত একটা বাজবে তখন গিয়ে আবার আমাকে নিয়ে আসবেন, কি মনে থাকবে?'

নিতান্তই সুবোধ বালকের মতো আমি ঘাড়টা হেলিয়ে দিলাম। যেন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ও ঐ চোখে না আছে রাগ না আছে ঘেন্না। যেন অনেক বেশি সদয় আর অনেক বেশি স্বাভাবিক।

হেলেন কথা বন্ধ না করে বলেই চললো, 'রাত্রে গাড়ী চালান আমার ভালো লাগে না। তাই আমি আপনাকেই গাড়ী চালাতে

বললাম। ওঃ, আর একটা কথা, আপনি কিন্তু ওসব ড্রাইভারের উর্দি-টুর্দি পরবেন না। আমার হয়তো অনেক দেরী হতে পারে, আপনি বরং সেই সময়ে কোন সিনেমা-টিনেমা দেখে সময়টা কাটিয়ে দেবেন।'

মুহূর্তের জন্য চুপ করে সে একটা কিছু চিন্তা করল, 'আর শুনুন, আর যে কথাটা বলব বলে ঠিক করে ছিলাম—দেখুন, আপনি যখন আমাদের এখানে থাকতেই চান, তখন আর খামোকা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে লাভ কি বলুন? আমি আপনার সঙ্গে আর পূর্বের মতো মিশতে চাই না, আমি যে সব কটূক্তি করে ছিলাম, সেসব ভুলে যান।'

হায় ভগবান! আমি কি বোকা! মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি এই সামান্য ব্যাপারটাও বুঝতে পারলাম না। এটার তো একটাই মাত্র মানে ছিল!

আমি এত বছর ধরে মেয়েদের সঙ্গদান করে আসছি অথচ এই সামান্য ব্যাপারটা আমার খেয়ালে আসেনি! চোখের এই ভাষা তো না বোঝার কথা নয়। হেলেন ডেস্টার তাহলে পথে আসছে।

মাথা নীচু করে খুশী মনেই বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে, মেমসাহেব।'

মেমসাহেব মুচকি হেসে উঠল। আহা, কি সুন্দর হাসি—যেন একটা কুমারী মেয়ে বলে গেল।

হাসির রেস টেনেই তিনি গ্যারেজের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। তার চলন ভঙ্গীমাটা আমার বেশ পছন্দ সই হল। কি রকম একটা আনন্দে আমার বুকের ভিতরটা পূর্ণ হয়ে উঠল।

আমি কি ধরনের লোক, সেটা এবার আপনাদের কাছে ফাঁস করে ফেলছি। আপনারা আবার আমাকে খারাপ ভেবে ঘেন্না করবেন না যেন। ছুনিয়াতে এমন একটা দল আছে যারা নানা রকম ছলে বলে কৌশলে মেয়েদের হাতের মুঠোয় আনতে পারে।

তারা এই কাজে দক্ষতা দেখাতে পারলে খুবই গর্বিত হয়। কিছু

মনে করবেন না আমি কিন্তু ঐ দলেরই একজন। মেয়ে ঘাঁটতে আমি বেশ ভালোবাসি। এ কাজে আমি বেশ আনন্দ পাই। সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার তো কথাই নেই।

আমার বয়স যখন পনেরো বছর সেই সময় থেকেই আমি এ কাজে নিযুক্ত হয়েছি। কোনো সময়ের জন্যেই আমি নিজেকে ছোট মনে করতাম না। বরং এ কাজে আমি বেশ গর্বিতই হতাম।

আজ আমার বয়স তেত্রিশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে আমি দুনিয়ার অনেক কাজই ওলোট-পালোট করেছি, তবে ঐ মেয়ে পটানোর কাজটা কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। আমার তো মনে হয় এ কাজে কেউ আমাকে হারাতে পারবে না। আমার জুড়ি মেলা ভার।

ঠিক সেই কারণেই হেলেনের মতো রমণীও আমার কাছে যখন মধুর ভাবে কথা বলতে এলো তখন আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না। হেলেন যে পটে গেছে তাতে আর অবাক হবার কি আছে। সেও তো একটা মেয়ে। সুতরাং তাকেও যে আমার কাছে হার স্বীকার করতেই হবে। তবে এটা বলা যায় যে সে খুব তাড়াতাড়িই আমার দলে এলো।

এই বয়সে আমি হেলেনের মতো অনেক অনেক মেয়ে দেখেছি। এই সব অহংকারী দেমাকী মেয়েরা প্রথমে খুবই গাম্ভীর্য নিয়ে এড়িয়ে চলে কিন্তু পরে ধীরে ধীরে ঠিকই সংস্পর্শে এসে যায়। হেলেনও যে এবারে মজে গেছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তিনটে বাজে। আমি রোলসখানা চালিয়ে শহরে গেলাম, সেখানে গিয়ে আমাকে কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে হবে। মনের মতো কেনাকাটা করতে পারবো এরকম একটা দোকান দেখে আমি তার সামনে গাড়ীটা দাঁড় করালাম।

গাড়ী থেকে নেমে আমি দোকানে ঢুকলাম। একটা হালকা ধূসর রঙের স্যুট আমার নজর কেড়ে নিলো, ওটা আমার ভীষণ মনমতো হলো।

এটাই কিনব ঠিক করে, গায়ে দিয়ে দেখি দারুন মানিয়েছে। ফিটিংসটা এত সুন্দর যেন আমারই জন্য ওটা তৈরী করা হয়েছে। স্যুটটা তো কিনলামই, তার সঙ্গে খান দুই নাইলনের জামা, একপিস চকমাদার টাই আর এক জোড়া সোয়েডের জুতোও কিনলাম।

আমার পছন্দ মতো এইসব জিনিসপত্রগুলো দোকানদারকে প্যাকেট করে দিতে বলে আমি ব্যাঙ্কে চলে গেলাম।

ব্যাঙ্কের থেকে ফিরে এসে সমস্ত দাম-টাম চুকিয়ে জিনিস পত্র গুলো নিয়ে আমি গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

এসমস্ত করতে করতে প্রায় চারটে বেজে গেলো। নাঃ, আর বেশী দেরি করা ঠিক নয়। আমাকে এবার ডেস্টারের কথামতো তাকে স্টুডিও থেকে নিয়ে আসতে যেতে হবে।

স্টুডিওর দিকে গাড়ী ছোটালাম। ওর অফিসে এসে গাড়ী থামিয়ে আমি সোজা তার ঘরের ভেজানো দরজায় গিয়ে টোকা মারলাম

একবার মাত্র টোকা মারতেই ভিতর থেকে আওয়াজ এলো। আমি ঢুকতে যাচ্ছি, সেই সময়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ও তুমি এসেছো! শোনো, আমার কিছু জিনিস পত্র আছে সেগুলো তুমি গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে-এসো।'

ঘরের একপাশে রয়েছে দুখানা স্যুটকেশ আর দড়ি দিয়ে বাঁধা চামড়ার সেই পনেরোটা ফাইল।

আদেশ অনুযায়ী ওগুলো নেবার জন্য আমি এগিয়ে এলাম। ডেস্টার উঠে এসে ফাইল রাখার দেরাজগুলোর নীচেরটা খুলল। আমার তো দারুণ কৌতুহল জেগে উঠল, আমি চোরা চোখে সেদিকে তাকালাম। দেখি, পলিশিটা বের করে হাতে রেখে মক্কেল ভালোভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো তারপর কোটের ভিতরের পকেটে সাবধানে রেখে দিলো।

আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। যা বাঃ বাঃ! যাও আর একবার পলিসিটা দেখবো ঠিক করেছিলাম তা যে দেখছি মাটি হয়ে গেলো।

মালিক তো নিশ্চয়ই এটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরের দেয়াল সিন্দুকে পুরে ফেলবে। ধুর আমার কপালটাই মন্দ।

যাকগে, আমার আর কি ই বা করার আছে। নিরুপায় হয়ে আমি স্যুটকেশ দুটো দু হাতে নিয়ে নীচে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম।

নীচে এসে গাড়ীর পাশে ওগুলো দাঁড় করিয়ে রাখলাম। আমি আগেই গাড়ীর কেরিয়ারে আমার কেনা সমস্ত জিনিসপত্তর গুলো রেখেছিলাম। এখন আবার তার পাশেই ওদুটোকে রেখে দিলাম।

স্যুটকেশ রেখে আবার, উপরে চলে এলাম, 'আর কিছু নিতে হবে স্যার ?

'নাঃ, আজকের মতো আর কিছু নেই।'

ডেস্টার এইবারে পেল্লাই দেয়াল-আলমারীটার পাল্লা দুটো খুললো আলমারীটার ওপর নীচ সবকটা তাকেই শোভা পাচ্ছে মদের বোতল। সেখানে ফাঁকা বোতলও দেখা যাচ্ছে। সেগুলোকমকরে শ খানেকের মতো তো হবেই। বাকী আর সব আনকোরা।

ও বললো, 'ফাঁকা বোতল নিয়ে কোনো কাজ নেই এগুলো এখানেই থাক শালারা, আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের উপর সাজিয়ে দেবে।

ভালোগুলো আমি শুক্রবারই নিয়ে যাবো। যাকগে, এখন যা হয়েছে এই থাক, চলো এবার চলে যাই।'

সুবোধ বালকের মতো আমি তার সঙ্গে নীচে নেমে এলাম। গাড়ীর দরজাটা খোলার সময়ে আমি আমার মুখ খুললাম, 'স্যার, আজকে রাত্রে কি আর কোনো প্রয়োজন হবে না আপনার? মেমসাহেব আমাকে বলেছেন তাঁকে পামগ্রোভ ক্লাবে পৌঁছে দিতে........'

এ্যাঁ, বলো কি? ডেস্টার 'থ' হয়ে গেল, 'তোমাকে পামগ্রোভ ক্লাবে নিয়ে যেতে বলেছে! সেটা আবার কেমন ধরণের কথা হলো? সে তো বরাবরই নিজেই গাড়ী চালিয়ে আসা যাওয়া করে। হঠাৎ এই সুমতি হল কেন?'

'তা তো জানি না স্যার। তবে তিনি আমায় বলেছেন যে, ওনার নাকি রাত্রে গাড়ী চালাতে ভালো লাগে না।'

'ও, এই কথা! তাও যাহার নামে যাকগে, তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না! ঠিক আছে, রাতে তুমি ওকে পৌছতে যেও। আমি আজকে আর বাইরে যাব না, বাড়ীতে বসে কিছু লেখা-লেখীর কাজ করতে হবে।'

বাড়িতে এসে পৌছানোর পর আমি ঐ স্যুটকেশ দুটো নিয়ে ডেস্টারের চিঠিপত্র লেখার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলাম।

ডেস্টার উপরে উঠে গেলো। আমি আপন মনে হলঘরটা পার হয়ে হাঁটছি হঠাৎ হেলেন বসবার ঘরের থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

'কি ন্যাশ মনে আছে তো? আমি তোমায় কি বলেছিলাম? আমি কিন্তু ঠিক আটটার সময় বের হবো।'

আমার সঙ্গে ওর চোখা-চোখি হতেই ও মোহিনী হাসি হাসলো। বড়ো পরিচিত ছিল এই হাসিটা। হাসির দোলায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন শিহরিত হয়ে উঠলো। আমি কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই মনে আছে মেমসাহেব।'

'ড্রাইভারের এই পোশাক পরেই কি আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান?'

'না। আপনিই তো আমাকে না করেছেন।'

'হ্যাঁ, সেই মতই যেন চলা হয়।'

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজলো, আমিও ক্যাডিলাকখানা বের করে গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড় করালাম।

প্রায় এক ঘণ্টার মতো সময় ধরে আমি চান-ফান করে সুন্দরভাবে দাড়ি কামিয়ে, সদ্য কেনা জামা জুতোগুলো পরেছি। গাড়ীর আয়নায় এক চমক নিজেকে দেখে নিলাম। ঠিক যেন কোনো সিনেমার হিরো বসে আছে।

গাড়ীর ইঞ্জিনটা বন্ধ করার জন্য যেই আমি ঝুঁকে গেলাম, ঠিক সেই সময়েই হেলেন বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

ওকে দারুন দেখাচ্ছিল। ওর পরনে ছিল কম দামী একটা সাদা রঙের ঘেরওলা জামা। তাকে যতই ভালো লাগুক না কেন পাম-গ্রোভের মতো নাম ডাকওয়ালা একটা নাইট ক্লাবে তাকে এই পোশাকে মোটেই মানাবে না।

আমার কেমন একটু খটকা লাগল। কি জানি বাবা মেয়েটার রকম-সকম যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাত্র দুজনে বসার মতো গাড়ী হল এই ক্যাডিলাকটা। তবে পেছনের দিকে একটা কোলকুঁজো বসার জায়গা ছিল।

হেলেন কোথায় বসবে সেটা জানার আমার খুব আগ্রহ হলো। না, সে অন্য কোথাও না বসে আমার পাশের জায়গাটাতেই এসে বসল। নিজের আসনে ঠিক মতো বসে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর জানতে চাইলাম, 'মেমসাহেব, পামগ্রোভ নিয়ে যাবো তাই না ?

'না, পামগ্রোভ নয়। হঠাৎ আমি মত বদলে ফেলেছি। আমি এখন ফুটহিলস্ ক্লাবে যেতে চাই। আপনি আমাকে সেইখানেই নিয়ে চলুন।'

ব্যাপারটাতো ভালো নয়। হঠাৎ সে আবার মতামত পাল্টে ফেলল কেন! সত্যি বাবা, কখন যে এরা কি করবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ও জায়গাটা আবার মাউন্ট উইলসনের দিকে পড়বে। সেটা তো এখান থেকে অনেক দূর। গাড়ীতে গেলেও অনেক সময় অতিবাহিত হবে।

আমি এইসব ছাইভস্ম ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আসলে যে ও আমাকে বুদ্ধু বানাবার ফাঁদ পেতেছে আমি তা একবারও বুঝতে পারিনি।

আমারই আর দোষ কি বলুন! আমার মস্তিষ্ক যে অকেজো হয়ে

গেছে। কারণ, আমার ঠিক পাশেই বসে আছে হলিউডের নাম করা সুন্দরী হেলেন। যার কাঁধে আমার কাঁধ ঠেকছে আর হাতে হাত।

আমাকে ঘিরে রেখেছে একটা মিষ্টি সেন্টের গন্ধ। আমি এই ভাবাতুর পরিবেশের মধ্যে বসে তার সুগঠিত ভরাট উরু জোড়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি তাকে দেখবো না আমার বিপদের কোনো আশংকা আছে কিনা সেই চিন্তা করব!

টুইষ্ট নাচিয়েদের আড্ডা মারার জায়গা হলো এই ফুট-হিলস্ ক্লাবটা। আমি এর আগেও সলির সাথে বহুবার এখানে এসেছি। এখানে এলে একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এখানকার খাবার দাবারগুলো বেশ সস্তা দরেই পাওয়া যায় আর বাজিয়ের দলটাও বেশ।

তবে এইসব পরিবেশে হেলেন ডেস্টারদের মতো ধনবান ব্যক্তিদের আনা গোনা মোটেই দর্শনীয় নয়। বরং এটা বড়ই বেমানান লাগে।

গাড়িটা সবেমাত্র ফটকটা পার হয়ে চওড়া রাস্তায় এসে পড়েছে, সে সময়ে হেলেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ন্যাশ, আপনি কি নাচতে পারেন?'

'তা পারি মেমসাহেব।'

'ওঃ, সব সময় অতো মেমসাহেব মেমসাহেব করবেন না তো! আমার এই ডাক সর্বদা ভালো লাগে না।'

'ঠীক আছে, মিসেস ডেস্টার।'

'এই তো, কি সুন্দর লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা বললে।' কথাটা বলেই সে আমার দিকে অর্ধেকটা ঘুরে বসল, 'জানেন, পামগ্রোভে যাবার কেন ইচ্ছাই হলো না। আমার আজকে প্রচণ্ড হৈ হৈ করতে ইচ্ছা করছে। আচ্ছা আপনার কি কখনো এরকম ধরণের কোনো ইচ্ছা হয়?'

'তা হয় বৈকি।'

'সেজন্য চিন্তা করলাম, আজকে একটু নাচ-টাচ করে হৈ হৈ করে

কাটিয়ে দেবো। আমার কাছাকাছি তো কোনো বন্ধুবান্ধব থাকে না, তাই আমি আপনাকেই কিছুটা বিরক্ত করলাম।'

এ কথার কোনো উত্তরই দেওয়া যায় না। তাই আমি কোনো কথা না বলে চুপ করেই বসে রইলাম।

কিছু সময়ের বিরতি। আচমকা হেলেন আবার বলে উঠল, আপনার সম্বন্ধে কিছু কথা বলুন না, আমি বেশ শুনব? আপনি হঠাৎ এ রকম ধরণের একটা কাজ নিলেন কেন? আপনি তো খুব বুদ্ধিমান, অথচ ··আমার তো মনে হয় আপনি এর থেকে বহুলাংশে ভালো অন্য কোনো কাজ পেতেন।'

'ভালো কাজ দিয়ে আমি কি করব বলুন? নতুন ক্যাডিলাক চালিয়ে হলিউডের সর্বখ্যাত সুন্দরীর সঙ্গে আমি নাচতে যাচ্ছি। কিছু আগেই আমি মাইনে পেয়েছি, এখনও আমার পকেট গরম রয়েছে—এই তো প্রচুর, এর বেশী আর কি আশা করব?'

আমার কথায় ও হেসে উঠলো, তারপর হাত বাড়িয়ে গাড়ীর রেডিওটা চালিয়ে দিলো।

সন্ধ্যে হয় হয় এরকম একটা অবস্থায় রেডিওর মৃদু মিষ্টি বাজনার শব্দ আমাকে মোহিত করে তুলল। আওয়াজ ঠিক করতে করতে ও জানতে চাইল, 'আমার স্বামীর কাছে এই চাকরীটা পাওয়ার আগে কি আপনি কোথাও কাজ করতেন?'

আমি সরাসরি তার দিকে তাকালাম। তারপর বলে উঠলাম, আমার উত্তরগুলো কিন্তু আপনাকে মোটেই আনন্দ দেবে না। সুতরাং এ সব কথা না হয় নাই বা শুনলেন।

আপনার আজকে ভীষণ নাচতে ইচ্ছা করছে, আমারও ঠিক তাই। সেখানে আর কিছু জানার প্রয়োজন আছে।

এবার আর হেলেনের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বরং এই শব্দগুলো তার কানে যেতে সে চোখ ঘুরিয়ে দু'পাশের গাড়ী

গুলো লক্ষ্য করাকেই শ্রেয় মনে করল এবং সেই কারণে চোখও ফিরিয়ে নিলো।

হেলেনের নাচের সত্যিই কোনো তুলনা হয় না। দু'হাতের ভেতর ওর সুন্দর সরু কোমরটা ধরে নিটোল বুকজোড়া আর সুঠাম পা দুখানার ছোঁয়ায় আমি প্রায় উত্তলা হয়ে উঠলাম।

তার মধ্যে আবার যখন ওর মাথার উড়ো চুল কিছু এসে আমার মুখে সুরসুরি দিচ্ছিল, তখন ওঃ সে এক অপূর্ব অনুভূতি। হৈ-হট্টোগোলে চারিপাশ গমগম করছে। হেলেনের প্রবেশেই যেন সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে গেল।

তারা কে কার সঙ্গে নাচছিল তা যেন বেমালুম ভুলে বসল। প্রায় আধ ঘণ্টার মতো নাচ করার পর আমার সঙ্গিনীর তেষ্টা পেলো। নাচে সে যাত্রার মতো সে রেহাই পেলো।

আমরা বারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। চলতে চলতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে খাওয়াবে—আমি না আপনি?'—তার গলার স্বরে একটা খুশীর আমেজ।

আহ্লাদিত হয়ে তুষ্টু হাসি হেসে জানিয়ে দিলাম, 'আমিই খাওয়াব। কোন খাদ্য আপনার পছন্দ?'

'আপাততঃ একটা ব্রাণ্ডি নিন। হেলেন দ্রুত হাতে বটুয়ার মুখটা খুলে ছোট একটা আয়না বের করল, তারপর আয়নায় এক চমক নিজের মুখটা দেখে নিলো, ইস, চেহারার কি অবস্থা হয়েছে। আমাকে একটু চোখ মুখ ধুয়ে নিতে হবে। আপনি এই ফাঁকে বেয়ারাকে ডেকে ফরমাশ দিয়ে দিন।'

হেলেনের মুখ জোড়া মধুর হাসি ছড়িয়ে রয়েছে, আর চোখের দৃষ্টিতে মাখানো রয়েছে বিলোল ইশারা—আমাকে আধশোয়া অবস্থায় রেখে সে সম্মুখের বারান্দা দিয়ে হেঁটে মেয়েদের কলঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

চারিপাশে চোখ ঘুরিয়ে হেলে দুলে আমি বাইরের চত্বরে টেবিলে

এসে বসলাম। আমি এমন জায়গায় বসে আছি সেখান থেকে খুব ভালো ভাবেই মেয়েদের কলঘরটা দেখা যাচ্ছে।

হাতে তুড়ি মেরে বেয়ারার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি তাকে একটা হুইস্কি আর একটা ব্রাণ্ডির ফরমাশ দিলাম।

আমি চুপচাপ হেলেনের আসার অপেক্ষায় বসে আছি, কিন্তু হেলেনের কোনো পাত্তাই নেই। ওর আসার বিলম্ব দেখে আমি হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম।

বুঝতে পারলাম যে, সে প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো হলো আমাকে ছেড়ে হাত মুখ ধুতে গেছে। আমি অধীর হয়ে এপাশ ওপাশ তাকালাম। আরোও দশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেলো।

তাহলে কি সে কোনো বিপদের মধ্যে পড়েছে? চোখ-মুখ ধুতে কি আর কারো আধ ঘণ্টা সময় লাগে! আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না।

আরও পাঁচ মিনিট এই ভাবেই কেটে গেল। একটা মেয়ে সিগারেট বিক্রি করছিল, আমি তাকে ইশারায় ডাকলাম।

হেলেনের খবর নেওয়ার জন্য তার হাতে এক ডলার দিয়ে বললাম, 'দেখতো, কলঘরে কোনো সাদা জামা পরা লালচুলো একটা মেয়ে মুখে জল দিচ্ছে কিনা।'

এক ডলার পেয়ে সে খুশী হয়ে চলে গেলো। কি জ্বালাতন বাবা, পাঁচ মিনিট হয়ে গেলো এই মেয়েটারও যে কোনো আসার নাম গন্ধ নেই।

আমার বর্ণনা অনুযায়ী সে রকম কোনো মেয়েই কলঘরে চোখ মুখ ধুচ্ছে না,—মেয়েটি এসে জানিয়ে গেলো। সে আরও জানালো যে ওখানকার তদারকী করা মেয়েটি নাকি তাকে বলেছে যে এই ধরনের একটা মেয়েকে সে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

অ্যাঁ! এ আমি কি শুনলাম। তাহলে কি সে আমাকে ধাপ্পা মেরে পালিয়ে গেলো! ইস্, আমি যে বোকার তস্য বোকা।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রচণ্ড গতিতে যদি গাড়ী চালাই, তাহলেও প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে, এখান থেকে ডেস্টারের বাড়িতে যেতে। কিন্তু কথা হচ্ছে গাড়ি...গাড়ি কোথায়? হেলেন নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

এই সব চিন্তা আমাকে পাগল করে তুলল। রাগে আমার, নিজেকেই নিজের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো। ও নিশ্চয়ই এখন ভাবছে যে আমাকে বোকা বানিয়ে অনেকটা পথ সে এগিয়ে গেছে। কিন্তু না, আমি অতো হাঁদা গঙ্গারাম নই, আমাকে বোকা বানানো মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।

কাল বিলম্ব না করে দৌড়ে গাড়ী রাখার জায়গায় এলাম। কিন্তু না আমার আশা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এখানে ক্যাডিলাকখানা নেই।

তাহলে কি সে...। ঠিক সেই মুহূর্তেই দাঁড় করানো গাড়ীগুলোর থেকে একটা পরিষ্কার চকচকে বুইককে বের হতে দেখলাম।

সামান্য আশার আলো দেখতে পেয়ে, আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে দুহাত তুলে গাড়ীটাকে থামাবার নির্দেশ জানালাম। গাড়ী থেমে গেলো। দেখি, ড্রাইভারের সিটে বসে রয়েছে একটা ছেলে ছোকরা—যার গায়ে জমকালো ছাপা একটা জামা রয়েছে। সে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকালো।

'এই যে ভাই,' এক দমেই বললাম, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। খুব শীঘ্রই আমাকে হিলক্রেস্ট এভিনিউতে যেতে হবে। আপনি যদি দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেন আমি তাহলে খুবই উপকৃত হবো এবং আপনাকে পাঁচ ডলার বকশিস দেবো। কি নিয়ে যাবেন তো?

লোকটা এক গাল হেসে বললো, 'নেবো না মানে? আমার তো ভাই কিছুই করার ছিল না, তাই বাড়িতেই চলে যাচ্ছিলাম। আসুন আমার গাড়ীতে আসুন।

সে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে উলটো দিকের দরজাটা খুলে দিলো,

'আসুন দাদা, ভেতরে আসুন। আপনি পাঁচ ডলার দিলে শুধু হিলক্রেস্ট এভিনিউ কেন, আমি লস এঞ্জেলসও নিয়ে যেতে পারি।'

'আমার ভীষণ বিপদ, আপনি যদি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে পৌঁছে দেন তাহলে দশ ডলার পুরস্কার দেবো।'

'ওরে বাবা, একেবারে দশ ডলার!' সে দাঁত বের করে হেসে বললো, 'আপনি পয়সা বের করে হাতে রাখুন, দেখবেন ঠিক জায়গায় কতো তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছেন। রেডি ওয়ান-টু-থ্রি—' ধুলোয় চারি পাশ আবছা হয়ে গেল, গাড়িটা সাই সাই করে সামনের দিকে ছুটে চললো।

গাড়ি চালান ভালোভাবেই আয়ত্বে এনে ফেলেছে এই ছেলেটা। পাকা ওস্তাদ ড্রাইভারের মতো সে ওলি-গলি দিয়ে শর্টকাট পথ করে ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়িটাকে হিলক্রেষ্ট এভিনিউতে এনে হাজির করল। আরো পাঁচ মিনিট গাড়ী চালিয়ে সে আমাকে ডেস্টারের বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিলো। আমিও কথা মতই তাকে দশ ডলার দিয়ে দিলাম।

কি জানি এর মধ্যে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেছে! আমি সংকটজনক অবস্থার কথা চিন্তা করে নুড়ি বিছানো পথ ধরে দৌড়তে লাগলাম।

বাঁকের মুখে এসে আমি অবাক হয়ে গেলাম, আর একটু হলেই আমি বেসামাল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলাম।

গ্যারেজে আলো জ্বলছে দেখে আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওখানে কি হয় সেটা দেখার চেষ্টা করলাম।

এখান থেকে আমি স্পষ্টই গ্যারেজটা দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ তো আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলেন স্বয়ং। আমি আর কৌতূহল দমন করে রাখতে পারলাম না।

ওখানে ও করছেটা কি! ঐ তো রোলস্ আর বুইক দুটোই

গ্যারেজে রয়েছে, আর ক্যাডিলাকখানাও গাড়ি-বারান্দার নীচে, হেলেন বুইকের পাশে দণ্ডায়মান....ব্যাপারটা কি!

কৌতূহল নিবারনের জন্য পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে গ্যারেজের থেকে প্রায় পনের মাইল দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সমস্ত শরীর আমার কেঁপে উঠলো।

কি সর্বনাশ! আমার মনিব যে মেঝের উপর উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কি জানি বাপু, ঐ সর্বনাশী মেয়েটা আবার রেগে গিয়ে তাকে খুন করে ফেলেনি তো!

হেলেন নীচু হয়ে ডেস্টারের দেহটাকে চিত করে রাখলো। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম. নাঃ, সে মারা যায়নি। দম নেওয়া ও ছাড়ার ফলে আমি তার বুকটাকে উঠানামা করতে দেখেছি।

হতভাগীর আবার কি খেয়াল হলো কে জানে! সে আচমকা খপ করে ডেস্টারের কোটের কলারটা চেপে ধরল, তারপর এক হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলো।

এইসব দৃশ্য দেখে আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম। এসব কি সত্যিই দেখছি না কেবল স্বপ্ন মাত্র। আমি ভালো করে চোখ বন্ধ করে আবার সামনের দিকে তাকালাম। না, এ স্বপ্ন নয় একেবারে রূঢ় বাস্তব ঘটনা।

হেলেন কি একটা মেয়ে মানুষ না কি, খুব শক্তিশালী কোন দানবী। সে যেভাবে ডেস্টারকে তুলে ধরল তাতে তো তাকে দানবী বলেই মনে হয়।

ডেস্টারের ওজন নেহাৎ কম নয়, আমি যখন একবার তাকে কাঁধে নিয়ে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম তখনই তার ওজনটা টের পেয়েছিলাম। ডেস্টারকে হেলেনের কাছে একটা হাল্কা খেলার পুতুল বলেই মনে হলো যেন।

ডেস্টার শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে তার স্ত্রী হেলেনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখের কোনে জল

থাকায় লাইটের আলোয় তা চিক চিক করে উঠলো, চোয়াল জোরা ঝুলে পড়েছে।

সে কোন রকমে হেলেনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগলো।

শুয়োরের বাচ্চারা, আজ আমি বেরোব যখন বলেছি তখন বেরোবই। কেউ আমায় রুখতে পারবে না....আমার পথ ছাড়।

হেলেনকে বেশ আনন্দিত লাগলো। ওর মুখে হাসির ঝিলিক দেখে আমার গা পিত্তি জ্বলে উঠলো। ও আদর করে বললো, লক্ষ্মী সোনা, কেউ তোমায় আটকাবে না, তুমি নিশ্চয়ই আজ বাইরে যাবে! যাও লক্ষ্মী ছেলের মতো গাড়ীতে গিয়ে বসো। হেলেন এবার তাড়াতাড়ি হাত এগিয়ে বুইকের বাঁ দিকের দরজাটা উন্মোচন করল।

কি সাংঘাতিক মহিলা রে বাবা! এই সময়েও কিনা ব্যেটি হিসাব করে চলছে! সে হয়তো ভাবছে, যাক্ বাবা···যা হয় হোক, তবে যেন এই দামী রোলসখানা নষ্ট না হয়।

বুঝে শুঝেই সে বুইখানার দরজা খুলে দিয়েছে। এই পুরোনো গাড়ীটার উপর দিয়ে চোট যায় তো যাক, দামী রোলস্টা তো ভাল থাকবে। ও শয়তানী তোর মাথায় তাহলে এই বুদ্ধি খেলছে;

সে নিজেই হয়তো গাড়ী চালিয়ে ডেস্টারকে ফটক পার করিয়ে দেবে, তারপর মানে মানে নিজে কেটে পড়ে, স্টিয়ারিংটা ডেস্টারের হাতে তুলে দেবে। ব্যস, তার পরেই তার আশা পূর্ণ হবে··

বাড়ীর সম্মুখে যে সরু রাস্তাটা রয়েছে ওটা পার হলেই তো জম জমাট বিরাট রাস্তায় গিয়ে গাড়ীখানা পড়বে। আর এই সময়ে তো রাস্তাটার কোনো তুলনাই হয় না।

গাড়ী-ঘোড়া সব হুস্ হুস্ করে তীর বেগে ধেয়ে চলেছে। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই গাড়ীগুলো সব এপাশ থেকে ওপাশে চলে যায়। ধাবমান সমস্ত গাড়ীতেই রাস্তাটা জমজমাট থাকে।

বাঃ, কি সুন্দর পরিকল্পনা! ছোট রাস্তাটা পার হয়ে বড় রাস্তায়

পড়লেই মোদো মাতাল ডেস্টার চালিত বুইক খানার উপর একটা গতিশীল গাড়ী এসে ধাক্কা মারবে। ব্যস্, তাহলেই সব শেষ…আর হেলেনেরও মনোষ্কামনা পূর্ণ হবে।

সমস্ত হলিউডবাসী লোকেরাই জানে যে ডেস্টার নামকরা একজন মদো মাতাল ; পেটে কিছু পরিমানে মাল পড়লেই তার গাড়ীচালানোর নেশাটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বাঃ, কি বুদ্ধি খাটিয়ে না কাজটা করতে যাচ্ছে। ওর এই পরিকল্পনায় সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না। ডেস্টারের মৃত্যু হলে নিশ্চয়ই ইনসিওর কোম্পানীর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু…. কিন্তু আজ সকালেই বা ডেস্টার সানফ্রান্সিসকো গেল কেন ? তাহলে কি সে ওখানে গিয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে দেখা করে কিছু পরামর্শ করে নিয়েছে • কি জানি ব্যাপারটা যেন একটু কিরকম খুঁত খুঁতে লাগছে। কিন্তু ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চোখে ধূলো দেওয়া তো অত সহজ ব্যাপার নয় খুব নিখুঁত ভাবেই যে সব কাজ করতে হবে !

খুবই শক্ত সামর্থ ছিল এই বুইকটা, তাতে তো মনে হয় দ্রুতগামী কোনগাড়ী ধাক্কা মেরেও সহজে একে কাবু করতে পারবে না। তাছাড়া যদি দুর্ঘটনার সাথে সাথেই ডেস্টার মারা না যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই !

পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা বাদ করলেই—মৃত্যুগামী ডেস্টার নিশ্চয়ই সব গবগবিয়ে বলে যাবে। ডেস্টারের কাছে সব কিছু শোনা মাত্রই পুলিশের নজর যাবে হেলেনের উপর। যেহেতু হেলেনই তাকে গাড়ীতে তুলে দিয়েছিলো, সেহেতু তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে-- কেন ?

এই কেনর উত্তর পাওয়ার জন্য তারা যেই উঠে পড়ে খোঁজ খবর নিতে যাবে তখনই ফাঁস হয়ে যাবে ইনসিওরেন্সের ঐ সাড়ে সাতলাখ ডলারের গোপন কথা। ব্যস্ তার পরেই যে হাওয়া কোন দিকে বইবে তা তো খুব সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে।

আমি আবার হেলেনের সঙ্গে ফুটহিলস ক্লাবে নাচতে গিয়েছিলাম, এই সংবাদটা যদি তারা পায় তাহলে তো সন্দেহটা আরও পাকা-পোক্ত ভাবে বাসা বাঁধবে।

তারা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে যে বাড়ীর মালিকের স্ত্রীর সাথে ড্রাইভারের কি সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে! কেনই বা আমরা নাচতে গেলাম!

তারা অতি সহজেই ভেবে নেবে যে এই ঘটনার পিছনে আমার ও কিছু কেরামতি আছে।

তাছাড়া আমি যে বুইক গাড়ীটা করে ডেস্টারের বাড়িতে এসেছি—সেই বুইক গাড়ীর ড্রাইভার ছোকরাকে—জিজ্ঞাসাবাদ করলেই তো তারা জানতে পারবে যে আমি একটা গাড়ী ধরার জন্য হা-হুতাশ করে মরছিলাম; আর অবশেষে তার গাড়িটা দেখে আনন্দিত হয়ে তাকে ডেস্টারের বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিলে আমি যে তাকে দশ ডলার দেবো বলেছিলাম এবং দিয়েও ছিলাম সেই কথাটাও নিশ্চয়ই ঐ ছোকরাটা বলতে ভুল করবে না।

বাড়ি ফেরার জন্য আমার ঐ আকুলতা সংবাদ গ্রহণ করে পুলিশ অতি অবশ্যই উৎসাহী হয়ে জানতে চাইবে, কিসের জন্য আমি এত ব্যাকুল হয়ে বাড়ি আসতে চাইলাম, আর কেনই বা হেলেন আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিল। পুলিশের এই সব জেরার যদি সঠিক উত্তর না দিতে পারি তাহলেই তো অগাধ সমুদ্রের জলে পড়ে হাবু-ডুবু খেতে হবে।

এতেও কি আর মুক্তি আছে, খুন করতে চেয়েছিলাম এই অপবাদ দিয়ে হেলেনকে বা আমাকে যদি পুলিশ নাও ফাঁসাতে পারে, ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে হুঁশিয়ারি দেওয়া থেকে আটকাচ্ছে কে ওদের! ব্যস্, তাহলেই তো আমার আর হেলেন—দুজনেরই হিস্যার দফারফা!

'না, হেলেনের এই পরিকল্পনাটা মোটেই কাজে লাগানো যাবে না—এতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তার থেকে বরং আরও পাকা-পোক্ত অন্য কোনো পরিকল্পনা বের করতে হবে। ডেস্টার মারা না যাওয়া পর্যন্ত তো কিছুই হবে না। ধীরে সুস্থেই এসব কাজ করা ভালো. তাই নয় কি?

হেলেন ঘুরে গেল তারপর ড্রাইভারের সিটে বসতে গেল, আমি অন্ধকারের থেকে বেরিয়ে এসে আলোর মধ্যে দাঁড়ালাম। ভগবান জানে ঐ মেয়েটার নার্ভগুলো কি দিয়ে তৈরী। সে আমাকে দেখে একটুকুও ভয় পেলো না এবং চীৎকারও করলো না।

আলোক রশ্মি হেলেনের মুখের উপর গিয়ে পড়েছে। আমি দেখলাম সে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন মারাত্মক কোন ঘটনাই এখানে ঘটেনি। সে খুবই স্বাভাবিক।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছি সে গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো, তারপর বলে উঠলো, 'এই যে মশাই, আপনাকেই খুঁজছিলাম। দেখুন না কি ঝামেলায় পড়েছি। আল ক্রেসেণ্ট ক্লাবে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে!' গলার স্বর খুবই স্বাভাবিক, 'বাধ্য হয়ে আমিই ওকে নিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু এখন যখন আপনি এসেই গেছেন, তখন আপনিই না হয় ওকে নিয়ে যান।'

হেলেন এমন করে এই সব মিথ্যা কথাগুলো বলল যে আমি যদি পূর্বের দৃশ্যগুলো না দেখতাম তাহলে এই কথাগুলোকে সত্যি বলেই মেনে নিতে বাধ্য হতাম। কিন্তু আমিও ব্যাটা কম যাই না! বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে মেমসাহেব।' কিন্তু গলার স্বরটাই সব পণ্ড করে দিল। এমন একটা ফ্যাস ফ্যাসে আওয়াজ বের হল আমার গলা দিয়ে আমি আর মুখ তুলেও তার দিকে তাকাতে পারলাম না।

আমি কোনক্রমে তাকে এড়িয়ে বুইকে গিয়ে বসলাম তারপর

ইঞ্জিনটা চালিয়ে দিলাম। নিমেষের মধ্যেই চত্তর পার হয়ে হেলেন অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

হেলেনও অদৃশ্য হল, ডেস্টারও সাথে সাথে চাঙ্গা হয়ে, সোজা হয়ে বসলো। দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে ধমক দিয়ে বলল, 'সাবধান, একদম গাড়ী বাইরে নেবে না!' গলার স্বরে বিন্দুমাত্র কম্পন না দেখে আমি তো একেবারে অবাক হয়ে গেলাম!

অবশেষে বুদ্ধুদের মতো তারদিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মত বোকাকে যে আমার বৌ ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিল. তা তুমি এলে কি করে?'

আমি তখনও হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছি এবং বুঝতে পারলাম যে আমি বেশ ঘেমে যাচ্ছি।

এবার ডেস্টার হেসে উঠলো। বললো. 'কি গো তুমি ভূত দেখছো নাকি! আমি কি বলছি সেটা কানে যাচ্ছে না? বলো, কিভাবে এখানে এলে?'

কোনো রকমে বলে উঠলাম, 'একটা ছেলে ছোকরার গাড়ীতে এসেছি।'

'বাছাধন, আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে হেলেন আমাকে মারতে চায়। ও এখন ঐ ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাবার ধান্দাতেই মত্ত হয়ে রয়েছে।' মৃদু হেসে উঠলো, 'কি ন্যাশ, এবার কিছু বুঝতে পারছো? বেটীর শুধু রূপই রয়েছে তাছাড়া সে হাড়ে হাড়ে বদমাস। যাকগে, এতদিনে তাহলে ওর মনের কথাটা বোঝা গেল।'

ডেস্টার গাড়ীর দরজাটা খুলে ফেলল তারপর গাড়ী থেকে নেমে বলল, 'না. এবার ঘুমাতে যাই। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। তা ন্যাশ, তুমিও আজ আমার সঙ্গে যেতে পারো। চলো আজ আমার সাজ পোশাকের ঘরে থাকবে। কে জানে বাবা, হেলেন যখন আমাকে মারতে চাইছে তখন হয়ত মাঝ রাতেও আমার গলা টিপে ধরতে পারে?

এবার আমি সব কিছু বুঝতে পারলাম। কিন্তু এসব শুনে তো

আর ক্যাবলার মত চুপ করে থাকা যায় না, তাই বললাম, 'পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবেন স্যার?'

ডেস্টারের ভ্রু দুটো কুঁচকে গেলো। সে অট্টহাসি হেসে বলল, 'পুলিশের আবার কি দরকার? যদি কিছু করতে হয়, তা আমিই করব। ও যাতে ইনসিওরেন্সের এক কণাও না পায় আমি সেই ব্যবস্থাই করে যাবো। আরে বাপু, আমিও কিছু কম যাই না।'

আমি বড় বড় চোখ করে বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কিন্তু স্যার

'ওসব কিন্তু-টিন্তু ছাড়ো তো বাপু। আমার আবার 'কিন্তু', 'তবু' এইসব কথাগুলো একদম ভালো লাগে না। যা হবে তা একেবারে নিখুঁত ভাবেই হবে।

না অনেক কথা বলে ফেললাম, চলো, এবার শুতে যাওয়া যাক।' ডেস্টার কথার তালে তালে চত্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গ্যারেজের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে আমার ঘরে গিয়ে একটা পাজামা আর দাড়ি কামানোর যন্ত্রপাতি নিয়ে মক্কেলের পিছু ধাওয়া করলাম।

নিঃস্তব্ধ ঘুমিয়ে পড়া বাড়ীটায় আমরা দুজনে একত্রে ঢুকে পড়লাম। দোতলায় উঠেই দেখতে পেলাম হেলেন তার শোয়ার ঘরের দরজার সামনে না ঘুমিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমাদের দেখেই সে আঁতকে উঠলো, ভয়ে তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার নিজেরই গলা টিপে ধরল। যাক্, তাহলে এই মহিলারও ভয় বলে কোনো বস্তু রয়েছে।

এসব ব্যাপারে ডেস্টার একেবারে নির্বিকার। সে কোনো রকম ইতস্তত: না করেই বললো, 'শোনো হেলেন, ন্যাশ আজ আমার সাজ পোষাকের ঘরে রাত কাটাবে। আমাকে রাত্রে ঐ দেখাশুনা করবে, তোমাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না।' এই বলেই সে হন হন করে নিজের ঘরে প্রবেশ করল।

আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। হেলেনের দিকে তাকিয়ে

দেখি ওর চোখের মধ্যে ঘৃণার ভাব। সে হঠাৎ পিছন ফিরে আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মুখের ওপরই সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

*　　　　*　　　　*

কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমি সারাটা রাত বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করছি। আমার কানের কাছে তখন ডেস্টারের সেই কথাটা ভাসছিল : হেলেন যাতে ইনসিওরেন্সের এক কণাও না পায় আমি সেই ব্যবস্থাই করে যাবো।

কিন্তু কি করে। তাছাড়া···আচ্ছা, কিস্তির তারিখটা পার হয়ে যায়নি তো। কি জানি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডেস্টার আবার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাথে কি আলোচনা করে কে জানে। আচ্ছা ব্যাপারটা একবার হেলেনকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? ও হয়তো এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে।

কিন্তু না, অতি সহজেই তাকে আমি আমার চালটা জানাতে চাই না।

এইসব হাজার রকমের হিজি-বিজি চিন্তা করতে করতে এক সময়ে সামান্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। তখনই ভোর হয়নি, আমি তিড়িং করে বিছানা পরিত্যাগ করলাম। যাক্ বাবাঃ, এতোক্ষণে শান্তি। ওঃ, চিন্তা যেন আমাকে একেবারে ঘিরে ধরেছিল।

প্রতিদিনকার মতো সেদিনও আমি মক্কেলকে গাড়ী করে স্টুডিওতে নিয়ে গেলাম। সারাটা রাস্তা ডেস্টার মুখ বুজেই পড়ে রইল। তার মুখ থেকে গত রাত্রের কোনো কথাই বের হলো না।

গাড়ী যখন এসে স্টুডিওর সামনে দাঁড়ালো তখন সে গাড়ী থেকে নেমে বলল, 'শোনো ন্যাশ, এবার থেকে তুমি বাড়িতে সব সময়ই আমার চোখের সামনে থেকো। আর, আমার সাজ পোশাকের ঘরখানায় তুমিও আমার সাথে থাকবে, কেমন?'

'ঠিক আছে স্যার।'

এক মুহূর্তের জন্যও আমি আর বাড়িতে এলাম না। ঘড়িতে

চারটে বাজে, ডেস্টারকে আনার জন্য আমি স্টুডিওতে গেলাম। গিয়ে দেখি, বাবু আমার মদের ঘোরে ডুবে রয়েছে। মন-মেজাজটাও খুব সুবিধাজনক বলে মনে হল না।

আমার সাথে কোনো কথাই না বলে সে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গাড়ীতে গিয়ে বসলো। আমিও বাড়ির উদ্দেশ্যে ইঞ্জিন চালু করলাম।

মাঝ রাস্তায় ডেস্টার বললো, 'আমি রাত্রে বাইরে খেতে যাবো। তুমি আবার রাত আটটার সময় গাড়ী বের করবে।'

কখন ঘড়িতে আটটা বাজবে এই অপেক্ষায় আমি বিছানার মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলাম। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে টের পেলাম যে ডেস্টার পোশাক পাল্টাচ্ছে। কারণ জামা কাপড়ের একটা খসখস শব্দ ভেসে আসছিল।

ডেস্টার পাশের ঘরটায় ছিল। বাড়িতে আর কোনো মনুষ্যজাতির উপস্থিতি টের পাওয়া গেল না। হেলেন বোধহয় বাইরে গেছে।

ঠিক আটটা বাজে আমি রোলসখানা সামনের দরজায় এনে দাঁড় করালাম। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, ডেস্টার হেলে দুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

ডেস্টারের পরণে ককটেল স্যুট, চোখ জোড়া জবা ফুলের মতো টুকটুকে লাল আর মুখটা ঠিক পচা আলুর মত ভ্যাতকা মেরে রয়েছে। তবুও কিন্তু তাকে খুব আকর্ষণীয় লাগছিল।

গাড়ীতে উঠতে গিয়ে সে বললো, 'ন্যাশ, আমাকে ক্রেসেণ্ট ক্লাবে নিয়ে চলো। আর শোনো, আমাকে রেখে দিয়ে তুমি আবার অন্য কোথাও চলে যাবে না। ওখানেই গাড়ীতে তুমি অপেক্ষা করবে।

কারণ মনে হচ্ছে, আজকে আমাকে বয়ে নিয়ে আসতে হবে। আজ আবার মনের সুখে মদ্যপান করবো তো তাই।

কি হলো রে বাবাঃ, আজ আবার সীমাহীন ভাবে মদ খেতে চাইছে কেন! কৌতূহল চেপে রাখলাম। তার কথা মত তাকে নামিয়ে দিয়ে আমি গাড়ি রাখার জায়গায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তা খেয়ালই নেই। আমার ঘুম ভাঙলো একটা দারোয়ানের ডাকে।

রাত প্রায় একটা বাজে, খুব জাক-জমক উর্দি পরে একটা দারোয়ান এসে আমায় বললো, ডেস্টারকে আমি যেন তুলে নিয়ে আসি ; বাবু এমন মদ খেয়েছে যে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

মদের নেশায় চূর হয়ে থাকা অবস্থায় আমি ডেস্টারকে বহুবার দেখেছি কিন্তু ডেস্টারের এরকম অবস্থা আমি ইতিপূর্বে আর কোনো দিন দেখিনি।

তাকে গাড়ীতে তুলতে আমাকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছিল। আমার হিমসিম অবস্থা দেখে দারোয়ানটাও আমাকে সাহায্য করেছিল বটে তবে তারজন্য তাকে কিছু বকশিস দিতে হয়েছিল।

আমি আর সময় নষ্ট না করে বাড়ির দিকে গাড়ী ছোটালাম।

বাড়িটাতে ঢুকতে কেমন জানি গা ছমছম করে উঠলো। ভূতুরে বাড়ির মতো এই বাড়িটাও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গ্যারেজের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় গ্যারেজের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, ক্যাডিলাকের জায়গাটা তখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সহজেই বুঝলাম যে হেলেন এখনও বাড়িতে ফেরেনি।

কে জানে, হেলেন আজকে আবার কোথায় আড্ডা মারতে গেছে! যাক গে, এ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। ও মরুকগে যাক!

ডেস্টার চলন শক্তি হারিয়ে ফেলায় আমি তাকে ধরে ধরে শোয়ার ঘর পর্যন্ত নিয়ে এলাম। বিছানার স্পর্শ পেয়েই সে শুয়োরের মতো ঘোঁত করে উঠে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়লো।

সেখানে থেকে আমার আর কিছুই করার নেই, তাই ফিরে আসছিলাম। আচমকা মনে পড়ল—আরে, এটাই তো সুযোগ! এই অবস্থায় একবার দেয়াল-সিন্দুকটা দেখে নিলে কেমন হয়!

মাথায় এই চিন্তাটা আসা মাত্রই আমি কাজে লেগে পড়লাম।

সোজা চলে গেলাম সিন্দুকের কাছে তারপর তার হাতলটা ধরে দিলাম এক হ্যাঁচকা টান। কিন্তু টান মারলে কি হবে, সেটায় যে তালা দেওয়া রয়েছে।

তন্নতন্ন করে সমস্ত জায়গায় আমি চাবিটা খুজলাম—দেরাজ, ডেস্টারের স্যুটের পকেট, বিছানার তোষকের তলা · সব। কিন্তু আমার পরিশ্রমই ব্যর্থ হল। কোথাও চাবিটা পাওয়া গেল না। দূর ছাতা, ওসব চাবি-টাবির প্রয়োজন নেই আমার।

আলো নিভিয়ে দিয়ে পাশেই ডেস্টারের সাজ পোশাকের ঘরটায় চলে এলাম। এই দুটো ঘরের মাঝখানে যে দরজাটা ছিল সেটা খোলা রয়েছে। বড়ই ক্লান্তি লাগছিল, আমি জামা-টামা খুলে পাজামা কোন রকমে পরে বাতি নিভিয়ে বিছানায় চলে গেলাম।

ঘুমের কোনো নামগন্ধই নেই। আমি জানলা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ থালার মতো শোভা পাচ্ছে।

নানা চিন্তা এসে আমার মাথাটাকে ঠুকরোতে লাগলো। আমি একখানা সিগারেট ধরালাম।

সকালে সলিকে ফোনে ডেকে সব খবরা খবর নিতে হবে। কে জানে, সে আবার কি সংবাদ সংগ্রহ করেছে।

আঁট সাঁট বেঁধে কিছুই করা যাচ্ছে না সবই যেন কেমন গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। অহেতুক আমি কেন যে দুবার ডেস্টারের প্রাণ বাঁচালাম, তাই ভাবছিলাম।

বোকামো না করে আমি যদি ডেস্টারকে মারার জন্য হেলেনকে সুযোগ দিতাম তাহলে হয়ত ভালো হত। বুইকে চাপিয়ে হেলেন নিশ্চয়ই তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিতো। আমি হয়তো এখন আর এইসব আজে বাজে চিন্তা না করে তার সঙ্গে বখরার দর কষাকষি আরম্ভ করতাম।

দুত্তোর, চিন্তার যেন আর আগা-মাথা নেই—কি যে আবোল-

ভাবোল সব ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। না, আমি হেলেনকে বাঁধা দিয়ে ঠিক কাজই করেছি। যদি ও ওর পরিকল্পনা মতো কাজ করত তাহলে হয়ত এখন আমাদের পুলিশের হেফাজতে থাকতে হতো।

* * *

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় শয্যা ত্যাগ করলাম। ডেস্টার কি করছে তা দেখার জন্য তার ঘরে উঁকি মারতেই দেখি সে তখনও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে।

এই সুযোগে আমি আমার গ্যারেজ ঘরে চলে এলাম। তারপর দাড়ি কামিয়ে কফি খেয়ে সলির ফোন নম্বরটা ডায়াল করলাম।

অনেকক্ষণ ধরে রিং হয়ে চলেছে অথচ কোনো সাড়া শব্দ নেই! বোধহয় সলির তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

একটু পরেই ও প্রান্ত থেকে কথা জড়ানো গলার স্বর ভেসে আসলো, দূর শালা! এ ব্যাটার জ্বালায় একটু শান্তিতেও ঘুমতে পারলাম না! তা বাপু, তোমার ঘড়িতে কি আটটার সময় নটা বাজে?

আমি জানতে চাইলাম, কিছু খবর এসেছে?

'দেখো ভাই, জ্যাক সলির হাতে যখন কাজ দিয়েছ তখন তা শেষ হবেই। সময় করে আজকে চলে এসো, আমি যেটুকু খবর পেয়েছি তাই তোমায় জানাবো। আসার সময় সঙ্গে পাঁচশো ডলার আনতে কিন্তু ভুলবে না?'

বললাম, 'তুমি যদি এখানে আসো তাহলে ভালো হয়। আজ ডেস্টারের বেরনোর কোনো ঠিক নেই। হয়তো সারাদিনই আমাকে বাড়িতে থাকতে হবে।

সলি এমনি ধানাই পানাই শুরু করল, 'আমি তো সবে ঘুম থেকে উঠলাম, এখনও কিছুই খাইনি....

আরে ওসব কোন সমস্যাই নয়। তুমি আগে এখানে এসো তো, তারপর....রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

মিনিট চল্লিশের মতো সময় অতিবাহিত হতে না হতেই বাছাধন এসে হাজির হলো। কোনো কথা না বলেই, খাবার টেবিলে নিয়ে এলাম।

সলি এমনভাবে খেতে লাগলো—যেন সে কয়েক বছর উপবাসে কাটিয়েছে। মুখের মধ্যে একদলা খাবার পুরে সে বলল, তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে। যেখানে এ কাজটা করতে আমাকে এক সপ্তাহের বেশী সময় লাগাতে হতো সেখানে আমি এক দিনের মধ্যে সব জেনে ফেলেছি।

ভাগ্যের জোরেই আমার সঙ্গে এক ে-না রিপোর্টারের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো : সে আমাকে সমস্ত কীর্তিকলাপই বলে ফেললো।

সলিকে তুষ্ট করার জন্য আরো এক প্লেট বোঝাই করে কিছু ডিম আর শুয়ারের মাংস ভাজা দিলাম।

আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছিল না, তাই এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি জেনেছো, খোলাখুলি সব বলো।'

একসাথে দু'খানা ডিম মুখের মধ্যে পুরে সলি গবগব করে বললো, 'আমার ঐ পাঁচশো ডলার কই··· !'

'পাবে, সবই পাবে।' আমি অভয় দিলাম, 'আগে খবরটা কতখানি কাজে লাগবে দেখি··নাও, খামোকা আর দেরী কোরো না, এবার আরম্ভ করো।'

সে ঠিকঠাক হয়ে বসলো, 'হ্যাঁ, আমি যার কাছ থেকে খবরগুলো পেয়েছি, তার নাম মাইক স্টিভেন্স। সে ওয়ার্ল্ড টেলিগ্রামে কাজ করে। দুর্দান্ত চালাক লোক।

নিজেদের কাগজে ছাপাবার জন্যেই সে সমস্ত সংবাদটা সংগ্রহ করেছিলো। আমি ওর কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারি। যে লোকটা জানালা গলে প'ড়ে গিয়েছিল, তার নাম হার্বাট ভ্যান টমলিন।

অবিবাহিত এই লোকটি পেশায় ছিল একজন পশম ব্যবসায়ী। সে যে ছোট বাড়িটায় থাকতো সেটা ছিল পার্ক এভিনিউয়ের ওপর।

তার একখানা ক্যাডিলাক গাড়ী ছিলো, যার নেশা বলতে বোঝাতো—কজেকর্মের পর কিন্তু আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। করোনারের রিপোর্টে জানতে পারি, তোমাদের ঐ ডেস্টার সুন্দরীর সাথে তার ফি-ফি ক্লাবে আলাপ পরিচয় হয়।

ঐ হেলেন সুন্দরী তখন ওখানে সিগারেট বিক্রি করতো। তার নাম ছিল হেলেন লসন।

এই মেয়েটিকে ভ্যান টমলিনের দারুণ পছন্দ হয়ে যায়। সে তাকে ঘর ভাড়া করে বাঁধা মেয়েছেলে হিসেবে রাখতে চাইলো। হেলেন তাতে সম্মতি জানালে টমলিন ওকে সঙ্গে করে রিভার-সাইড ড্রাইভের ওপর আট তলায় দু-কামরার একটা বাসা ভাড়া করলো।

ষ্টিভেন্সের কথায় বুঝতে পারলাম যে লোকটা মোটেই কৃপণ ছিল না। তার বয়স ছিল প্রায় ষাটের মতো। তবুও কিন্তু ওর সাধ-আহ্লাদ একটুকু কম ছিল না। মেয়েটার জন্য সে বহু অর্থ ব্যয় করেছে।

শুয়ারের মাংসটা শেষ করার জন্য সলি একটুখানি থেমে, আবার বলল, 'প্রত্যেক দিন রাতেই টমলিন প্রায় ওর কাছে আসতো। তারপর ওরা দুজনে মিলে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো, আর ধুলোর মতো মুঠো মুঠো পয়সা উড়াতো।'

একদিন রাতে হেলেনের ঘরে বুড়োর হার্ট অ্যাটাক হল। প্রায় মারা যায় আর কি ; হেলেন খুব নার্ভাস হয়ে ডাক্তার ডাকলো।

এই ডাক্তারই কারোনারের কাছে পরে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ষ্টিভেন্স বললো যে, এই ছলনাময়ী মেয়েটা ডাক্তারকেও অতি সহজে কব্জার মধ্যে নিয়ে আসে। সে ব্যাটার সাক্ষ্য দানেই পুরো কেসটা পালটে যায়।

'যাক, সে সব পরে আলোচনা করা যাবে। তারপর টমলিন যখন রোগমুক্ত হল তখন সে বিশ হাজার ডলারের একটা ইনসিওরেন্স করলো, আর তার ওয়ারিশ করলো হেলেনকে।'

অ্যা, এ আমি কি শুনছি। আমার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক কাপ কফি ঢালার ছুতো করে আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের কোণে চলে এলাম।

সলির এই খবর দানে যে আমার অবস্থা কাহিল তা আমি ওকে টের পেতে সাহায্য করলাম না। তাহলে দেখা যাচ্ছে এর আগেও হেলেন ইনসিওরেন্সের কবলে পড়েছিল। তাহলে তো ও এখন খুবই নড়বড়ে চেয়ারে বসে আছে।

ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলো সর্বদাই একে অপরকে সাবধান করে দেয়। ডেস্টারের কোম্পানীও এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে গেছে যে তার স্ত্রী ইতিপূর্বে একটা ইনসিওরেন্সের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলো। এতো জলের মতো সরল ব্যাপার।

সলিকে যেন দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে আর কথা থামাতে চায় না। বললো, 'বুড়ো অনেক সম্পত্তির মালিক না হলেও তার দিন ভালো ভাবেই কেটে যেতো? কিন্তু সে হেলেনকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সে জানে যে তার মৃত্যুর পর হেলেনের খুবই শোচনীয় অবস্থা হবে। তাই গোপনে ইনসিওরেন্স না করে এজেন্ট সমেত একদিন একেবারে হেলেনের ঘরেই এসে হাজির হলো।

মেয়েটা কি জাদু জানে, কে জানে! এবারও কিন্তু সে এই এজেন্টকে বাগে নিয়ে এলো। সে মক্কেল বুড়োর রোগের আদি কথা জানার পর টাকার কিস্তিটাই যা একটু বড় ধরলো, কিন্তু ইনসিওরেন্সটা বাধা প্রাপ্ত হল না। এর ঠিক মাস খানেকের মধ্যেই টমলিন ঘরের জানালা দিয়ে নীচে ঝাঁপ দেয়।'

কফির কাপ হাতে করেই আমি ফিরে এলাম। তারপর চেয়ারে

বসে বললাম, 'কিভাবে লোকটা পড়ে যায়? আমার গলাটা কেমন কেঁপে উঠলো।

সলি জবাব দিলো, 'হেলেন সুন্দরী করোনারের কাছে যা বলেছে, তাতে এটুকুই জানা গেছে, সে নাকি তখন চান করছিলো। আচমকা একটা চীৎকার শুনতে পায় এবং উলঙ্গ হয়ে চান করার অবস্থাতেই সে বেরিয়ে আসে ও দেখে যে, টমলিন দুহাতে নিজের গলা আঁকড়ে ধরে খোলা জানলার সামনে ছটফট করছে। ওকে এই অবস্থায় দেখে যেই সে দৌড়ে তাকে ধরতে যাবে অমনি তার আগেই লোকটা বেসামাল হয়ে জানলা দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়।'

উস্। ব্যাটা যা চিন্তা করেছিল, তার চাইতেও বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে গেল। জানতে চাইলাম, 'এতে করোনার কি বললো?'

সলির কফিটা শেষ হয়ে যাওয়ায় সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললো, 'ধুর বোকা, এ ব্যাপারে করোনারের আবার বলার কি আছে। সুন্দরী লোভ সামলাতে না পেরে তারাও হেলেনের তালে তালে তাল দেবে।'

তার থেকে বরং, তুমি জানতে চাইতে পারো যে, ইনসিওরেন্স কোম্পানী কি বলেছে?

এই খবরটাও আমি ষ্টিভেন্সের থেকেই সংগ্রহ করেছি।

টমলিনকে যে এজেন্ট ইনসিওর করায় তার নাম এড্ বিলিংস। এই এড্ বিলিংসের থেকে ষ্টিভেন্স এ ব্যাপারটা জানতে পারে।

সমস্ত ব্যাপারটাতেই বিলিংসের কোম্পানী সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা এর মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ পায়।

শুধুমাত্র একবারই টমলিন কিস্তির টাকা জমা দিয়েছিল, তারপরই সে হঠাৎ জানলা গলে নীচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। এ ব্যাপারে কোম্পানী হেলেনকে সন্দেহ করতে লাগলো।

আসলে ব্যাপারটা কি ঘটেছে সেটা ভালো ভাবে যাচাই করার জন্য তারা বিলিংসকে পাঠায়।

'বিলিংস ভেবেছিলো হেলেনকে ভয় দেখিয়েই সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারবে। তাই সে হেলেনকে এই বলে ভয় দেখালো যে টাকা আদায় করতে গেলে কোম্পানী তাকে ছেড়ে দেবে না ; আর কোম্পানীর যদি করোনারের সামনে টাকা দিতে অসম্মতি জানায় তাহলেই হেলেনকে খুনের দায়ে পড়তে হবে।

বিলিংসের ধারণা এতেই হেলেন কাবু হয়ে যাবে। এ মেয়ে যে-সে মানুষ নয়, এটা সে বুঝতে পারে নি। হিতে বিপরীত হলো। হেলেনই উলটে তাকে চেপে ধরলো এই বলে যে কোম্পানী তার টাকা না দেওয়ার ধান্দায় রয়েছে ; আর বললো, এসমস্ত কথা সে করোনারের সামনে বলে দেবে।

এবার বোঝো ঠ্যালা। কোম্পানী এমনিতেই লড়ঝড় অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মধ্যে যদি আবার এইসব কেচ্ছা রটে তাহলে তো নির্ঘাত কোম্পানীকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। সুতরাং....

'যার শক্তি রয়েছে তার পক্ষ নিয়েই মামলা দাঁড়িয়ে রইল। হেলেনের যুক্তি—টমলিনের এই মৃত্যুকে পুলিশ ভ্যান একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে করেছে, আর ডাক্তারও জোর করে এই সাক্ষ্য দেবে যে টমলিনের হৃৎপিণ্ডটা প্রায় অকেজোই হয়ে পড়েছিলো। উল্টোদিকে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর যুক্তি, টমলিন মাত্র এক কিস্তির টাকা জমা দিয়েই মরেছে, আর তাকে ধাক্কা মেরে জানালার বাইরে ফেলে দেওয়ার সুযোগ একমাত্র হেলেনরই ছিলো।

'বিলিংস হেলেনকে এই বলে চুপ করলো যে ইনসিওরেন্স কোম্পানী টাকা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে পুলিশ আরো খোঁজ খবর করবে। তখন হয়তো অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ আরো কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে ফেলবে।

'শেষ পর্যন্ত এই ঠিক হলো যে ইনসিওরেন্স কোম্পানী হেলেনকে কুড়ি হাজারের বদলে সাত হাজার টাকা দেবে।'

'করোনারের সামনে ডাক্তার এই বলে সাক্ষ্য দিলো, হঠাৎ হৃদরোগে

আক্রান্ত হওয়ার ফলে টমলিন শারীরিক ভারসাম্য হারায় এবং জানলা দিয়ে গলে যায়, আর এর ফলেই তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।'

'ইনসিওরেন্স কোম্পানীও ঘোষণা করল, তারা দাবী মিটিয়ে দেবে।

'করোনার কেউ আর বাজে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করতে চায় না। সুতরাং ব্যাপারটা এখানেই ধামাচাপা পড়ল। হেলেন করোনারের দিকে তাকিয়ে একটু মোহিনী হাসি হাসলো; ব্যস, সব ঝামেলা মিটে গেল।

আরো তিন চার মাসের মতো হেলেন সেখানেই পড়ে রইলো; তারপর যেই তার টাকার অঙ্কের পরিমাণ কমে আসতে লাগলো অমনি সে আর একজন বড়লোককে পাকড়াও করার ধান্দায় মত্ত হয়ে উঠলো।

হেলেনের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। ওর ঠিক এই অবস্থাতেই ডেস্টারের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল। ডেস্টার নেহাতই সরল সাধাসিধে লোক তাই সে ওকে বিয়ে করার মনস্থ করে এবং বিয়ে করে ফেলে। এর পরবর্তী ব্যাপারগুলে আশাকরি তোমাকে আর বলতে হবে না। কারণ তুমি তো সবই জানো।

এতক্ষণ যেসব কথা বলে গেলাম এইগুলোই ছিল তোমার জানার মতো খবর।'

সলির বকবকানি থামতেই আমি একখানা সিগারেট ধরালাম। নানা রকম চিন্তায় আমার মনটা অনেক দূরে চলে গেল।

আচ্ছা, হেলেনের কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। সে একই পন্থায় দুবার জয়ী হতে চায়। এসব ক্ষেত্রে কি আর একই পদ্ধতিতে বার-বার এগোতে আছে! ন্যাশানাল ফিডেলিটি ক্যালিফোর্নিয়ার হচ্ছে বেশ নামকরা একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানী।

আর এই ধরণের একটা নামকরা ইনসিওরেন্স প্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই সাড়ে সাত লাখ ডলারের ঝুঁকি একা নেবে না। অন্যান্য কোম্পানী-গুলোও এর সাথে জড়িত থাকবে।

একটা ক্ষুদে কোম্পানীকে ভয় দেখানো তেমন কোনো ব্যাপারই

হয়তো নয় কিন্তু তা বলে এবারে একেবারে ন্যাশানাল ফিডেলিটির সঙ্গে পাঞ্জা কষা। নাঃ, আমি আর চিন্তা করতে পারছি না। চিন্তার চাপে মাথাটা আমার সাঁ সাঁ করে ঘুরছে!

'তোমার আবার কি হয়েছে?' আমার দিকে তাকিয়ে সলি বড় বড় চোখ করে বলল?

কোনো রকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কই কিছু হয়নি তো। এই একটুখানি চিন্তা করছিলাম। এইসব সংবাদ দান করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

সত্যি তুমি আমার খুব উপকার করলে। আমি তোমার টাকাটা....

সৌজন্য প্রকাশ করে ও তড়িঘড়ি বলে উঠলো, 'না, না, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তোমার যখন সুবিধা হবে তখন না হয় আমার টাকাটা দিয়ো।

আচ্ছা, এবার তাহলে আমি উঠি, কেমন?'

* * *

সলি চলে যেতেই আমি নীচে গ্যারেজে চলে এলাম। তারপর গাড়ি ধোয়া মোছার কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে তুললাম।

কাজের মধ্যেই এইসব কথাগুলো একবার ঝালিয়ে নিলাম। ঐ ইনসিওরেন্স কোম্পানীটা ক্ষুদ্র থাকায় হেলেনের পক্ষে তাকে ভয় দেখানো সম্ভব হয়েছে কিন্তু এবার এই জাঁদরেল ন্যাশনাল ফিডেলিটির বেলায় নিশ্চয়ই কাজটা অতো সহজ হবে না।

এদের পাল্লায় পড়লে হেলেনকে নাকানি চুকানি খেতে হবে।

অবশেষে ডেস্টারের দেওয়া ঐ দু হাজার দুশো ডলার নিয়েই না আবার আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যা ঝামেলা দেখা যাচ্ছে তাতে ইনসিওরেন্সের টাকার ভাগের আশা পরিত্যাগ করতে হবে।

ধুয়ে মুছে গাড়িটাকে ঝকঝকে তকতকে করে সামনের দরজায় নিয়ে এলাম।

ডেস্টার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর

কায়দা করে বললো, 'ন্যাশ, তাহলে আজকেই আমাদের শেষ দিন কি বলো? ঠিক আছে, আর দেরী করার প্রয়োজন নেই। এবার যাওয়া যাক।'

আমি কোনো সাড়া শব্দ করলাম না। চুপচাপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করলাম।

গাড়ীর গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে সে বললো, 'ন্যাশ, উপরের ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলো। রাজপুত্তুরের মতো আমি শেষবার যেতে চাই। ব্যাটাদের আমার ভাব ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দেবো যে এই আদমী কাউকে পরোয়া করে না।

মক্কেলের কথা মতো আমি রোলসের হুড নামিয়ে রাখলাম।

রাস্তাঘাটে লোকজন গম গম করছে। এতো লোকের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে ডেস্টারকে স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার সময় চতুর্দিকে চোখ ঘোরাতেই বুঝতে পারলাম সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো ডেস্টারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

দেখার মতোই জিনিস বটে। ডেস্টারের এই ঘিয়ে নীল রঙের রোলসটা সবারই চেনা আর এটাও তারা জানে যে এতে কে যায়। তাছাড়া স্টুডিওতে এটাই যে ওর শেষ পদার্পন সেটাও বোধহয় তাদের কাছে অজানা ছিল না।

আজকের সকালের কাগজেই তো তার সম্বন্ধে নানা কথা বেরিয়েছে। কেচ্ছার কলমে ঐ একটাই কথা।

গাড়ীর আয়না দিয়ে আমি তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। রাস্তার যারাই তাকে দেখছে, ও তাদের সকলের দিকেই সোজা ফিরে দেখছে। লোকটার সাহস বলতে হবে।

অন্য দিনের থেকে ডেস্টারের কাছে আজকের দিনটা যে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে সেটা ঐ ফটকের পাহারাদার মনে হয় টের পেয়েছে। আমাদের গাড়ী তখনো কিছু দূরে রয়েছে—দেখি, ফটকের দারোয়ান ফটক খুলে দিলো।

উন্মুক্ত গাড়ীতে ডেস্টারকে দেখে সে একটা লম্বা স্যালুট ঠুকলো।

ডেস্টার মৃদু গলায় বললো, 'স্যাশ, আজকে আর খিড়কির দরজা দিয়ে যাবো না, আজ একেবারে সামনের দরজায় চলো। আজকে বিকেলে ঠিক ওখান থেকেই তুমি আমাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

আমি সামনের দরজায় গিয়ে গাড়ী দাঁড় করলাম।

গাড়ী থেকে নেমে সে বললো, 'বিকেলে আসার সময় সঙ্গে বড় সাইজের দুখানা স্যুটকেশ নিয়ে আসবে। আমি তার মধ্যে হুইস্কির বোতলগুলো ভরে নেবো।'

এই বলেই সে সিঁড়ি বেয়ে গুরু গম্ভীর পদশব্দ করতে করতে উপরে উঠে গেলো। হাঁটার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল, সেই যেন এই স্টুডিওর মালিক।

দারোয়ানটা হকচকিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলো; তারপর একটু কিছু চিন্তা করে একটা সেলাম ঠুকলো।

আমি গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম।

রোলসখানা গ্যারেজ করতে গিয়ে দেখি ক্যাডিলাকখানা তার স্থান দখল করে রয়েছে। বুঝতে পারলাম হেলেন বাড়িতে রয়েছে। দেখা যাক, ওর সঙ্গে কথা বলা যায় কিনা!

গ্যারেজের উপরে আমার ঘরটায় গিয়ে চটাপট ড্রাইভারের উর্দিটা খুলে ফেললাম। তারপর নতুন স্যুট পরলাম।

আজকে আর হেলেনকে সম্মান দিয়ে কথা বলবো না। আজ আমাদের সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হবে। গ্যারেজ ঘর ছেড়ে আমি বাড়িতে চলে গেলাম।

হল ঘরে দাঁড়িয়ে কোন শব্দ পাওয়া যায় কি না তার জন্য কান পাতলাম। কিন্তু নাঃ, কোনো শব্দই ভেসে এলো না।

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি ছাইদানী ভর্তি পোড়া সিগারেটের টুকরো রয়েছে আর বারের ওপর কয়েকখানা এঁটো গেলাস।

বুঝতে পারলাম এখানে ওর পদধূলি পড়েনি। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী।

হেলেন তাহলে কোথায় রয়েছে! আচ্ছা, উপরে নেই তো! নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। হেলেনের শোবার ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমি আড়ি পাতলাম। না, এখানেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারখানা কি সেটা জানার কৌতূহলে আমি নিঃশব্দে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দিলাম।

ঘরে ঢুকে দেখি, ঘরদোর ঝকঝক তকতক করছে। বিছানায় চাদরটা পরিপাটি করে বিছানো আর সাজার টেবিলের পাশে যে চেয়ারটা ছিল তার পিঠে একটা নাইলনের ব্রা ঝুলছে। তাছাড়া রয়েছে সিল্কের মোজা আর কোমর বাঁধুনি।

কলঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁঝরি কলের জলের ঝিরঝির শব্দ ভেসে আসছিল। ওঃ, হেলেন তাহলে এখানেই রয়েছে। কোন রকম শব্দ না করে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে আমি আরাম কেদারায় আয়েস করে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, ঠিক এমনি ভাবেই হেলেনের শোওয়ার ঘরে বছর কয়েক আগে একজন দুর্বল হৃদপিণ্ডের লোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আর সেই সময়ে হেলেন ঝাঁঝরি কলের নীচে বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল।

সেদিনকার সেই ঘটনার মতো যদি আমাকেও সে জানালা দিয়ে গলির নীচে ফেলে দিতে চায়, তাহলে ব্যাপারটা ঠিক সুবিধাজনক হবে বলে আমার মনে হয় না।

পাঁচ-ছ মিনিট বসে থেকে নানা চিন্তা করার পর কলঘরে ঝাঁঝরি বন্ধ হবার আওয়াজ পেলাম এবার। সেখান থেকে ওর পদশব্দও ভেসে আসছিলো।

হলদে টার্কিশ তোয়ালাতে কোন রকমে শরীরটা ঢেকে মিনিট

পাঁচেক পরে হেলেন ঘরে এলো। এই মুহূর্তে আমাকে ঘরের মধ্যে দেখে সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার একটা হাত রয়েছে দরজার হাতলে আর অপর হাতটা কোনরকমে তোয়ালেটাকে সামলাচ্ছে।

পরিষ্কার মুখটা নিমেষের মধ্যে ফ্যাকাশে রঙ ধারণ করল। তাকে এই অবস্থায় দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। তার চোখ জোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে রয়েছে।

দাঁত বের করে হেসে বললাম, 'আরে মেমসাহেব যে....।'

'এখানে কেন এসেছেন?'

'আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলতে চাই, সেই কারণে....'

'এই মুহূর্তে আমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান?'

'আরে, অতো রাগছেন কেন? বছর কয়েক আগে কলঘর থেকে বেরিয়ে আপনি ভ্যান টমলিনকে বুঝি একথাই বলেছিলেন?'

তার চোখে মুখে তেমন কোনো পরিবর্তন সাধিত হল না, তবে ঠোঁট জোড়া সামান্য সংকুচিত হল। যাক, তাহলে ঠিক মতোই ঢিল ছুঁড়েছি!

সাজার টেবিলের সামনে যে টুলটা ছিল আমার দিকে পেছন ফিরে হেলেন সেখানে গিয়ে বসলো। তারপর টেবিলের ওপর থেকে চিরুনীটা নিয়ে সেটা চুলের মধ্যে চালনা করতে করতে বললো, 'আমার কথা কি কানে গেছে? সময় নষ্ট না করে ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে যান বলছি।'

'কিন্তু মেমসাহেব, আমি যে আপনার সাথে কথা বলার জন্যেই এখানে এসেছি। কতো কথা জমে রয়েছে...। যেমন ধরা যাক, পরশু রাতের আপনার স্বামী সংক্রান্ত সেই ঘটনাটা, তাছাড়া, আপনার পরবর্তী কার্যকলাপ সম্বন্ধে—এই সব ব্যাপার নিয়েই আপনার সাথে একটু আলাপ আলোচনা....'

'ভালোয় ভালোয় বেরোবেন, না পুলিশ ডাকতে হবে?'

'পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন ? ঠিক আছে, ওনাদের ডাকতে পারেন। পরশু রাতে আপনি কি পদ্ধতিতে ডেস্টারকে মারতে চেয়েছিলেন, সেটাতো অতি অবশ্যই পুলিশকে জানাতে হবে। কারণ, তারা এইসব ঘটনা শুনতে খুব ভালোবাসে তো, তাই।'

চুলের পরিপাটি বন্ধ করে হেলেন আমার দিকে মুখ করে বসলো। তার মুখটা ধূসর রঙে পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও তার মুখের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণীয় ভাব রয়েছে যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ধনুকের মতো ভ্রূ বেঁকিয়ে বললো, 'আপনি কি বললেন।'

গোবেচারার মতো বলে উঠলাম, 'কেন যা বলেছি তা বুঝি শুনতে পাননি ? তবে আপনি যাই মনে করুন না কেন, আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, আপনি ঐ খেলটা খুবই বোকার মতো খেলেছেন।

ভাগ্যিস ঠিক সময় মতো এসে গিয়ে আমি বাধা দিলাম তাই এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। এর জন্য আপনার কিন্তু আমার চরণধূলি নেওয়া উচিত।

'আপনিও কি নেশা টেশা করেন নাকি ? তখন থেকে কি মাথা-মুণ্ড আবোল তাবোল বকছেন।'

'যাক, আর অভিনয় করতে হবে না ডেস্টার-ঘরনী। আমি যা বলতে চাইছি তা আপনি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছেন। তবে এটুকু জানিয়ে রাখছি, আপনার পরিকল্পনার মধ্যে অনেক ফাঁক ছিল তাই আমি বাধা দান করেছি, নচেৎ এ ব্যাপারে আমি নাক গলাতাম না।'

অপলক দৃষ্টিতে হেলেন আমার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে বলে উঠলো, 'নির্ঘাত আপনি নেশা করেছেন। যান, এখুনিই বেরিয়ে যান।'

আমিও মুখ ছোটালাম, 'ডেস্টার যে নিজের নামে সাড়ে সাত লাখ ডলারের ইনসিওরেন্স করেছে তা আমার অজ্ঞাত নয়। আর আপনি যে সেটার মালিক হওয়ার চেষ্টা করছেন, তাও আমি বুঝতে পারি।

আপনার হাতে এখন অনেক টাকার প্রয়োজন, আর সেহেতুই আপনি গত পরশু রাতে তাকে মারতে চেয়েছিলেন।'

হেলেন এবার আঁতকে উঠলো। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কাঠ হয়ে গেলো। মুখটার উপর এক গভীর চিন্তার ছাপ পড়েছে। গলা দিয়ে প্রায় স্বর না বের হওয়া অবস্থাতে সে বললো, 'যতসব বাজে কথা।'

ওকে নিরীক্ষণ করে বললাম, 'আপনি ভালোই জানেন এগুলো বাজে কথা নয়। যদি আমি না আসতাম তাহলে পরশু রাতেই আপনি ওকে খুন করতেন।

আগের চাকর বাকরেরা বোধহয় আমার মতোই অসুবিধা সৃষ্টি করতো, তাই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আপনি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই না? ভেবেছেন, তাহলে আপনি ডেস্টারকে একা পাবেন।

আমি অতো বোকা নই। আমি এটাও বুঝতে পারি যে আমার আগমনে আপনার যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে। কারণ আপনার ফন্দিগুলো ঠিক কাজে লাগাতে পারছেন না।

ডেস্টারকে নির্জনে পাবার জন্য আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করে আমাকে বোকা বানিয়ে ফুটহিলস্ ক্লাবে নিয়ে যান এবং অবশেষে ফেলে রেখে পালিয়ে আসেন।

আপনার কল্পনা মতো বাড়ি এসে দেখলেন যে ডেস্টার মাল খেয়ে বেহুস হয়ে রয়েছে। আপনার পক্ষে দারুণ সুযোগ।

ভেবেছিলেন, এই অবস্থায় ড্রাইভারের আসনে তাকে বসিয়ে গাড়ীটাকে একবার রাস্তায় বের করতে পারলেই ব্যস্, ডেস্টারকে আর জ্যান্ত মুখ দেখাতে হবে না। কেবল এ ব্যাপারে আমিই যা বাদ সাধলাম বা ডেস্টারও বেহুস হয়নি।

আপনার এই পরিকল্পনাটাকে যতোই গুরুত্ব দিন না কেন, ওটা খুবই কাঁচা মাথার কাজ হতো।

হেলেন ঘুরে গিয়ে আবার আমার দিকে পেছন ফিরে বসলো।

তারপর চিরুণী দিয়ে আবার রেশমের মতো কোমল লাল চুলগুলোকে আঁচড়াতে লাগলো।

বললো, 'আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন। তা মশাইয়ের ইচ্ছাটা কি শুনি! আপনি কি ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতে চান?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না না, তা কেন করবো? আপনার দলেই আমি আছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হেলেন বললো, 'আমার দলে আসার আবার কি কারণ?'

বেশ ঝানু মেয়েছেলে তো! সরল হাসি হেসে বললাম, 'কারণটা আয়নার দিকে তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন। আর আপনাকে ছাড়াও ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অর্দ্ধেক টাকা আমি চাই।'

হেলেন দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো, 'আপনি টাকা পাবেন, এ ধারণা করলেন কি করে?

হেসে বললাম, 'আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয়ই কারণটা অনুমান করতে পারবে। আমি এটুকু বলতে পারি, আমাকে বখরা না দিয়ে আপনাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

'সেটা কিভাবে সম্ভব?'

'আপনার অতীতের ঘটনাগুলোই এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে। ডেস্টার মাতালের ভান করে পড়ে থাকাকালীন সময়ে আপনি যেভাবে ওকে নাড়াচ্ছিলেন, তাতেই অনুমান করা যায় যে ভ্যান টমলিনকে আপনি ধাক্কা মেরে জানলা দিয়ে গলিয়ে ফেলেছেন।'

'মিথ্যে বলবেন না! আমি ধাক্কা মারিনি, ও নিজেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায়।'

'যাক ওসব কথা, ও কিভাবে গেছে সেটা আপনার ভালোই জানা আছে।

আমাকে বখরা দানে আপনি যদি অসম্মত হন, তাহলে ন্যাশানাল

ফিডেলিটিকে পরশু রাতের ঘটনার সঙ্গে ভ্যান টমলিনের ঘটনাটা যুক্ত করে একটু রসালো গল্প বলা যাবে। আর এর ফলেই আপনি ডেস্টারের ইনসিওরের টাকার মালিক হওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন।

এ ঘটনা তাদের কানে গেলেই তাদের দক্ষ গোয়েন্দাগুলো সর্বদাই আপনার পিছু পিছু চলবে আর টমলিনের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবে।

টাকা আদায়ের জন্য আপনি বাধ্য হয়ে মামলা করবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও লাভ নেই। আদালতের সামনে নানারকম অজুহাত দেখিয়ে তারা আপনাকে সন্দেহ করবে। তাতেও যদি কাজ না হয় অবশেষে তারা আপনার চরিত্র হনন করার চেষ্টা করবে।

সেক্ষেত্রে কোনো জজই আপনাকে সমর্থন করবে না। এই বড় বড় ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলোকে তো এখনো ভালো ভাবে চেনেন নি। প্রয়োজনে এরা ঘুষের মামলাতেও জড়িয়ে ফেলতে পারে।

যেন-তেন প্রকারেন ওরা দাবীর টাকা আটকানোর চেষ্টা করে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনার পথ যে পরিষ্কার নয়, সেটা মনে রাখবেন।'

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হেলেন বললে, 'আপনি আমাকে ব্লাকমেল করতে চান?'

হেসে জানালাম, 'করতে চাই, কিন্তু করবো না। আমার ইচ্ছা আপনি টাকাটা পান। এখন থেকে দুজনে মিলে কাজ করলেই—'

'আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে?

'তার মানে।'

'তার মানে যখন প্রয়োজন হবে তখন আপনার উপদেশ নেবো নচেৎ নয়। এবার আপনি যেতে পারেন আমি একা থাকতে চাই।' আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আর একটু শুনুন। ডেস্টার বলেছিলো আপনি বরফের পাহাড়ের চেয়েও ঠাণ্ডা। আমি তা অবিশ্বাস করি। আচ্ছা, আপনি কেমন ঠাণ্ডা একবার যাচাই করবো নাকি?'

পাথরের মূর্তির মতো ও দাঁড়িয়ে রইলো। ওর সবুজ চোখজোড়া আরও গাঢ় রং ধারণ করলো। আমি গুটি গুটি ওরদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই উপস্থিত নেই। এমন দারুন সুযোগ কি নষ্ট করা যায়?'

ওর থেকে সামান্য দূরে থাকাকালীন সময়ে আমি সামনে ঝুঁকে ওর কাধে হাত রাখলাম। বুঝতে পারলাম ও রাগে উন্মত্ত হয়ে আমাকে চড় মারতে চাইছে। কিন্তু আমিও প্রস্তুত ছিলাম; ঝট্ করে ওর কব্জিটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে আরো কাছে নিয়ে এলাম।

ও জোর করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমি ওর হাতটা মুচড়িয়ে পিছমোড়া করে শক্ত ভাবে ধরে রাখলাম। তারপর ওর ঠোঁটে আমার ঠোঁট ঠেকালাম।

ও কোনো রকম নড়া চড়া না করে শক্ত কাঠেরমতো পড়ে রইল, তার ঠোঁট জোড়া শক্ত করে চেপে বন্ধ করে রেখেছে।

এক সময়ে হঠাং সে তার শরীর হাল্কা করে দিলো এবং আমার দেহের সঙ্গে তার দেহকে মিলিয়ে দিলো। তার হাত দুটো গোল করে মালার মতো আমার গলা জড়িয়ে রয়েছে।

* * *

তখন সময় একটা বেজে কুড়ি মিনিট। হেলেনের ঘরের লাগোয়া কলঘরে গিয়ে আমি স্নান করে শরীরটাকে তরতাজা করে নিলাম। মনে মনে আমি খুব আনন্দিত।

দেখা গেল আমার ধারণাই সত্য মেয়েটা মোটেই ঠাণ্ডা নয়। সলির ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমার কাছে মেয়েটা যে একেবারে গলে গেল।

কলঘরে পোষাক বদলিয়ে হেলেনের ঘরে এসে দেখি, সে একখানা হলদে চাদরে গা ঢেকে বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছে। তার মাথার লাল চুলগুলো বালিশের ওপর এলোমেলো ভাবে ছড়ানো।

সে চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ফলে তার বুক আস্তে আস্তে ওঠা-নামা করছে। মুখে সামান্য রক্তিম আভা তাকে আরও বেশী কমনীয় ও সুন্দরী করে তুলছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আমি ওর খাটের পায়ার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার চোখজোড়া তার প্রতি আকৃষ্ট। সে হঠাৎ চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'তোমার কথা থেকে আমাকে এটাই ধরে নিতে হবে যে আমি ইনসিওরের টাকা পাবো না ?'

অবস্থাটা একবার দেখুন! ভালোবেসে এত কাণ্ড করার পর এই নাকি তার কথাবার্তা। মুখে কি আর অন্য কোনো কথা এলো না, টাকা পয়সাই কি দুনিয়ার সব কিছু!

আমার একটু রাগ হলো, 'টাকা ছাড়া তুমি বুঝি আর কিছুই চেনো না ?'

'না তা নয়। আসলে ওটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনা-তাই। একেবারে সাড়ে সাত লাখ! একবার কল্পনা করো তো এই টাকা নিয়ে আমরা কি করবো!

ওর কথায় আমি আনন্দিত হলাম। যাক, তাহলে 'আমি' থেকেও 'আমরা'-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, 'ডেস্টার বলেছে, তুমি যাতে টাকা না পাও সেই ব্যবস্থাই করে যাবে। এই উদ্দেশ্যে সে আবার গতকাল প্লেনে সানফ্রান্সিসকো গিয়েছিলো।

আমার তো মনে হয় সেখানে গিয়েও নিশ্চয়ই ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করে এসেছে। বলা যায় না, তোমাকে হয়ত টাকার স্বপ্ন ছাড়তে হবে।'

'আজকেই আবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।' হেলেন হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিয়ে তা ধরালো, এবার থেকে তো ও সারাদিন বাড়িতে বসে থাকবে আর এক নাগাড়ে মদ পান করবে।

এই অবস্থায় কেউ আর ওকে টাকা ধার দিতে চাইবে না, বরং যার যা পাওনা ছিলো তা মিটিয়ে নিতে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

ডেস্টারের আর্থিক অবস্থা এখন খুবই খারাপ। তাই ভাবছি, জিনিসপত্র নিয়ে মানে মানে এখন কেটে পড়বো কিনা।'

'কেটে পড় বেটা কোথায় শুনি ?'

'তা এখনো ঠিক হয়নি। আমার কিছু জমানো টাকা রয়েছে, আশা করছি ওগুলো শেষ হবার আগেই আমি অন্য কাউকে পাকরাও করতে পারবো। বড়লোকের নচ্ছাড় ছেলের তো আর অভাব নেই। মিয়ামি যাবার ইচ্ছা আছে।'

আরে থামো থামো, এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবার চিন্তা করছো কেন ? কোথায় গিয়ে ঘটনার শেষ হবে সেটা দেখবে না ?

বলা যায় না, ডেস্টার পলিসি বাঁধা রেখে কিছু টাকা তুলে আনতে পারে। সেক্ষেত্রে সাড়ে সাত লাখ না হোক, খানিকটাতো আনবে।'

'তাতে আমার লাভ ! আমি জানি, তার থেকেও আমাকে এক পয়সাও দেবে না। তার থেকে বরং আমি চলেই যাই। অনেক জরুরী সময় নষ্ট হয়ে গেছে। এবার থেকে নিজের ভালো মন্দের দিকে আমাকে বিশেষ নজর দিতে হবে।'

আমি তোমাকে যেতে দেবো না।' ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম. বড়শীতে ভালোই মাছ গাঁথতে পারো, কিন্তু তাকে খেলিয়ে ডাঙ্গায় আনতে পারো না।

একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে ··। ভ্যান টমলিনের মামলায় ভুল চাল চেলে তোমাকে তেরো হাজার হাত ছাড়া করতে হয়, আর ডেস্টারের বেলায় তো তুমি সম্পূর্ণটাই হারাতে বসেছিলে।

এবার সত্যি কথা বলো তো, ভ্যান টমলিনকে তুমি ধাক্কা মেরেছো কি মারো নি ?'

হেলেন চোখ তুলে চাইলো, তার দৃষ্টি বহুদূর বিস্তৃত।

বললো, আমি ওকে ফেলতে যাবো কেন, ও নিজেই পড়ে যায়।

আমি ধরার চেষ্টা করলে হয়তো বেঁচে যেতো কিন্তু সে চেষ্টা করিনি তবে একথা বলতে পারি যে আমি তাকে ফেলে দিই নি।'

ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। ও ফেলেনি বললেই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ও ফেলেনি। সলি কি এতো ঝামেলা করে সব মিথ্যে খবর এনেছে। তুমি ফেলে দাও নি!

মুখে বললাম, 'ওসব কথা থাক। এখন বলো তুমি এতো ব্যস্ত হয়ে আজই চলে যেতে চাইছো কেন? দেখোই না ডেস্টার কি করে।

বলা যায় না, ওর হয়তো মতি গতির পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া, তুমি একটু নিজেকে পাল্টে নাও না! ও ফেরা মাত্রই তুমি তার সাথে সোহাগ করবে, মধুর ব্যবহার করবে, অসুবিধা কিসের! তাহলে হয়তো কিছু পেতে পারো।'

হেলেন অসম্মতি জানলো, তুমি ক্ষেপেছো নাকি! এসব আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি চলে যেতে চাই।'

'ঠিক আছে, তাই না হয় কোরো। কিন্তু এখন তোমাকে ডেস্টার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

হেলেন হতাশ হলো, ঠিক আছে, কিন্তু কাল আমি যাবোই।'

'তুমি কি একাই যাবে?'

'তা নয় তো কি? তোমাকে কি গলার মালা করতে হবে নাকি?'

হেসে উত্তর দিলাম, 'নিলে তোমারই মঙ্গল হবে। আমরা দুজনে মিলে যদি কাজ করি, তাহলে কারো সাধ্য নেই আমাদের ঠকায়! হয়তো সাড়ে সাত লাখীর মালিক হতে পারবো না তবে যা পাবো তাতে আমরা হেসে খেলে দিন কাটাতে পারবো।

এসব কাজ করতে গিয়ে তুমি যাতে বিপদে না পড়ো তারজন্য তোমার প্রয়োজন আমার মতো একজন বুদ্ধিমান লোকের—তোমার দৈহিক সৌন্দর্য, আর আমার বুদ্ধি! দুয়ে মিলে একেবারে ফাটাফাটি কাণ্ড করে দেবো।'

ও হেসে বললো, 'তোমার মাথায় তো শুধু গোবর ভরা রয়েছে!

'ঠিক আছে, সময় মতোই জানতে পারবে ওটা গোবর না খাঁটি সোনা। চলো আমরা তুজনে মিলে মিয়ামি যাই।

সেখানে গিয়ে তুমি সুন্দর সাজ পোষাকে মার্কামারা ছেলেদের ভোলাবে আর আমি সময় মতো গিয়ে তাদের বোকা বানাবো। তাদের কাছ থেকে কিছু হাতানোর ধান্ধা কিন্তু আমাকে করতে হবে, একাজটা তুমি ভালো পারবে না।'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কি একটু চিন্তা করে হেলেন বলল, 'আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও।'

ঠিক আছে। তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল না হয় আবার আলোচনা করা যাবে। যাই, বাইরের থেকে লাঞ্চ সেরে আসি। সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক?

মাথা নেড়ে বললো, 'না, ইচ্ছে করছে না।'

'ডেস্টারকে চারটে নাগাদ আনতে যাবো, ফিরতে হয়তো তুটা বেজে যাবে।'

'ঠিক আছে।' হেলেন গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতে থাকতেই আনমনে বলে উঠলো। আমি নীচু হয়ে তাকে আর একবার চুম্বন করতে চাইলাম, সে বিরক্ত হয়ে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললো, 'আঃ, শান্তিতে থাকতে দাও!'

একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ঘরের বাইরে এসে এক লাথি মেরে দরজা বন্ধ করলাম।

* * *

ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় চারটে আমার গাড়ীও ডেস্টারের অফিসে গিয়ে থামলো। গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখি, দরজাটা ভেজানো রয়েছে।

আস্তে দরজায় টোকা মেরে হাতলটা ঘুরিয়ে দিলাম। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি, ডেস্টার টেবিলে বসে মনোযোগের সহিত কি যেন লিখছে।

আমার পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে ইশারায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো। এই প্রথম এই ঘরে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখলাম।

আঙুল দিয়ে দেয়াল আলমারি দেখিয়ে, ডেস্টার বললো, 'ন্যাশ, ওখান থেকে তুমি ঐ ভর্তি বোতলগুলো বের করে নাও। আমি এই চিঠিটা লিখেই উঠে পড়ছি।'

নির্দেশ মতো আমি বয়ে আনা ফাঁকা সুইকেশ দুটোয় স্কচের ভর্তি বোতলগুলো পুরতে লাগলাম। ডেস্টার চিঠি লেখা শেষ করে—সেটাকে পরিপাটি করে ভাঁজ করে, খামের মধ্যে পুরে মুখ বন্ধ করে দিলো।

তারপর সেই খামটা কোটের ভিতরের পকেটে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠলো, 'তাহলে সব শেষ হলো। আর কিছুই করার নেই, এবারে যাওয়া যাক।'

সরে গিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হবো অমনি বাইরের থেকে দরজায় টোকা মারার শব্দ ভেসে এলো।

দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেলো। একটা মেয়ে আবির্ভূত হলো। তার চেহারাটা লিকপিকে মার্কা, চুলগুলোকে টেনে উঁচু করে বেঁধেছে, চোখে একটা চশমা রয়েছে—তাও আবার আগেকার দিনের বুড়িদের মতো নিকেলের ডাঁটিওলা চশমা।

এসব ধরণের মেয়েরা সারা জীবন আইবুড়ো থেকে অবশেষে কয়েক গণ্ডা বেড়াল নিয়ে এক কামরার ঘরে গুমরে মরে।

মেয়েটার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা পাতলা কাগজে জড়ানো রয়েছে একগুচ্ছো লাল গোলাপের ডাঁটি।

হাতে ধরা এই গোলাপের ঝাঁড়টা মেয়েটা ডেস্টারের হাতে তুলে দিলো। তারপর প্রায় জড়ানো পায়ে এগিয়ে এসে বললো, 'আমি, মানে....আমরা....আপনাকে বিদায় জানাতে এলাম। আপনি চিরকাল আমাদের স্মৃতি পটে আঁকা থাকবেন। আপনি জীবনে সুখী হোন।'

ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে ডেস্টার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার লালচে চামড়া কেমন ফ্যাকাশে মেরে গেলো, মুখের মধ্যে বিচ্ছিরি ছোপ।

দুহাতে গোলাপের তোড়াটা আঁকড়ে ধরে সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু গলার স্বর আটকে গেল কোনো শব্দই মুখ দিয়ে বের হলো না।

বেশ কিছুটা সময় তারা উভয়ে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর এক সময়ে মেয়েটা দুহাতে চোখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলো।

কোনো রকমে ওকে অতিক্রম করে ডেস্টার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সেই সময়ে তার চোখে মুখের যা অবস্থা হয়েছিল তা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

তাকে অনুসরন করে আমিও ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। তারপর বারান্দা অতিক্রম করে নীচে দণ্ডায়মান লোকের সামনে দিয়ে গাড়ির কাছে এসে হাজির হলাম।

গাড়ীর মধ্যে বসে ডেস্টার গোলাপের তোড়াটা পাশেই গদীর ওপর রেখে দিলো। তারপর গম্ভীর গলায় আদেশ দিলো, 'চলো বাড়ি চলো। গাড়ীর ঢাকনাটা এবার দিয়ে দাও।'

সারাটা রাস্তা ডেস্টার নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার মুখের মধ্যে একটা দুঃখের ছাপ রয়ে গেছে।

গাড়ী এসে বাড়ির সামনে থামতেই ডেস্টার গোলাপ ফুলগুলো নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি হাসলো। তখনও ওর মুখটা থমথম করছে।

বললো, 'কি অবাক কাণ্ড দেখো, যাদের নিয়ে মাথা ঘামাই না, তারাই আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায়। ঐ মেয়েটা মনে হয় স্টুডিওর কোনো ছোট খাটো কাজ করে।

তার নামটা যে ঠিক কি—তাও আমি বলতে পারবো না। অথচ

ওর মনে আমি…আমি' অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ফুলগুলোর দিকে চোখ রাখলো, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে আহত মনটাকে সরিয়ে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো. 'যাকগে, ওসব চিন্তা করে আর কি হবে বলো! তুমি বরং আমার হুইস্কির বোতলগুলো আমার শোবার ঘরে নিয়ে যাও। রাত আটটার সময় একবার আমার ঘরে আসবে, একটু প্রয়োজন আছে। মনে হয় ওটাই তোমার কাছ থেকে আমার সর্বশেষ সাহায্য নেওয়া হবে।'

সামনের দিকে এক পা বাড়িয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। কোটের ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো, 'এই রে' চিঠিখানা ফেলার কথা একদম মনে ছিল না! রাস্তায় গাড়ী থামাবো ভেবেছিলাম।'

ডেস্টার কোটের ভিতরের পকেট থেকে খামখানা বের করলো, 'লক্ষ্মীটি, এটা খুব তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে এসো। প্রয়োজন হলে গাড়িটা নিয়ে যাও, এটা খুবই প্রয়োজনীয় চিঠি।'

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পকেটে রেখেদিলাম তারপর দুহাতে দুখানা সুটকেশ নিয়ে দোতালার দিকে পা বাড়ালাম।

সুটকেশ দুটোর থেকে মোট তিরিশখানা স্কচ হুইস্কির বোতল বের করলাম। সেগুলো পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডেস্টারের জামা-কাপড় রাখার আলমারির ওপরের তাকে তিন লাইনে সারিবদ্ধ করে রাখলাম।

এবার সোজা নীচে নেমে রোলসখানাকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে ওপরের ঘরটায় চলে এলাম।

চিঠির কথা আর খেয়ালই নেই। পোষাক বদলাতে গিয়ে চিঠিটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করে খামের উপরে লেখা শব্দ গুলোর ওপর চোখ বোলালাম:

মিঃ এডুইন বার্নেট, আইন উপদেষ্টা, হোল্ট্ এণ্ড বার্নেট, টুয়েন্টি এইট্থ্ স্ট্রীট, লস এঞ্জেলস্।

সবচেয়ে কাছে যে ডাকবাক্সটা ছিল, সেটা, এখান থেকে সিকিমাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে এখন আর চিঠিটা ফেলে আসতে ইচ্ছা

করলা না। দূর, এখন থাক! রাত আটটার পর না হয় একসময়ে গিয়ে এটা ফেলে আসবো।

তখনো আটটা বাজেনি আমি ওবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

ডেস্টার চিঠি পত্র লেখার ঘরে বসে আছে। আমি সে ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারার সময় শুনতে পেলাম হল ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা ঘণ্টা বাজলো।

'দরজা খুলে ঘরে এসো।' ডেস্টার বলে উঠলো।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। বড় আকারের টেবিলটার পিছনে ডেস্টার বসে রয়েছে, তার সামনে রয়েছে স্কচের বোতল আর আধ গেলাস হুইস্কি।

পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ছাই দানীটা ভর্তি হয়ে গেছে।

বাবুর চাকচমকপূর্ণ চেহারা আর ঘাম-ফোটা মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, আমি আসার আগে পর্যন্তও মাল খাওয়াতেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো। ঐ চেয়ারটা নিয়ে এসে বসো।'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের টিন দেখিয়ে ফের বললো সে, 'নাও, সিগারেট খাও। একটু স্কচ চলবে নাকি?'

'না,ধন্যবাদ স্যার।' হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিলাম।

চিঠিটা ফেলেছো তো?

'হ্যাঁ।' মিথ্যা কথাটা না বলে পারলাল না!

'ভালো ভালো।' গ্লাসে ঠোট লাগালো ডেস্টার।' 'ন্যাশ, তোমাকে এখানে ডেকে আনার একমাত্র কারণ হলো আজ রাতে আমি হেলেনের সাথে যে সমস্ত কথাবার্তা বলব—তুমি হবে তার একমাত্র সাক্ষী।

প্রয়োজনে তোমাকে সাক্ষ্যদান করতে হবে।' কথাটা বলেই

দরজার কাছে গেলো তারপর হেলেনের নামধরে ডাকতে লাগলো, 'হেলেন, একবার একটু নীচে এসো তো।'

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ঘরের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলো। নিঃস্তব্ধ ঘরে অনেক্ষণ ধরে আমরা দুজনে বসে রইলাম।

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেলো। বুঝতে পারলাম এখুনিই হেলেন ঘরে ঢুকবে।

একবার ডেস্টার, আরেকবার আমার মুখপানে চেয়ে হেলেন অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, 'কি ব্যাপার, ডাকছিলে কেন ?'

'ভিতরে এসে বসো, হেলেন।' ডেস্টার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি তোমার সাথে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে চাই।'

'তা, ন্যাশ এখানে রয়েছে কেন ?'

'আমিই ওকে ডেকেছি।' ডেস্টার বললো, 'তোমার সাথে আমার যে সমস্ত কথাবার্তা হবে। ও হবে তার একমাত্র সাক্ষী।'

হতাস হয়ে হেলেন টেবিলের ধারের চেয়ারে কাছে এগিয়ে গেলো এবং বসলো।

ডেস্টার অনেক্ষন ধরে একদৃষ্টে তা দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'ন্যাশ, তোমার খুব বাজে লাগছে, তাই না ? কিন্তু উপায় নেই—এরপরে আমার জীবনে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা বুঝতে গেলে তোমাকে কয়েকটা ছোট খাট ব্যাপার শুনতে হবে।' গড় গড়িয়ে ডেস্টরে কথাগুলো বলে গেলো, 'আজ কয়েক বছর হলো আমি হেলেনকে বিয়ে করি।

প্রথম দর্শনে আমি মনে করে ছিলাম, হেলেনের মতো মেয়ে বুঝি দুনিয়ায় আর একটাও নেই। ওর প্রেমে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! আমি ওকে ভীষণ ভালো বাসতাম জীবনে ও যাতে দুঃখ না পায় আমি সেই চিন্তাই করতাম। বিয়ের পর ভাবলাম, আমার ভালোমন্দ কিছু হলে ওর কি অবস্থা হবে! তাই অনেক ভেবে চিন্তে

নিজের নামে একটা সাড়ে সাত লাখ ডলারের ইনসিওরেন্স করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার এই ইনসিওরের কাজটা ওর কাছে গুপ্ত রাখিনি। কারণ আমি তখন ভেবেছিলাম, আমার কোন বিপদ ঘটলে ও অন্ততঃ এটা বুঝতে পারবে যে ওকে পথে বসতে হবে না।

কিন্তু ওর কাছে এই কথাটা বলাই আমার কাল হলো। ও যেই মুহূর্তে ইনসিওরেন্সের কথাটা জানতে পারলো সেই মুহূর্ত থেকেই সে নিজ মূর্তিতে আবির্ভূত হলো।

আমার মৃত্যুই যে ওকে লাভবতী করে তুলবে এটা জানার পর থেকেই ও আমার সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করলো। ওর মধ্যে বেশ পরিবর্তন সাধিত হলো। আমি নিতান্তই বুদ্ধু ছিলাম, তাই বোতলের দিকে নজর দিলাম। বোতলোই আমার সঙ্গী হলো।

মন চঞ্চল হয়ে উঠলো, কাজে কর্মে ভুল হয়ে যেতো লাগলো, মন স্থির রাখাই মুস্কিল হয়ে পড়লো।

নিজেকে ফুর্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখার জন্য আমি মদ খেতে আরম্ভ করলাম আর দুহাতে টাকা ওড়াতে লাগলাম। এই হেলেনই আমাকে রসাতলে নিয়ে গেল।'

হেলেন আপত্তি জানালো, 'থাক, নিজেকে আর সাধু বানাতে হবে না! মনগড়া এইসব কথাবার্তা—'

ওকে অবজ্ঞা করে, ওর কথা না শোনার ভান করে ডেস্টার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল—সাড়ে সাত লাখ টাকার মালিক হওয়ার জন্য হেলেন এতোই মত্ত হয়ে উঠলো, যে আমাকে খুন করতে ও সে দ্বিধা বোধ করল না।

আমাকে মারার জন্য ও তিন-চার বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই ও ব্যর্থ হয়। আমি যে সত্যি কথা বলছি তার প্রমাণ তো বুধবার রাতেই পেয়ে গেছো।

—হেলেন মনে করেছিল আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছি এবং

তার নির্দেশ মতো বুইক্ নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়বো। এই অবস্থায় গাড়ী চালাতে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই এ্যাক্সিডেণ্ট করবো এবং তার বাসনা পূরন করবো। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ওর আশা মিটলো না।

একটু মোটা বুদ্ধি নিয়েই ও আমায় খুন করতে চায়। তাই একবারও সে সফলতা অর্জন করতে পারে না।'

ঘেন্নায় হেলেন মুখ বাঁকালো, 'মদ খেয়ে একেবারে মাতাল হয়ে গেছো! কি যে আবোল তাবোল বলছো, তা তুমি নিজেও জানো না।'

'মদ খেয়েছি এটা সত্যি কথা, তবে এখনো হুঁশ হারাইনি,' এক চুমুক মদ পান ডেস্টার, আবার বলতে লাগলো, 'যাক্ এ নিয়ে আর কথা কাটাকাটি করতে চাই না। বুধবার রাতের ঘটনাটা তো আর মিথ্যা নয়! ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ন্যাশ নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পেরেছে।'

ডেস্টারের চোখ এবার হেলেনের দিকে 'আমাকে মারার জন্য তুমি যেসব পরিকল্পনা করেছো তা খুবই কাঁচা বুদ্ধির কাজ ছিলো। আচ্ছা, তোমার কি একবারও মাথায় এই বুদ্ধিটা আসেনি, আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমার মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পিস্তলটা একপাশে ফেলে রাখা? আমার তো মনে হয় এটা খুবই সহজ উপায় ছিলো!

একথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হবে, আমাদের সিনেমা রাজ্যের অধিকাংশ লোকই মনে করত, আমি নিজে একদিন গুলি করে আত্মহত্যা করবো।

একটু মাথা খাটালেই দেখা যাবে যে, আমার মৃত্যুর পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। এবং কারণগুলো সত্যি বলেও প্রমাণিত হতো।

আমি এক নম্বর মদ খেকো, আমার সংসারে শান্তি নেই, একগলা পর্যন্ত আমি ঋণের মধ্যে ডুবে আছি, ঋণ মুক্ত হবার মতো আমার কোনো টাকা পয়সাও নেই—এ অবস্থায় আত্মহত্যাই তো একমাত্র মুক্তিলাভের পথ।

এই সরল সাধা-সিধে বুদ্ধিটাও তুমি মাথার মধ্যে আনতে পারলে না।,

স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ হেলেন তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো, 'আমার টাকার প্রয়োজন ছিল। তুমি আত্মহত্যা করলে আমি সে টাকাটা পেতাম না।'

মৃদু হেসে ডেস্টার বললো, কিন্তু পলিসিটা পড়ার মতো তো সুযোগ তোমার ছিল। মনে আছে, একবার তোমার কাছে ওটা রাখতে দিয়েছিলাম?

যার নামে পলিসি রয়েছে, সে যদি বছরখানেক চালু রাখার পর আত্মহত্যা করে, সেক্ষেত্রে কোম্পানী টাকা দিতে বাধ্য থাকবে।'

হেলেন এমনভাবে তার স্বামীর দিকে তাকালো যে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

ডেস্টার কথা চালু রাখলো, তবে এটা মনে কোরো না, ঐ পদ্ধতিতে এমন কাজ হাসিল হবে। আমি আত্মহত্যা করলে কোম্পানী যাতে টাকা না দেয় আমি সেরকম ব্যবস্থা করে রেখেছি।

এ ব্যবস্থা করার জন্য আমি গতকাল সানফ্রান্সিসকোয় ন্যাশানাল ফিডেলিটির দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত দপ্তরে গিয়েছিলাম।

এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ম্যাডক্স। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে আলোচনা করি। লোকটি দারুণ বুদ্ধিমান। ইনসিওর-লাইনে সে বেশ নাম করে ফেলেছে।

ওর সম্বন্ধে লোকের ধারণা, কোন দাবীটা আসল আর কোন দাবীটা নকল, ও নাকি শুধুমাত্র চোখ বুলিয়েই তা বলে দিতে পারবে।

প্রায় পনের বছরের মতো হলো এই লোকটা ন্যাশানাল ফিডেলিটিতে কাজ করছে ; ইতিমধ্যে সে বহুলোককে জেলে পাঠিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। তার তদন্তের ফলে পনেরো জনের মতো লোককে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়।'

এক চুমুক হুইস্কি পান করার জন্য সে কথা বন্ধ করলো। গেলাস

ফাঁকা করে সে আরো হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বললো, পলিসি খারিজ করে দেবার ইচ্ছে নিয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়।

এটাকে তুমি প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাও বলতে পারো, কারণ, তোমার জন্যই তো আজ আমাকে এই অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তুমি আমার সুন্দর জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছো।

তাছাড়া ঐ ফন্দিটাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আরও একটা কারণ হলো, এই ঘটনাটা একটা সুন্দর সিনেমার দারুণ ভালো ছক হবে। এক সময়ে আমিই তো সব সুন্দর সুন্দর সিনেমা তৈরী করতাম, এটা নিশ্চয়ই তোমাদের অজানা নয় !

ওসব কথা এখন থাক আমি যা ভেবেছিলাম সেটাই এখন শোনো। আমি ঠিক করলাম তোমাকে একটু শাস্তি দিতে হবে, কারণ তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছো এবং একটি মুহূর্তের জন্যও আমার সাথে ভালো ব্যবহার করোনি।

হেলেনের দেহটা লোহার মতো শক্ত হয়ে গেলো। সে হাত মুঠো করে বসে রয়েছে।

ডেস্টার তার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললো, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো না। আরে বাবা, আমার হাতে প্রমাণ কই ? আর, আমার কাছ থেকেও তুমি কোনো শিক্ষা পাও এটা চাই না।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করেছি, তাতে তুমি নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেবে।'

হেলেন আর রাগ সামলাতে পারলো না, 'তোমার এইসব পাগলের প্রলাপ শুনতে আমি রাজী নই।'

'আঃ, রাগছো কেন ! তুমি এখনও টাকা পেতে পারো। হয়তো তেমন কিছু না পেলেও কিছু তো অন্ততঃ পাবে।

হ্যাঁ, ম্যাডক্সের সঙ্গে আমি যে সব কথাবার্তা বলেছি…তুমি আচ্ছা

শিক্ষা পাবে, এ ইচ্ছেটা মাথায় আসার পর ভাবলাম, লোকটার কাছে সত্য প্রকাশ করা যাবে না। অথচ পলিসির আত্মহত্যার শর্তটা বদলাতে হবে। নইলে যে সবকিছু তোমার কাছে জলের মতো হয়ে যাবে।

তাই ম্যাডক্সকে বললাম, আমি প্রচণ্ড পরিমাণে মদ পান করি, আর পান করার পরেই আমার মধ্যে একটা আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে; কিন্তু আমার স্ত্রী টাকা পাক এটা আমি যেমন কামনা করি, তেমনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে আমার অনুতাপের সীমা থাকে না।

সেইজন্য বলছি কি, যদি দয়া করে আত্মহত্যার শর্তটা পলিসি থেকে বাদ দিয়ে দেন তো...! এসব কথায় সে কি মনে করেছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন!

আমার কথা মতো কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গেই শর্তটা খারিজ করে দিলো, ব্যস্ আমিও নিশ্চিন্ত হলাম!

এবার আমি আত্মহত্যা করলে কিংবা তুমি আমায় খুন করে সেটাকে আত্মহত্যা বলে পরিচালনা করতে চাইলেও—কোম্পানী তোমায় এক পয়সাও দেবে না।'

হেলেন কোনো সাড়া শব্দ করলো না। কোনো রকম দুর্বলতা প্রকাশ না করে সে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ডেস্টার বলতে লাগলো, 'কয়েক সপ্তাহ আগে আমি এটাই ঠিক করেছি, যেদিন চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে তারপরে আমি আত্মহত্যা করবো।'

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো!

ডেস্টার না থেমে বলে চললো, 'আমি জানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এক কানা কড়িও আমার জমানো নেই, বরং বাজারে ঋণের বোঝা বেড়েছে। দেউলিয়া হবো ভাবতেই গাটা শির শির করে।

যাক, এতোদিনে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে; ঋণমুক্ত হওয়ারও

কোনো উপায় নেই। তাই ঠিক করেছি আজ রাতের মধ্যেই আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো।'

'থাক্, আর আষাঢ়ে গল্প বলতে হবে না!' হেলেন ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো, 'তোমার কাজ কর্মের তালিকা শুনে আমার কি লাভ হবে?'

'না, কোনো লাভই হবে না।' ডেস্টারের গলার স্বর নীচু, 'আমি লাভ লোকসান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কিছুক্ষণ বাদে এ ঘরে আমার মৃতদেহ দেখতে পাবে। আমি গুলি করে মরবো।

এই গুলির শব্দ তুমি আর ন্যাশ ছাড়া আর কেউই শুনতে পাবে না।

এবার আমার কথার মধ্যে মনোনিবেশ করো। আমার এই আত্মহত্যাকে খুন বলে ঘোষণা করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় পাবে। আর এটাকে কখনোই দুর্ঘটনা বলে চালিও না, কারণ মাথায় গুলি খেয়ে কেউ মারা গেলে সেটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে করা হয় না।'

ভূত দেখার মতো হেলেন ডেস্টারের দিকে চেয়ে রইলো।

দম দেওয়া পুতুলের মতো ডেস্টার বলে চললো, 'পুলিশ যদি ঘোষণা করে আমি আত্মঘাতী হয়েছি, তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানী টাকার দাবী মানবে না। কিন্তু যদি তারা বলে আমি খুন হয়েছি, সেক্ষেত্রে ইনসিওরেন্স কোম্পানী টাকা দিতে বাধ্য থাকবে।

আমার কথা মগজে ঢুকছে তো? আমার ফাঁদটা কি রকম জোরালো, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? আর আমি যে বলেছিলাম তুমি নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেবার সুযোগ পাবে, সেই শিক্ষা কিভাবে পাবে সেটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

আমাকে খুন করা হয়েছে বলে যদি প্রমাণ দেখাতে পারো তাহলে কিন্তু পুরো সাড়ে সাত লাখ ডলার পাবে। সেজন্য অবশ্য তোমাকে কিছু মিথ্যে কথা বলতে হবে। যদি তোমার অভিনয় খাঁটি হয়, তাহলে তোমাকে আর পায় কে?'

পিঠে কেমন ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। ঘামে গেঞ্জিটা একেবারে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে। হেলেনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

ডেস্টার বললো, 'মানুষ মারা গেলে কি হয় তা আমার অজানা; তবে আশ্চর্য কিছু তো ঘটতে পারে! যেমন ধরো মৃত্যুর পরেও আমি তোমাকে দেখতে পাবো....ব্যাপারটা বেশ মজার হবে, তাই না?'

হেলেনকে নিরীক্ষণ করে ডেস্টার একটা সিগারেট ধরালো, 'আমার মন বলছে, তুমি এটাকে খুন বলে চালাবে। তবে সফল হবে কিনা সেটাই সন্দেহের ব্যাপার। কারণ ম্যাডক্সের চোখে ধূলো দেওয়া অতো সহজ নয়।

তোমার ভালোর জন্যই বলছি—ও লোকটার ক্ষেত্রে তুমি খুব সাবধানে থাকবে, যা ধূর্ত লোক! সামান্য ভুলের জন্য হয়তো তোমাকেই খুনী বলে মনে করবে। তা ব্যাপারটা মন্দ হবে না, কারণ তুমি তো আমাকে মারতেই চেয়েছিলে।

ভাগ্যিস ন্যাশকে রেখেছিলাম, তাই এখনো তোমার সাথে কথা বলতে পারছি। এতে অবশ্য তোমার কিছু আসবে যাবে না। কারণ ছেলে পটানোয় ওস্তাদ মেয়ে তোমার মতো আর দুনিয়ায় কেউ নেই।

ইচ্ছা করলেই তুমি ছলনার দ্বারা ন্যাশকে তোমার দলে আনতে পারো, কি সত্যি বলিনি? সাড়ে সাত লাখ ডলার মোটেই কম টাকা নয়। তুমি যদি এর থেকে ওকে কিছু ভাগ দাও, তাহলে ও নিশ্চয়ই তোমার কাজে সহায়তা করবে।

হেলেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, 'এবার চুপ করো, বদ্ধ মাতাল কোথাকার। আত্মহত্যা করবো বললেই তো আর করা যায় না? তোমার ঐ টাকার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

দুনিয়াতে ঢের ঢের বোকা লোক আছে। তুমি উচ্ছন্নে যাও, জাহান্নামে যাও, এক নম্বর শয়তান কোথাকার!

হেলেন ধৈর্যের সীমা হারালো। জোরে জোরে পা ফেলে দরজাটা

হাঁ করে খুলে ও হন হন করে হল ঘরটা পেরিয়ে গেলো। দুই-তিন সিঁড়ি টপকে ওকে উপরে উঠতে দেখলাম। খানিক পরে দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এসে বাজলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘেমে স্নান করে ফেলেছি ; ভেতরে ভেতরে আমার কাঁপুনি আরম্ভ হয়ে গেছে।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, এবার তাহলে যাই ?

কথা শেষ করেই কোনো দিকে না তাকিয়ে আমি ঘরের বাইরে চলে এলাম। হলের বাইরের দরজাটা একটানে খুলে, দু'তিন লাফে সিঁড়িটা পার হয়ে গ্যারেজের দিকে এগোতে লাগলাম।

কিছুটা চলে এসেছি—হঠাৎ বন্দুকের বিকট আওয়াজ। আমি চমকে উঠলাম, আওয়াজের সাথে সাথে জানলার কাঁচগুলো ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠলো। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

মূর্তির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে দ্রুত পায়ে বাড়ির দরজার সামনের সিঁড়ি পার হয়ে হলে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

দোতলার বারান্দায় সিঁড়ির সামনে হেলেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখে যেন ছাই মাখান আর চোখ দুটো গর্তের থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন। আহত কণ্ঠে বললো, 'যাও দেখতে যাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, হল পেরিয়ে ওঘরের দরজাটা দরাম করে খুলে দিলাম....

ডেস্টারের হেট করা মাথাটা টেবিলের ওপর রয়েছে। ছিন্নভিন্ন ফেঁটে চৌচির হয়ে যাওয়া মাথার খুলির রক্তে ব্লটিং-প্যাডটা লাল হয়ে গেছে। ওর কাছে সেদিন যে পিস্তলটা দেখেছিলাম, সেটা টেবিলের নীচে মেঝেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।

যে কেউ তাকে স্পর্শ না করেই বলে দিতে পারবে, ডেস্টার মৃত। মাথার এই আঘাত কেউই সহ্য করতে পারে না। ভয়ে আতঙ্কে আমার রক্ত জল হয়ে গেলো। বুকের কাছটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছে।

কি আশ্চর্য কাণ্ডরে বাবা! সত্যি সত্যিই লোকটা নিজের মাথায় গুলি করলো! এ দৃশ্য দেখা যায় না, আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো, ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দম ছাড়লাম।

ইতিমধ্যে হেলেন নীচে চলে এসেছে। আমার দিকে তাকিয়ে জড়ানো স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, 'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।' ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দিলাম।

মাতাল, বদমাশ, শয়তান কোথাকার! কোথেকে ও এতো সাহসী হলো! আমার পাশ দিয়ে গিয়ে হেলেন, ডেস্টারের লেখার ঘরে ঢুকলো।

আমি অবিরাম ধারায় ঘেমে চলেছি। ঘাম মোছার জন্য রুমাল বের করতে গিয়ে যেই পকেটে হাত ঢোকালাম অমনি আমার হাতে ডেস্টারের দেওয়া চিঠিখানা লাগলো। সেটাকে পকেট থেকে বের করে একটু চিন্তা করলাম, তারপর খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে পড়তে লাগলাম।

এডুইন বার্নেট, ১৯শে জুন

আইন উপদেষ্টা,

হোল্ড এণ্ড বার্নেট,

টুয়েন্টি এইট্থ্ স্ট্রীট, লস এঞ্জেলস্।

প্রিয় এডুইন,

আমার এই চিঠি পেয়ে তুমি যে প্রচণ্ড পরিমাণে অবাক হবে না সে আমি জানি, কারণ তুমি অনেকদিন ধরে ওকালতি করে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। আমার সুদিন চলে গেছে, তাই ঠিক করেছি আজ রাতেই যে কোনো এক সময়ে নিজেই নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করবো।

আমার বর্তমান অবস্থার কথা তোমার অজানা নয়; ভবিষ্যতে আমার কাছে জঘন্য রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে, তুমিও স্বীকার করবে যে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আমি এটা নিশ্চিত বলতে পারি।

হেলেনকে বিয়ে করায় আমার দাম্পত্য জীবন কেমন কাটছে, আশা করি সেটা আর তোমাকে বলতে হবে না। হেলেনের দুর্ব্যবহারে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। ওর জন্যই আজ আমার এই অবস্থা।

আমার মৃত্যুর ফলে ঐ শয়তান মেয়েটা লাভবতী হোক, এ আমি চাইনা। সেজন্য ন্যাশানাল ফিডেলিটির ম্যাডস্কের সঙ্গে দেখা করে আমি আমার ইনসিওরেন্স পলিসির মধ্যে যে আত্মহত্যার শর্তটা ছিল তা খারিজ করে এসেছি। এর পরিবর্তে যে নতুন শর্তটা গ্রহণ করেছি, তা পলিসির মধ্যে দেখতে পাবে।

আমি পলিসিটাকে আমার লেখার টেবিলের ডান দিকের ওপরের দেরাজের মধ্যে রেখেছি। তুমি ওটা দেখে নিও।

যেহেতু আত্মহত্যাই আমার মৃত্যুর কারণ, বর্তমান শর্ত অনুযায়ী পলিসি এবার নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সাড়ে সাত লাখ ডলারের লোভ সামলানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। হেলেন যা টাকায় ভক্ত, তাতে মনে হয় ও ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে জালিয়াতি করবে। হয়তো আমার এই মৃত্যুটাকে সে খুন বলেই ঘোষণা করবে। এসব পড়ে তুমি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য বোধ করছো।

কিন্তু তোমার চাইতেও আরো বেশী ভালোভাবে আমি হেলেনকে চিনেছি।

গ্লিন ন্যাশ নামে একটি যুবক আমার এখানে কাজ করছে। এই সুযোগে হেলেন হয়তো এমন ভাবে আত্ম হত্যাটাকে সাজাতে চাইবে, মনে হবে হয় ন্যাশ কিংবা অপরিচিত অন্য কোন ব্যক্তি এসে আমাকে খুন করে গেছে। ও যদি এই চাল চালতে চায়, তুমি সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না।

ম্যাডস্ক দারুন চতুর লোক। ও যে হেলেনের ফন্দি বুঝতে পারবে, সে আমি নিশ্চিত বলতে পারি। তবে যদি কোনো কারণে হেলেন ধরা না পড়ে কিংবা এসব চালাকি মারতে গিয়ে ভুল বশতঃ নিজেই

জীবন বিপন্ন করে ফেলে, তাহলে সেই সময়ে এই চিঠিটা তুমি পুলিশের হাতে তুলে দিও।

জালিয়াতির অভিযোগে ওকে যদি কিছুদিনের জন্য কারাবাস করতে হয় তাতে ওর বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। বরং এতে হয়তো নিজের চরিত্রটা একটু শুধরে নেবে। তুমি হয়তো আমাকে বড্ডো বেশী প্রতিহিংসা-পরায়ন ভাবছো। তা ভাবতে পারো, এছাড়া আমার আর অন্য কোনো পথ নেই, আমি ওকে শাস্তি দিতে চাই।

তোমার উকিলী মন যাতে খুশী হয় সেজন্য মিস লেনক্সকে আমার সইয়ের সাক্ষী হতে বলেছি। এটা সত্যি যে, আমি আত্মহত্যা করছি। হেলেন যতই অভিনয় করুক না কেন, এটা খুনের ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ আত্মহত্যাই।

মিস লেনক্স অবশ্য এ চিঠিতে কি লেখা আছে তা জানতে পারেননি। লেখার মতো আর বিশেষ কিছু নেই। শেষ করলাম, চির বিদায়—

তোমাদের একান্ত,

সাক্ষী : আর্ল ডেস্টার

মে লেনক্স,

সেক্রেটারী।

১১৪৫। সি, মার্লিন এভিনিউ, হলিউড।

'তুমি কি করছো ? হেলেনের ধমকানিতে আমি চেতনা ফিরে পেলাম।

ঘুরে গেলাম। তাড়াতাড়ি চিঠিটা ভাজ করে আবার স্বস্থানে রেখে দিলাম। ডেস্টারের লেখার ঘরের দরজার সামনে হেলেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা, ও আমার উপর নজর রেখেছিল।

জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি, ওটা কি পড়ছিলে ?

আমি তখন অন্য রাজ্যে : ওর কথা আমার কর্ণগোচর হলো না। চিন্তা আমার সর্বশক্তি কেড়ে নিয়েছে। ডেস্টারের সেই কথাগুলো আমার কানের সামনে বেজে উঠলো, কথাগুলো কেন কানের সামনে ঘুর ঘুর করছে :

আমাকে খুন করা হয়েছে বলে যদি প্রমাণ দেখাতে পারো তাহলে কিন্তু পুরো সাড়ে সাত লাখ ডলার পাবে। সেজন্য অবশ্য তোমাকে কিছু মিথ্যে কথা বলতে হবে। যদি তোমার অভিনয় খাঁটি হয়, তাহলে তোমাকে আর পায় কে?

সাড়ে সাত লাখ ডলার! ওরে বাবাঃ! আচ্ছা এই চিঠিটাকে যদি রক্ষাকবচ হিসাবে রেখে দিই তাহলে কেমন হয়!

ভালোভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে, ডেস্টারের এই আত্মহত্যাটাকে খুন বলে চালানো যায় কিনা…ভুলবশতঃ যদি ধরাই পড়ে যাই, তাহলে তো এই চিঠিটা রয়েছেই।

'গ্লিন!' হেলেনের কণ্ঠস্বরে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। নিমেষের মধ্যে সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে উধাও হয়ে গেলো।

বিরক্ত হয়ে ধমক দিলাম, 'ওঃ একটু চিন্তা করার সুযোগ দাও!'

তবুও হেলেন বলে উঠলো, 'চিন্তা করার কি আছে? এই মুহূর্তে ডাক্তার আর পুলিশ ডেকে আনো। আমি বরং ফোন করে দিচ্ছি।'

'কি বোকার মতো কথা বলছো? এখন কাউকে খবর দিতে হবে না। ভালো মন্দ বোঝার যদি ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ওপরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করবো।'

আমার চড়া মেজাজ দেখে ও ভড়কে গেলো। বোকার মতো হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'যদি খবর না দিই তাহলে....'

ওর কথা শেষ করতে দিলাম না। তার আগেই আমি ওর কাছে গিয়ে ওর কাঁধ জড়িয়ে বললাম, 'প্যান প্যান না করে, আমার কথা মতো চলো। যাও, ওপরে চলে যাও।'

হেলেন একটু ভয় পেয়ে গেলো। মুখে আর কোনো কথা না বলে গুটি গুটি পায়ে ওপরে চলে গেলো।

ডেস্টারের লেখার ঘরে চলে এলাম। মক্কেলের মুখের দিকে চোখ পড়তেই হাজার চিন্তা আমার মাথাটাকে ঠুকরাতে লাগলো।

মরলোই যখন, তখন আর একটু পরেই না হয় মরতো। সময়টাও বেশ খুনের উপযুক্ত হতো!

যাক্, এখন এটাকে কিভাবে খুন বলে চালানো যায় সে চিন্তাই করতে হবে। চিন্তার মধ্যে যেন কোন ফাঁক না থাকে।

এ বুদ্ধুটা সত্যিই আত্মহত্যা করবে জানলে আগের থেকেই সাত-পাঁচ ভেবে একটা সুন্দর পথ বের করা যেতো। পারিপার্শিক অবস্থা একটা গোছানো যেতো।

এতো আর এক-আধ টাকার অঙ্ক নয়, একেবারে সা-ড়ে সা-ত লা-খ ড-লা-র!

টাকার অঙ্কের দিকে তাকালে নিজেকে খুনী বলে স্বীকার না করা ছাড়া আমি আর সব কিছুই করতে পারবো। তাছাড়া খুনের দায় নিয়েই বা আমার মাথাব্যথা কিসের!

আমার চালে যদি ভুল হয়, পুলিশ যদি আমাকে খুনী বলে মনে করে, সেক্ষেত্রে ডেস্টারের চিঠিটা তাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেই হবে!

পাকাপোক্ত একটা খুনের মতলব মাথায় না আসা পর্যন্ত যদি ডেস্টারের লাশটা এই ভাবেই রাখা যায় তাহলে বেশ হয়। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভবপর নয়। কারণ একটু পরেই তো তার শিরদাঁড়াটা শক্ত হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় তার দেহ পরীক্ষা করলেই ডাক্তার পুলিশ মোটামুটি তার মৃত্যুর সময় বলে দিতে পারবে। হয়তো সময়ের একটু নড়চড় হবে।

এমন বিচ্ছিরি সময়ে ডেস্টার আত্মহত্যা করলো, পুলিশ একটু

তদন্ত চালালেই জানতে পারবে আমি আর হেলেন সে সময়ে বাড়িতেই ছিলাম।

পিস্তলটা লুকিয়ে রাখলে কেমন হয়! পিস্তল না দেখলে এটাকে তো খুন বলেই মনে হবে! নাঃ, এটাও ঠিক মনঃপুতো হচ্ছে না।

পুলিশ সন্দেহ করবে, আমরাই ওকে মেরেছি; নয়তো সমস্ত ব্যাপারটাই বানিয়ে বলছি। টাকা পাওয়ার কোনো পথই খোলা নেই। অন্ততঃ এ ভাবে তো নয়ই। আমাদের দুজনকে সন্দেহের বাইরে থেকে প্রমাণ করতে হবে, ডেস্টারের মৃত্যুর সময়ে আমরা কেউই তার নিকটে ছিলাম না।

এদিকে যে সময় কমে আসছে। অথচ আমার দরকার বুদ্ধি··· একটা মতলব ··একটা কৌশল....

আমার হৃদ-স্পন্দনের শব্দ আর টেবিল ঘড়িটার টিকটিক টিকটিক শব্দ ছাড়া বাড়িটার মধ্যে থেকে আর কোনো শব্দই পাওয়া যাচ্ছিল না। নিস্তব্ধতায় চারিপাশ ঢেকে গেছে।

হঠাৎ একটা খরর....ঘড়াং···খররর শব্দে আমি চমকে উঠলাম। শব্দটা কিসের! কানকে সজাগ করে বুঝতে পারলাম ভয় পাওয়ার মতো কোন শব্দ নয়—ওটা রান্নাঘরের বড় হিমানি ফ্রিজের মোটর চালু হওয়ার শব্দ।

এই শব্দটা আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলিয়ে গেল। আরে, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার এটাই তো এক সুন্দর উপায়! আমি দু বছরের মতো এই সব ঠাণ্ডা মেসিন নিয়ে কেনা বেচা করেছি। আর এখনই এই মেসিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করি।

উপযুক্ত সময়ে যদি সঞ্চিত জ্ঞান কাজে না লাগাই তাহলে সে জ্ঞান থাকার কি অর্থ! এই বড় হিমানি ফ্রিজগুলোই তো মড়ি ঘরে লাস জিইয়ে রাখে!

ওঃ, এবার তাহলে একটা নিখুঁত বুদ্ধি বের করার আগে পর্যন্ত ডেস্টারের শরীরটা এরকমই রাখা যাবে।

যদি ভাগ্য ভালো হয় তাহলে এরপর আমার সাড়ে সাত লাখ ডলারের মালিক হওয়া আটকায় কে !

দোতলায় হেলেনের ঘরে গেলাম। প্রায় তু'ঘণ্টার মতো এঘরেও একাই ছিল।

খাটের পাশে টেবিলের ওপর ঘেরাটোপ দেওয়া আলো, পর্দাগুলো ভালোভাবে টানা, সমস্ত ঘরটা মৃত্নু আলোয় ভরে রয়েছে।

দরজার মধ্যে হেলান দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, ও শামুক রঙের একটা সিল্কের চাদর গা ঢেকে বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে; চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, তু'আঙুলের মাঝে ধূমান্বিত সিগারেট।

আমার আগমন টের পেয়ে হেলেন এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর শায়িত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করল।

'কি ব্যাপার, এত দেরী হল কেন? পুলিশকে জানিয়েছো?'

এক বোতল হুইস্কি, তুটো গেলাস আর একটা সোডার বোতল ধীর স্থির হয়ে আমি টেবিলের ওপর রাখলাম। তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে হেলান দিয়ে বসে উত্তর দিলাম, 'নাঃ, এখনো পুলিশ জানাইনি।'

'সে কি কথা! তোমার মাথায় কি একটুও বুদ্ধি নেই!' আধশোয়া অবস্থায় ও ঝাঁপিয়ে উঠলো, 'যাও, এই মুহূর্তে গিয়ে খবর দিয়ে এসো।'

ওর কথায় কান না দিয়ে আপন মনে তু' গেলাসে হুইস্কি ঢেলে সোডা মিশিয়ে ও খাটের পার্শ্ববর্তী টেবিলে একটা গেলাস রেখে দিলাম। অপর গ্লাসটা নিয়ে আমি নিজের চেয়ারে বসে দীর্ঘ এক চুমুক দিলাম।

'গ্লিন, পুলিশকে খবর দিচ্ছো না কেন?' হেলেন গলার স্বর কিছুটা উপরে তুলে বলল।

'ডেস্টারের কথাগুলো মনে পড়ে?' মৃত্নু কণ্ঠে বললাম, সে

বলেছিলো, আমরা যদি বুদ্ধি খাটিয়ে পা ফেলি তাহলে নিশ্চিত আমরা ইনসিওরেন্সের টাকা পাব। তোমার নিশ্চয়ই টাকার প্রয়োজন আছে ; কি, ঠিক বলছি তো ?

হেলেন তীড়িং করে উঠে বসে বিছানা থেকে পা ঝুলিয়ে বসলো। পান্নার মতো সবুজ চোখজোড়া জ্বল জ্বল করে উঠলো, 'তুমি কি বলছো ? ও তো ফাঁদ পেতে গেছে ! আমি এতো বুদ্ধু নই যে সে সব জানার পরও এই টাকার পিছনে ছুটবো ?'

'টাকাটা তো আমরা পেতেও পারি ! শুধু আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে ডেস্টার কে খুন করা হয়েছে।'

'বাঃ. তুমি ওর আশা পূরণ করবে মনে হচ্ছে ! না বাপু, আমি এইসব ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে যেতে চাই না। ওকে খুন করা হয়েছে এটা প্রমাণ করতে গেলেই, এর মধ্যে আমাদের জড়িয়ে যেতে হবে !

শুধু শুধুই আমি এতোক্ষণ শুয়ে ছিলাম না। আমি চিন্তা করে দেখলাম, যদি পিস্তলটা লুকিয়ে পুলিশের কাছে এটাকে খুন বলে জানাই তাহলে পুলিশ আমাদের সন্দেহ করবে।

একটা যে ভালো মতো পথ বের করবো, সেই চিন্তার সময় পাওয়া যাবে না। সময় তো খুবই কম, তাই না ? সুতরাং আর কোনো উপায় নেই।'

'আমাদের হাতে সময় নেই কে বললো ?'

'বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না ?'

'বাজে কথা নয়, সত্যিই আমাদের হাতে প্রচুর সময় আছে। কতো সময়ের দরকার ?'

'সময় আছে !' ও অধীর হয়ে বলল, 'ডেস্টারের মৃত দেহটা যে বেশীক্ষণ এভাবে রাখা যাবে না, সেটা নিশ্চয়ই তুমি জানো। ওর মৃতদেহ পরীক্ষা করলেই ডাক্তার বলে দিতে পারবে, ও কখন মারা গেছে।'

'আমি রান্না ঘরের বড়ো হিমানি-ফ্রিজটার মধ্যে ওকে রেখে দিয়েছি।

'কি বললে?' সচকিত হয়ে হেলেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি রান্নাঘরের বড়ো হিমানি ফ্রিজটারমধ্যে ওকে রেখে দিয়েছি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'না। বিশ্বাস করো', শান্তস্বরে বললাম, আমি মোটেই আজে বাজে বকছি না। হুঁশ নিয়েই কাজ করছি। এই ঠাণ্ডা মেসিন গুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারনা নেই বোধহয়।

আমি একসময়ে এইসব মেসিন বিক্রী করতাম। তাই এদের সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আছে।

আমাদের ফাঁদে ফেলার একটা সুন্দর পরিকল্পনা করে গেছে ডেস্টার। ও ভেবেছিলো, আমরা নিশ্চয়ই ওর ফাঁদে পা দেবো এবং যে কোনো ডাক্তারই ঘন্টাখানেক এদিক ওদিক করে ওর মরার সময় বলে দেবে।

ঘড়িতে যখন আটটা চল্লিশ বাজে তখন ডেস্টার মারা যায়। পুলিশ একটু তদন্ত চালালেই জানতে পারবে, আমরা সে সময়ে বাড়িতেই ছিলাম।

এই হিমানি-ফ্রিজটা আমাদের সময়ের দীর্ঘতা বাড়াবে। ডেস্টারের মৃতদেহটা ফ্রিজের মধ্যে থাকায় পচে যাবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। শির দাঁড়াও শক্ত হবে না আবার রক্তও পড়বে না।

আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা ওকে ওর মধ্যে ছ-হপ্তা রাখতে পারি আবার ছ-মাসও রাখতে পারি। ওকে বের করে আনলেই তখন থেকে পচতে আরম্ভ করবে।

কি, এবার মাথায় কিছু ঢুকলো?' সোজা হয়ে বসে আমি হেলেনকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম; আবার শুরু করলাম 'ফ্রিজ' থেকে বের করার ঘন্টাখানেক পরে রক্ত পড়তে শুরু করবে, আর তারও কিছুপরে শিরদাঁড়া শক্ত হতে আরম্ভ করবে।

না বুঝলে, আরো সহজ ভাষায় বলছি। মনে করো, আমরা ডেস্টারকে কাল শনিবারের পরের শনিবার পর্যন্ত হিমানি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলাম। তারপর ঐ শনিবার ওকে বের করে এনে যে কোনো এক জায়গায় রাখলাম। ধরো, পুলিশ লাসটাকে উদ্ধার করলো আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, ওদের ডাক্তার জানাবে, ডেস্টার গতকাল মারা গেছে। কিন্তু আমরা জানি যে ও আসলে মারা গেল দিন পনের আগে। ব্যাপারটা বুঝলে?'

দু'হাত মুঠ করে হেলেন শক্ত হয়ে বসে রইল। খুব দ্রুত ওর বুক ওঠানামা করছে।

'না!' আচমকা ও চীৎকার করে ওঠে, 'আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। এতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।'

'তোমার কি হলো টা-কি? কই ভ্যান টমলিনকে জানলা গলে ফেলে দেওয়ার সময় তো তুমি এসব চিন্তা করোনি?'

'আবার বলছি, আমি ওকে ফেলিনি।'

'সত্যি নাকি? যাই হোক, ওসব কথা থাক। শোনো, এ কাজটাতে তেমন কিছু বিপদের আশঙ্কা নেই। তুমি অতো ভয় পাচ্ছো কেন?'

'না। পুলিশ সন্দেহ করবে, আমিই আসলে খুনী। ওরা আমার উপরেই দোষ চাপাবে।'

'অতো উত্তেজিত হবার কিছু নেই।' আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম, ইনসিওরের টাকাটা পেতে হলে আমাদের সামনে এই একটাই মাত্র রাস্তা খোলা আছে।

আমি কি অতোই বোকা :মনে করছ, বিপদের রাস্তা কি কেউ মাড়ায়? আমি বুঝে শুনেই এগোতে চাই। যদি মাথায় কোনো জোরালো বুদ্ধি না আসে, তাহলে কথা দিচ্ছি আমি আর এক পা-ও অগ্রসর হবো না।

তখন ডেস্টারের লাশটা ফ্রিজ থেকে বের করে এনে হাতে পিস্তলটা

গুঁজে দিয়ে কোথাও ফেলে রেখে আসবো। তারপর ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে একটা খবর দেবো—ডেস্টার আত্মঘাতী হয়েছে।

এরপর নিশ্চয়ই কোম্পানী এটাকে খুন বলে প্রমাণিত করার মতো বোকামীতে লিপ্ত হবে না। আমরা যদি কোনো চালাকি না করি, তাহলে ওরা আমাদের পক্ষেই থাকবে।'

হুইস্কির গেলাসে লম্বা এক চুমুক মেরে হেলেন বললো, 'কিন্তু, ম্যাডক্স রয়েছে-- আমি ওর জন্য ভয়ার্ত।"

'কেন? ওর নাড়ি নক্ষত্র তো আমাদের অজানা নয়। না হয়, লোকটা বেশ বুদ্ধিমান। তা বলে কি তাকে ভয় পেতে হবে? হাতে আমাদের প্রচুর সময়। এর মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই একটা কিছু কৌশল বের করতে পারবো এবং তার পরেই আমরা কাজে অগ্রসর হবো।

খুব ভালো ভাবে আগে পরে চিন্তা করে তবেই আমরা কাজে নামবো ব্যস্ত হবার তো কিছু নেই, হাতে আমাদের বহুৎ সময়।'

'আচ্ছা, ধরা যাক, পুলিশ আমাদের খুনী বলে মনে করল, তাহলে? তোমার পরিকল্পনা হয়তো ঠিক মতো কাজ দিলো না; হয়তো ওরা আবিষ্কার করলো আমরাই একাজ করেছি। তখন কি হবে?'

'এসবের ও উত্তর ঠিক করা আছে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডেস্টারের চিঠিটা বের করলাম' এই দেখো, এটা ডেস্টার ডাকবাক্সে ফেলার জন্য আমাকে দিয়েছিল।

ও ওর উকিলকে এই চিঠিটা দিচ্ছিল। আমাদের সৌভাগ্য, তাই এটা ফেলতে ভুলে গিয়েছিলাম। চিঠিটা পড়ছি, মন দিয়ে শোনো—

চিঠির কথাগুলো হেলেনের মুখটাকে কঠোর করে দিলো। ওর পান্না রঙের চোখ জোড়া ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফর্সা মুখটা দেখলে মনে হবে ও যেন মুখে ছাই মেখেছে।

চিঠি পড়া শেষ হতেই ও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। তারপর

দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'হতচ্ছাড়া শয়তান, মরেও আমার সাথে বাঁদরামি। আমাকে কিছুতেই টাকা দেবে না! পাজী বদমাস!'

'আহা, অতো রাগছো কেন। ডেস্টার খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।' চিঠি ভাঁজ করে আবার যথাস্থানে রাখতে গিয়ে বললাম, 'কাজে ভুল হবে না আশা করি. তবুও বলা যায় না, যদি কোনো ভুল থাকে, এই চিঠিই আমাদের রক্ষা করবে— আমাদের আর ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে না।

খুনের দায়ই তো আমাদের যতো ঝামেলায় ফেলেছে। নইলে এই সাড়ে সাত লাখ ডলারের জন্যে যখন-তখন জাল-জুয়াচুরির ঝুঁকি নেওয়া যেতো, কি বলো?'

'দাও, চিঠিটা আমাকে দাও।' হেলেন হাত এগিয়ে দিলো।

আমি বাঁকা হাসি হেসে বললাম, 'না সুন্দরী, এ চিঠি তোমার হাতে যাবে না। আমি এটা যত্ন সহকারে রেখে দেবো। তোমাকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। এ চিঠির জন্য তুমি একটু সমঝে চলবে।

আমরা তুজনে মিলেমিশে কাজ করবো, আমি টাকা হাতে পেলেই তুমি সুযোগ বুঝে জানলা গলিয়ে আমায় নীচে ফেলে দেবে। না, সে গুড়ে বালি।

এ চিঠি আমার কাছেই থাকবে, তুমি ট্যা প্যো করতে পারবে না। টাকা ভাগের সময় আমার ভাগটিও ঠিক মতো পেয়ে যাবো।'

হেলেন অনেকক্ষণ একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অনুরোধের সুরে বললো, 'দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি, ওটা আমার কাছেই রাখো।'

আহা, যেন ধোয়া তুলসী পাতা! আমিও সমান ন্যাকা সেজে বললাম, 'না সোনামনি, সেটা সম্ভব নয়।'

'তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, ওটা আমাকে দাও!' একটু জোর গলায় বলল, 'আমিই ওটা রাখতে চাই।'

'না, সে আশা ছাড়ো। তুমি এতো চিন্তিত হচ্ছো কেন? আমি তো এটা যত্ন করেই রাখবো।'

হতাশ হয়ে ও উঠে দাঁড়ালো। তারপর গুটি গুটি পায়ে সাজ গোজের টেবিলের কাছে গিয়ে চিরুনী তুলে ও চুল আঁচড়াতে লাগলো।

আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে ওকে দেখতে দেখতে বললাম, 'আচ্ছা, এখন ওসব কথা বাদ দাও। সব তো শোনা হয়েছে, এবার কি অগ্রসর হবার কথা চিন্তা করবে?'

চিরুণী হাতে হেলেন জানালো, 'আমি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি। মনে হচ্ছে, ম্যাডক্সের চোখে ধূলো দেওয়া যাবে না।'

চিরুণী রেখে হেলেন কথার ফাঁকে সাজার টেবিলের একটা পাল্লা টান মেরে খুলে দিলো। ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে ওর কাছে গেলাম; তারপর আমার কাঁধ দিয়ে ওকে সজোরে এক ধাক্কা মারলাম। ও ঠিক এটা আশা করেনি, তাই ভারসাম্য রাখতে না পেরে ছিটকে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়লো।

তড়ীৎ গতিতে দেরাজের মধ্যে আমার ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম। আমার হাতটা যে বস্তুকে স্পর্শ করল সেটা বের করে দেখি একটা পিস্তল। আমি ঠিক এই জিনিসটাই আশা করছিলাম।

খুব দ্রুত চোখের পলক ফেলার আগেই আমি ওর দিকে নিশানা ঠিক করলাম, 'তোমাকে মারার ইচ্ছা আমার নেই: তবে নড়াচড়া করলেই মারতে বাধ্য হব।'

দেয়ালে পিঠ রেখে ভীত হয়ে হেলেন গজ গজ করে উঠলো, 'পরে এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

'পরের কথা পরে ভাবা যাবে। তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকো যে তুমি চিঠি পাবে না। যাও, সরে যাও।' ছোট ছোট পা ফেলে আমি সতর্ক ভাবে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

দেয়ালে পিঠ ঘষে হেলেন আমার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে সরে গেল।

ওর হাবভাব লক্ষ্য করতে করতে দরজার কাছে গিয়েই আমি এক ধাক্কায় পাল্লা খুলে ফেললাম। তারপর বললাম, 'কাল না হয় আবার কথা বলা যাবে। শুধু শুধু এখন মাথা গরম না করে শান্ত হয়ে বসো। তুমি অতো ভাবছো কেন, আমাকেই তো সব কাজ করতে হবে। অহেতুক বাধা দিচ্ছ কেন?'

কোন রকমে বারান্দায় বেরিয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে দরজার পাল্লা বন্ধ করেই এক দৌড় মারলাম। না থেমে, টপাটপ সিঁড়ি পার হয়ে বাড়ির বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

চত্বর ধরে আবার প্রাণপনে দৌড়ে হাজির হলাম গ্যারেজে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোলসে চড়ে ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি নিয়ে হড় হড়িয়ে নুড়ি পাতা রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম।

সমস্ত রাত্রি ধরে খোলা থাকে, এমন একটা সেফ-লকারে চিঠি আর ডেস্টারের পিস্তল গচ্ছিত রেখে তবে নিশ্চিন্ত হলাম।

বাবাঃ, শান্তিতে একটু দম ফেলা যাচ্ছে! লকারের চাবিটা একটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে সঙ্গের চিরকুটে আমার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে কিছু লিখলাম—আমি ফেরত না চাওয়া পর্যন্ত যেন চাবি রেখে দেয়। পরে ওগুলোকে ব্যাঙ্কের ডাক বাক্সের মধ্যে ফেলে প্রফুল্ল চিত্তে ধীর স্থির হয়ে বাড়িতে এলাম।

রাত ঠিক সুবিধা মতো কাটলো না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমুতে পেরেছি। ঘুমোবো কি হাজার চিন্তা যে আমার মাথাটাকে ঠুকরাচ্ছে। আমার এখন অনেক কাজ বাকী।

ডেস্টারের আত্মহত্যাটাকে কিভাবে খুন বলে চালানো যায় সে চিন্তাটা এখন মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু কেউ যদি ডেস্টারের সন্ধানে আসে তাহলে কি বলব? তার জন্য নিশ্চয়ই একটা মন মতো উত্তর তৈরী করে রাখতে হবে। তাছাড়া মক্কেলের চাকরী

খতম। এ সংবাদ পাবার পর তার পাওনাদারেরা এসে জুলুম করলে তাদের কি বলে বাড়ি থেকে তাড়াবো! কিভাবে এদের হাত থেকে বাড়ি আর ফ্রিজটাকে রক্ষা করা যাবে।

আচ্ছা, কয়েকদিনের জন্য একটা ঘরভাড়া করে দূরে কোথাও এই ঠাণ্ডা কলটাকে লুকিয়ে রাখলে কেমন হয়? হেলেন আর আমি উভয়ে যদি ফ্রিজটাকে....না, যা ভারী, দুজনের দ্বারা সম্ভব নয়, বাইরের লোকেরও প্রয়োজন হবে।

কিন্তু, এতে যে ব্যাপারটা আর চাপা থাকবেনা। নাঃ, এটা সুবিধা-জনক হবে না। ম্যাডক্স অথবা পুলিশকে বিশ্বাস করা যায় না। কোনোভাবে যদি ওদের কানে যায় যে, আমরা ফ্রিজটাকে সরিয়ে রেখেছি, কে জানে, তখন যদি আমাদের চালাকিটা আন্দাজ করে ধরে ফেলে, তাহলে?

না বাবাঃ. এতো ঝক্কি নেওয়ার দরকার নেই; তার থেকে বরং সবার চোখের সামনেই ফ্রিজটা থাক! কার এতো মাথা ব্যথা, এর ভিতর কি আছে দেখবে?

আগত দিনটাতে কিভাবে পা ফেলে এগোবো, সূর্য উদয়ের আগেই মোটামোটি তার একটা হিসাব কষে নিলাম।

ভোরের আলো এসে ঘরে ঢুকল। ঘড়িতে তখন ছটা বাজে। বিছানা ছেড়ে ও বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম।

হেলেনের ঘরের সামনে গিয়ে দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রভাতের আলোকরশ্মি পর্দার ফাঁক দিয়ে এসে ঘরের মেঝের মধ্যে আছড়ে পড়েছে।

মাথার নীচে হাত দিয়ে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় চিত হয়ে শুয়ে হেলেন ধূমপান করছে। ওর মাথার মসৃন তামাটে লাল কেশ রাশিতে বালিশ ঢেকে গেছে। আমি ঘরে ঢুকতেই ও আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

নীরবে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানাতে ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি, রাগ কমেছে তো?'

'চিঠিটা কোথায় রেখেছো?' আমার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করলো।

'সেলফ ডিপোজিট-লকারে জমা করে দিলাম। ওটার সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। শোনো, মন থেকে ওই চিঠিটার কথা মুছে ফেলো।

ধরো আমরাই এখন সাড়ে সাত লাখ ডলারের মালিক। সুতরাং এসময়ে নিজেদের মধ্যে কোন্দল না করাই ভালো, কি বলো?

কোনোরকম উত্তর না দিয়ে হেলেন মুখ ঘুরিয়ে বসলো। তার দীঘল মসৃণ পা দুটো চঞ্চলভাবে চাদরের নীচে নড়ে উঠলো।

আমি বলতে লাগলাম, 'অনেক তো সময় পেয়েছো, বলো, কি করবে ঠিক করলে? টাকা পেতে চাও, না চাও না?'

'কি উপায় করবে।'

'তা এখনো ঠিক করিনি। তাছাড়া তোমার মতামতেরও তো দরকার আছে। তুমি যদি টাকা পেতে উৎসাহী না হও, তাহলে খামাকা কেন ঝামেলার মধ্যে যাই?

তবে এটা আশা করছি, যে পথই নিই না কেন, তা আমাদের উদ্দেশ্য সফল করবে। অন্ততঃ নিজের উপর একটু বিশ্বাস আমি রাখতে পারি। তা বলো, তুমি কি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে?

হেলেন মাথা হেলিয়ে জানালো, 'হ্যাঁ, আমি তোমার কাজে সহযোগিতা করব।'

আনন্দে ওকে চুম্বন করলাম। ও কোনোরকম আপত্তি জানালো না, তবে শূন্যদৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। দূর বাবাঃ ঠাণ্ডা নিয়ে কি খেলা করতে ইচ্ছা করে! এই ঠাণ্ডা শীতল হেলেনকে চুমু খেয়ে বিরক্ত হয়েই বোধহয় ডেস্টার মদের নেশায় গা ভাসিয়েছে।

কিন্তু ডেস্টারের মতো আমি অতো ছাড়নেওয়ালা পার্টি নই! আমাকে যদি সেরকম বোকা বানাতে চায় তাহলে হেলেনকে অনেক মাল কড়ি খসাতে হবে।

বলে উঠলাম, 'কি হলো, একদম যে ঠাণ্ডায় জমে রয়েছো?'

অপলক দৃষ্টিতে হেলেন আমার দিকে চেয়ে রইলো। ডেস্টার মরা শরীরকে ভালবাসা নিয়ে যা বলেছিলো, আমার মনে পড়ে গেলো। বা বাবাঃ, এ আবার কি ধরণের মেয়েছেলেরে, এর মধ্যে যে কোনো উষ্ণতারই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

বললাম, শোনো আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে টাকা-পয়সা। আর এই টাকা জোগাড় করতে হবে তোমার গয়না-গাটি বিক্রী করে অথবা ডেস্টারের বিক্রী করার মতো কোনো জিনিস বিক্রী করে।'

টাকা পয়সার নাম শুনেই হেলেনের চৈতন্য ফিরে এলো। বললো, 'এ ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারছি না।'

'বোকার মতো কথা বোলনা! টাকা ছাড়া কি এসব কাজ করা যায়। প্রায় দু-হাজারের মতো টাকা আমিই না হয় দেবো, কিন্তু তোমাকেও তো কিছু দিতে হবে। আমি আজই সানফ্রান্সিসকো গিয়ে ক্যাডিলাক খানা বেচে আসবো।'

'সাবধান, ও গাড়িতে হাত দেবার চেষ্টা করবে না, ওটা আমার।' হেলেন রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলো।

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। একলাফে বিছানা থেকে উঠে দাবড়ানি দিলাম, 'খোলাখুলি না বললে কিছুই বুঝি বুঝতে পারছো না? আজ শনিবার, কাল রবিবার হবে। এই দুদিন ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ডেস্টারের পাওনাদারেরা সোমবার যেই শুনতে পাবে ও বেকার হয়ে গেছে, অমনি সুড়সুড় করে এসে দরজার সামনে ভীড় বাড়াবে।

তখন কি করা যাবে, তাদের সামনে কি খালি হাতে দাঁড়াবে? ডেস্টার দেউলিয়া হয়নি, একথা যদি প্রমান করাতে চাও তাহলে সেই সব লোক গণ্ডগোল বাধাতে পারে তাদের তো অন্ততঃ কিছু দিতে হবে।

তারা বুঝবে, কমার্শিয়াল টেলিভিশন ডেস্টারকে চাকরী দিতে সম্মত, দারুন চাকরি, মোটা অঙ্কের মাইনে। এতো মাইনে টেলিভিসনে কেউ কখনো পায়নি; সেসব ব্যাপারে মিটমাট করার জন্যেই সে নিউইয়র্ক গেছে, আর এখানকার বিষয়-সম্পত্তি দেনাপাওনার দায়িত্ব বহাল হয়েছে আমার ওপর।

ধরে নাও, আজ থেকেই আমি হলাম ডেস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারি। যে সব লোকেরা আমার হাত থেকে টাকা পাবে তারা সবাই আমার এ গল্পটা শুনে যাবে। আমাদের ভাগ্য যদি ভালো হয়, তবে আশা করছি যে দু-একজন টাকার সাথে গল্পটাও গ্রহণ করবে, তারা আমার কাছ থেকে গিয়েই গল্পটা প্রচার করে দেবে এবং তখন হয়তো বাকী পাওনাদারেরা এসে আর হামলা করবে না।'

চোখ পাকিয়ে হেলেন বললো, 'তোমার এই গল্পকে কেউই সত্যি বলে মনে করবে না।'

'নিশ্চয়ই করবে। এসব আমার দক্ষতা তোমার অজানা। দালালীই আগে আমার পেট ভরিয়েছে, শালার মন লাগলে, ময়রাকেও মিষ্টি বেচতে পারি।'

কিন্তু পকেট যদি গড়ের মাঠ হয়, তাহলে এসব সম্ভব নয়। দু-একজন পাওনাদারকে টাকা দিয়ে গল্প পাতলেই বাকী সব ধার বন্ধ না করার জন্য আমার কাছে অনুরোধ জানাবে। লোক চুষার কাজে এরা যে খুবই পটু, তা আমার অজানা নয়।

এমন জাঁকিয়ে গল্প শুরু করব, মনে করবে, টাকা শোধ নিলেই ডেস্টার আর কোনোদিনও তাদের কাছে হাত পাতবে না।

হাতে হাজার ছয়েকের মতো টাকা থাকলে তবেই এসব কাজে নামা যায়। ক্যাডিলাকটা বেচে দিলে অন্ততঃ পক্ষে হাজার আড়াই হাতে আসবে, আমি দু হাজার দেবো। এরপর, তুমি বাকীটা দিলেই হয়ে যায়।

'তুমি যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাও?' মেঝেতে পা রেখে দাঁড়িয়ে হেলেন তীক্ষ্ণ চোখে বলল।

'পালাবো কেন?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি অতো বোকা নই যে সাড়ে সাত লাখ ডলারের ভাগীদার হওয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে তোমার ঐ সামান্য গয়না নিয়ে যাব।'

এসব গ্যাস দেওয়ার পর বাছাধন কিছু খসালো। তার গয়না নেওয়ার সময় মনে হল ও যেন বুকের পাঁজর খুলে দিচ্ছে! ভালো ভালো গয়নাই সে দিলো। এর থেকে হাজার তিনেক আসতে পারে।

তখন সকাল সাতটা। আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দিনটা ছিল রবিবার। সানফ্রান্সিসকো এখান থেকে শ' চারেক মাইল দূরে অবস্থিত।

লস এঞ্জলসে গাড়ি বিক্রী করা সম্ভব নয়। কারণ তাহলেই কানা ঘুসো আরম্ভ হবে, ডেস্টার কেটে পড়ার ব্যবস্থা করছে। এর চেয়ে বরং গাড়ি নিয়ে সানফ্রান্সিসকো যাওয়াই ভালো।

দারুণ গাড়ি এই ক্যাডিলাক। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে প্রায় দু ঘণ্টার মতো দ্রুত গতিতে গাড়ি চালালাম। তারপর রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই গতি কমাতে হলো।

দিনের আলো যাই যাই করছে সে সময়ে আমি সানফ্রান্সিসকোয় গিয়ে হাজির হলাম। পুরনো গাড়ি কেনা বেচার কয়েকটা দোকান ঘুরে অবশেষে একটা দোকানে মন মতো দাম মিললো। ক্যাডিলাক-খানা বেচতে গিয়ে এতো সময় অতিবাহিত করে ফেললাম, অধিকাংশ সোনা রুপোর দোকানই সে সময়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

অনেক খোঁজ খবর নেওয়ার পর একটা দোকান বের করলাম—যেখানে জিনিসপত্র বন্ধক রাখা হয়। সেই দোকানে গয়না বন্ধক রাখার পর দোকানদার আমাকে মাত্র পনেরোশো ডলার দিলো।

আমি যা আশা করেছিলাম তার অর্দ্ধেকও আমার হাতে এলো না। তবে একটুই ভরসা যে পরে গয়নাগুলো পেতে পারবো।

আমার দু হাজার সমেত সমস্ত টাকা যোগ করে দেখলাম, মোট পাঁচ হাজার ছশো ডলার হয়েছে। কাজ আরম্ভ করার আগে আরো কিছু যদি হাতে আসতো তবে সুবিধাই হতো, কিন্তু এতো কম সময়ে কি আর অতো কিছু সম্ভব।

সৌভাগ্যই বলতে হবে। আধ ঘণ্টা পর লস এঞ্জেলসে ফেরার হাওয়াই জাহাজ মিললো।

প্লেনে লস এঞ্জেলসে এসে ল্যাণ্ড করতেই প্লেন থেকে নেমে ট্যাক্সি ধরে একেবারে বাড়িতে চলে এলাম। হলের ঘড়ি ঢং ঢং শব্দে জানিয়ে দিলো, নটা বাজে।

হয়তো হেলেন এখন বসার ঘরে রয়েছে, এই মনে করে সে ঘরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোথায় হেলেন! তার টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না।

হেলেনের পরিবর্তে দেখলাম সেখানে একটা বেঁটে মোটা বেঢপ চেহারার লোক আয়েস করে চেয়ারে বসে ধূমপান করছে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হবে, মস্ত বড়ো এক ভুঁড়ি, যেন পেটের উপরে একটা বড় জালা রাখা হয়েছে।

লোকটার পরনে ছিল মূল্যবান স্যুট, বাটিকের কালো টাইয়ের ওপর মুক্তোর পিন আর পায়ে ফরমাশী জুতো।

এ ব্যাটা নিশ্চয়ই ডেস্টারের পাওনাদার। আমাকে দেখা মাত্রই লোকটা এক গাল হেসে ফেললো। তার দাঁতগুলো চিকচিক করে উঠলো। লোকটার ব্যবহারে মনে হল আমি যেন তার পুরনো বন্ধু!

কিন্তু এ শর্মা, হাসি দেখে অতো গলে যায় না! প্রশ্নবোধক ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'মিঃ ডেস্টারের আসার অপেক্ষায় আছি ; মিসেস ডেস্টার জানালেন উনি এক্ষুনি আসবেন....'

'মিঃ ডেস্টার দিন কয়েকের জন্য বাইরে গেছেন। আমি ওনার প্রাইভেট সেক্রেটারী—নাম গ্লিন ন্যাশ। ওনার অনুপস্থিতিতে বাড়ির

সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত। আপনার কি কাজে আমি লাগতে পারি বলুন?'

আলু মার্কা লোকটা মুখ কুঁচকে বললো, 'কিন্তু মিঃ ডেস্টারের সঙ্গে দেখা করার যে ভীষণ দরকার ছিল।'

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এখন তো আর দেখা হবে না! আপনি বরং নাম ঠিকানা রেখে যান, মিঃ ডেস্টার বাড়ি এলে আমি তাঁকে দিয়ে দেবো।'

উনি তো বুধবার ফিরছেন তাই না?'

'সঠিক কিছু বলে যাননি। উনি এখন ভীষণ ব্যস্ত আছেন। এই তো একটু আগেই আমি তাকে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্কের প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে এলাম।

বুধবার এলে ওনার দেখা পেতেও পারেন, আবার না-ও পেতে পারেন। আসলে ওনার আসার কোনো ঠিক নেই।

'মিঃ ডেস্টার তাহলে নিউইয়র্কে আছেন?' বড় বড় চোখ করে বললো, 'আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম তো! আপনি আমায় চেনেন না। আমার নাম হ্যামারস্টক।' আবার দাঁত বের করে হেসে উঠলো, 'হ্যামারষ্টক এণ্ড জাড্ এ অঞ্চলের নামকরা মদের দোকান। সেই দোকান থেকে ডেস্টার বাকীতে কিছু মদ কেনে, আমি সেই হিসাবটাই সঙ্গে এনেছিলাম।

হিসেব! আমি যেন চমকে উঠলাম, 'কেন, হিসেবের মধ্যে আবার কি ঝামেলা পাকালো?'

'না, আসলে, অনেকদিন হল হিসেবটা পড়ে রয়েছে কিনা…' হ্যামারস্টক পকেটে হাত ঢোকালো, 'এ ব্যাপারে মিঃ ডেস্টারকে আমি বহু চিঠি দিই, কিন্তু—

লোকটাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, উনি অত্যন্ত ব্যস্ত। এইসব সামান্য হিসেব নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় ওনার নেই। যাকগে, কি ব্যাপার বলুন। টাকা পয়সার খুব প্রয়োজন বুঝি?'

লোকটা ঘাড় চুলকালো, 'না, মানে তেমন কিছু নয়....মানে—'

'মানে বাড়িতে এসে বলার প্রয়োজন আছে, এই তো! তা বলুন, আপনি কত টাকা পাবেন, মিঃ ডেস্টার বাড়ি এলেই যত শীঘ্র সম্ভব আপনার চেকটা দিয়ে দেবো।

মিঃ ডেস্টার একটা নতুন চাকরীর ব্যাপারে খুবই ছোটাছুটি করছেন। উনি ভীষণ ব্যস্ত থাকায়, এদিকের সব কিছু দায় দায়িত্ব আমিই পালন করছি।

'মি ডেস্টার নতুন চাকরি নিতে যাচ্ছেন? হ্যামারস্টকের গলার স্বরের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল।

'সেরকমই তো শুনলাম। প্যাসফিক ছেড়ে দেওয়ার পর সবাই ওকে চাকরি দিতে চাইছে। তা দিতে চাইবে নাই বা কেন! হলিউডে ওই তো সবচেয়ে নামকরা সিনেমা করনেওলা, তাই না?

এই একই ব্যাপার ঘটছে কমারশিয়াল টেলিভিশনে। উনি যাবার পর অন্যান্য সব লোকেরা একেবারে চুপ মেরে গেছে। একটু অপেক্ষা করুন, চুক্তিটা একবার পাকা হয়ে যাক, তখন খালি একবার অবস্থাটা দেখবেন।'

'মিঃ ডেস্টার কমার্শিয়াল টেলিভিশনে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওসব সংক্রান্ত আলোচনা থাক। এবার বলুন, আপনি কতো পাবেন?'

'চার হাজার ডলার।'

অ্যাঁ, সেকি কথা! চার হাজার! এতো টাকার মাল খেয়ে কি কেউ বেচে থাকতে পারে!

হ্যামারস্টক হিসেবের কাগজ হাতড়াতে হাতড়াতে বললো, 'আসলে অনেকদিন থেকে বাকী রেখেছেন কিনা।'

'ঠিক আছে, আপনি ওটা টেবিলের ওপর রাখুন, মালিক বাড়ি এলেই আমি আপনার কথা বলব।'

চুলের মধ্যে আঙুল চালনা করে আমি হাসলাম, 'তবে একটা কথা,

আপনি এই যে বাড়ি এসে টাকার তাগাদা দিয়ে গেলেন, এতে হয়তো ডেস্টার ক্রুদ্ধ হবেন।

এইসব হোমড়া চোমড়া লোকদের খেয়ালের তো আর ঠিক নেই ; সামান্য একটু ভুল করলেই বাবুদের মেজাজ চড়ে যায়। সমস্ত পাওনা মিটিয়ে নিয়ে শেষবারের মতো এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হোক এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না ? কি ঠিক বললাম তো ?

আমার কথা শুনে লোকটি হতবাক হয়ে গেল ! সে মুখ খোলার আগেই মুখ খুললাম, আসলে ব্যাপারটা কি, মিঃ ডেস্টার যে চাকরিটা করবেন, তার মূল উদ্দেশ্য হলো হলিউডেই একটা টেলিভিশন স্টুডিও খোলা।

এই কথাটা একমাত্র আপনাকেই বললাম। আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যেন না জানতে পারে।

সিনেমা লাইনের কিছু নামকরা কোম্পানি শেয়ারে এখানকার একটা বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানির স্টুডিওগুলো কিনে নেবে। মিঃ ডেস্টারের উপর একাজের দায়িত্ব পড়েছে।

কেনাকাটার কাজ প্রায় শেষ, এখন শুধু কাজ আরম্ভ করার অপেক্ষাতেই রয়েছে।

এইসব কাজকর্মে মিঃ ডেস্টারকে আগের চাইতে দ্বিগুন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, ফলে মদ আসার পরিমাণটাও বেড়ে যাবে। এসময়ে আপনি যদি পাওনাটাকা নিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে চান তাহলে নতুন দোকান—'

'না না, আবার নতুন দোকানের দরকার কি ! আমিই তো রয়েছি ...' হ্যামারস্টক ঢোক গিলে হিসাবের পাততাড়ি গুটিয়ে পকেটে রাখলো। 'আচ্ছা টাকা না হয় পরেই দেবেন' এখন তো তেমন কোনো প্রয়োজন নেই।

অনেক দিন হয়েগেছে তাই মিঃ ডেস্টারের সঙ্গে একটু দেখা, করতে এসেছিলাম...আর তাই ভাবলাম ..ছিঃ. মিঃ ডেস্টার বলে কথা।

ওনাকে বাকী দেওয়া মানে টাকা জমিয়ে রাখা। হেঁ হেঁ, এসব কোনো ব্যাপারই নয়···আচ্ছা, আমার একটু তাড়া আছে, আমাদের কথোপকথন উনার কানে যেন আবার না যায়।'

হ্যামারস্টক বাড়ি ছাড়ায়, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। মনে মনে খুব আনন্দ হোল। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হেলেন আমায় লক্ষ্য করল। আমার পিঠ তখন বন্ধ দরজার গায়ে।

উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে মুখে হাসির ছোঁয়া লাগিয়ে হেলেন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো।

জিজ্ঞাসা করলো, 'আপদ বিদায় হলো তাহলে ?' হল পার হয়ে আমার নিকটে আসার সময়ে হেলেন বললো, 'সেদিন অতো বড় বড় কথা বলছিলে তাই হ্যামারস্টককে বসিয়ে রেখে একবার যাচাই করতে চাইলাম। দেখি, তুমি ওকে তাড়াতে পারো কিনা! তা কোনো কাজ হয়েছে ?'

হেসে উত্তর দিলাম, 'কাজ হাসিল হয়েছে কিনা সেটাতো শুনতেই পেলে। লোকটা তো টাকা নিলোই না বরং আমরা যাতে নতুন দোকানে না যাই সেজন্য কেবল পায়ে ধরতে বাকি রইলো ?'

হেলেন হাসলো, 'অন্যরা কিন্তু এতো বোকা নয়।'

ঠিক আছে তারা এলেই দেখা যাবে। চলো বসার ঘরে যাই, তোমাকে কিছু কথা বলবো।'

বসার ঘরের দিকে যাওয়ার সময় হেলেন বললো, 'টাকা পেয়েছো ?'

'পেয়েছি। আমাদের হাতে এখন পাঁচ হাজার ছশো ডলার রয়েছে, এতে কিন্তু কিছুই হবে না। তবু চিন্তা কোরো না, ওতেই কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নেবো।'

বসার ঘরে এসে বারের থেকে দু গ্লাস হুইস্কি ঢাললাম, একটা গ্লাস হেলেনের জন্য অপরটি আমার। দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

'হ্যাঁ, শোনো—' গ্লাসে ঠোঁট লাগালাম, 'তোমার মানসিক শক্তি আছে তো?'

হেলেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা জেনে কোন কাজে লাগবে?'

'না, এই আর কি,' আমি সামান্য হাসলাম, 'আসলে অনেক বিপদের সামনে দিয়ে এগোতে হবে কিনা তাই। ডেস্টারের দেহটা ফ্রিজ থেকে বের করে দূরে কোথাও রেখে আসলেই পুলিশের নজর বন্দী হবে।

ওরা দলে দলে তোমার বাড়িতে আসবে, হাজার প্রশ্ন করে তোমাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে। সে সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদ এড়িয়ে চলতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ পারবো।' হেলেন মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'ও ব্যাপারে তোমাকে কোনো চিন্তাই করতে হবে না।'

না, চিন্তা করার কি আছে। তোমাকে একটু সজাগ করে দিলাম। তাছাড়া ডেস্টারের চিঠি থাকতে কোনো বিপদই আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর রূপে দাঁড়াতে পারবে না। এবার বলতো, তোমার স্বামীর প্রিয় বন্ধু ক'জন।

'একজনও নয়। এক সময়ে অনেক বন্ধুরই এ বাড়িতে পদধূলি পড়তো কিন্তু ও মদ ধরায় তারা একে একে কেটে পড়ে।'

'আত্মীয়-স্বজন?'

'ত্রিসীমানায় কেউ নেই।'

'কিন্তু বার্নেট?'

সে তো একজন উকিল। খুব কমই তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতো। তাদের সমস্ত কাজকর্ম হতো চিঠির মাধ্যমে অথবা ফোনে।

ওঃ কথাগুলো অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হলো। তাই বললাম, চিন্তা ভাবনা করে কথা বলো। এই হ্যামারস্টক কিন্তু ফিরে গিয়েই ডেস্টারের নতুন চাকরীর খবরটা চারিপাশে ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেবে।

কথাটা বার্নেটের কানে গেলে, ও তো কথাটার সত্যতা প্রমাণ করতে চাইবে।'

সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়লো হেলেন, 'ঠিক বলেছো। বার্নেট হয়তো জানতে চাইবে আর্ল কোথায় গেছে।'

'তার উত্তর আমার ঠোঁটের ডগায়। আচ্ছা, বার্নেটের সঙ্গে তোমার কি রকম সম্পর্ক রয়েছে?'

মৃদু হেসে উত্তর দিলো, 'বার্নেট আমার গুণগ্রাহী বন্ধু।'

বটেই তো! সে তুমি না বললেও বুঝতাম। মুখে বললাম, বেশ ভালো কথা। তাহলে সোমবার দিনই তোমার বাড়িতে তাকে আসার জন্য ফোন করো।

বার্নেট তোমার বাড়িতে এলে, তুমি ওকে বোঝাবে, অত্যধিক পরিমাণে মদ্য পান করার ফলে ডেস্টার তড়কা রোগে আক্রান্ত হয়, তুমি ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়েছো।

আর বলবে, 'আর্লের টেলিভিশনে যাওয়া সংক্রান্ত যেসব খবর বেরিয়েছে তা ডাহা মিথ্যে, ওর পাওনাদারদের বোকা বানাবার জন্য তুমি এই ফন্দিটা নিয়েছ।

যে কোনো এক সময়ে আর্ল সুস্থ হয়ে উঠবে এবং তার পাওনাদারের টাকা কড়ায় গণ্ডায় মেটাবে. সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত আছো। এইসব বিচার করেই তুমি তার স্যানাটোরিয়ামে থাকার কথাটা লুকিয়ে রাখতে চাও।'

মনযোগ সহকারে কথাগুলো শুনে হেলেন বললো, বার্নেট জানতে চাইবে, আর্ল কোন স্যানিটোরিয়ামে রয়েছে।'

'এটা কোনো সমস্যাই নয়। সান্টা বারবরার ওদিকে স্রেফ এ ধরণের রুগী রাখার জন্য একটা স্যানাটেরিয়াম রয়েছে। সেটার নাম ঠিক জানি না তবে টেলিফোন গাইডে পেতে পারি।'

'বার্নেট যদি সেখানে আর্লের খোঁজ নেয়?'

'ওঃ, তুমি এতো বেশী চিন্তা করো না, কি আর বলবো। খোঁজ

নেবার কোনো সুযোগই বার্নেট পাবে না। প্রথমে বার্নেটকে তুমি হাতে আনো। ওর মতিগতি লক্ষ্য করো, সব কিছু শোনার পর বার্নেট যদি আর্লের ব্যাপারে উৎসাহ না দেখায় তাহলে আমরা সেই বুঝেই ফাঁদ পাতবো।

তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা তুলবে। বলবে, আমি আর্লের প্রিয় পাত্র প্রথমে ড্রাইভারের পদে নিযুক্ত হলেও এখন আমি বাড়ির ট্যাক্‌শো দেওয়া থেকে শুরু করে পাওনাদারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। তারপর আমাকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে, তাই না হয় হবে।' একটু দ্বিধা করে অবশেষে রাজী হয় হেলেন, 'তাহলে সোমবারই বার্নেট আসছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর শোনো বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য একটা ঝিয়ের প্রয়োজন। পঁয়তিরিশ নম্বর রাস্তার থেকে তুমি কি জোগাড় করতে পারবে।'

হেলেন ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'ঝি কোন কাজে লাগবে শুনি? আমিই তো বাড়ির সব কাজকর্ম সামলাচ্ছি।'

'আমি না সেসব বুঝলাম। কিন্তু এই মস্ত বাড়িতে আমরা মাত্র দু'টি প্রাণী থাকি—পুলিসের লোক কি ভাববে বলতো? তবে কি আমরা দুজনকে দুজনে খুব ভালোবাসি!

হয়তো ভাববে, ফাঁকা বাড়িতে আমরা বেশ আনন্দেই আছি! পুলিশ যাতে এসব না ভাবে আমি সে চেষ্টাই করতে চাই।

এজন্যই আমি ঝিয়ের কথা তুললাম। পুলিস এসে দেখবে, তুমি ঝি আর ডেস্টারকে নিয়ে এ বাড়িতে থাকো আর আমি হতভাগা গ্যারেজের ওপরের ঘরটাতে একলা পড়ে থাকি।

তোমার সঙ্গে আমার প্রেমতো দূরের কথা, একটু কথা বলারও সুযোগ আমার নেই। ব্যস্, তাদের এ ধারণা হলেই আমরা বাচুয়া।'

হেলেন মাথা নাড়লো, 'আমার বাপু এসব পছন্দ নয়, এতে ঝামেলা

বাড়বে বই কমবে না। শেষকালে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।'

'এক নম্বর বুদ্ধু!' আমি হেসে বললাম, আমি কি সেসব চিন্তা ভাবনা না করেই ডুম করে একথা বলছি? সে আসামাত্রই তুমি তাকে জানাবে, বাড়ির কর্তা অসুস্থ, দু'তিন দিনের মধ্যেই তুমি তাকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাবে; কিন্তু তার আগে যেন তাকে বিরক্ত করা না হয়।

সত্যিই একদিন ডেস্টার যাবে আর মেয়েটা হাঁ করে সেই দৃশ্য দেখবে।'

'মেয়েটা দেখবে।'

'হ্যাঁ। সে দেখবে ডেস্টারের জামা কাপড় পরা একটা লোক অর্থাৎ ন্যাশ নামক নরাধম, দুর্বল অবস্থায় সিঁড়ির ধাপে পা ফেলছে—তুমি আমায় ধরে থাকবে; সেই সময়ে আলোটা অতো জোরালো থাকবে না—আমি কায়দা করে আগেই তার ব্যবস্থা করে রাখবো। ব্যস্ ও বেটির সাধ্য নেই আমাকে ধরে অথচ আমাদের সাক্ষীও তৈরী হয়ে যাচ্ছে!

প্রয়োজন মতো সেই সব সাক্ষ্য দেবে। সে তো আর ডেস্টারকে কোনো দিন দেখেনি, সুতরাং স্বীকার না করার কিছুই নেই।'

'কিন্তু···কাজটা কি ভালো হবে

সব কথাতেই বাগড়া দেওয়ার ফলে আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, ধমক দিয়ে বললাম, 'মেলা ফ্যাচফ্যাচ করো না! যা বলছি সেই অনুযায়ী কাজ করে যাও। কালকেই একটা ঝি জোগাড় করবে।'

'কি যে আবোল তাবোল বকছো তার ঠিক ঠিকানা নেই।' হেলেন চিন্তায় পড়লো, 'বাড়িতে যদি একটা বাইরের লোক থাকে তাহলে কিভাবে ডেস্টারের লাস বের করবে?'

'সে বিষয়ে পরে চিন্তা করা যাবে।'

'আচমকা যদি মেয়েটা ফ্রিজ খোলে?'

'আচ্ছা খুঁত খুঁতে মেয়েতো!' বললাম, 'যাতে না খোলে, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই ইতি, আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। যাই, শুতে যাই।'

'এ বাড়িতে শোবে না?

'না।'

'এ বাড়িতে আমি একা থাকবো?'

দরজার দিকে যেতে যেতে বললাম, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই, জ্বালাতন করার জন্য মাঝরাতে ডেস্টার আসবে না।'

গ্যারেজ ঘরে গিয়ে পাজামা পরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

সবে কাজের শুরু, এখনো আসল কাজ কিছুই হয়নি। একের পর এক কাজ করতে হবে। প্রথমেই, একটা সুন্দর অথচ নিখুঁত খুনের ছক বানাতে হবে। এমনভাবে ছক বানাতে হবে যাতে আমি অথবা হেলেন কেউই পুলিসের সন্দেহের চোখে না পড়ি।

শুধু নিজের বাঁচার কথা ভাবলে চলবে না—হেলেনকেও বাঁচাতে হবে, যা শয়তান মেয়ে, ওর কোনো বিপদ হলে হয়তো তার মধ্যে আমাকেও জড়িয়ে দেবে!

কিন্তু কোন্ পরিকল্পনা গ্রহণ করবো? কোন পথে আমরা ভালো ভাবে এগোতে পারবো? ডেস্টারের মৃতদেহটা ফ্রিজ থেকে বের করে, তারপর ·?

*　　　　*　　　　*

পরদিন ও বাড়িতে যেতে আমার নটা হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি, হেলেন দোতলার বারান্দায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হেলেন রাতের পোশাক পরে ছিল। তার গায়ে জড়ানো রয়েছে লাল টুকটকে চুমকি বসানো চাদর। দারুণ দেখতে লাগছে ওকে।

আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। ওর সঙ্গে একটু রঙ্গ তামাশা

করার ইচ্ছা হলো; কিন্তু কাজের কথা ভেবে নিজেকে সংযত করলাম।

বললাম, 'তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্‌টে নাও, অনেক কাজ বাকী।'

কথা শেষ করেই ওপরে ডেস্টারের ঘরে ঢুকে স্টুডিও থেকে আনা হুইস্কির বোতলগুলো আলমারির মাথা থেকে নামিয়ে দুটো স্যুটকেশের মধ্যে আমি ভরে ফেললাম।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেলেন ভুরু কেঁচকালো, 'ওগুলো দিয়ে কি করবে?'

'তোমার ঐ আট ফুট লম্বা হিমানি ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করবো।'

'তার মানে!'

'তেমন কিছুই নয়, শুধু বিনা তালায় ডালা বন্ধ রাখা এই আর কি!'

'স্পষ্ট করে বলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না?'

'এসব কাজেই তো গ্লিন হ্যাশ বিখ্যাত! শোন, ফ্রিজটা তো তোমার তেরছা ভাবে রাখা তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর ফ্রিজের পাল্লাটা মাথার ওপরে রয়েছে। ওটাকে টেনে তুললেই ফ্রিজের ভেতরটা দেখা যায়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু....'

'আর কোনো কিন্তু নয়, এবার ফ্রিজের মাথায় বোতলগুলো চাপিয়ে দাও ব্যস্, তোমার ফ্রিজের পাল্লা বন্ধ।'

'বোতল সরাতে তেমন কোনো কষ্টই হবে না?'

'তা অবশ্য সত্যি কথা, তবে মনে যদি সন্দেহ না থাকে তাহলে কেউ এ কাজ করতে যাবে না। মেয়েটাকে বলবে, ফ্রিজটা ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। তখন নিশ্চয়ই বোতল সরিয়ে মেয়েটা তোমার কথার সত্যতা যাচাই করতে যাবে না!'

'এতো ঝামেলার কি দরকার। তালা দিলেই তো আর কোনো ঝামেলা হয় না।'

'একেই বলে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি। আরে বাবা, তালা দিলেই তো মেয়েটার মনে কৌতুহল জাগবে! খালি ফ্রিজে নিশ্চয়ই কেউ তালা লাগায় না?'

বোতলগুলোকে রান্নাঘর পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসে আমি ফ্রিজের ছাদের উপর স্তরে স্তরে সাজাতে লাগলাম।

সেই সময়ে হেলেন আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার পরণে ছিল একটা সোয়েটার আর চাপা স্ল্যাক্‌স্।

ও ভালভাবে ফ্রিজের উপরে রাখা বোতলগুলো নিরীক্ষণ করলো। তার মুখের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম, সে আমার কাজে খুশীই হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলো, 'ফ্রিজের ভিতরটা দেখছো?'

'হঁ্যা দেখেছি ডেস্টার ভালোই আছে। ওর জন্য চিন্তা করতে হবে না।'

'হাতে এখনো অনেক কাজ চলো চটপট সেগুলো সেরে ফেলি, কাজ করার মেয়েটি এসে যেন এ বাড়িকে অগোছোল মনে না করে।'

সারা দুপুর ধরে দুজনে কাজ করলাম। ঘরদোর ধোয়া পোছা করে, ঝকঝকে তকতকে করে সমস্ত জিনিস ঠিকঠাক জায়গায় গুছিয়ে রাখলাম। তারপর বাগানে গিয়ে এক গোছা ফুল এনে হেলেনের হাতে দিয়ে বললাম, 'নাও ওগুলোকে সাজিয়ে রাখো, আমি একটু বাইরে বেরুবো।

আর শোনো, তোমার কাজ শেষ হলে ফোন করে কাজের মেয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। দোতলার বাঁদিকের শেষ ঘরটায় মেয়েটাকে থাকতে দেবে।

তাহলে গ্যারেজ ঘর ওর চোখের আড়ালে থাকবে। আর তোমার

বন দেখতে পেলাম। তার আশেপাশে গোটা দুই তিন কুঁড়ে ঘর রয়েছে,আর কুড়ি বিঘের মতো চষা জমি।

এই জমির মধ্যে পাইন আর ফারের চারার চাষ হচ্ছে। আমি বুইকটা থামিয়ে নেমে পড়লাম ; তারপর তারকাঁটার গেট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে এলাম।

নাঃ, চারপাশে কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই, সব ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ঘরের ভিতর কি আছে সেটা দেখার জন্য জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারতেই দেখি একটায় কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে ও বাকী দুটোয় অফিস ঘর।

হয়তো আজ রবিবার, তাই এখানে কোনো মানুষের দেখা মিললো না। সপ্তাহের আর বাকীদিনগুলোয় পরিশ্রমরত জনমজুরদের কোলাহলে চারিপাশে নিশ্চয়ই একটা সজীবতা ফিরে আসে।

জায়গাটা আমার ভীষণ পছন্দসই হলো। ঠিক এই রকমেই একটা জায়গা আমি খুঁজছিলাম।

যাক্, তাহলে শেষরক্ষা হবে বলেই মনে হচ্ছে। এই সরকারী বনটা আমার খুব প্রয়োজনে আসবে।

সোজা বাড়ি চলে এসে গ্যারেজে গাড়ী তুলে রাখলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি—রাত সাড়ে নটা বাজে।

বসবার ঘরের আলোটা তখনও জ্বলছিল। হেলেন এতো সময় একা একা কি করেছে কে জানে। ও কি একখানা ঝি জোগাড় করতে পেরেছে।

মাথার মধ্যে এইসব নানান চিন্তা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে ঝুলবারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম। তারপর বাইরের দরজাটা চাপ দিয়ে খুলে হলঘরে প্রবেশ করলাম।

নীরবে দাঁড়িয়ে কোনো কিছুর শব্দ পাওয়ার চেষ্টা করলাম—

খস্-স্—বইয়ের পাতা ওলটানোর শব্দ পাওয়া গেলো।

এক পা এক পা করে দু'পা এগিয়ে বসবার ঘরে উঁকি মারলাম।

দেখি, ঠিক আলোর নিচেই মাথা নীচু করে বই নিয়ে বসে রয়েছে একটা অচেনা মেয়ে।

তার গায়ের রং ময়লাই বলা চলে। তার আলুলায়িত কেশদাম কয়লার মতো কুচকুচে কালো। চুলগুলো এমন সুন্দর স্তরে স্তরে সাজানো, যেন ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ছে। কেশরাশির মধ্যে থেকে মাঝে মধ্যে বাদামী রংয়ের ঝিলিক দিচ্ছে।

মেয়েটার চেহারার মধ্যে একটা লালিত্যভাব রয়েছে। বয়সও খুব বেশী নয়--বড় জোর তেইশ চব্বিশ হবে।

আমার সাড়া পাওয়া মাত্রই মেয়েটি চোখ তুলে তাকালো।

আহা, চোখতো নয় যেন নীল সমুদ্র দেখলাম!

এ পর্যন্ত আমার জীবনে যে সব মেয়েরা এসেছে তারা সবাই বিভিন্ন ছাঁচে গড়া, তাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ধরণের।

মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় হয় তারা ন্যাকামো করে, নয় পাকামো করে, নয়তো একেবারে দারুণ হয়! এরা সব সবজান্তা হয় আবার বোধশক্তিসম্পন্না।

রাস্তা-ঘাটে চলা-ফেরা করার সময়ে এবং সিনেমা-থিয়েটার দেখার সময়ে অনেক সুন্দরী ও মনোরমা মহিলা দেখেছি। কিন্তু সেসব মেয়েরা আমার চিন্তার মধ্যে এসে ঘুর ঘুর করার সুযোগ পেত না।

চেয়ারে বই নিয়ে বসা এই সুশ্রী মেয়েটাকে দেখে আমার মনে হলো মেয়েটি বেশ ভদ্র এবং নম্র। মেয়েটার হাবভাব দেখেই আমি একথা বলছি না; তার পরনের জামাকাপড়, চুলের পরিপাটি সমস্ত কিছুই তাকে সভ্য-ভদ্র বলে পরিচিত করতে চাইছে।

'আচ্ছা, আপনি কি এ বাড়ীর কাজকর্ম করার জন্য নতুন এলেন?,' ঘরে প্রবেশ করে দু-পা এগিয়ে বারের কাছে গেলাম. 'মিসেস ডেস্টারের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনেছেন? আমার নাম গ্লিন ন্যাশ।'

'ও, আচ্ছা, তাহলে আপনিই মি' ন্যাশ?' হাতের বইটা

চেয়ারের মধ্যে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। 'আমার নাম মেরিয়ান টেম্পল।'

একটা হুইস্কির বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলে উঠলাম, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগলো। কি, হুইস্কি চলে নাকি, মিস টেম্পল?'

মৃদু হেসে জানালো, 'না, সে অভ্যেস নেই।'

মুক্তোর মতো দাঁতগুলো তার চকচক করে উঠলো; তার সরলতায় মনে হল সহজেই সে আমার সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে পারবে। তার মধ্যে কোনো রকম যৌবনের উচ্ছ্বাস দেখা গেল না; খুবই সহজ সরল নারী।

হুইস্কির গ্লাসে ঠোঁট ঠেকালাম। হুইস্কিতে গলা ভিজিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম. 'মিসেস ডেস্টারকে দেখছি না কেন?'

'উনি মিঃ ডেস্টারের সেবা করছেন।'

ওর কাছাকাছি চেয়ারটার মধ্যে বসে একটা সিগারেট ধরালাম, 'আমি এসে আপনাকে বেশ বিরক্ত করলাম তাই না? বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি! ওটা কি বই?'

একটা চেয়ারে বসে উত্তর দিলো, 'এই বইতে রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী লেখা রয়েছে। বইটা গিবনসের লেখা এবং এটা তৃতীয় খণ্ড। বইটা আপনার পড়া?'

গাম্ভীর্যভাব ফুটিয়ে উত্তর দিলাম, 'না পড়া হয়নি।' সামান্য বিরতির পর বললাম, 'এইসব কঠিন বই পড়তে আমার ভালো লাগে না; আমি সহজ ধরণেরই লেখা বই-ই বেশী পড়ি।

যেমন—স্ট্যানলি গার্ডনার, মিকি স্পিলেন বা ঐ ধরণের হাল্কা চালের সব বই'

মিস টেম্পল হেসে বলে উঠলো, 'আমিও এইসব বই পছন্দ করি। কিন্তু আগামী শীতে রোমে যাবার ইচ্ছা আছে, তাই ইতিহাসটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছি।'

'দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে হঠাৎ রোমে যাওয়ার কথা ভাবলেন কেন ?'

'শৈশব থেকেই আমি রোমে যাবার স্বপ্ন দেখি।'

'আমার তো মনে হয় আপনি প্যারিসে গেলেই বেশী খুশী হবেন। শুনেছি প্যারিসে নাকি মজার জায়গা।'

'না, রোমই আমার পছন্দ।'

এক ঢোকে গেলাস ফাঁকা করে সেই গেলাসটা গালে বোলাতে বোলাতে আমি মেয়েটার আপাদ মস্তক বিশেষভাবে দেখতে লাগলাম।

না:, একে ঠিক বাড়ির ঝি বলা যায় না! মনে হয় কোনো কলেজ গার্ল!

জানতে চাইলাম, 'ও:, রোমে যাওয়ার পয়সা জমানোর জন্যই বুঝি এ কাজটা নিয়েছেন ?'

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ, আমি আর্কিটেকচারের ছাত্রী। আমাদের শেষ পরীক্ষাটা হবে সামনের বছর। তাই মনে করলাম, এখন যদি এ কাজটা করি তাহলে হাতে কিছু টাকা পয়সা আসবে, লেখাপড়ার পয়সা জোগানো যাবে।'

ঘটনাটার ছাইভস্ম কিছুই আমি বুঝলাম না। হেলেন কি ভুল কাজ করেছে! এরকম শিক্ষিত বুদ্ধিমতী মেয়ের বদলে হাঁদাগঙ্গারাম একটা মেয়ে জোগাড় করতে পারলেই মনে হয় ভালো হতো!

মনের মধ্যে এইসব চিন্তার উদয় হলেও মুখে বললাম, মিসেস ডেস্টার কিন্তু সবসময়েই আপনাকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখবেন না।'

মাথা নাড়িয়ে হাসিমুখে মেয়েটি উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ ওনার ব্যবহারেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। উনি বেশ ভদ্র।'

'উনি যখন এঘরে থাকবেন না তখন আমাকে এঘরটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, এটাকে আর পরের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না।'

আরাম করে বসে বললাম, 'মিস্টার ডেস্টারের সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন ?'

হ্যাঁ। ওঁনার মুখের থেকে মিঃ ডেস্টারের অসুস্থতার খবর শুনে আমি বেশ মর্মাহত। মিঃ ডেস্টারের পরিচালিত সব ছবিই আমার দেখা। আমার মনে হয় তাঁর মতো পরিচালক হলিউডে আর একটাও নেই।'

'তা অবশ্য স্বীকার করতেই হয়। আচ্ছা, তাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য কি আপনার হয়েছে ?'

'না, একমাত্র ছবিতেই যা দেখেছি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন কেন ?'

'না, এমনিতেই জানতে চাইলাম। আসলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করার ফলে এখন ওঁর শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে, যে কেউ দেখলে তাকে হয়তো চিনতেই পারবে না। শরীরের বাঁধন নষ্ট হয়ে গেছে।

'মিসেস ডেস্টারের মুখ থেকে নিশ্চয়ই শুনেছেন, জায়গা খালি পেলেই ওঁকে স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করা হবে ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

চোরা চোখে একবার ওকে নিরীক্ষণ করলাম। আঃ, প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। কি অপূর্ব এই নারী। এই যে দু-সাত মিনিট ওর সঙ্গে কথা বলললাম, ইতিমধ্যে না দেখলাম কোনো দুষ্টুমিভরা চাউনি, না কোনো উন্মাদনা।

'আচ্ছা,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'এবার আসি যাই মিঃ ডেস্টারকে একবার দেখে আসি। গ্যারেজের ওপরের ঘরটায় আমি থাকি জানেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ, মিসেস ডেস্টারই আমায় সে কথা বলেছেন।' আমাদের চোখাচোখি হল, ওর গভীর নীল চোখে ভালো লাগার আমেজ।

'ইস্, আমি এসে নিশ্চয়ই আপনার পড়ার ক্ষতি করলাম।'

'আরে না, না, ক্ষতি আবার কিসের! বইটা ভীষণ কঠিন! মাঝে

মাঝে একটু বিশ্রামের দরকার।' ওর মুখে মৃদু হাসি। আমি দরজার দিকে পা বাড়াতেই, ও আবার পড়ায় মন দিলো।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওকে আর একবার দেখার জন্যে ঘাড় ঘোরালাম। হঠাৎ ওর আর হেলেনের মধ্যে পার্থক্য ফুলে উঠলো। হেলেন যেন হীরে আর মেয়েটা হল মুক্তো। চোখ ঝল্‌সানো হীরের মতো ঝকঝকে হেলেনের চেহারা ; আর মেয়েটার চেহারার মধ্যে রয়েছে মুক্তোর মতো শান্তভাব অথচ চোখে সওয়ার মতো জ্যোতি।

ও মুখ তুলতেই আবার আমাদের চোখাচোখি হল, লজ্জায় ওর মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো। ওর ওই রাঙা মুখ দেখে আমার যে কি অবস্থা হলো সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন! এই প্রথম আমি মেয়েদের লজ্জা-রাঙা মুখ দেখলাম। ওর দিকে চোখ পড়তেই সৌজন্যমূলক হাসি হাসলাম। তারপর ওর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে তিন চার সিঁড়ি টপকে কয়েক লাফে দোতালায় চলে এলাম।

*　　　　*　　　　*

হেলেন বিছানার ওপর বসে ধূমপান করছিল আর বিছানার ওপর ছড়ানো একগুচ্ছ পুরানো দলিল, চিঠি আর বিল ঘাঁটছিলো। আমার পদশব্দে ও মুখ তুলে তাকালো।

'কি ব্যাপার প্রেমপত্র বের করছো নাকি?' আমি রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলাম। ঘরে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

'কি হলো, তুমিই তো বলেছিলে, মেয়েটা ঘরে থাকাকালীন সময়ে আমারা একত্রে থাকবো না?'

হ্যাঁ, তা বলেছিলাম বটে। তবে রোমের ইতিহাস পড়া নিয়ে মেয়েটা এখন ব্যস্ত রয়েছে, আর আমি মিঃ ডেস্টারকে দেখতে এসেছি। তা তুমি এতো মনোযোগ সহকারে কি খুঁজছো?'

'কি আবার! আর্লের দেনার পরিমাণ খুঁজছিলাম।'

'হ্যামারস্টকের চার হাজার ডলার যেন বাদ না যায় বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, সবসুদ্ধ বাজারে ডেস্টারের দেনা হলো বাইশ হাজার। এছাড়া খুঁজে দেখলে যে কারো কতো হবে তার ঠিক নেই!'

'এর জন্য চিন্তা কোরোনা। ইনসিওরের টাকাটা হাতে এলেই সব ধার শোধ করা যাবে। ঋণ মুক্ত হওয়ার পরও আমাদের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকবে। যাকগে, এবার বলো সারাদিন কি করে কাটালে।'

'বার্নেটকে ফোন করেছিলাম; ও কাল বিকেল তিনটের সময় আসবে। তিন-চারজন লোক এসেছিল। মেরিয়ানকে এদের আগেই আগেই নিয়ে আসায়, ওই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবাইকে ভাগিয়েছি।'

'অ্যাঁ? মেরিয়ানকে ওদের সামনে পাঠিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলে দিলো, আর্ল বাইরে গেছে, আর আমি বাড়িতে নেই। হাজার প্রশ্ন করেও কাগজের লোকেরা ওর থেকে কোনো উত্তর পায়নি। আমি আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনেছিলাম। মেয়েটা বেশ বুদ্ধি রেখে কথা বলছিল।'

'তা, এরকম বুদ্ধিমতী মেয়ে রেখে তুমি ভালো কাজ করোনি। একেই শিক্ষিত মেয়ে, তার ওপর আবার চালাক চতুর।'

'তোমার ঐ ঝি চাকরদের আড্ডায় একমাত্র মেরিয়ানকেই পাওয়া গেল, তাছাড়া আর কেউই ছিল না। আমার মনে হয়, মেয়েটা তেমন কোনো ঝামেলা পাকাবে না। কারণ, ও বেশ সরল সাদাসিধে।'

একটা আরামকেদারা টেনে নিয়ে এসে বললাম, 'স্যানাটেরিয়ামে খোঁজ নিয়েছো?'

'হ্যাঁ। ওরা বলছে যে কোনো সময়ে রোগী নেবে। পরে ফোন করে খবর পাঠাবো, বলেছি।'

'ফোনে জানাবে পরের রবিবার রাত এগারোটার সময় তুমি রুগী নিয়ে যাবে।'

হেলেন আঁতকে উঠলো, 'বড্ডো দেরী হয়ে যাচ্ছে না?'

'কোনো উপায় নেই। তার আগে তোমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাকে সমস্ত পরিকল্পনা খুলে বলবে?'

'বলবো, তবে এখানে নয়।' আমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সাড়ে দশটা বাজে, 'মেরিয়ান মনে হয় আর বেশীক্ষণ জেগে থাকবে না। ও ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার ঘরে এসো। আচ্ছা, তোমার কাছে কি সাণ্টা-বারবারা অথবা তার আশেপাশের কোনো কোনো ম্যাপ আছে?'

'ঠিক বলতে পারছি না, তবে খুঁজতে হবে।'

'ঠিক আছে, খুঁজে পেলে নিয়ে এসো। ওঃ, আর একটা কথা, তুমি ডেক্টারের ঘরে খাবার দিচ্ছো তো? এসব দিকে খেয়াল রেখো নয়তো তোমার কাজের লোক আবার সন্দেহ করবে।'

'এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিকঠাকই করে যাচ্ছি।'

সত্যিই, হেলেন বেশ নিখুঁত কাজ করে। সমস্ত সূক্ষ্ম ঘটনার দিকেই তার নজর। নাঃ, মেয়েটার মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে বটে!

জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাবারগুলোর কি গতি হলো? তোমার উদরে পুরলে নাকি?'

'না। আর্লের ঘরের সঙ্গে লাগানো যে পায়খানাটা রয়েছে তার বাটিতে ফেলে দিয়েছি।'

বাঃ, বেশ বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছো। ঠিক আছে, এটাই খেয়াল রেখো, মেরিয়ান যেন না ভাবে তুমি তোমার স্বামীকে খেতে দাও না।' দরজার দিকে এগিয়ে বললাম, 'হিমানি ফ্রিজ সম্পর্কে কোন কথা তুলেছো?'

'না। কালকে যখন রান্নাঘর দেখাতে নিয়ে যাবো তখনই না হয় বলা যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সময় মতো চলে এসো।'

ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে চারিপাশ ভালোভাবে দেখে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। কোনো শব্দ না করে আস্তে আস্তে পা ফেলে

সিঁড়ির কাছে চলে এলাম। নীচে নামছি এমন সময়ে দেখি, মেরিয়ান বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ও সিঁড়িতে আমার দিকে তাকাতেই বলল, 'মিসেস ডেস্টার ঘুমোচ্ছেন। আপনিও বুঝি শুতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি ওর কাছাকাছি নেমে এলাম। ঠাট্টার সুরে বললাম—রোমের ইতিহাস সঙ্গে নিয়ে?

মেয়েটার মুখ আবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। না, আজ আর পড়বো না। ঠোঁটে তার মিষ্টি হাসির ছোঁয়া। এবারে শুয়ে পড়বো।

—বেশ, আমিই আলোগুলো নিভিয়ে দেবোখন।

ও তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। আমি তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। সত্যি, মেয়েটার চেহারার প্রশংসা করতে হয়। ছিপছিপে ভরাট দুটি পা, সরু কোমর, আর সুডোল চওড়া কাঁধ। বারান্দা বেয়ে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে, সে আর পেছনে তাকায় না। আমি ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনের আয়নায় ওর মুখখানা এঁকে রাখার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ কানে ভেসে এলো দোতলার দরজা বন্ধ করার মৃদু আওয়াজ, আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

রাত সাড়ে বারোটা, হেলেন এলো আমার ঘরে। খাটের পায়ের দিকে এসে দাঁড়ালো। বললো—নাও, এবার তোমার মতলবটা বলে ফেলো।

আমি ওর মুখখানা লক্ষ্য করলাম।

এমন এক একটা ক্ষণ আসে, যখন হীরে তেরছা করে ধরলে চোখ ঝলসে ওঠে, মুক্তো তা পারে না। আমার অবস্থাও ঠিক তাই।

—এদিকে এসো। আমি তাকে হাত বাড়িয়ে ডাকলাম।

হেলেন হেলতে দুলতে আমার পাশে এসে বসলো।

—বাঃ, সোনা মেয়ে! আচ্ছা, ছকটা এবার মন দিয়ে শোনো।

আজ থেকে রবিবারের ভেতর ডেস্টারের হাতে ফের চাড্ডি পয়সা হয়েছে—এ গুজব আরো জোরদার হবে। কাগজওলারাও উঠে পড়ে লাগবে। খবরটা ভালোমতো না লিখতে পারলেও, তবে যে ডেস্টার কোন বড় চাকরির খোঁজে আছে, তা ওরা কিছু কিছু নিশ্চয়ই লিখবে।

....আমরাও এমনটি-ই চাই। কেউ জানবে না, ডেস্টার কোথায় আছে। অথচ প্রত্যেকেই মনে করবে ও এখন প্রচুর পয়সার মালিক।

এরকম ধারণার মূলে রয়েছে দুটো সুবিধা। এক, ওর পাওনা-দারদের ঠেকানো যাবে। দুই, কোন বদমাসের দল টাকার লোভে ওকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারবে।

ততক্ষণে হেলেনের মুখের চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে—জোর করে তুলে নিয়ে যাবে মানে? তার মানে কিডন্যাপ?

—হ্যাঁ। টাকা না থাকলে ডেস্টারকে মিথ্যে কিডন্যাপ করে কি লাভ।

—কি আবোল তাবোল বকছো? কথার কোন আগামাথা নেই! যত সব।

আহা, বিরক্ত হচ্ছো কেন। সবটা শোন। আমরা দেখাবো, ডেস্টার এখনো বেঁচে আছে। পুলিসী তদন্তের সময় বোঝাতে হবে, যেন আগামী রবিবার রাত দশটা নাগাদ ডেস্টার তোমাকে নিয়ে রোগ সারানোর জন্য বেলভিউ স্যানাটোরিয়ামে গিয়েছিল।

....এই সময় আমাদের প্রয়োজন এক নম্বর সাক্ষী, মেরিয়ানকে। ডেস্টার যখন বাড়ি থেকে বেরোবে তখন মেয়েটা দেখতে পাবে। কিন্তু আসলে ডেস্টারের জায়গায় সাজবো আমি। তার উটের লোমের ওভারকোট আর মাথার বড় ঢোলা টুপিটা আমি ব্যবহার করবো। এর পরে ছোটখাট ব্যাপারগুলো ঠিক করে নেব। মূল কথা হল, মেরিয়ান যেন দেখতে পায়, আমি রোলসে উঠছি। তবে একটু চালাকি খাটাতে হবে, ও শুধু আমার পেছনটা দেখতে পাবে।

....গেট পর্যন্ত গিয়ে তুমি গাড়ি থামাবে এই অবসরে আমার টুপি আর ওভারকোট খোলা শেষ। আমি গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে বাড়ি ফিরে মেরিয়ানকে দেখা দেবো। এমন-ই ভাব, যেন ডেস্টারকে বিদায় জানাতে এসেছি।

....কিন্তু তার দেখা না পেয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাবো। এদিকে মেরিয়ানকে তুমি আগেই বলে রেখেছো, ফিরতে তোমার রাত হবে, ও যেন অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়ে। আমি গ্যারেজের ঘরে ফিরে যাবো, আলো জ্বেলে জোরে রেডিও চালিয়ে দেবো। আমি এবার ছুটে তোমার কাছে ফিরে আসবো।

তারপর আজ দুপুরে যে জায়গাটা দেখে এসেছি, গাড়ি নিয়ে আমরা সেখানে চলে যাবো। অবশ্য পুলিশ আর ম্যাডক্স টের পাবে না। ওরা জানবে, ডেস্টারকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে তুমি স্যানাটোরিয়ামের দিকেই যাচ্ছিলে, রাস্তায় কিছু বদমাস জোর করে তোমার গাড়ি আটকায়, তারপর যে জায়গাটার কথা এক্ষ্ণি বললাম, গাড়ি সমেত তোমাকে সেখানে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে ডেস্টারকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এটাই হল আমার মূল বক্তব্য।

হেলেনের চোয়াল ঝুলে পড়লো—আমার হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে যাবে মানে?

—যা মানে তাই। আমি খিচিয়ে উঠলাম, সাড়ে সাত লাখ ডলার! একটু কষ্ট না করে বেমালুম কি টাকাটা পেয়ে যাবে! একি ছেলের হাতের মোয়া নাকি।

—কি ছাইপাশ বলছো, কিছুই মগজে ঢুকলো না। যে জায়গাটার কথা বলবে, সেটা কোথায়?

—সঙ্গে ম্যাপ আছে?

আমার দিকে ম্যাপ বইটা এগিয়ে দিল। সরকারী বনের জায়গাটা ওকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম—জায়গাটা যা না, দারুণ। রবিবারে একটা মানুষেরও চিহ্ন পাওয়া যায় না এই এলাকায়। এই কুঁড়েগুলোর

একটাতে তোমাকে বেঁধে রাখবে। সোমবার ভোরে লোকজন আসবে। তখন তুমি মুক্তি পাবে। একটা রাত একটু কষ্ট করতে হবে। তা কি আর বলা যাবে বলো, কষ্ট করলে তো কেষ্টর মুখ দেখতে পাবে।

—আমি কেন কষ্ট করতে যাবো? ও ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো।

—মাইরি, মাইরি, ঠিক বলেছো। তুমি কেন কষ্ট করতে যাবে, তাই না? ডেস্টারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কি আশমান থেকে উঠে আসবে? আমি খেকিয়ে উঠলাম, শোনো, হলিউডে গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন ঘটনা একটাও ঘটেনি। এখবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে হৈ হৈ পড়ে যাবে। পুলিশ সজাগ হয়ে উঠবে। ডেস্টারকে তারা তোলপাড় করে খুঁজে বেড়াবে।

...এবার ভাবো দেখি, কয়েকজন বদমাস যদি ওকে সত্যিই জোর করে তুলে নিয়ে যেতো, তাহলে পুলিশের গরু খোঁজার সামনে পড়ে তারা কি করতো? নিশ্চয়ই ডেস্টারকে ছেড়ে দিয়ে দেখতো না যে সে ওদের নামে ওয়ারেন্ট বের করায় কিনা? বরং তারা ভয় পেয়ে যেতো, রক্ত গরম হয়ে উঠতো। তাকে খুন করে কোথাও ফেলে রেখে নিঃশব্দে কেটে পড়তো।

....তোমার স্বামীর আত্মহত্যাকে খুন বলে চালানোর আর কোন পথ নেই। অন্য কিছু করলেই পুলিশ খুনের উদ্দেশ্যে খুজবে, আর ব্যস, কেঁচে খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে। জানবে, এ খুনে একমাত্র তোমার আর আমার ছাড়া কারো লাভ নেই। যদি নিজেদের বাঁচাতে চাও, নিজেকে সন্দেহের বাইরে যদি রাখতে চাও, তাহলে এ খুন উদ্দেশ্যবিহীন দেখাতেই হবে। আর একমাত্র জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করলেই তা সম্ভব।

হেলেন দীর্ঘ শ্বাস ফেললো, আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। কেমন যেন সব জটপাকিয়ে যাচ্ছে।

—ভুল, তোমার ধারনা ভুল। জট কিছুই নেই। ছক অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও। দেখবে সব সোজা।

—উহুঁ, অসম্ভব। যা তালগোল পাকিয়ে রেখেছো। চট করে ভুল হওয়ারই সম্ভাবনা।

—এখনও আমাদের হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। সব কিছু ভালো করে ভেবে দেখার মত উপযুক্ত সময় সাতদিন বাদে যদি ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকে, তাহলে এ রাস্তায় পা না দিলেই হলো।

—তবুও, আমাকে একটু ভাবতে হবে।

—বেশ, ভালো। তবে জেনে রেখো, হাতে সাতদিন সময়। এই ক'দিনের মধ্যে ডেস্টারের খোজ কেউ না কেউ করবেই।

হেলেন, উঠে দাঁড়ালো, আমি অবাক হয়ে গেলাম। প্রশ্ন করলাম—যাচ্ছ কোথায় ?

—আমার ঘরে। হেলেনের কণ্ঠস্বর সহজ ও ভাবলেশহীন দুটি চোখ।

টুক করে ওর হাতটা আমি চেপে ধরলাম, উহুঁ, এখনও যাবার সময় হয়নি।

এক ঝটকায় ও হাত ছাড়িয়ে নিলো। দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে উঠলো—সাবধান, গায়ে হাত দিও না। মনে রেখো, আমি তোমার মাইনে করা মেয়েছেলে নই।

কথা শেষ করেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে সশব্দে দরজা টেনে দিলো।

দম দেওয়া পুতুলের মত আমি হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু ঠাণ্ডা বোতলের গায়ে হাত পড়তেই চমকে উঠলাম।

হেলেন, ডেস্টার আর যা-ই করুক, আমাকে কোনদিন স্বামীর মতো মাতাল হাঁদা বানাতে পারবে না।

সোমবার বিকেলে এডুইন বার্নেট উপস্থিত।

বেঁটে খাটো চেহারা, হাতির মত থপথপে শরীর, সাজ পোশাকে একেবারে ফিটবাবু।

ওকে নিয়ে হেলেন বসবার ঘরে ঢুকলো। আমি সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম।

বাব্বাঃ, হেলেনকে বাহবা দিতে হয়। সামান্য কয়েকটা কথাতেই মক্কেলের মন গলে গেল…

ডেস্টারের অবস্থা নাকি দিন দিন অবনতির দিকে, কেবল থেকে থেকে ভুল বকে, কেঁপে ওঠে, লোকও চিনতে পারে না—এই রকম আরো কত কি। বলতে বলতে তার গলাটা কান্নায় একেবারে বন্ধ হয়ে এলো।

শুনে বার্নেটের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ার উপক্রম—আহা বেচারা! না না, এরকম অবস্থায় ওকে মোটেই বাড়িতে রাখা উচিত নয়। ওকে বরং স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়ে দাও।

হেলেনও ওর কথায় সায় দিল—হ্যাঁ, আমারও এক কথা। ভাবছি, বেলভিউ স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবো। ওটা ভালো, তাই না? কথায় কথায়, একদিন বলেছিলাম, ওর যেতে আপত্তি নেই। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলেই অসুখটা হয়েছে তো, তাই একেবারে মরমে মরে আছে। আমাকে প্রায় অনুরোধ করে বলেছে, ওর স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার ব্যাপারটা যেন কাউকে না জানাই। পাওনাদারদের রটানো গুজবটা নিয়েও ওর সমান ভয়।

চমৎকার! নাঃ, মেয়েটার বাহাদুরির প্রশংসা করতে হয়। গোটা ঘটনাটা একবারও রিহার্সাল না দিয়ে যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বললো, তাতে বার্নেট কেন, আমার মত লোকও অবিশ্বাস করতে পারবে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এ মেয়ে বেঁচে থাকলে হয়!

—তুমি এখন কি করবে ভাবছো? ভ্রু কুঁচকে বললো বার্নেট।

—মানে?

—বলছিলাম, সেরে উঠেও তো তেমন কিছু কাজও করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। তাই, তুমি....মানে এমন একটা লোকের পাল্লায় পড়ে নিজের বাকী জীবনটা বইয়ে দাও কেন....বরং এক কাজ কাজ করো না, এই সুযোগে বিয়েটা ভেঙে দাও। তারপর দেহের যতটুকু সম্পদ আছে, তা নিয়ে কেটে পড়ো।

হেলেনের স্বর খুব গম্ভীর—ছিঃ, এ অসম্ভব। এ সময় ওর কাছ থেকে চলে যাওয়া....এখনই তো আমাকে ওর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। স্বীকার করছি, আগে আমাদের মধ্যে বনিবনা ছিল না। তাই বলে.... এ অবস্থায়·· না না, এডুইন, আমি তা পারি না।

এইভাবে কেটে গেল আধ ঘণ্টা। ইনিয়ে বিনিয়ে একই গান গাওয়ার পালা। অবশেষে সুযোগ বুঝে কোপ মারলো হেলেন, আমার প্রসঙ্গ তুললো—আমি কিভাবে ডেস্টারের প্রাণ বাঁচিয়েছি, কেনই বা আমার ড্রাইভারের চাকরিটা হলো, কি সুন্দর ভাবে আমি ডেস্টারের যত্ন আত্তি করি ইত্যাদি—সব ব্যাপারটা সুন্দর করে জীবন্ত করে তুললো।

শেষ পর্যন্ত আমার ডাক পড়লো।

আমি বসবার ঘরে ঢুকলাম। মাথা থেকে পা অবধি তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করলো বার্নেট। তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললো—বসুন।

আমি বসলাম।

আমার দিকে তির্যক ভাবে তাকালো হেলেন, ঠোঁটে হাসি—এই যে, ইনিই গ্লিন ন্যাশ। আর ন্যাশ, ইনি—মনে হয় পরিচয়টা আগেই লক্ষ্য করেছেন, এঁর পোশাকেই লেখা আছে—এডুইন বার্নেট, আর্লের আইন উপদেষ্টা। সলিসিটার বললেও ক্ষতি নেই। আপনারা দুজনে আছেন বলে, আমি যা হোক একটু নিশ্চিন্তে আছি।

....জানো এডুইন, ন্যাশের কাছ থেকে আমরা অনেক উপকার পেয়েছি। ওর ঋণ জীবনেও শোধ হবার নয়। কত রকম ভাবে যে

আমাকে সাহায্য করছে, তার ঠিক নেই। থাকে গ্যারেজের ওপরের ঘরে। দিন নেই, রাত নেই, যখনই ডাকো না কেন সামনে এসে হাজির। কিন্তু তুমি-ই বলো, একটা মানুষকে সব সময় এরকম উত্যক্ত করা যায়! নিজের বুদ্ধি বিবেক বলেও তো কথা আছে।

…তাই ভাবছি, ওকে আর বাড়িতে না রেখে স্যানাটোরিয়ামেই দেবো।

—ঠিক আছে, যা ভালো মনে করো কর, বার্নেট উঠে দাঁড়ালো। আমার আবার…হ্যাঁ, মনে পড়েছে, যাবার আগে একবার আর্লের সঙ্গে দেখা করতে যাবো নাকি?

—যেতে পারো, হেলেন স্বাভাবিক ভাবে বললো। তবে বলছিলাম কি, আজকাল কেউ ওকে দেখতে গেলে ও ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। তাই…

বার্নেট দরজার দিকে পা বাড়ালো—বেশ তো, তবে থাক। এবার আমি আসি। দরকার পড়লে ফোন টোন—

—আচ্ছা এডুইন। হেলেন এগিয়ে যেতে যেতে বললো, তুমি তো আর্লের বিষয়-সম্পত্তির খোঁজ রাখো। বলো তো, সত্যি সত্যি ওর টাকা পয়সার অবস্থা কেমন?

—খুবই খারাপ। ঠোঁট ওল্টানো বার্নেট। মাত্র কয়েক হাজার ডলার পড়ে আছে। ভাবছি, পাওনাদারদের দেনা মেটাতে গিয়ে না শেষ পর্যন্ত বাড়িগাড়ি বেচতে হয়। আচ্ছা, ওর মোট কত দেনা আছে, বলতে পারো?

—আমার চেয়ে ন্যাশই ভালো বলতে পারবে। হেলেন চোখ ফেরালো আমার দিকে, বলুন তো, আর্লের মোট দেনার সংখ্যা কত?

—সঠিক বলতে পারবো না। একটু চিন্তা করে বললাম, তবে হুঁ, হাজার পঁচিশেকের কম তো নয়ই।

বার্নেট কাঁধ ঝাঁকালো—শেষ না করতে পারলে শেষ পর্যন্ত না পথে বসতে হয়। তাই যদি হয়, তাহলে হেলেন তোমায় ভীষণ বেকায়দায় পড়তে হবে।

হেলেনের পরের কথাটা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

হঠাৎ বলে উঠলো সে—আচ্ছা, আর্লের নামে তো কোন ইনসিওর নেই, তাই না? থাকলে বাঁধা রেখে বরং যদি কিছু ধারটার—

—বাঃ, নেই আবার তোমাকে কে বললো? বার্নেট ঠোঁট ওল্টালো। বিয়ের পরেই তো একটা ইনসিওর করালো। তবে কত টাকার, আমি ঠিক বলতে পারছি না। তেমন সংখ্যার হলে ধারটার পেতে কোন অসুবিধাই নেই।

—কিন্তু···হেলেন নিজের মনে ফিস-ফিসিয়ে বললো, ইনসিওর করালো, অথচ আমি জানলাম না। আর্লকে জিজ্ঞেস করা দরকার। যদি সত্যি সত্যি করা থাকে, তাহলে সর্বস্বান্ত হবার চেয়ে বরং সোজা রাস্তাটা···

—আঃ, অত ব্যস্ত হয়ে উঠছো কেন। বার্নেট নিজের চ্যাপ্টা নাক চুলকোতে চুলকোতে মাথা নাড়লো—কথাটা শুনতে তোমার খারাপ লাগবে জানি, তবুও আমি বলছি। এতদিন তো তোমার কর্তাটি পিপে পিপে কেবল মদ গিলেছে! বেশিদিন আর টিকবে বলে মনে হয় না। তখন তোমার ঐ ইনসিওরের পলিসিটাই একমাত্র ভরসা, কিন্তু আজ যদি পলিসি বাঁধা রেখে আর্ল মারা যায়, অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখেছো কি! নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের আমোদ ফুর্তি....

—নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার তেমন চিন্তা নেই এডুইন। তীক্ষ্ণ স্বরে বললো হেলেন। যখন যা হবে, তখন সেটা ভাবলেই চলবে। বরং ঐ হোক—পলিসি জমা রেখেই নয় কিছু ধার করা যাক। পথে বসার চেয়ে সে বরং হাজার গুণ ভালো।

—সত্যি হেলেন, তোমার মন আছে বটে। প্রশংসার চোখে তাকালো বার্নেট। তবে, আশা করি, তোমাকে অতদূর পর্যন্ত নাও যেতে হতে পারে। যাক, এখন ওসব কথা। আজ চলি। ও কেমন থাকে জানিও। আর কোন দরকার পড়লে ফোন করো, কেমন?

যাবার সময় ও কষে আমার হাত ঝাঁকালো, হেলেন ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। ঝুল বারান্দার নীচে দাঁড় করানো গাড়িতে উঠে হাত নেড়ে বিদায় হলো বার্নেট।

হেলেন ফিরে এলো, ওর চোখদুটো আমার মুখের উপর আবদ্ধ।

---বহুত সুন্দর! চমৎকার। শুধু পলিসির কথাটা তুলেই আমার জ্ঞান হারানোর মত অবস্থা করেছিলে আর কি।

—শিখে রাখো, বুঝেছো। ও কাঁধ ঝাঁকালো। কোন কাজ কিভাবে করতে হয়, শিখে রাখো।

—তা যা বলেছো। যাক বাবা—পয়লা চোট সামলানো গেছে। বার্ণেট আমাদের দিকে থাকা মানে যে কি। মেরিয়ান কোথায়?

—বাগানে কাজ করছে।

— আমি এখন গ্যারেজে যাচ্ছি। দুজনে এক সঙ্গে থাকা ঠিক নয়।

হেলেনের লাল পুরু ঠোঁটে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল --হাঁদা বানাচ্ছো কাকে? ও তো তোমার যাওয়ার রাস্তায় গোলাপের কেয়ারি ঠিক করেছে। ওর দিকে তোমার নজর---ভেবেছো, আমার চোখকে ফাঁকি দেবে? আচ্ছা বলতো, মেয়ে দেখলেই তোমার রস উথলে ওঠে কেন?

রাগে আমি দিশেহারা হয়ে উঠলাম। মনে হল, এখুনি ওর দু'গালে কষে চড় বসিয়ে দিই। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম।

রুক্ষ মেজাজে বললাম---যেমন নষ্ট মেয়েছেলে তুমি, তেমনি তোমার হিংসুটে মন। ঐটুকু কচি মেয়ের পেছনে ঘোরা আমার অভ্যেস নয়।

- গ্লিন, থাক বাজে তর্ক করো না। মায়ের কাছে মাসির গপ্প করে কি লাভ? হেলেন আমাকে পাশ কাটিয়ে গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

আমার রাগ তখনো পড়েনি। চলে এলাম বাগানে, পায়চারি শুরু করলাম। কি বদমাইস মেয়েছেলেরে বাবা! মেরিয়ানের ওপর আমার কোন নজর নেই, তবে হ্যাঁ, বাচ্চা মেয়েটাকে কার না ভাল লাগে।

আমার দোষ, সকালে বাড়িতে কাজকর্ম ছিল না বলে ওর সঙ্গে বসে দুটো খোসগপ্পো করেছিলাম। ব্যস্, এতেই এতখানি! কি নোংরা কুচুটে মন হেলেনের ?

পরদিন বেশকিছু খবরের কাগজে লক্ষ্য করলাম, ডেস্টারের টেলিভিশনে যাওয়ার কথা হাবভাবে প্রকাশ করেছে। এক মক্কেল আবার লিখেছে টেলিভিশনে ডেস্টারই এখন সবচাইতে বেশি টাকা পাবে। এ ব্যাটা নির্ঘাত হ্যামারস্টকের কাছে গিয়েছিল। যাক, গপ্পোটা আমার মনের মতই হয়েছে।

খবরটা হেলেনকেও দেখানো দরকার মনে করে কাগজ হাতে নিয়ে গেলাম ওবাড়িতে। হেলেন তখন চান করতে গেছে। অগত্যা কিছু করার নেই দেখে ঘুরতে ঘুরতে রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালাম।

টেবিলের পাশে টুল পেতে বসে মেরিয়ান তখন রুপোর বাসন পরিষ্কার করছে। পরণে তার নীল সাদা ঢোলা জামা, তাতে আবার নক্সা করা। ভারী মিষ্টি লাগছে ওকে। আমায় দেখে মুখ তুলে হাসলো সে।

এপর্যন্ত মেয়েছেলের হাসি দেখেছি অনেক, তবে এ হাসিতে আমি কেমন দুর্বল হয়ে পড়লাম। "চলো তবে শুতে যাই" গোছের হাসি নয়। এ হাসির জাত আলাদা। লজ্জা ভরা হাসি। ওর হাসিতে বুঝলাম, ওকে যেমন আমার ভাল লাগে, তেমনি ওরও আমাকে ভালো লাগে। কিন্তু আশ্চর্য! এ কথা মনে আসতেই নিজেকে কেমন বীরপুরুষ বলে মনে হলো।

—বাপরে এত কি কাজ করছেন ? আমি টেবিলের ধারে বসলাম। দিন, আমি একটু আপনাকে সাহায্য করি। রুপোর জিনিষ পালিশ করতে আমার জুড়ি মেলা ভার।

মেরিয়ানের হাত থেকে পালিশ করার কাপড়টা বাসনগুলোয় ঘষতে লাগলাম। মিনিট কুড়ি এটা ওটা নিয়ে কথা হল। তারপর ক্যাসিনো সিনেমার নতুন ছবিটা নিয়ে আলোচনা হল।

—কদিন ধরে ভাবছি বইটা দেখতে যাবো, ক্যারি গ্রান্টকে আমার খুব লাগে। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

ওর মুখে ফুটে উঠলো আনন্দ—যাওয়ার তো খুব ইচ্ছে। কিন্তু মিসেস ডেস্টার কি যেতে দেবেন?

—বাঃ, না যেতে দেওয়ার কি আছে? দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করতে হবে, এমন কি কোন কথা আছে নাকি? আচ্ছা, আমি বলে নেবো। সাতটার সময় গেটে থাকবেন, দেখা হবে।

—তাই হবে। জানেন, ক্যারিগ্র্যান্টকে আমারও খুব ভাল লাগে। আপনার কোন অসুবিধে ·····

মেরিয়ানের শেষ কথাগুলো আমার কানে এসে পৌঁছলো না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম দেয়ালের গা ঘেঁষে রাখা বিরাট ফ্রিজটার দিকে। কেন জানি না, শেষবার ওটার পাল্লা তুলে দেখা ডেস্টারের চেহারাটা হঠাৎ মনে ভেসে উঠলো। কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠলো। ফ্রিজের ছাদের উপর পরপর হুইস্কির বোতল সাজানো, চোখদুটো জোর করে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু না, পারলাম না। ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কি যেন একটা গণ্ডগোল ....কেমন একটা ওলট পালট ··অথচ···

অবাক কাণ্ড! কালও দেখে গেছি, সব যেমন কি তেমন রয়েছে। কিন্তু আজ ··

হিমানি ফ্রিজের মোটরটা আর চলছে না।

—কি হলো, ওরকম বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? মেরিয়ানের গলা কানে ভেসে এলো, মনে হল কতদূর থেকে ভেসে আসছে এই কণ্ঠস্বর।

আমি চেতনা ফিরে পেলাম। জোর করে ফ্রিজের গা থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম, তাকালাম ওর দিকে। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বোকার মত প্রশ্ন করলাম—অ্যাঁ? কিছু বললেন?

মেরিয়ানের মুখে রাজ্যের ভয় ও বিস্ময় এসে জমা হয়েছে। টুল ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো—কি হয়েছে মিঃ ন্যাশ? শরীর খারাপ লাগছে?

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ, জিভে আড়ষ্টতা। শুকনো ঠোঁটে ম্লান হাসি হেসে বললাম—কি জানি, বুঝতে পারছি না। কি রকম যেন লাগছে। বমি বমি মনে হচ্ছে। না না, ভয় পাবেন না। এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

মেরিয়ান তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল। নরম হাত দুটো রাখলো আমার কপালে।

আঃ, এই মুহূর্তে শরীরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা উবে গেল। কি আরাম! আহা, ওর বুকে মাথা গুঁজে যদি এ ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেতে পারতাম। উফ, গোদা ফ্রিজের ভেতরে শোয়ানো ডেস্টারের শরীরটা যেন দুঃস্বপ্নের মতো আমায় তাড়া করে ফিরছে।

—আপনি বরং এখন একটু শুয়ে পড়ুন। মেরিয়ান বললো।

আমি হন্তদন্ত হয়ে ওর কাছ থেকে সরে এলাম—না না, শুতে হবে না। এই তো ঠিক হয়ে গেছে। যদি আপনি দয়া করে বসবার ঘর থেকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি এনে দেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

মেরিয়ান এক রকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি একপা একপা করে ফ্রিজের কাছে এগিয়ে এলাম। মোটরের সুইচটা দেখলাম পাশেই দেয়ালে লাগানো। হাত দিয়ে কেউ সেটা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি কাঁপা কাঁপা হাতে সুইচ টিপতেই মোটরের ঘড়ঘড়ানি ফের শুরু হলো।

কি জ্বালাতন রে বাবা! কতক্ষণ এমন বন্ধ হয়ে আছে। ডেস্টারের লাশটারই বা কি গতি হলো। এই ঠাণ্ডা কলগুলো যে কায়দায় বানানো, তাতে ঘণ্টা চারেক পর্যন্ত মোটর বন্ধ থাকলেও ভেতরের জিনিষ-পত্র কিছু নষ্ট হয় না। তবে তার বেশি বন্ধ ছিল নাতো। নাঃ, মনে মনে যা পরিকল্পনা করেছিলাম, সব ভেস্তে গেল।

সুইচ বন্ধ করে ফ্রিজের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালাম, ততক্ষণে মেরিয়ান কাছে এসে হাজির। হাতে আধ গেলাস ব্রাণ্ডি।

ওর হাত থেকে গেলাস তুলে নিলাম, এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শেষ করে ফেললাম। মুখে হাসি টেনে বললাম—এবার ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন দেখি, আপনাকে শুধু শুধু ভয় পাইয়ে দিলাম। মনে হয়, কাল রাত্রিতে যা খেয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় বাকীটুকু আর বললাম না।

—ঠিক বলেছেন? মেরিয়ান প্রায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, নীল দুটি চোখে ফুটে উঠেছে উদ্বেগের ছায়া।

ব্যস্, ঐ মুহূর্তেই আমি ওর প্রেমে পড়লাম। তবে প্রেমে পড়লেও চটকাচটকির ভালবাসা নয়। কেমন মিষ্টিমিষ্টি স্বপ্নের মতো ভালবাসা। আঙুলে আঙুলের ছোঁয়া লাগানো, শিহরণ জাগানো ভালবাসা। ভারী ইচ্ছে হলো ওর বুকে মাথা রেখে সব ভয় ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাই।

মেরিয়ানের অত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার সাহস হলো না। দু'পা পিছিয়ে গেলাম, বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু ভাববেন না, আমি এখন বেশ ভালো আছি।

কি সাংঘাতিক কাণ্ড দেখুন দেখি। আমি ফ্লিন ন্যাশ—তেত্রিশ বছরের ঝানু জোয়ান মদ্দ—নেহাত বাচ্চা একটা মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে এলাম। এমন বিদঘুটে ব্যাপার আমার সারা জীবনেও হয় নি। এখন হলো কি, এমন বোকারাম হয়ে গেলাম কেন!

আবার হোৎকা ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম—হঠাৎ কি যে হলো, যাক গে, আচ্ছা ফ্রিজটা চলছে না বুঝি?

—সুইচ যে বন্ধ করে দিয়েছি চলবে কি করে।

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বললাম—কখন বন্ধ করেছেন?

—ধরুন, মিনিট কুড়ি আগে হবে। মিসেস ডেক্সটার বলছিলেন,

ওটা খালি পড়ে আছে। তাই ভাবলাম, ফালতু কারেণ্ট খরচ করে কি লাভ। আমি আবার এসব দিকে দারুণ হিসেবী। তাই বন্ধ করে দিয়েছি।

আমি উঠে গিয়ে মোটরের সুইচটা অন করে দিলাম। খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম—মিস টেম্পল, খুব সম্ভব, আপনি এগুলোর ভেতর কোনদিন ভালভাবে দেখিননি। তাহলে বুঝতেন, কিছু দিন ব্যবহার করার পর ভেতরে বরফের পুরু লেয়ার পড়ে যায়। ওটা বন্ধ করে দিলে বরফ গলে গিয়ে চারিদিকে জল গড়িয়ে পড়বে। ফলে মরচে পড়ে জিনিষটা নষ্ট হয়ে যাবে।

…তাই আমরা কখনও মোটর বন্ধ করি না। বলা যায় না, কখন কি রাখার দরকার হয়।

এক নিঃশ্বাসে গপ্পোটা বলে গেলাম ঠিকই. কিন্তু নিজের গলা নিজের কানেই কেমন বেসুরো লাগছে। তবে মেরিয়ানের মুখ দেখে মনে হল, বিশ্বাস করছে।

–তাই নাকি। এ রাম, কি ভুল করেছি। আর কখনো হতে দিচ্ছি না বাবা!

–আরে, অত ভয় পাচ্ছেন কেন. ক্ষতি হয় নি কিছুই। মোটর বন্ধ করার কম করে চার ঘণ্টা পর বরফ গলতে শুরু করবে। আমি দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললাম. যাক, এখন চলি। তাহলে সন্ধ্যে বেলা আসছেন তো? আবার যেন ভূলে না যান।

ঘাড় নেড়ে ও বললো—না না, ভুলবো না।

এ ধাক্কা সামলে উঠতে উঠতে কেটে গেল সারাদিন। হেলেনকে আর খবরের কাগজের কথা কিছু বলা হল না।

সেদিন রাত্রিতে সিনেমা দেখলাম. সঙ্গে মেরিয়ান। বুধবারে দুজনে গেলাম নাচতে, আর বৃহস্পতিবারে ফুটহিলস্ ক্লাবে যাবো বলে ঠিক করলাম।

সন্ধ্যেগুলো কাটলো মেরিয়ানকে নিয়ে কিন্তু দিনের বেলা হেলেনকে

নিয়ে যেমন ছকের কাজ চলছিল তেমন দ্রুত তালেই এগিয়ে চললো। একটা যাহোক কাজ মেরিয়ানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হেলেন টুক করে গ্যারেজের ওপরের ঘরে একসময়ে চলে আসে। ছকটা নিয়ে দুজনে মাথা ঘামাই। প্রচুর বুদ্ধি খরচ করতে হলো। দুজনের কথা যাতে এক হয়, তার জন্যই এই প্রচেষ্টা। বেফাঁসে কিছু বেরিয়ে গেলে পাবলিকই বা বিশ্বাস করবে কি করে।

বৃহস্পতিবার, হেলেনকে নিয়ে একটানা বিকেল তিনটে পর্যন্ত ছকের কাজ করলাম। প্রায় ঘন্টা চারেক কাজ করার পর ছকটা মোটামুটি একটা পদে এসে দাঁড়ালো।

লক্ষ্য পড়লো ঘড়ির দিকে, চারটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। এদিকে মেরিয়ান সাতটার সময় আমার জন্যে গেটে অপেক্ষা করবে। অথচ হেলেনের ওঠবার কোন তাড়া নেই। আমি মনে মনে ভীষণ উতলা হয়ে উঠলাম।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে বললাম—নাও, আজ এই পর্যন্ত থাক। একদিনে অত চিন্তা না করলেও চলবে। তাছাড়া ছক প্রায় শেষ, রবিবার পর্যন্ত হাতে সময়। আমি উঠে দাঁড়ালাম, ভাবছি, জামা কাপড় পরে একটু বেরোবো।

হেলেন আরাম কেদারায় একটু আরাম করে বসলো। আড়চোখে আমাকে একবার খুঁটিয়ে দেখলো।

—ওমা, তাই নাকি? যেন খুব অবাক হয়েছে এমনই ভাব হেলেনের। আমিও তোমাকে নিয়ে বেরোবো ভাবছিলাম। অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেরোনো হয়নি।

—না, হেলেন। আমি যেন কিচ্ছুটি বুঝি না, এরকমই ভাব। আমাদের দুজনকে কেউ একসঙ্গে দেখলে পরে ঝামেলা করতে পারে।

—ঠিক আছে। তুমি যদি বেরোতে না চাও, তবে বেরোবো না। এসো, এঘরেই বসে একটু মজা লোটা যাক। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে।

—উহুঁ, আমায় আজ বেরোতেই হবে।

হেলেন একটা পায়ের উপর আরেকটা পা তুলে বসলো, ওর সুন্দর নিটোল পাছুটি দেখা যাচ্ছে। আরো ভালো করে চেপে বসে বললো—কথা দেওয়া আছে বুঝি ?

—অত খবরে তোমার কাজ কি ?

—না, দরকার আবার কি! শুধু মেরিয়ানকে নিয়ে বেরুবার কথা না থাকলেই হলো। ওকে আজ আবার যা কাজ দিয়েছি, শেষ করতে করতে রাত না শেষ হয়ে যায়।

এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে হলো, এক ঘুষি মেরে হেলেনের বদন বিগড়ে দিই। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম– মেরিয়ান আজ আমার সঙ্গে বেরোবে।

—আহা রে, বেচারী মেরিয়ান। আগে জানলে হতো। কিন্তু এখন যে ওকে কাজে বসিয়ে দিয়েছি। কি করবে বলো, চাকরি যখন আমিই দিয়েছি, তখন আমার হুকুম মেনে চলতে হবে। নাচার ভঙ্গিতে হেলেন উঠে দাঁড়ালো।

—তাছাড়া, তুমিও এবাড়ির মাইনে করা চাকর, সেটা মনে রাখার চেষ্টা কর! একটা মরা লোককে দেখাশোনা করার সাজানো ধাই-মা, তাই না ?

—মেরিয়ানকে নিয়ে আমি রাত্রিরে বেরোবো। তিরিক্ষি মেজাজে বললাম। শোনো, তুমি ওকে গিয়ে বলো, ছুটি দিয়ে দিলে।

হেলেনের মুখে হাসি ঝলকে উঠলো। নাঃ, তুমি দেখছি এক নম্বরের হাঁদা! আচ্ছা, ঐ কচি মেয়েটার সঙ্গে তোমার কখনো জুড়ি মেলে। আর না এগিয়ে, এবার থামো। আমরা হলাম মানিকজোড় —মানে তুমি আর আমি। কি বলো ?

— আমার সঙ্গে আজ রাত্রিরে বেরোবে। আমি একগুঁয়ের মত বললাম।

—বেশ তো, বোকামির পরিচয় দিতে হলে নিজে গিয়ে বলো।

বেরোনো চুলোয় যাক, মেরিয়ান উল্টে ভাববে, বাড়ির গিন্নীর কথা মাইনে করা লোক কি করে নাকচ করে দিতে সাহস পায়।

এখানেই হেলেন আমাকে ডুবিয়ে দিল। তাই গলার স্বর সপ্তমে তুলে বললাম—ঠিক আছে, তুমি এখন এখান থেকে কেটে পড়ো।

আঁকা ভুরু উঁচিয়ে হেলেন তবুও তাকিয়ে রইলো। চাউনিতে বিলোল ইশারা, ওমা সেকি! বললাম যে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে।

—নিকুচি করেছে তোমার ইচ্ছের। ক্রমশঃ রাগ বাড়তে লাগলো। খেঁকিয়ে উঠলাম—তুমি এখান থেকে দূর হবে কিনা বলো?

—সে কি গো! তুমি সত্যি সত্যি ঐ পুচকে মেয়ের প্রেমে পড়েছো? বাপ্ রে! এ যে অবিশ্বাস্য!

—হেলেন, ঘুরে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। আমার ওর ওপর ঘৃণা বিতৃষ্ণা জাগলো, মনে হল ওর মুখে এক দলা থুতু ছিটিয়ে দিই।

নাঃ, এত ঘেন্না আমি জীবনে আর কোন দিন কোন মেয়ে মানুষকে করিনি।

আরাম কেদারায় বসেই বাকি সন্ধ্যেটা কেটে গেল। টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল, স্পর্শ করলাম না। হেলেন এমন বিট্রে না করলে এতক্ষণে কত কি করা হয়ে যেতো। হারামজাদী, হিংসুটির একশেষ।

সাড়ে দশটা বাজে, উঠে পড়লাম আরামকেদারা ছেড়ে। জামা কাপড় ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ কড়িকাঠের দিকে, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় করেছে মনের দরজায়।

মেরিয়ান! আমার মেরিয়ান! মেরিয়ানকে আমি ভালবাসি, ওকে বিয়ে করতে চাই।

কি আশ্চর্য্য! এই প্রথম কোন মেয়েকে আমি ভালবেসে বিয়ে করতে চাইলাম। সারা শরীরে কেমন এক রোমাঞ্চের আবেশ। বিয়ের

পর ওকে নিয়ে রোমে যাবো। ও সেখানে লেখাপড়া শিখবে, আমি ওর পাশে বসে গল্প করবো, কথা শুনবো আর উজাড় করে দেবো আমার ভালবাসা। ওর চোখ দিয়ে আমরা দুজনে রোম শহরকে দেখবো। ভালবাসা আধ ফোটা কুঁড়ির মত মিষ্টি গন্ধ ছড়াবে আমাদের জীবনে। আঃ, কি সুখ! কি শান্তি!

কিন্তু ইনসিওরের টাকা হাতানোর কাজটা কি তাহলে আর এগোবে। মেরিয়ান যদি আমার মতলব টের পায়, দুজনের মেলামেশা তাহলে এই পর্যন্তই শেষ। কিন্তু এ রাস্তা বন্ধ করে দিলে মেরিয়ানকে নিয়ে রোমে পাড়ি দেওয়ার পয়সাই বা কোথায় পাবো।

একটার পর একটা সিগারেট শেষ করলাম, অনেক ভাবলাম, কিন্তু কোন কুল কিনারা পেলাম না। নজর পড়লো হাত ঘড়িতে, রাত দুটো। একবার ইচ্ছে হল, ছকের ব্যাপারটা বাতিল করে দিই। কিন্তু না, অতগুলো টাকা···টাকাপয়সা হাতাবার সত্যিকারের সুযোগ আমার সামনে এই একটাই। এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া মানে আবার আমাকে জায়গা বেচে খেতে হবে।

পরিস্থিতি কি যে দাঁড়াবে, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। সারাদিন এ অফিস ও অফিস ঘুরে, মুখে থুতু তুলে, বকবক করে, খালি পেটে রাশিকৃত মাল গিলে হপ্তার শেষে হাতে আসবে মাত্র তিরিশ ডলার। কোন সাহসে মেরিয়ানকে এমন উড়ুনচণ্ডে জীবনের অংশীদার করি!

আমি আর ভাবতে পারলাম না, মাথা গরম হয়ে উঠলো, তিড়িং করে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। একবার চান করে নিই, দেখি ঘুম আসে নাকি; কলঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও কি মনে করে জানলা দিয়ে এক পলক বাইরে তাকালাম।

ও বাড়ির রান্নাঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই আমার পিলে চমকে উঠলো, হাত পা অবশ হয়ে এলো। রান্নাঘরের জানলার কাঁচে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে। পরিষ্কার

দেখতে পেলাম, ভেতরে দপ করে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেলো—নিশ্চয়ই টর্চের আলো। আমি প্রায় শরীরের অর্দ্ধেক বাইরে বের করে দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ঐ তো, আবার জ্বললো! তারপরেই সুইচ টিপে কেউ যেন ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়ে দিল। ব্যাপারটা কি? এত রাত্রে রান্না ঘরে কে? হেলেন? নাকি কোন ছ্যাঁচরা চোর?

আর এক মিনিটও অপেক্ষা না করে কোন রকমে গায়ে জামা গলিয়ে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলাম। এক ছুটে ঘাস ছাঁটা বাগানের ওপর দিয়ে রান্নাঘরের জানলার সামনে এসে হাজির। জানলার পর্দা নেই, এরকম হাঁপাতে হাঁপাতে জানলায় উঁকি মারলাম। যা দেখলাম, আমার চক্ষু ছানাবড়া!

রান্নাঘরে মেরিয়ান দাঁড়িয়ে, খালি পা, গায়ে হাল্কা রঙের নাইলনের নাইটি। ফ্রিজের ছাদ থেকে একটা একটা করে হুইস্কির বোতল নামিয়ে রাখছে। নির্ঘাত বেশ কয়েক মিনিট আগেই এসেছে, আর মাত্র গোটা কয়েক বোতল নামানো বাকি।

আমার কাছ থেকে আর গজ পনেরো হবে খিড়কির দরজা। তারপর ছোট একটা বারান্দা পার হলে রান্নাঘর। আমি তিন লাফে জানলা ছেড়ে দরজার সামনে এসে হাজির হলাম। হাতল ধরে প্রাণ-পণে খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, না দরজাটা ভেতর থেকে ছিটকিনি আটকানো। ভয়ে হাত পা আমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কি যে করবো ভেবে পেলাম না। কান দিয়ে আগুনের গোলা বেরোতে লাগলো।

দরজা ভেঙে ঢুকতে পারবো না, মনে হতেই আবার দৌড়ে জানলার কাছে ফিরে এলাম। মনে হলো কাঁচের সার্সির গায়ে ধাক্কা দিলে ও হয়তো ফ্রিজটা নাও খুলতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। মেরিয়ানের শেষ বোতলটা নামানো হয়ে গেছে। আমি চুপ করে থেকে ফ্রিজের পাল্লা টেনে তোলা দেখতে লাগলাম।

আমি মেরিয়ানের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, কারণ সে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, পাল্লা খুলে নিশ্চয়ই পিছিয়ে এসে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলবে। কিন্তু আশ্চর্য, সেসব কিছুই হলো না। ও চুপ করে পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। চকচকে কালো মাথাটা শুধু একটু সামনের দিকে ঝোঁকানো।

এতক্ষণে আমার মাথায় বুদ্ধি এলো। লক্ষ্য করলাম, জানালায় ছিটকিনি দেওয়া নেই। আমি নখ দিয়ে জানলার সার্সি ওপর তুলতে তুলতে পাল্লা বন্ধ করে দিল মেরিয়ান। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই এই প্রথম আমি তার ভাবলেশহীন মুখখানা দেখতে পেলাম। একদম পাথর মূর্তি, ডাগর নীল চোখ জোড়াতে যেন প্রাণ নেই, মরা মানুষের চোখ।

সেকি! আবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির করে উঠলো—মেয়েটা ঘুমের ঘোরে হাটছে।

কোনরকমে এ ধাক্কা সামলে, আবার আর এক ধাক্কার সামনা-সামনি পড়লাম। রান্নাঘরের দরজা আধখোলা, দাঁড়িয়ে হেলেন, হাতের ছোট পিস্তল মেরিয়ানের দিকে লক্ষ্য করা। সবুজ চোখের মনি দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। অতখানি সুন্দর মুখখানা আমসি পাকিয়ে গেছে।

—খবরদার! আমি সাপের মত হিস্‌হিস করে উঠলাম।

হেলেন একপলক আমাকে লক্ষ্য করে আবার মেরিয়ানের দিকে তাকালো। তখন সে একটা একটা করে ফ্রিজের মাথায় বোতলগুলো সাজিয়ে রাখছে।

আমি জানালা গলিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। তারপর হেলেনের দিকে তাকালাম। চাপা স্বরে বললাম—চুপ! ও ঘুমের ঘোরে হাটছে! ওকে জাগিও না।

হেলেন পিস্তল নামিয়ে রাখলো। বিরাট একটা দম নিলে। গায়ের শামুক রঙের চাদরটা ঠেলে ওর বুকদুটো ওঠানামা করছে। আমি নিঃশব্দে দেওয়ালে পিঠ ঘষে হেলেনের কাছাকাছি হলাম।

—ও ভেতরটা দেখেছে। ফিসফিস করে জানতে চাইলো হেলেন।

—ঘুমের ঘোরে দেখেছে।

—সে যাই হোক, ওকে খতম করে ফেলতে হবে।

—আঃ, বড্ড জোরে কথা বলছো। এখুনি জেগে উঠবে।

আমরা পায়ে পায়ে দরজার কাছ থেকে সরে এলাম, সাবধানে মেরিয়ানের বোতল তোলা দেখতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো, কিন্তু বোতলটা যেমন সাজানো ছিল তেমনই সাজালো। সত্যি, ওকে যদি আমরা নামাতে না দেখতাম, তাহলে টের পেতাম না কিছুই।

বোতল তোলা শেষ হলে মেরিয়ান ধীরে দরজার দিকে এগোলো। তারপর আলো নিভিয়ে হাতের টর্চ জ্বেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কানে ভেসে এলো দোতলার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

আবার আলো জ্বালালাম।

—আর্লকে দেখেছে। হেলেন গর্জে উঠলো। ওর নির্ঘাত মনে থাকবে। ওকে না সরালে উপায় নেই।

হেলেনের চোখ মুখের ভাব ভঙ্গী দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ যে খুন-খারাপীর চাউনি।

বললাম—আরে দূর, ঘুমের ঘোরে হাঁটছিল। এসব ওর কিছু মনে থাকবে না। ও হয়তো ডেস্টারকে ভালো করে লক্ষ্যই করেনি। স্রেফ পাল্লা খোলার কথা মনে হয়েছে, খুলেছে; ভেতরে কি আছে বলতে পারবে না।

—তুমি কি করে জানলে? না, ওকে কোন দুর্ঘটনায় ফেলতে পারলে আমাদের ঝামেলা কমবে।

—তোমার কি মাথায় ভূত চাপলো? আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম। এমন বোকার মত কাজ কেউ এখন করে নাকি? ডেস্টারের মৃত্যুর খবর পুলিশ না জানা পর্যন্ত এখানে আর একটাও খুন চলবে না।

—না না, কায়দা করে মারতে হবে। এমন ভাবে মারবো, কারোর মনে কোন রকম সন্দেহই জাগবে না। মেয়েটাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব। ঘুমের ঘোরে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেছে—এটাই চাউর করে দেবো।

—না, আমি একবার বলেছি, আবার বলছি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। ওর কিছু মনে থাকবে না।

হেলেন আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, ওর চোখের তারা দুটি স্থির। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি।

—আমি জানি, মেয়েটাকে কেন মারতে চাও না। তাই বলে একটা পুচকে মেয়ের প্রেমে পড়ে তুমি সব গণ্ডগোল করে দেবে। না, আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না। মেরিয়ানের মুখ আমি যেভাবেই হোক বন্ধ করবোই করবো।

আমি বাঘের মত গর্জে উঠলাম। এগিয়ে গিয়ে চেপে ধরলাম হেলেনের কাঁধ, দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরলাম। বললাম—বার বার তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরো না। ওর গায়ে হাত দিয়েছো কি পুলিশ জেনে যাবে ডেস্টার কোথায় আছে। অতএব মেরিয়ান যেমন আছে থাকতে দাও, নয় তো সব আশা ধুলোয় মিশে যাবে।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হেলেন. চোখ দুটো থেকে যেন আগুনের গোলা বেরোচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো—বেশ, বোকার মত কাজ করতে চাইলে করো। কিন্তু এর জন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে।

আর এক মুহূর্ত দেরী না করে আমাকে পাশ কাটিয়ে হেলেন হনহন করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

আমি ওর যাওয়ার দিকে একভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম চুপ করে। কানে ভেসে এল দোতলা থেকে ওর ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

উঠে পড়লাম। আস্তে আস্তে একপা একপা করে সিঁড়ির দিকে এগোলাম, হাজির হলাম মেরিয়ানের ঘরের কাছে। দরজায় কান পাতলাম, কোন শব্দ না পেয়ে আস্তে করে পাল্লা খুলে উঁকি দিলাম।

দেখলাম, খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়, মেরিয়ান বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আবার নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালাম ওর খাটের পায়ের দিকে।

মেয়েটা ঘুমের ঘোরে অস্থির হয়ে উঠছে। বিড়বিড় করে কি বকছে, আর মাথাটা এদিক ওদিক করছে। হঠাৎ চোখ খুলে বালিশ থেকে মাথা তুললো। তারপর আমার দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে নিমেষের মধ্যে গুডিয়ে উঠলো।

আমি তাকে শান্ত করার জন্য বললাম—ঘাবড়াবেন না, আমি ন্যাশ।

ও বিছানার চাদর বুকের কাছে সাপটে ধরে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো, চোখে ভয়ার্ত চাউনি।

—দেখতে এলাম, আপনি ঠিক আছেন কিনা। ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন কিনা, তাই।

—ও, তাই বলুন। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন আপনি। এবার স্বাভাবিক হয়ে মেরিয়ান বালিশে পিঠ রাখলো, ঘুমের ঘোরে হাঁটছিলাম নাকি ?

—হ্যাঁ, রান্নাঘরে আলো জ্বলতে দেখে চলে এলাম। দেখলাম, আপনি ফ্রিজের ছাদ থেকে বোতলগুলো নামাচ্ছেন।

আমি একভাবে ওর চোখ মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলাম। নাঃ, যে আশা করেছিলাম, সে-সব কিছু লক্ষণ নেই ও মুখে। কেবল একরাশ বিস্ময় আর হতভম্বতা এসে জড়ো হয়েছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। বড়ো ফ্রিজটাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। বলতে থাকে মেরিয়ান। ওর ভেতরে জল জমে যাবে ভেবে আমার ঘুম আসছিলো না। সেই যে, আপনি বললেন, মোটরটা বন্ধ করে দেওয়ায় হয়তো ··

যাক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ডেস্টারকে ও মোটেই লক্ষ্য করে নি। তাহলে আর এভাবে কথা বলতো না। সহজ হবার চেষ্টা করলাম। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম - আপনি দেখছি সত্যিই ছেলেমানুষ। এ নিয়ে অত মাথা ব্যথার কি আছে? তাছাড়া আপনাকে বললাম যে ঘণ্টা চারেকের আগে ভেতরের বরফ গলতে শুরু করে না। বাব্বাঃ, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। আমি তো ভাবলাম নিশ্চয়ই কোন ঘাঘু চোর।

—ইস্, কি লজ্জার কথা। গত কয়েক মাসে কিন্তু আমি একবারও ঘুমের ঘোরে হাঁটিনি।

—বেশ তো, আর কখনও হাঁটবেন না। আর আমিও চাই না, আপনি ভয় পান। শুধু দেখতে এসেছিলাম, ঠিক মত ঘরে এসে বিছানায় শুলেন কিনা।

—না না, আমি ঠিক আছি।

মেরিয়ান তাকালো আমার দিকে, আমার দুটি চোখ তার চোখের ওপর আবদ্ধ। ঝকঝকে দুটি চোখ আর ঠোঁটে সেই লজ্জা ভরা হাসি।

আমি এগিয়ে গেলাম, বিছানার পাশে দাঁড়ালাম। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে ও হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। হাত ধরে ঝুঁকে পড়ে আমি মনের সাধ মিটিয়ে চুমু খেলাম। এইভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এক সময় মেরিয়ান মুখ সরিয়ে নিল।

—শুয়ে পড়ো সোনা। আমি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—হ্যাঁ, শুভরাত্রি, গ্লিন।

আমি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, এই মুহূর্তে মনে হল বাতাসে ভর দিয়ে আমি যেন উড়ে চলেছি।

* * *

শুক্রবার বিকেলবেলা।

হেলেন আমার গ্যারেজের ঘরে। দুজনে ছকের বাকী টুকিটাকি কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত।

হঠাৎ হেলেন বলে উঠলো—কি ব্যাপার, ভয় পাচ্ছো ? না কি ভেবে ঠিক করতে পারছো না, মেরিয়ান আর টাকা দুই -ই হাতাতে পারবে কিনা ?

বাপ্‌রে, একেবারে আসল জায়গায় ঘা। কি চালাক মেয়েছেলেরে বাবা। ঠিক বুঝতে পেরেছে, আমার উৎসাহ দিন দিন কমে আসছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার হেলেন বললো—ঐ হাঁটুর বয়েসী মেয়েটাকে নিয়ে মিথ্যে আশা করো না গ্রিন। এখনও সময় আছে, সরে দাঁড়াও। নয়তো পরে চোখে সরষের ফুল দেখবে।

—আঃ, বেশী কানের কাছে কিচকিচ করো না তো। নিজের চরকায় তেল দাও। আমি ধমকে উঠলাম। আমি কি করবো, না করবো, তোমার কাছ থেকে শিক্ষা নেবো না। তোমার মাথা-ব্যথা করে কাজ নেই।

হেলেনের ঠোঁটে তির্যক হাসির রেখা।

ছক মাফিক সব ব্যবস্থাই আমাদের তৈরী। এখন হাতের তাস কেমন পড়বে, তার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। কিছুটা ভাগ্যের মোড়ও দরকার। যেমন, রাস্তায় কোন পুলিশের গাড়ি না পড়ে, আমাদের গাড়ি যেন খারাপ না হয়, কোন চেনা লোকের সঙ্গে যেন দেখা না হয়ে যায়—এই সব খুঁটি নাটি।

—ঠিক আছে। এতেই চলবে। পুরো দৃশ্যটা কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললাম।

মনে রেখো, আমার পরে তুমি পুলিশের কাছে এজাহার দেবে। সাবধান, কোন কিছু আগবাড়িয়ে বলতে যেও না। যেমনটি বলেছি, হুবহু সেই রকম বলো, ওরা যেন তোমায় টলাতে না পারে।

হেলেন শান্ত চোখে আমার দিকে তাকালে—ওরা আমার কিছু করতে পারবে না, বুঝেছো। তুমি বরং নিজের কথা ভাবো।

উঠে দাঁড়ালো সে—মেরিয়ানের জন্য সন্ধ্যে বেলা অপেক্ষা করা বেকার। ওকে কিছু সেলায়ের কাজ দিয়েছি।

ও কথা শেষ করে চলে গেল। আমি আর ফালতু কথা না বাড়িয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

সন্ধ্যেটা কাটালাম এক নাচের আসরে। বেশ কিছুক্ষণ এর-ওর সঙ্গে নাচলাম। পুলিশ পরে খোঁজ নিলে জানবে, আর সবায়ের মত আমার ওঠা বসাও স্বাভাবিক।

শনিবারও এমনি এমনি কেটে গেল। কিছুক্ষণের জন্য মেরিয়ানের দেখা পেয়েছিলাম। কিন্তু হেলেন সঙ্গে ছিল। তাই কোন কথা বলা হয়নি। আমি কেবল ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হেসেছিলাম। সেও হাসলো। কিন্তু আমাকে সে খুঁটিয়ে দেখলো। কি জানি, মনের ওপর ধকল আমার তখন মনে হয় মুখেই ফুটে উঠেছে। ও হয়তো তা বুঝতে পারলো।

বিকেল বেলা বুইক বের করলাম। পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে গাড়ী চালালাম সেই বনটার দিকে। এক ঘণ্টা দশ মিনিট সময় লাগলো। তার মানে রবিবার রাত সাড়ে দশটায় বেরোলে এখানে পৌছবো ঠিক এগারোটা চল্লিশে। বড় রাস্তা সে সময় ঠিকই ফাঁকা থাকবে।

ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম এলো না, এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। হেলেনও কি আমার মত রাত জেগে আকাশ পাতাল ভাবছে। কি জানি বাবা, যা বেপরোয়া মেয়েছেলে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। ও বাড়িতে যাবার জন্য নীচে নামতেই দেখি, নুড়ির রাস্তা ধরে মেরিয়ান আসছে।

মনে পড়লো, হেলেন ওকে আজ আধবেলা ছুটি দিয়ে রাত দশটা নাগাদ ফিরে আসতে বলেছে। নাঃ ঝামেলা মেটার আগে মেয়েটার সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো হতো।

—কি গো কোথায় যাচ্ছো? গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। মেরিয়ান মুখ তুলে তাকালো। লক্ষ্য করলাম ওর চাউনিটা, বড় অদ্ভুত। যেন ও আমাকে প্রথম দেখছে। ওর চোখে চোখ রাখতে পারলাম না, নামিয়ে নিলাম।

আবার মেরিয়ান বললো—তা, তোমার হাতে কি খুব কাজ গ্লিন? কিছু করছ এখন?

—ওঃ, প্রচুর কাজ। আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। সন্ধ্যের আগে মনে হয় নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবো না।

ও আবার আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। বললো—আচ্ছা গ্লিন, সত্যিকরে বলোতো, তোমার কি হয়েছে?

—আরে দূর, কিছু হয়নি।

মেরিয়ান এগিয়ে এলো, আমার হাত ধরলো, তোমাকে কিন্তু খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

আমি সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম। মুখে জোর করে হাসি টেনে বললাম—না না, রাতে ঘুম কম হয়েছে, তাই। তোমার সঙ্গে যেতে পারলে খুব মজা হতো। কিন্তু কাজটা এত জরুরী। যাক, ওসব কথা বাদ দাও। আচ্ছা, তোমার ঘুম হাঁটুনে রোগের খবর কি। সারলো, না এখনো হাঁটছে?

—না, সেরে গেছে। একটু থেমে কি যেন ভাবলো ও, কদিন থেকে একটা কথা তোমায় বলবো ভাবছি। জানিনা বলা ঠিক হবে কিনা। আচ্ছা, ঐ মহিলা কি তোমায় ভালোবাসেন?

শুনে তো আমার ভিরমি যাওয়ার যোগাড়। কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। বললাম কোন্ মহিলা? কার কথা বলছো?

—মিসেস ডেস্টার।

—আমায় ভালবাসেন? কি আজে বাজে বকছো? উনি আমাকে ফালতু ভালবাসতে যাবেন কেন?

—ফালতু নয়, এটাই ঠিক। নয়তো যে কোন অছিলা করে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া আটকে দেবেন কেন? তাছাড়া উনি যেভাবে তোমার দিকে তাকান, তুমি না বললে কি হবে, আমি জানি—তোমায় উনি ভালবাসেন।

এই মুহূর্তে আমার মনে হল যেন, আমি এঁদো পচা ডোবার মধ্যে ডুবে নাকানি চোবানি খাচ্ছি। পুলিশী জেরার মুখে এই মেয়ে এরকম কথা বললেই হয়েছে আর কি, তরী তাহলে ডুববে, সেদিকে নিশ্চিন্ত।

তাই আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—মেরিয়ান, তুমি ভুল করছো। মিসেস ডেস্টার আমাকে দুচোখে দেখতে পারেন না। নেহাত মিঃ ডেস্টার জোর জবরদস্তি করে রাখলেন তাই, নয়তো কবে দূর করে তাড়িয়ে দিতেন।

ঠোঁট উল্টে মেরিয়ান বললেন—জানি বাবা, তোমাদের কি যে ব্যাপার...আচ্ছা, গ্রিন, একটা সত্যি কথায় উত্তর দেবে? মিঃ ডেস্টার কি সত্যিই এ বাড়িতে আছেন?

পা দুটো টলতে লাগলো, কান দিয়ে আগুনের গোলা বেরোতে লাগলো, জিভ শুকিয়ে কাঠ, কোনমতে আমতা আমতা করে বললাম—বাঃ, এ তুমি কি বলছো, মেরিয়ান। নিশ্চয়ই আছেন, একশোবার।

—কিছুই বুঝতে পারছি না। মেরিয়ান ভুরু নাচালো। আমার মনে হয়, উনি বাড়িতে নেই। ওঁর ঘরে কোন সাড়া শব্দ পাইনা। একটা কথাও কখনও বলতে শুনি না....ভারী অদ্ভুত, তাই না।

—না, তোমার ধারণা ভুল, উনি কিন্তু ঘরেই আছেন। আমি সহজ ভাবে বলার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝেই তো আমি দেখতে যাই। তবে শরীরটা খুব খারাপ তো, তাই বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে থাকেন।

—তাই বুঝি। মেরিয়ান একটু ইতস্ততঃ বোধ করলো। কিন্তু

যা ই বলো, আমার এখানে আর বেশিদিন থাকা চলবে না। কেমন গা ছমছম করা পরিবেশ। মিসেস ডেস্টারকে আমার একটুও পছন্দ হয় না।

—আমিও ভাবছি, চলে যাব। তবে যে পর্যন্ত আমি আছি থাকবে তো? তুমি চলে গেলে মেরিয়ান, আমার ভীষণ মন খারাপ লাগবে ; একা একা লাগবে।

আমি ওর হাতে হাত রেখে বললাম—কিছু পয়সা কড়ি পাওয়ার কথা আছে। ওটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত থাকতেই হবে। টাকা পেলে কি করবো, বলো তো?

—আমি জানবো কি করে?

—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে রোমে যাবো।

—সত্যি ও হেসে ফেললো, ঠাট্টা করছো না তো। কেন যাবে?

—কেন, সেটা তুমি স্পষ্টই জানো। আমি তোমায় ভালোবাসি সোনা।

আবার মেরিয়ান আমাকে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর বললো—এ পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সবাইকে এই এক কথা বলছো গ্লিন?

—না, তা কেন বলবো। বেশ তো রোমে গিয়ে আমরা না হয় আলাদা হোটেলে থাকবো। তোমার কাজ কর্মের কোন ক্ষতি হবে না। তুমি কেবল আমার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটাবে। তারপর....তারপর তোমার যদি ভালো লাগে, আমরা বিয়ে করবো। আমি ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম, সবাই এরকমই করে, তাই না?

আমার একথা শোনার জন্য মেরিয়ান তৈরী ছিল না। তাই একটু হকচকিয়ে গেল। একটু লজ্জাও পেল, সে আঙুল জড়াতে লাগলো।

ওকে কাছে টেনে নিলাম, চুমু খেলাম। বললাম—সোনা, আমি যে তোমার জন্য পাগল।

আমার গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে।

তারপর নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বললো—ছাড়ো, অনেক দেরী হয়ে গেছে। এবার আমায় যেতে হবে।

মেরিয়ান আর অপেক্ষা না করে চলে গেল। আমি ওর যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

* * *

বিকেলের দিকে ছক মাফিক আমি আমার প্রথম চাল দিলাম।

হিলক্রেস্ট এভিনিউ থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা গাড়ি রাখার জায়গা। আমি বুইকখানাকে সোজা সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখে এলাম।

গাড়িগুলোর যে দেখাশুনা করে তাকে বলে এলাম, অনেক রাতে এসে ওটা ফেরত নিয়ে যাবো। তারপর বাসে করে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর হেলেনকে নিয়ে ছকটার আগাপাস্তলা আবার ঝালিয়ে নিতে বসলাম, ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল।

রাত্রি সাড়ে নটা। আমি ডেস্টারের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিলাম। তারপর আলমারির মাথা থেকে স্যুটকেস নামালাম, নিজের কোটপ্যাণ্ট, জুতো তার মধ্যে ভরে নিলাম। এবার ডেস্টারের চড়া ধূসর রঙের যে কোট প্যাণ্টটা আবার গায়ে লাগে সেটা পরে নিলাম। পায়ে পরলাম কালো সোয়েডের জুতো, স্যুটের ওপর চাপালাম উটের লোমের ওভার কোট আর মাথায় বড় কানওয়ালা টুপি।

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আমি ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করলাম। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কিন্তু ওপরে যতই স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলাম, বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল।

ঝুল বারান্দার নীচে একটা গাড়ি থামার শব্দ পেলাম। জানলা দিয়ে চোখ বাড়ালাম, হেলেন। হুঁ, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে হাজির হয়েছে। দশটা বেজে দু মিনিট।

হেলেন পরেছে হালকা সবুজ রঙের সুতীর জামা, মাথায় ছোট টুপী, আর হাতে সাদা দস্তানা। এই সাধারণ পোষাকে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

একটু পরেই হেলেন ঘরে এসে ঢুকলো। মেরিয়ান ফিরেছে ?

আমি যেমন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তেমনিই রইলাম। নুড়ি বিছানো রাস্তায় ঝিমমারা বাতিগুলোর দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম—না, ফেরেনি।

আমার পাশে হেলেন এসে দাঁড়ালো—এই তাহলে শুরু, কি বলো ?

—হ্যাঁ।

—ভয় পাচ্ছো না তো?

—দূর, ভয় পাবো কেন ?

— বেশ তো, ঠিক থাকলেই ভালো।

আমি ওকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। ওর সবুজ চোখজোড়া ধিকধিক করে জ্বলছে। মুখটা যেন পাথরের তৈরী।

—এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা তুমি। হেলেন বললো, অথচ যে আগ্রহ নিয়ে তুমি কাজে নেমেছিলে, তার চার ভাগের এক ভাগও নেই। কচি মেয়েটা মনটাকে দারুন নাড়া দিয়েছে, তাই না ?

—আঃ, কি আলতু ফালতু বকছো। বললাম তো, সব ঠিক আছে।

— হ্যাঁ, তাই যেন থাকে। নাহলে পস্তাবে।

আমি ঘুরে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখি রাস্তা দিয়ে মেরিয়ান বাড়ির দিকেই আসছে। গাড়ি বারান্দার আলো ওর মিষ্টি মুখে এসে পড়েছে, ঠোঁটের ফাঁকে টুকরো হাসি নজরে পড়লো।

—মেরিয়ান এসে গেছে। হেলেনকে জানিয়ে দিলাম।

—ঠিক আছে, আমি নীচে যাচ্ছি, ওর সঙ্গে কথা বলি।

—হ্যাঁ, লক্ষ্য রেখো, রান্নাঘরের দরজার এদিকে যেন কোন মতেই আসতে না পারে।

হেলেন নীচে নেমে গেল। আমি অল্প কিছুক্ষণ পরে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ির মুখে এসে থামের আড়ালে দাঁড়ালাম।

হেলেন আর মেরিয়ান তখন বসবার ঘরে। কানে ভেসে এলো হেলেনের কণ্ঠস্বর—মিঃ ডেস্টারকে একটু পরেই স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হবে। ন্যাশের জন্য দেরী করছি। সে গাড়ি নিয়ে সিগারেট কিনতে গেছে। প্রায় ঘন্টা খানেক কেটে গেল। বুঝতে পারছি না, কেন এত দেরী করছে।

....আশা করি, সময় মতো এসে যাবে। তবে যদি না আসে, তুমি একটু সাহায্য করো। মিঃ ডেস্টারের আবার থেকে থেকে গা হাত পা কাঁপে। হয়তো ধরাধরি করে গাড়িতে তুলতে হবে। তুমি বরং রান্নাঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িও, দরকার হলে এগিয়ে আসতে পারবে।

....তবে মনে রেখো, আর্ল যেন তোমায় দেখতে না পায়। ও একেই কারো সাহায্য নেওয়া পছন্দ করে না। তার ওপর অচেনা লোক, তাহলে আর দেখতে হবে না। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। তুমি থাকো, আমি ওপরে যাচ্ছি।

সিঁড়িতে হেলেনের পায়ের শব্দ পেতেই আমি আবার ডেস্টারের ঘরে ফিরে গেলাম। কব্জি উল্টে ঘড়িটা লক্ষ্য করলাম, দশটা বেজে সতেরো।

ইস্, গলা শুকিয়ে কাঠ। একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এলে ভালো হতো। একটু গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যেতো, বুকটা এমন কাঁপছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো হেলেন, আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো।

—নিজে যেতে পারবে তো আর্ল? পরিষ্কার চেঁচিয়ে বলতে লাগলো হেলেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো—দাঁড়াও, ওভাবে নয়। আমি ধরছি।

আমি কয়েক পলক ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ও যে ছক অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছে সেটা আমি মনেও করতে পারছি না।

—অমন বোকার মত তাকিয়ে দেখছো কি, চলো। ওর কণ্ঠস্বর চাপা এবং তীক্ষ্ণ।

আমি যেন চেতনা ফিরে পেলাম। মুখ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, জিভ আড়ষ্ট। কোন রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললাম—না, আমি নিজেই যেতে পারবো।

আগের মত আবার হেলেন জোরে জোরে বললো—অতো তাড়াহুড়ো করোনা। গাড়ি দরজায় এনে রেখেছি। বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ নেই।

আমি ঠোঁট দুটো নেড়ে বিড়বিড় করে যা মনে এলো বললাম।

খাটের পাশের ছোট টেবিলটা হেলেন এক লাথি মেরে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরের টেবিল ল্যাম্প আর দুটো কাঁচের গেলাস ঝনঝন করে ভেঙে ছিটকে পড়লো।

—উঃ, আস্তে। দেখো তো সোনা, কি করলে?

আমি আবার জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে আবোল-তাবোল বকলাম। দুজনেই লক্ষ্য করলাম দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে।

—হ্যাঁ, সময় হয়েছে। ফিসফিসিয়ে বললো হেলেন।

স্যুটের উপর উটের লোমের ওভার কোটটা চাপিয়ে দিলাম, মাথায় পরলাম টুপী। টুপী এমন ভাবে সামনের দিকে টেনে দিলাম, যেন মুখ ঢাকা পড়ে। ওভারকোটের চওড়া কলারও উলটিয়ে তোলা রইলো।

হেলেন একবার আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করে ঘাড় কাত করলো।

দরজার দিকে দুজনে এগোতে লাগলাম। যেতে মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আবার বিড়বিড়িয়ে উঠলাম।

মেরিয়ান যাতে শুনতে পায় এমনভাবে চেঁচিয়ে চললো হেলেন—নীচের বড় আলো নিভিয়ে দিলে তুমি নামতে গিয়ে পড়ে যাবে।

আমি কোন রকমে ঠোঁট ফাঁক করে যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে বললাম—আলোটা ভীষণ চোখে লাগছে আমার।

হেলেন সিঁড়ির মাথায় এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। হল ঘরের বড় আলোও নিভিয়ে দিয়েছে। কেবল চার কোণে চারটে ছোট আলো জ্বলছে।

—নাও, এবার হয়েছে তো। ধরো, আমার হাত ধরো।

এবার আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। হেলেনের পেছনে আমি, ওর কনুই ধরে পা টেনে টেনে চলছি। হৃৎপিণ্ড দুলকি চালে নাচছে···যদি মেরিয়ান চিনতে পারে। যদি সামান্য ভুলের জন্য গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে যায়।

আস্তে আস্তে এসে হাজির হলাম হলঘরে। বাইরের দরজাটা হাট করে খোলা। হেলেন গাড়িটা এমন কায়দায় রেখেছে, আলো এসে ওর শুধু পেছন দিকে পড়বে।

দরজার বাইরের সিঁড়ি বেয়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই মেরিয়ান সব লক্ষ্য করছে। মনে হল ওর চোখের চাউনি তীক্ষ্ণ ফলার মত আমার পিঠে এসে বিঁধছে।

—দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।

হেলেন যখন দরজা খুলতে ব্যস্ত, তখন আমি গাড়ির গায়ে এমন ভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, যেন কত কষ্ট, দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

গাড়িতে উঠে বসলাম, হেলেন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তুমি বসো, আমি তোমার জামাকাপড়ের স্যুটকেসটা নিয়ে এলাম বলে।

বলেই হেলেন বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

কুঁজো হয়ে বসলাম, পা থেকে ডেক্সটারের জুতো খুলে ফেললাম।

হেলেন স্যুটকেস নিয়ে ফিরলেই নিজের জোড়া পায়ে গলিয়ে নিতে হবে।

একটু পরেই সামনের দরজা বন্ধ করে হেলেন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। গাড়িতে উঠে স্যুটকেস আমার কাছে দিয়ে ইঞ্জিন চালু করলো। নুড়ির রাস্তা ধরে গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চললো।

গেটের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার জুতো পাল্টানো, উটের লোমের ওভারকোট খোলা, সব কাজ শেষ। গাড়ি থামার অপেক্ষা, লাফিয়ে পড়লাম। হেলেন জানলা গলিয়ে আমার স্যুটটা বাড়িয়ে দিল। ডেস্টারের স্যুট ছেড়ে নিজেরগুলো কোন রকমে পরে নিতে এক মিনিটও সময় লাগলো না।

—যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি, বলেই আমি পা বাড়ালাম।

হেলেন গাড়ির সামনে পেছনের আলোগুলো নিভিয়ে দিল। বললো—দেখো, আবার মেয়েটার পাল্লায় পড়ো না।

আমি ওর কথা কানে না তুলে ছুটতে শুরু করলাম। মেরিয়ানের সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। ও যাতে আমাকে সন্দেহ না করে তার জন্য এই প্রচেষ্টা। তাই আর সময় নষ্ট না করে এগোলাম।

হলঘরে ঢুকে সবে বসে একটু জিরোচ্ছি, এমন সময় বসবার ঘর থেকে মেরিয়ান বেরিয়ে এলো।

আমি যেন জানি না, যে সে ফিরে এসেছে, এমনই ভাব করে প্রশ্ন করলাম—আরে, কখন এলে? আমি তো মনে করেছিলাম, তোমার অনেক দেরী হবে। তা মিসেস ডেস্টার কোথায়?

—এই মাত্র বেরোলেন?

—বেরোলেন? কত্তাকে নিয়ে?

—হ্যাঁ।

—দূর। কথা দিয়ে কথার দাম রাখতে পারলাম না। বাপরে সন্ধ্যে থেকে কি ঝামেলায় না পড়েছি। ভোগান্তির একশেষ! রাস্তায়

বুইকখানা গেল ফেঁসে। এতক্ষণ চেষ্টা করেও ঠিক করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বাসে করে ফিরে এলাম।

....ছি ছি, মিসেস ডেস্টারকে কথা দিয়েছিলাম, ফিরে এসে মিস্টার ডেস্টারকে স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবো। জানি না, উনি কি মনে করলেন?'

এক পলক তাকালাম মেরিয়ানের চোখের দিকে বুঝলাম, সে আমায় খুঁটিয়ে দেখছে, কেমন হতভম্ব ভাব।

আমি একপা পিছিয়ে গেলাম, একটু পাশ হয়ে দাঁড়ালাম, যাতে আমার মুখটা ও পরিষ্কার দেখতে না পায়। প্রশ্ন করলাম—মিঃ ডেস্টার যাবার সময় কেন ঝামেলা করেন নি তো?

—না, কেন, তুমি রাস্তায় গাড়ি দেখতে পেলে না?

—না তো, আমিও ঢুকেছি আর ওঁরাও বেরিয়েছিল, তাই না? পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম—ঠিক আছে। মিসেস ডেস্টার নিশ্চয়ই স্যানাটোরিয়ামে ফোন করেননি? আচ্ছা আমিই ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি, ওঁরা যাচ্ছেন।

—না, আমি তো শুনিনি।

—ঠিক আছে। তুমি শুয়ে পড়তে পারো, আমি গ্যারেজের ঘর থেকে ফোন করে দেবো।

—মিসেস ডেস্টার বলে গেছেন, রাত একটার আগে বাড়ি ফিরবেন না, কিছুক্ষণ আমরা একসঙ্গে থাকি না প্লিন।

ঠিক যে ভয় করছিলাম, সেটা এসেই ঘাড়ে চাপলো। কিন্তু আর মানলাম না। তাই ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আজ থাক সোনা, গাড়ি ঠিক করতে হবে, স্যানাটোরিয়ামে ফোন করেই গাড়ির কাজে লেগে পড়তে হবে।

—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। বাড়িতে একা থাকতে আমার কেমন গা ছম ছম করছে।

আ গেলো যা! কপালে কিছু কিছু ঘাম জমে উঠলো। কোন

রকমে বললাম—ভুলেও ও কাজ করো না মেরিয়ান। বাড়ি খালি রেখে গেলে মিসেস ডেস্টার হয়তো ভীষণ রেগে যাবেন। বরং নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।

ঘুড়ির সুতো আর বাড়তে দিলাম না, ওটা নিয়েই নাড়াচাড়া করলাম। কিন্তু নিশ্চয়ই কোথাও একটা গলতি হলো। কারণ আচমকা ওর চোখে ভয়ের ছায়া ঘনালো।

—কি হয়েছে গ্নিন? তোমার চোখমুখ, এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? রাস্তায় কোন গোলমাল বাধিয়ে আসোনি তো?

ভয়ের চোটে আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। ধমকের সুরে বললাম—আঃ, চুপ করো তো, গোলমাল আবার কিসের। রাস্তায় এক লক্কর মার্কা গাড়ি নিয়ে পড়লাম এক ফ্যাসাদে তারপর কথার খেলাপ, এখন আবার তোমার এই সব কথা। এ নিয়ে কম ঝামেলা পোয়াতে হবে না, তুমি আর কি বুঝবে। যাও, আর তর্ক না করে সোজা শুয়ে পড়ে গিয়ে।

মেরিয়ান দু'পা পিছিয়ে গেল। বুঝলাম, আমার ধমকানি কাজে লেগেছে, ঘাবড়ে গেছে। গোমড়া মুখে বললো—বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। তারপর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। খানিক পরেই ওর ঘরের দরজা বন্ধ করার সশব্দ আওয়াজ কানে ভেসে এলো।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের মুণ্ডুপাত করতে লাগলাম। পুলিশ আর ম্যাডক্সের সঙ্গে এরকম কথা বললেই হয়েছে আর কি। খেল তাহলে শেষ।

* * *

বাড়ি ছেড়ে অনেক দূর না যাওয়া পর্যন্ত হেলেন আর আমি মুখ টিপে বসে রইলাম। কেউ একটাও কথা বললাম না।

আমি যতটা সম্ভব মাথা গুঁজে হেলেনের পাশে বসেছিলাম। মাথার টুপি কপালের ওপর নেমে এসেছে। ওভারকোটের কলার

ওল্টানো। মেজাজ তখনও বিগড়ে আছে। গাড়ি হিলক্রেস্ট এভিনিউ দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। থেকে থেকে কেবল মেরিয়ানের কথা মনে পড়ছে। কি ভাবছে, কি করছে সে।

প্রথমে হেলেন মুখ খুললো—মেয়েটা কোন গোলমাল করেনি তো ?

—না, আমার মিথ্যে বলতে ঠোঁট কাঁপলো না। তবে একটু বোঝাতে হলো আর কি।

হেলেন আমার দিকে তাকালো, ওর চোখে যেন শানিত তরবারি ঝলমল করছে। বললো—ও মেয়ে আমাদের বিপদে ফেলবে। বোকার মত ওর পেছনে না ছুটলেই কি চলছিল না ?

—মেলা খিচির খিচির করো না তো। ও আমাকে ভালবাসে। আমাকে মুশকিলে ফেলবে না।

—তোমার দিকটাই সব, তাই না ? আমার কথা ভুলে যেও না। যতদূর মনে হয়, আমি যে বলেছি আল ওপরের ঘরে ছিলো, সেটা ও বিশ্বাস করেনি।

এই মুহূর্তে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে বরফ জল গড়িয়ে পড়লো। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—তোমার কি মাথায় ছিট হয়েছে ? ওরকম ভাবলে মেরিয়ান আমাকে নিশ্চয়ই জানাতো।

—সত্যিই ও তোমাকে বলেনি ?

হেলেন আবার আমার দিকে তাকালো। ড্যাশবোর্ডের আলোয় লক্ষ্য করলাম ওর জ্বলজ্বলে চোখদুটো।

—ওকে রেখে আমরা খুব বোকামি করেছি।

—যাক গিয়ে। রাখা যখন হয়েই গেছে, তখন আর ভেবে কি কি হবে। আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এবার তোমার গানটা থামাও, এখনও অনেক কিছু ভাববার আছে।

প্রায় ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে এক আধখানা বিরাট তেলের গাড়ি অথবা সানফ্রান্সিসকোর দিকে যাওয়া কমলালেবু ভর্তি লরিকে আমাদের গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

উল্টোদিক থেকে পাঁচ ছ-খানা প্রাইভেট গাড়ি আসছে! প্রত্যেকটারই উদ্দেশ্য এক—লস এঞ্জেলস।

হঠাৎ হেলেনের কথায় চমকে উঠলাম—পেছনে মোটর সাইকেলে পুলিশ।

দেখি, হুঁ, হেলেন ঠিকই বলেছে। পেছন ফিরে দেখলাম, তিরিশ গজ পেছনে মোটর সাইকেলের হলদে আলো আর পুলিশের চ্যাপ্টা টুপী।

আমি হেঁড়ে গলায় বললাম—গাড়ীর স্পীড কমিয়ে ওকে এগিয়ে যেতে দাও।

হেলেন স্পীড কমিয়ে ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইলে নেমে এলো। কিন্তু পুলিশের গাড়ি পেছু ছাড়লো না। ঠিক গদের আঠার মত লেগে রইলো।

—শালার ব্যাপারখানা কি! আমি আমার ভয়টাকে চাপা দিয়ে রেখে বললাম।

—হয়তো এমনিই পাহারা দিচ্ছে। হেলেনের কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল না ভয় এবং উত্তেজনা। চায়ের টেবিলের পাত্রীর মত শান্ত তার কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু, গাড়ি চিনে রাখবে। না না, যে করেই হোক ওর চোখে ধুলো দিতে হবে। আর মাইলখানেক এগিয়ে আমরা মোড় ঘোরাব, কিন্তু এখন ওর চোখের সামনে সেটা সম্ভব নয়। তুমি এক্ষুনি গাড়ি থামাও ওকে সামনে যেতে দাও।

'কি যা তা বলছো? গাড়ি দাঁড় করালেই ও জিজ্ঞাসা, করবে কেন দাঁড় করালাম, আর তখন তোমায় ভালো করে দেখে রাখবে।'

'আঃ, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না, যে করেই হোক ওকে কাঁধের বোঝা করে না রেখে সরিয়ে ফেলতে হবে।

'ঠিক এই জায়গাতেই তো বদমাস গুণ্ডারা আমাদের উপর হামলা করবে, তাই কথা ছিল না? আরও আধমাইল এগোতে হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।'

গাড়ির আয়নায় চোখ পড়তেই পিছনের একটা কিছু দেখে হেলেন বলে উঠলো, 'কথা থামাও, ওরা আসছে!'

আমাদের গাড়ির গতি কমতে লাগলো। খুব ধীর গতিতে এগোতে লাগলাম। বনেটের পাশে লাগোয়া আয়নার উপর মোটর সাইকেলের হেড লাইটের আলো এসে পড়লো। মিনিট কয়েক, পুলিশের গাড়ি একেবারে আমাদের পাশে।

আমি নিজের আসনে প্রায় কোমরের কাছে মাথাটা গুঁজে বসে রইলাম। একটু বাদে আমাদের পাশ ছেড়ে সে এগিয়ে গেলো।

'পুলিশটা তোমাকে দেখছিল।' হেলেন নিচু গলায় বললো, 'পরে গাড়িটা দেখলে ও নিশ্চয়ই চিনতে পারবে।'

পুলিশটা মোটর সাইকেল চালিয়ে আমাদের সামনে সামনেই যাচ্ছিল। হঠাৎ কি খেয়াল হলো সে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পুলিশটা এমন লুটোপুটি করে চলে গেলো যেন, কোনো জরুরী সাক্ষাৎকারের কথা তার মনে পড়েছে।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের ফাঁকা রাস্তায় একচমক দৃষ্টি রেখে বললাম, 'হ্যাঁ, তাইতো....শয়তানদের হাতে এ ধরনেরই কোন একটা জায়গাতে পড়ার কথা, অথচ পুলিশটা যে দেখে গেছে রাস্তায় আর কোনো গাড়ি নেই! এখন উপায়?'

'উপায়....'অস্থির হয়ে পড়লো হেলেন, 'আমি কিছু চিন্তা করতে পাচ্ছি না, তুমিই কোনো একটা উপায় বের করো।'

'হুঁ, তাহলে গল্পটা আমাদের বদলাতে হচ্ছে। মন দিয়ে শোনো, পুলিশী জেরার সময়ে বলবে। বন-বিভাগের মধ্যে থেকে আচমকা এক সার গাড়ি বের হয় এবং তারা রাস্তার উপরে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়াবার জন্যে গাড়ি থামাতে তুমি বাধ্য হয়েছিলে।

'এটা বলা নিষ্প্রয়োজন, ঐ গাড়িগুলো হচ্ছো শয়তানদের। এবং

এর পরেই যা ঘটনা ঘটবার তা ঘটে গেছে। কি, ঠিক মতো মনে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এই তো চাই। সামনেই মোড় পড়বে, আস্তে গাড়ী চালাতে হবে মোড় ঘুরতে হবে।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দিকটা আর একবার দেখে নিলাম—না: রাস্তায় কোনো গাড়িই নেই। একদম পরিষ্কার রাস্তা। যাক, বাঁচা গেলো। ভাগ্যলক্ষ্মী তাহলে আমাদের দিকে চোখ ফেলেছেন!

কাঁচা রাস্তার মুখে আসতেই আমি হেলেনকে মোড় ঘুরতে বললাম। কথা মতো হেলেন বাঁক নিলো। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে আমি রাস্তা দেখার ছোট আলোটা জ্বেলে দিলাম।

পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হতেই সরকারী বনের কাঁটাতার দেওয়া গেট চোখে পড়লো। হেলেন গাড়ি থামালে, আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে গেট খুলে দিলাম।

তারপর গাড়ি চালিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, গেট বন্ধ করে সামনে সামনে হেঁটে তাকে পথ দেখিয়ে সামনে কুঁড়ে ঘরগুলোর কাছে নিয়ে এলাম। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে, ও নেমে এলো।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেন্সিল-টর্চ বের করে আমি কুঁড়ে ঘরের দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ঠেলা দিতেই বুঝতে পারলাম, ভিতর থেকে তালা দেওয়া।

ইশারায় হেলেনকে দাঁড়াতে বলে আমি কাঁচের সার্সি লাগানো জানলার কাছে গিয়ে টর্চের পিছন দিকে এক বাড়ি মারতেই কাঁচের সার্সি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

ভাঙা জানলা দিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেললাম। তারপর জানলার পাল্লা খুলে দেয়াল টপকে ছোট্ট একটা ঘরে প্রবেশ করলাম।

ঘরটায় গোটা দু-তিনেক চেয়ার, একটা টেবিল, আর একটা আলমারিই মাত্র রয়েছে।

ঘর থেকে বেরোলেই বারান্দা পড়বে—ক্ষনিকের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম, তারপর সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

দরজার মধ্যে যে আংটা দুটো ছিলো তাতে তালা ঝুলছে। সেই আংটা দুটোর ইস্ক্রুপ খুলে তালা বের করে নিলাম। এ কাজটা করতে আমার বড় জোর এক মিনিট সময় লেগেছে।

দরজার পাল্লা খুলে আমি হেলেনকে ডেকে বললাম, 'এসো. ভেতরে এসো।'

গুটি গুটি পায়ে দুজনে বারান্দার শেষ মাথায় চলে এলাম। সামনেই দরজা।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে টর্চের আলো জ্বালতেই দেখি, মস্ত বড়ো এক ঘর। আসবারের মধ্যে রয়েছে একটা টেবিল—সেটা ঘরের মাঝখানে রয়েছে, আর চার-পাঁচটার মতো কাঠের পিপে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সময় নষ্ট না করে আমি কাজে লেগে গেলাম।

একটা পিপের গায়ে আড়াআড়িভাবে জড়ালো মস্ত একটা দড়ি, পকেটের চাকুটা বের করে দড়িটা দু টুকরো করলাম। তারপর হাতের টর্চটা পিপের ওপর জ্বালানো অবস্থায় রেখে হেলেনের দিকে তাকালাম।

ভয়ে হেলেনের মুখটা সাদা মেরে গেছে, উত্তেজিত হওয়ার ফলে ওর বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে।

হেলেনকে সাহস জুগিয়ে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই, তোমাকে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এখানকার লোকেরা খুব সকালেই কাজ করতে চলে আসে।

'তোমাকে আবিষ্কার করার আগে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মতো একা থাকতে হবে। খুব সাবধান, ওরা যতো রকমেরই প্রশ্ন করুক না কেন

তোমার মুখে যেন রাটি না বেরোয় ; প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে এমন একটা ভাব করবে, যেন কতই না মুর্চ্ছো গেছো।

'বাধ্য হয়েই ওরা তখন পুলিশে খবর পাঠাবে। তারপর তোমার কাজ তো তোমার জানাই আছে—'

হেলেন কথা থামিয়ে বলে উঠলো, 'সে বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমার কাজ আমি ঠিক মতোই করবো। তোমার যে সব কাজ বাকি আছে তা দ্রুত সেরে নাও।'

'তবে বলছিলাম কি' তাকে পাত্তা না দিয়ে আমি বললাম, 'এখনো সময় আছে তুমি বলো, এ কাজ করতে তুমি রাজী আছো কিনা।'

'পুলিশ আসা মাত্রই কিন্তু আসল খেলা শুরু হবে, মনে থাকে যেন। তখন আর পিছিয়ে পড়লে চলবে না। যদি এখনো কোনো অসম্মতি থাকে তো—'

'না, আমি এ কাজে পূর্ণ সম্মতি জানাচ্ছি। আমার দিক থেকে আমি রাজি। নাও, বাকী কাজ শুরু করো।' এই কথা বলেই হেলেন, এক পা এগিয়ে এসে তার হাত দুটো সে আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

এবং এবার আমি যা করে ফেললাম, তা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিকল্পনার বাইরে ছিল। হেলেন আগে থেকে এর কিছু বুঝতে পারে নি।

সত্যি বলছি, আমি কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটুক তা কোনো সময়ের জন্যও চাইনি, বলতে পারেন বাধ্য হয়েই আমি এ কাজ করেছি। ছক যা বানিয়েছি, তা পুলিশকে তো বিশ্বাস করাতে হবে!

একটু পাশে আমি সরে দাঁড়ালাম, এমন ভাব—যেন দড়ির টুকরো দুটো নেওয়ার জন্য আমি টেবিলের কাছে যাচ্ছি। তারপর হাতের মুঠো শক্ত করে সবেগে হেলেনের চোয়াল লক্ষ্য করে মারলাম এক ঘুষি।

ঘরে মৃদু আলো, আমিও উত্তেজিত মাথায় কাজ করছি, ঘুষিটা

যেখানে পড়ার কথা সেখানে না গিয়ে লাগলো হেলেনের ডান চোখের নীচে গালের হাড়ের ওপর।

ঘুষির আঘাতে ও একেবারে ধরাশায়ী, তবে জ্ঞানতো অবস্থাতেই।

আমি ঠিক করেছিলাম, আমার আঘাতে হেলেনকে অজ্ঞান করে দেবো। তা তো হলোই না, বরং অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ করতে করতে ও ধুলো মাখানো মেঝের ওপর এপাশ ওপাশ করে উপুড় হয়ে গেলো।

মাথার সাদা টুপিটা একপাশে ছিটকে পড়ে রয়েছে। ঘেরাটোপ জামাটা হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। ও দাঁতে দাঁত ঘসে চেঁচিয়ে উঠলো, হতচ্ছাড়া পাজী বদমাশ। তুমি আমাকে—'

মেঝে শায়িত অবস্থায় পড়ে থাকল, সময়ে টর্চের আলোটা এসে ওর গায়ে পড়লো। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠে দাঁড়ালো যখন, মনে হলো—যেন একটা হিংস্র জন্তু ওঠার চেষ্টা করছে।

এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আমি আমার পরবর্তী কাজটা ঠিক করে নিলাম।

হেলেন যেই টলমল্ পায়ে উঠে দাঁড়ালো ওমনি আমি বাঁ-হাতে ওর হাত দুটোকে মুচড়ে ধরে ডান হাতে গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে চোয়ালের পাশে মারলাম এক ঘুষি।

ব্যস্, বিরাট একটা হেঁচকি তুলে মাথাটা পিছনের দিকে হেলিয়ে ও টেবিলের পায়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

হেলেনের ধাক্কায় টেবিলটা দেয়াল ঠেঁসা হয়ে গেলো। হেলেন কাত হয়ে মেঝের উপর পড়লো। এবার সে বেহুঁশ অবস্থায় রয়েছে।

কোনো রকম অভিনয় নয়, এবার সে সত্যি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমি হাঁপাচ্ছি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দম নিতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে আসছে।

একটু বিশ্রাম করে আমি নীচু হয়ে হাতের আঙুল দিয়ে হেলেনের

জামার গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ফড়ফড় করে ছিঁড়ে দিলাম। তারপর ওকে চিত করে দিয়ে হাত দুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললাম।

আমার হাতে দস্তানা ছিল তাই দড়িতে গিট বাঁধতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। তাই বলে কিন্তু আমি দস্তানা খোলার কথা একবারও ভাবলাম না। হাত বাঁধার পর দড়ির অবশিষ্ট অংশ দিয়ে পা দুটোও শক্ত করে বাঁধলাম। পা বাঁধা শেষ হলো। এবার মুখের পালা।

হেলেনকে একখানা বড় সিল্কের রুমাল আনতে বলেছিলাম। ওর বটুয়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রুমালটা বের করলাম। তারপর সেটা দিয়ে ওর মুখ বেশ ভালো করে বেঁধে দিলাম। বাবাঃ, এতক্ষণে একটু শান্তি পাওয়া গেলো।

হেলেনের জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ওর চোখ দুটো বোজা, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, ডান দিকের চোখের নীচে কাল শিরের একটা দাগ ফুটে উঠেছে, থুতনির নীচটা কেটে গেছে, গায়ের জামা ফর্দাফাই—ধুলোয় একেবারে মাখামাখি; পড়ে যাওয়ার ফলে নাইলনের মোজার হাঁটুর কাছে ছিড়ে গেছে।

আমি ওর পায়ের একপাটি জুতো হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললাম।

গোটা ব্যাপারটা এতোক্ষণে শেষ করা গেলো।

আমি ঠিক যেটা চেয়েছিলাম—পাকা একদল গুণ্ডার কবলে পড়লে কোনো সুন্দরী নারীর যা অবস্থা হয়—হেলেনের যেন ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে।

হেলেনের বটুয়াকে মেঝের ওপর উপুড় করে দিলাম। টাকা পয়সা খুটিনাটি সমস্ত জিনিস এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

তিরিশ ডলার নোট ছিলো। সেগুলো পকেটস্থ করলাম। এতোক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম।

বেঁহুশ অবস্থায় কয়েক ঘণ্টার মতো হেলেনকে এই অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখতে আমার ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু আমি নিরুপায়, তাকে এ অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেই যেতে হবে।

হাতে সময় বেশী নেই। তাছাড়া চিন্তা করে দেখলাম; মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে আসবে।

এক্ষেত্রে আর অপেক্ষা করে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা আলতো করে বন্ধ করে রাখলাম।

তারপর টর্চ হাতে বারান্দায় চলে এলাম কুঁড়ে ঘরগুলোতে ঢোকার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে রোলসে চেপে বসলাম।

গাড়িতে ওঠার আগে আমি উটের লোমের ওভারকোট আর টুপী সুটকেশে ভরলাম। ডেস্টারের জুতো আর স্যুট ইতিমধ্যেই ওর মধ্যে রাখা হয়েছিল। সুটকেশটা গাড়ির কেরিয়ারে রেখে দিলাম।

গাড়িতে উঠেই সর্বাগ্রে আমার যা করণীয় ছিল, তাহল—মনিহারী দোকান থেকে কেনা আঠা লাগানো নকল একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের ওপরে লাগিয়ে দেওয়া আর পেছনের পকেট থেকে চকরাবকরা মার্কা একখানা টুপী বের করে চোখ পর্যন্ত লোক চক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য ঢেকে ফেলা।

আমি তাই-ই করলাম। তারপর গাড়ির আয়নায় ভালোভাবে নিজেকে একবার দেখে নিয়ে পাকা রাস্তার দিকে গাড়ি ছোটালাম।

* * *

রাত একটা বেজে কুড়ি মিনিট। আমি বুইকে চেপে ডেস্টারের বাড়ির নুড়ি বিছানো পথ ধরে গ্যারেজের সামনে এলাম।

দেখলাম, সমস্ত বাড়িতে কেবল মেরিয়ানের ঘর ছাড়া আর কোথাও আলো জ্বলছে না। এতে অবশ্য আমি মোটেই অবাক হইনি! কারণ, একমাত্র মেরিয়ান ছাড়া আর কেউই তো এই বাড়িতে ছিল না।

গাড়ি গ্যারেজ করে আমার ঘরে চলে গেলাম। সেখানে চোখে মুখে জল দিয়ে এক গেলাস হুইস্কি নিয়ে বসলাম।

বড়ই ক্লান্তি লাগছে, এই সময়ে মাল ছাড়া আর কিছুই আমাকে চাঙা করতে পারবে না। গ্লাসে চুমুক দিলাম।

রোলস নিয়ে ফেরার সময়ে আমার দারুণ ভয় লাগছিলো। যদি কেউ আমায় দেখে ফেলে তাহলে কি হবে!

ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে, হলিউডের আসার রাস্তায় বেশী গাড়ি-টাড়ি ছিলনা।

বিকালের পরে বুইক খানা যেখানে রেখে এসেছিলাম, তার থেকে সামান্য দূরে একটা সরু গলিতে রোলসখানাকে ফেলে দিয়ে এলাম। ভাগ্য ভালো, সে সময়ে আমি কারো নজরে পড়িনি।

একখানা বাস গুমটিতে মাল রাখার দপ্তরে গিয়ে আমি আমার সুটকেশখানা গচ্ছিত রাখলাম। যে লোকটা রসিদ লিখছিলো, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে আমাকে লক্ষ্যই করলো না।

আমার কাছ থেকে সুটকেশ জমা নিয়ে লোকটা তাকের ওপর ঠাঁসা অন্য সব মালের পাশে সেটাকে রাখার সময়ে আমি ওখান থেকে কেটে পড়লাম!

বাইরে বেরিয়ে আমার অপ্রয়োজনীয় এই রসিদটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দুহাতে উড়িয়ে দিলাম। এখন খালি পড়ে রইল জমকালো টুপী আর নকল পুরু গোঁফ জোড়া।

বুইক আনতে যাওয়ার সময়ে টুপীটাকে রাস্তায় ময়লার ভাগাড়ে ফেললাম, আর গোঁফটাকে ভাসিয়ে দিলাম নর্দমার জলে? ব্যস, এতোক্ষণে সামান্য খুঁটিনাটি ঝামেলাগুলোকে বিদায় করা গেলো!

যেখানে বুইক রাখা ছিলো, সেখানকার দেখাশোনা করার লোকটা ইতিমধ্যে বাড়ি চলে গেছে। তার পরিবর্তে অন্য কেউ তখনো আসেনি।

সেখানে বুইক ছাড়া আর গোটা দুই তিনেক গাড়ি চোখে পড়ল। এক্ষেত্রেও গাড়ি নিয়ে ফেরত আসার সময়ে আমি সকলের চোখের আড়ালেই রইলাম।

বাড়ি এসে হুইস্কি পেটে পড়ায় এতোক্ষণে আমি একটু চাঙ্গা

হলাম। শরীর যেন আর চলছিলো না। আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে ঘড়ির উপর চোখ রাখলাম।

মানসপটে হেলেনের ছবি ভেসে উঠলো। বেচারী, নিশ্চয়ই ঐ অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শরীরের ক্ষত ঘায়ের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে!

নাঃ, আমি বোধহয় একটু বেশি নিষ্ঠুরের মতো ব্যবহার করে ফেলেছি। ওকে অতো না মারলেই বোধহয় ভালো করতাম। অত জোরে চোয়ালের ওপর ঘুসি না চালিয়ে গোটা দুই-তিনেক চড় মারলেই তো কাজ হয়ে যেতো।

কিন্তু সেক্ষেত্রে তো পুলিশের ঝামেলা রয়েছে। তারা আবার ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখতো। হেলেন নিশ্চয়ই পরে আমার কাজটাকে সমর্থন করবে। তবু কিছুতেই মন মানতে চায় না, কেমন যেন একটা খুঁত খুতুনি ভাব।

হেলেনের কথা চিন্তা করতে করতে এইভাবে বসে বসেই রাত আড়াইটা বেজে গেলো, তারপর চেয়ার ছেড়ে সেই ও বাড়িতে যাবার জন্য ওঠে দাঁড়ালাম, অমনি টেলিফোনটা চীৎকার করে উঠলো, ক্রি-রি-রিং ··ক্রি-রি-রিং ··

আমি ভয়ে সিটিয়ে গেলাম। মনে হলো বুকের উপরে কে যেন ভারী পাথর চাপা দিয়েছে. আঁতঙ্কে হাতের তালু ঘেমে উঠলো— কম্পিত পায়ে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুললাম।

'গ্রিন?' মেরিয়ানের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'হ্যাঁ, কি হয়েছে? আমি এক্ষুনি ও-বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।'

'মিসেস ডেস্টার বাড়ি এসে পৌঁছাননি। আমি খুব চিন্তিত।'

'জানি। আমি একটু তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম, জেগেই রোলসটা এসেছে কিনা দেখার জন্য নীচে যাই। আচ্ছা, তুমি চিন্তা করো না আমি যাচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে হুইস্কিতে গলা ভিজিয়ে আমি ও বাড়িতে চলে গেলাম।

রাতের পোশাকের উপর চাদর জড়িয়ে বসবার ঘরে মেরিয়ান আমার অপেক্ষায় বসেছিলো। আমি ঘরে পা ফেলতেই জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, কোনো অঘটন হয়নি তো?'

'আরে না না, মিসেস ডেক্সটার হয়তো স্যানাটোরিয়ামেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'কিন্তু উনি তো আমায় বলেছিলেন রাতেই ফিরে আসবেন?'

'হয়তো কোনো কারণ বশতঃ সেটা সম্ভব হয়নি।'

অধীর মেরিয়ান চঞ্চল পায়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। আমি এমন হাব-ভাব করলাম, যেন তেমন কিছুই হয়নি।

আস্তে আস্তে পা ফেলে সিগারেট নেবার জন্যে আমি বারের কাছে গেলাম।

'একবার স্যানাটোরিয়ামে ফোন করো না গ্রিন! আমার মনে হচ্ছে, মিঃ ডেক্সটারের কিছু হয়েছে। যাবার সময়ে উনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।'

বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠলো। সিগারেট ধরাবার ভান করে হাতে মুখ ঢেকে জানতে চাইলাম, 'তুমি সে সময়ে তাকে দেখেছিলে নাকি?'

'তা, দেখেছিলাম। দোহাই তোমার কথা না বলে একবার ফোন করো না গো। আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছে, কোনো অঘটন ঘটেছে।'

'ঠিক আছে বাবা, ফোন করছি।'

আমি স্যানাটোরিয়ামের নম্বর ডায়াল করলাম। ওপাশ থেকে জানিয়ে দিলো, ডেক্সটারের আসার কথা ছিলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা সেখানে যায়নি। ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছাড়লাম।

'ওঁরা এখনো পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছান নি?' মেরিয়ান ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলো।

'না। মনে হচ্ছে রাস্তায় গাড়ির কোনো গোলযোগ হয়েছে নতুবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'উপায় কিছুই মাথায় আসছে না। অথচ খুবই চিন্তার বিষয়। সবাই জানে ডেস্টার নিউইয়র্ক গেছে। ডেস্টারের স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার কথা যদি সকলে জেনে যায়, তাহলে ওনার পাওনাদারেরা বাড়িতে এসে হামলা করবে। প্রায় গলা পর্যন্ত উনি ঋণের মধ্যে ডুবে আছেন।'

'এক কাজ করো, তুমি পুলিশের থেকে খবর নিতে পারো। ওদের কাছে যদি কোনো খবর থাকে?'

'আরে না না, সত্যিই যদি তেমন কোনো খবর থাকতো তাহলে পুলিশই আমাদের খবরটা জানাতো।'

'আমি তা বলছি না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ওনাদের রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে অথচ এখনও তা পুলিশের নজরে যায় নি।'

'কিন্তু পুলিশে খবর দেওয়া মানেই কাগজের রিপোর্টারদের কাছে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়া।'

'জানুক ওরা, তবুও। চুপচাপ এভাবে না বসে একটা কিছু তো করতেই হবে। আর দেরী না করে তুমি পুলিশে খবর দাও।'

'তাই হবে! বড়ো ঝামেলায় পড়া গেলো।'

পুলিশ সদর দপ্তরের নম্বর ডায়াল করে রিসিভার হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে, রগের কাছটা দপদপ লাফাচ্ছে।

এবার থেকে তাহলে ঝামেলা শুরু হলো। পিছিয়ে আসার কোনো রাস্তাই থাকবে না। পুলিশ ব্যাপারটার একটা কিছু হেস্ত নেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না।

ওপাশ থেকে হেঁড়ে গলায় হাঁক পাড়লো, 'কে, কি চাই ?'

বুঝতে পারলাম, এখন থেকে এই সব গলার সাথেই আমাকে পরিচিত হতে হবে। এমনি হাঁড়ি চাঁচা, সন্দেহের স্বর সর্বক্ষণ আমাকে প্রশ্ন করবে, ধমকাবে। কোনো ভাবেই এদের হাত থেকে দূরে থাকতে পারবো না।

ঘটনার একদিকে থাকবো আমি, আর অপরদিকে হিংস্র চোখওলা এক ঝাঁক হেঁড়ে গলার পুলিশ। সঙ্গে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো ম্যাডক্স…

বুকে বল এনে দম নিয়ে আমি কথা আরম্ভ করলাম।

* * *

এক নম্বর মোদো মাতাল ডেস্টারকে সিনেমা লাইনের লোকেরা তেমন পাত্তা না দিলে কি হবে, দেখা গেলো, পুলিশের লোকেরা তাকে বেশ শ্রদ্ধা করে।

মনে করেছিলাম, নিখোঁজ ডেস্টার দম্পতির কথা শুনে পুলিশ বড়জোর হাসপাতাল আর দুর্ঘটনার তালিকায় চোখ বুলিয়ে পরে খবর পাঠানোর কথা বলবে। কিন্তু সদর-দপ্তরের ইন্সপেক্টর সাহেব সেই মুহূর্তেই বাড়িতে লোক পাঠাচ্ছে শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম।

রিসিভার নামিয়ে মেরিয়ানকে বললাম, 'জলদি পোশাক বদলাও, পুলিশের লোক আসবে। দুর্ঘটনার কোনো খবর নেই। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভয়ার্ত ভঙ্গিমায় মেরিয়ান ঘর ছাড়লো। আমি টেলিফোন-বই উলটে-পালটে এডুইন বার্নেটের বাড়ির নম্বর ডায়াল করলাম।

ঘড়িতে রাত তিনটে বাজে ; ঘুম জড়ানো গলায় ওপাশ থেকে সাড়া এলো।

আমি নিজের পরিচয় জানিয়ে সমস্ত কথা বলাতে সে অবাক হয়ে গেলো, অ্যা, বলো কি ! বাড়িতে পুলিশ আসছে।'

হ্যাঁ। তাই ভাবলাম, পুলিশের সঙ্গে যখন কথা বলবো তখন যদি আপনি দয়া করে থাকেন...'

বার্নেট কি একটু চিন্তা করলো তারপর বলে উঠলো, 'আমার থাকার প্রয়োজন হবে না, তুমিই ঘটনার সামাল দাও। কাল সকালে না হয়, আপিসে ফোন করে জানিয়ে দিয়ো, কি হয়েছে।'

বার্নেট আফিসের নম্বরটা দিয়ে বললো, 'হয়তো রাস্তায় গাড়ির কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। তবে একটা কথা, রিপোর্টাররা এলে কিন্তু তুমি মুখ খুলবে না।'

'কিন্তু সহজে তাদের এড়ানো কি সম্ভব, মিঃ বার্নেট?'

'হয়তো সম্ভব নয়। তবু মিসেস ডেস্টারের কথা, অন্যান্য সমস্ত কথা ভেবে তো কিছু না বলার চেষ্টাই তো তোমাকে করতে হবে।'

দূর থেকে আবছা হর্নের আওয়াজ আচমকা কানে আসায়, আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। ভয়ের চোটে হাতের তালুতে ঘাম দেখা দিলো। বার্নেটকে বললাম, 'পুলিশ এসেছে মনে হচ্ছে। এবার ছাড়ছি। কাল সকালে সব জানতে পারবেন।'

হলঘর পেরিয়ে আমি সামনের দরজা খুলতেই ঝুল বারান্দার তলায় পুলিশের জীপ গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

সাদা পোশাক পরা দুজন লোক গাড়িতে বসে আছে। ওদের ঘরে ঢুকতে দেবার জন্যে আমি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম।

দুজনের মধ্যে একজনের চেহারা বেঁটে, মোটা, লালচুলে মাথা ভরা, ফ্যাটফ্যাটে ফর্সা গায়ের রঙ, আর হলুদ তিলে মুখ ভরা। বয়েস বড় জোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে।

লোকটার চোখদুটো আবছা নীল রঙের—ঠিক যেন একজোড়া কাচের গুলি।

অপর লোকটি, আগের লোকটার চাইতে অনেক বেশি ঢ্যাঙা আর অল্পবয়সী। গায়ের রঙ চাপা। রোগা চিমসে মুখে চিলের চাউনি। লোকটাকে দেখেই আমার রক্ত জল হয়ে গেলো।

'ইন্সপেক্টর ব্রমউইচ।' মোটা লোকটা নিজেকে দেখলো, সঙ্গীকে দেখিয়ে বললো, 'সাব ইন্সপেক্টর লুইস্। আপনার পরিচয়?'

'আমি গ্রিন ন্যাশ।' গলা দিয়ে খসখসে সুর বের হলো, 'মিঃ ডেস্টারের ড্রাইভার এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী।'

ব্রমউইচ ভুরু কুঁচকে বসার ঘরে প্রবেশ করলো আমিও তার পিছু পিছু গেলাম। লুইস হলেই থেকে গেলো।

ব্রমউইচকে বসার চেয়ার দিলাম। সে চেয়ারে বসে ঘরের চারি পাশে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করে উঠলো, 'হুঁ, অবস্থা ভালোই বোঝা যাচ্ছে।' তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটবই আর পেন্সিল বের করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এবার বলে যান, আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে।'

বললাম—বাড়ির মালিক গিন্নীকে সঙ্গে করে সেই কখন বেরিয়ে গেছেন, আমি বুইক নিয়ে কখন ফিরেছি, কেন দেরী হলো, মিসেস ডেস্টারের জন্য কেমন করে রাত জেগে অপেক্ষা করছি, বসে থেকে থেকে তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো, মেরিয়ানের টেলিফোন আমার তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে দেয়—সমস্ত কিছুই আমি খুলে বললাম।

অবশেষে মিসেস ডেস্টারের দেরী দেখে স্যানাটোরিয়ামে ফোন করা, সেখানকার উত্তর শুনে পুলিশে খবর দেওয়া—

চোখ পিটপিট করে ব্রমউইচ বললো, 'কোথায় গেলো সে?'

'কে? মিস মেরিয়ান?'

'হ্যাঁ।'

'ও পোশাক ছাড়তে গেছে। এই এলো বলে।'

ব্রমউইচ কৃষ্ণের মতো পা করে বসে বললো, 'আচ্ছা, মিঃ ডেস্টারের তো এখন নিউইয়র্কে থাকার কথা, তাই না? কি একটা কাগজে মনে হয় দেখেছিলাম, টেলিভিশন বা ঐ জাতীয় কোনো একটা কাজে তিনি চাকরি নিচ্ছেন?'

কেন এই গুজবটা রটেছে, তাঁর শরীর কেমন, তিনি যে আসলে চাকরি নেবেন না—সমস্ত কিছুই আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম।

'আপনার মালিক প্রচুর মদ পান করতেন, তাই না? ব্রমউইচ প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, তা একটু খেতেন বটে।'

'টাকা পয়সার অবস্থা কেমন?'

'বাজারে প্রচুর দেনা।'

'কতো হবে?'

'ইয়ে মানে…'

'শাপ-স্থপ বলেই ফেলুন না মশাই।' ব্রমউইচ বলে উঠলো।

'বিশ হাজার ডলার।'

মুখ কোঁচকালো ব্রমউইচ, 'ব্যাটা এধরনের বড়লোক! আচ্ছা তাদের সঙ্গে কি কোনো জিনিস পত্তর গেছে?'

'হ্যাঁ। মাত্র একটা স্থটকেশ।'

'আপনার মনিবের রোলসখানা তো দারুণ। বাজারে ওটার অনেক দাম হবে।'

'তা যা বলেছেন।'

মেরিয়ান ঘরে ঢুকলো। ব্রমউইচ ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকালো। আমি দুজনের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম।

মেরিয়ানকে বসার জন্য অনুরোধ করে ব্রমউইচ বললো, 'আচ্ছা মিস টেম্পল, মিসেস ডেস্টার নিজস্ব কোনো জিনিস সাথে নিয়েছেন কিনা, বলতে পারবেন?'

একটু ভেবে মেরিয়ান উত্তর দিলো, না। আমার চোখে তো সেরকম কিছু পড়েনি। তাদের সঙ্গে একটা স্থটকেশ ছিলো বটে, তবে সেটা মালিকের, কিন্তু মিসেস ডেস্টার…'

হেলেনকে সাথে করে মিঃ ডেস্টার বাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিলো, ব্রমউইচ তা মেরিয়ানের মুখ থেকে শুনতে চাইলো।

'মিঃ ডেস্টারকে নিয়ে মিসেস ডেস্টার মনে হয় একটু অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। মেরিয়ান বলে চললো, মিঃ ডেস্টার ধাক্কা মেরে কিছু একটা ফেলার ফলে ঝন ঝন শব্দ শোনা গিয়েছিলো। ঘর থেকে বেরিয়ে ওঁকে খুব বেসামাল লাগছিলো।

'হলের বড় আলোটা তার চোখ ঝাঝিয়ে দেওয়ায় তিনি ওটা নেভাতে বললেন। তারপর মিসেস ডেস্টারের হাত ধরে খুব সাবধানে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।'

'মিঃ ডেস্টার কি পোশাক পরেছিলেন? বিরক্ত মাখানো কণ্ঠে ব্রমউইচ জানতে চাইলো।

'ঘোর বাদামী রঙের চওড়া কানাতওলা টুপী। উটের লোমের ওভার কোট, চড়া ধূসর রঙের প্যান্ট আর কালো সোয়েডের জুতো।'

'ঠিক এইগুলোই তিনি পরেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ, তার পরনে এইসব ছিলো।'

'আপনার নজর তো দেখছি দারুণ খোলা।'

'মিঃ ডেস্টারকে দেখার জন্যে আমি খুব ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। ওঁকে তো আগে কখনো সামনা সামনি দেখিনি। তাছাড়া হলঘর পেরোতে গেলে তো কিছুটা হাঁটতে হবে।'

'কতদিন হলো আপনি এ বাড়িতে কাজ করছেন?'

'তা এক সপ্তাহ হবে।'

'এরমধ্যে আজই প্রথম ডেস্টারকে দেখলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঘামে চপচপ করছে আমার হাতের তালু। এই রে, মেরিয়ান কি একথাও বলবে, ডেস্টার কোনদিন ওঘরে ছিলো না!

ব্রমউইচ বললো, 'তাহলে ,এক সপ্তাহ ধরে উনি ঘরেই আছেন?'

'হ্যাঁ'। উপযাচক হয়ে আমি উত্তর দিলাম, 'উনি এতো অসুস্থ ছিলেন যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। ঘুমিয়েই সময় কাটিয়ে দিতেন।'

ব্রমউইচ আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, 'কোন ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিল ?'

আমি যেন বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়ে গেলাম। তাইতো ডাক্তারের কথা আমাদের কারোই মনে আসে নি। জোরকরে মুখে স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে বললাম' 'উনি ডাক্তার দেখানো পছন্দ করতেন না।'

'ওঁকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠানোর কথা কে ভেবেছে ?'

'মিসেস ডেস্টার। উনি এতে ভালো মনেই সম্মতি জানিয়েছিলেন।'

ব্রমউইচ আবার মেরিয়ানের দিকে ঘাড় ঘোরালো, তাহলে আমাকে এটাই বুঝতে হবে, আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে কখনো মিঃ ডেস্টারকে দেখেননি ? স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার সময় আপনি প্রথম তাকে দেখেন ?

'হ্যাঁ।'

ব্রমউইচ একটা কিছু চিন্তা করে খানিক পরে জানতে চাইলো, মিসেস ডেস্টার কি পোশাক পরেছিলেন। সমস্ত উত্তরই সে তৎপরতার সঙ্গে খাতায় লিখে নিচ্ছিলো।

লেখা শেষ হলে ব্রমউইচ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা ওঁনারা কি বাড়িতে নগদ টাকা পয়সা কিছু রাখতেন ?'

'রাখতেন। তবে খুবই সামান্য। হয়তো এক আধশো ডলার হবে।'

'ব্যাঙ্কে ডেস্টারের কতো টাকা জমা আছে, বলতে পারেন ?'

'পারি। মাত্র হাজার তিন-চার ডলার।'

'মিসেস ডেস্টারের নামে কোনো পাশ বই আছে ?'

'তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে থাকতে পারে।'

নাকের দুপাশে হাত বোলাতে বোলাতে ব্রমউইচ শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মেরিয়ানকে যা বললো, আমি আতঙ্কিত হলাম।

'মি: ডেস্টার যে ভাবে হেটে গাড়ির কাছে যাচ্ছিলেন তাতে কি আপনার মনে হয় উনি সত্যিই খুব অসুস্থ ছিলেন, না শুধু ভান মাত্র?'

মেরিয়ান ঘাবড়ে গেলো, 'না, মানে—উনি খুবই টলমল পায়ে হাঁটছিলেন। মনে হয়েছে, খুবই অসুস্থ এবং কিছুদিন যাবৎ বিছানাতেই রয়েছেন।'

'ও। কিন্তু সে হাঁটা নকল করা সহজ ব্যাপার। আচ্ছা ওর মুখ চোখ কেমন লাগছিলো?'

'তা তো বলতে পারবো না। কারণ টুপীতে চোখ ঢাকা পরে গিয়েছিলো, আর কোটের কলারটা ওঠানো ছিলো।'

বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল ভরে উঠলো। কিন্তু হাত দিয়ে ঘাম মোছার সাহস পর্যন্ত আমার হয়ে উঠলো না।

'এই যে লুইস....' ব্রমউইচ ডাক দিলো, 'এদিকে এসো।'

লুইস ঘরে ঢুকলো, ব্রমউইচ মেরিয়ানকে বললো, 'দয়া করে একে একটিবারের জন্য ডেস্টারের ঘরে নিয়ে যান। মিসেস ডেস্টারের ঘরটা বাদ দেবেন না—ওটাও দেখাবেন।' তারপর লুইসের দিকে তাকালো 'শোনো, স্বামী স্ত্রীর জামা কাপড় জিনিসপত্রের খোঁজ নাও। দেখি পাখী পালালো কিনা।'

লুইস কাজে সম্মতি জানিয়ে মেরিয়ানকে অনুসরণ করে দোতলায় এলো। এদিকে মোটা আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, 'গত আট ঘন্টার মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। যদি গাড়ির গোলোযোগ হয় তাহলে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে সে সংবাদ কানে আসতো।

'আমার মন বলছে, পাওনাদারের ভয়ে ডেস্টার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন।'

অসম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, উনি এমন কাজ করতেই পারেন না। উনি সেরকম ধরণের লোক নয়, তা ছাড়া উনি অসুস্থ।'

'বহু লোকই ওনাকে চেনে। এ শহরে বেশী দিন লুকিয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়—'

'তাহলে উনি, গেলেন কোথায় ?' নিজের মনে ব্রমউইচ বকবক করতে লাগলো. 'আচ্ছা. এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি ?'

ফাঁদে পা দেবার মতো বোকা আমি নই। বললাম, 'কি জানি.. আমার তো মনে হচ্ছে কোনো অঘটন ঘটেছে।'

'তাছাড়া আর কিছু ?'

'নাঃ, আর কিছুই আমার মাথায় আসছে না। মিঃ ডেস্টার অসুস্থ হয়ে পড়েন নি তো ? বলা যায় না এমন জায়গায় রয়েছে যার ধারে কাছে কোনো টেলিফোনের ব্যবস্থা নেই....'

ব্রমউইচ চুপ করে বসে রইলো। আমিও চুপ। লুইস মেরিয়ানকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকে আমাদের নীরবতা ভঙ্গ করলো।

'না স্যার, পাখি পালিয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ মিসেস ডেস্টারের জামাকাপড় গয়না-গাঁটি সমস্তই রয়েছে।'

ব্রমউইচ নাক চুলকোলো। লুইসের কথা তার মনঃপূত হলো না। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঠিক আছে, ওয়্যারলেসে খবর পাঠাচ্ছি। যদি কোনো সংবাদ আমাদের কানে আসে তাহলে আপনাদের জানাবো। এখন যাই।'

ওরা ঘর ছেড়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ ব্রমউইচ মেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে কি খেয়াল হলো আমার দিকে তাকালো, 'আচ্ছা, আপনি কি রাতে এ-বাড়িতে শোন ?'

'না, আমি আমার গ্যারেজ ঘরেই থাকি।'

বেঁটে মোটা আর একবার মেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে লুইসের পাশে জীপে গিয়ে বসলো।

শালা...! আমার মুখ থেকে বাজে কথা বেরিয়ে এলো। ভাগ্যিস বোকার মতো এ-বাড়িতে শুইনি—তাই বাঁচুয়া! মেয়েছেলের ঘটনা ছাড়া পুলিশে যেন আর কিছুই তেমন সন্দেহের চোখে দেখে না!

সমস্ত রাতটা জেগেই কাটাতে হলো। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিলো, যখন হুড়মুড়িয়ে উঠলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

অবাক কাণ্ড তো! ব্রমউইচ এখনো পর্যন্ত হেলেনের কোনো খবরই পাঠালো না! অথচ বন বিভাগের কর্মীরা তো খুব ভোরেই কাজে হাত দেয়!

মনের মধ্যে একটা অশান্তির দানা বেঁধে কলঘরের শাওয়ারের নীচে দাঁড়ালাম। কি জানি ব্রমউইচ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে কি না। আমি যে আগেই হেলেনের সাথে ষড়যন্ত্র....

ক্রি-রি-রিং ...ক্রি-রি-রিং -হঠাৎ টেলিফোনটা গর্জে উঠলো।

বুকের ভিতরটা ছ্যাক করে উঠলো, নিমেষের মধ্যেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো—দ্রুত পোশাক বদলিয়ে বাইরে এসে রিসিভার তুললাম—

'হ্যালো?'....কি জানি. হেলেনের কোন খবর এলো!

কিন্তু না, ও পাশের কণ্ঠস্বর মেরিয়ানের। শান্ত মধুর গলা—কফি তৈরী হয়ে গেছে. আমি যেন শীঘ্রই ও বাড়িতে যাই•••এক্ষুনি যাচ্ছি বলে ফোন রাখলাম।

ঘড়িতে নটা বেজে দু মিনিট আমি ও বাড়িতে পা রাখলাম। কফি খেতে ইচ্ছা করছে না তবুও জোর করে খাচ্ছি। মেরিয়ান, ডেস্টারদের না ফেরার কারণ সম্বন্ধে হাজার রকম ধারণা পেশ করলো। শেষে বললো, 'গ্রিন. পুলিশকে একবার ফোন করে খবর নাও না।'

ঘড়ির দিকে তাকালাম—নটা চল্লিশ। বললাম, 'সত্যিই, একটা খবর নেওয়া দরকার।'

পুলিশের সদর-দপ্তরের নম্বর ডায়াল করে ব্রমউইচের খোঁজ করলাম—সে নেই, লুইসকে সাথে করে বেরিয়েছে; ডেস্টার দম্পতির কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি; ব্রমউইচ ফিরে এসে আমার সাথে দেখা করবে বলে গেছে।

ফোন রেখে মোটামুটি একটা সময়ের হিসাব ঠিক করছিলাম। যদি সাড়ে আটটা নাগাদ হেলেনের খোঁজ মেলে, তাহলে পুলিশ সেই খবর পাবে নটা নাগাদ। ব্রমউইচ লুইসকে নিয়ে পৌঁছুতে সাড়ে নটা বেজে যাবে।

তারপর নিশ্চয়ই তারা হেলেনের কথা শোনায় ব্যস্ত থাকবে, তাহলে দেখা যাচ্ছে এগারোটার আগে আর কোনো খবর আসছে না। এই সময়টুকু অন্ততঃ আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি!

মেরিয়ানের কাছে এসে বললাম, 'তারা কোনো খবর পায়নি। ব্রমউইচ খোঁজে বেরিয়েছে। সে ফিরলে যদি কোনো খবর পাওয়া যায়।'

'আচ্ছা, ডেস্টারদের কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি তো?' মেরিয়ান হঠাৎ বলে উঠলো, 'হামেশাই তো এ ধরণের ঘটনা ঘটছে। যদি ওদের বেলাতেও—'

মেরিয়ানের চিন্তা শক্তি দেখে আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, 'কি জানি, হতেও পারে। ঠিক আছে, সেটা পুলিশই চিন্তা করে দেখবে। এখন বরং তুমি বাড়ির কাজকর্ম সারো, আমি মিঃ বার্নেটকে একটা ফোন করি।'

'আর এক মুহূর্তের জন্যেও আমি এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছুক নই, গ্লিন।' মেরিয়ানের কাতর কণ্ঠস্বর, 'কি রকম একটা থমথমে ভাব, আমি আর একা থাকতে পারছি না…'

সহানুভূতি জানিয়ে বললাম, 'সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখনই বা তুমি যাবে কি ভাবে? পুলিশ তো তোমায় যেতে দেবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ডেস্টারদের কোনো খবর না পাওয়া যায় ততক্ষণ তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

'ঠিক আছে, তুমি একটা কাজ করতে পারো। তুমি আমার ঘরে থাকো, আমি তোমার ঘরে চলে যাচ্ছি। গ্যারেজের ঘরে একা থাকতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই বরং ভালো হবে।'

'ঠিক আছে, তুমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমি বার্নেটকে একটা ফোন করে আসি।'

মেরিয়ানকে বসবার ঘর-থেকে সরানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। মনে ভয় রেখে সরানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। মনে ভয় রেখে কি আর কথা বলা সম্ভব হয়! ও চলে যেতেই ফোনে বার্নেটকে খোলাখুলি সব কিছু বললাম।

বার্নেট চিন্তিত হয়ে উঠলো, 'বড়ই অবাক কাণ্ডোতো! ঠিক আছে, পুলিশের বড়কর্তা ম্যাড্‌ভিজ আমার বন্ধু হয়, আমি ওকে ডেস্টারদের ভালো ভাবে খোঁজ নেওয়ার কথা বলবো। একটা কথা, কাগজের লোকেরা এসেছিলো?'

'না, এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি।'

'ঠিক আছে, যদি আসে তাহলে আমিই ওদের সাথে কথা বলবো।' রিসিভার নামিয়ে রাখে বার্নেট।

বাবাঃ, নিজেকে যেন কিছুটা হাল্কা মনে হলো। মেরিয়ান যাতে কাগজের লোকদের কিছু না বলে সে জন্য আমি তাকে সাবধান করতে যেই সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম, ঝুল বারান্দার নীচে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ পাওয়া গেলো।

সেদিকে তাকাতেই দেখি, ব্রমউইচ আর লুইস গাড়ি থেকে নামছে!

কিন্তু হেলেন নেই কেন? তবে কি তাকে গ্রেপ্তার করেছে? বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে কষ্ট করে সামলে নিলাম।

ব্রমউইচ ইশারা করে আমাকে বসার ঘরে ঢুকতে বললো। লুইস হল ঘরেই রইলো, আমাদের সঙ্গ নিলো না।

ব্রমউইচকে বোধ হয় সারারাত জেগেই কাটাতে হয়েছে। বসবার ঘরে গিয়ে দেখি ব্যাটা আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসলো, 'কেমন যেন ধাঁধার

মতো লাগছে! নিশ্চয়ই কোনো মতলব নিয়ে ওনারা বেরিয়েছে। একবার যদি ওনাদের হাতে পাই তাহলে আমাদের এই হয়রানি করার শোধ তুলে নেবো।'

'কি যা তা কথা বলছেন? আমার কানেই আমার গলাটা অস্বাভাবিক মনে হলো।

'বোলস্‌খানার সন্ধান পাওয়া গেছে—ওটা পশ্চিমের ন'নম্বর রাস্তায় পড়েছিলো। তবে তাতে কোনো সুটকেশ ছিল না, আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিখোঁজ।'

স্বামী-স্ত্রী নিখোঁজ!

লোকটা বলছে কি! তাহলে কি বন বিভাগের কর্মীরা হেলেনকে খুঁজে পাওয়া সত্ত্বেও এখনো পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়নি!

হেলেন নিজেই ভয় পেয়ে পুলিশ ডাকতে নিষেধ করেনি তো! কিন্তু তাহলে সে গেলো কোথায়!

'গতকাল রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় মোটর আরোহী এক পুলিশ একশো এক নম্বর রাস্তায় ডেস্টারদের দেখেছে।' ব্রমউইচ বলতে লাগলো. খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে তারা স্যানাটোরিয়ামের দিকে যাচ্ছিলো। ঐ পুলিশটি তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

'মিসেস ডেস্টার ড্রাইভারের আসনে ছিলেন আর ডেস্টার তার পাশে বসেছিলো। কোনো কারণে নিশ্চয়ই তারা হলিউডে ফিরে আসে।

'তারপর গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। তাদের গা ঢাকা দেওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই দেনা পাওনাই একমাত্র কারণ।'

আমি মূর্তির মতো বসে রইলাম, 'কিন্তু....মিঃ ডেস্টার-তো খুব অসুস্থ ছিলেন···অনেকটা পথ তারপক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। বাস কিংবা ট্রেনে উঠলে নিশ্চয়ই কারো চোখে পড়তো।'

'হ্যাঁ, বাস আর ট্রেনের গুমটিতে খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু, ব্রমউইচ চুরুট ধরিয়ে একটা টান মারলো! ধোঁয়ায় ওর মুখটা ভরে

উঠলো, 'ভাবছি, ডেস্টার কতোটা অসুস্থ। আচ্ছা আপনি তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, যখনই ওনার ঘরে উঁকি মারতাম দেখতাম, উনি শুয়ে আছেন।'

ব্রমউইচ ভুরু কোঁচকালো। ঠিক ভাবে বসে বললো, 'যদি পালাবার ধান্দায় থাকে তাহলে অসুখ অনুযায়ী বেশী অসুস্থতার ভান করতে পারেন।'

'মিস টেম্পলের ধারণা, কেউ ওদের জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।' এতে যে আমার বিপদ হতে পারে জেনেও বললাম। জানি, হেলেনকে বের করার আগে পুলিশকে এ রাস্তার সন্ধান বলা অনেক বেশী বিপদের।

কিন্তু দেনার দায়ে ডেস্টার পালিয়েছে, এরকম চিন্তাকেও যে নষ্ট করা যায় না!

ব্রমউইচ বিস্ফারিত চোখে বললো, 'জোর ধরে ধরে নেওয়া... মানে, কিডন্যাপিং? হঠাৎ এ ধারণাই বা সে করলো কেন?'

'এমনই। হয়তো দুজনেই নিখোঁজ হয়েছে তাই।'

'কিন্তু এর জন্যে তো কোনো মুক্তিপনের চিঠি আসেনি?

বুঝলাম, এ কথাটা পুলিশ বাবাজীর মনোমত হয় নি। সে চঞ্চল পায়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগলো।

আমি একটু চুপ থেকে বলে উঠলাম, 'মি. ডেস্টারের উকিল এড়ুইন বার্নেট আপনাদের বড়ো কর্তার বন্ধু। উনি বড় কর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন। উনি খুব চিন্তিত।'

ব্রমউইচ যেন হোঁচট খেলো, আমাদের বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন? বলছেনটা কি, তাহলে তো বেশ গণ্ডোগোলের ব্যাপার! শুনুন, মিস টেম্পলকে বলে দেবেন, উনি যেন কিডন্যাপিংয়ের গুজব না ছড়ান।

'কাগজের লোকেরা যদি একবার জানতে পারে....আর আমারও

যেমন কপাল, বার্নেট কিনা বড়কর্ত্তার বন্ধু। আমার আর ঝামেলার শেষ নেই।' কথা বন্ধ করে আবার সে পায়চারি করতে লাগলো, তারপর হঠাৎ হুম করে জিজ্ঞাসা করে বসলো,

'আচ্ছা, ডেক্স্টারের এমন কোনো আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত লোক আছে কি, যার বাড়িতে ওরা উঠতে পারে?'

'তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, তবে বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে।'

'এই তো সূত্র পাওয়া গেলো। ওরা নিশ্চয়ই স্যানাটোরিয়ামে না গিয়ে কোনো···কিন্তু, সেটাই বা কি করে সম্ভব? গাড়িটা যে রেখে গেছে, গাড়ি ছাড়া ....হুঁ,

আবার বলা যায় না জোর করেও কারা তুলে নিয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে গুজব রটার আগেই আমি ব্যাপারটা বড়কর্ত্তাকে জানাবো।'

বসবার ঘরের বাইরে এসে ব্রমউইচ লুইসকে ডাকলো। তারপর হনহন করে গাড়ির কাছে গিয়ে গাড়ি ছোটালো।

গাড়িটা চোখের আড়ালে যেতেই আমি বারে গিয়ে এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিলাম। এটা তো চিন্তার বিষয়, হেলেনের কি হলো। সে এখনও পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় ঘরেই পড়ে নেই তো!

কিন্তু সেটাই বা কিভাবে সম্ভব? ওটা তো একটা অফিস ঘর! ও যদি সামান্য শব্দ করে তাহলেই লোকের চোখে পড়ে যাবে।

হেলেন তাহলে গেলো কোথায়! সমস্ত পরিকল্পনাটাই তার উপর নির্ভর করে রয়েছে। ও যদি না আসে তাহলে আমাকেই ডেক্স্টারের লাশটা ফেলে আসতে হবে।

গেলাসের হুইস্কি শেষ করে যেই আর এক গেলাস হুইস্কি ঢালতে যাচ্ছি, অমনি দুজন কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির হলো।

অতিকষ্টে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতেই আরো চারজনের আগমন ঘটলো। এরা আবার ক্যামেরাম্যান সাথে করে এসেছে।

সকলকেই কোনোরকমে তাড়ানো গেলো কিন্তু ফটোগ্রাফারদের হাত থেকে মুক্তি মিললো না।

উটকো ঝামেলা বিদেয় করতে বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেলো এরমধ্যে হেলেনের কোনো খবর এলো না।

মেরিয়ান গ্যারেজ ঘরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছে। বিরক্ত-ভরে তার জিনিসপত্রগুলো গ্যারেজ ঘরে নিয়ে গেলাম।

মেরিয়ান আমাকে খেতে বললো, কিন্তু আমি তাকে এড়িয়ে গিয়ে বললাম বাইরেই সেই কাজটা সারবো। তারপর বুইক চালিয়ে বন-বিভাগের দিকে রওনা হলাম।

উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে একটু বাদেই হুঁশ ফিরে এলো—আরে এ আমি কি করতে যাচ্ছি! এ তো সহজেই পুলিশের ফাঁদে পা ফেলা হবে!

সুতরাং মাথা ঠাণ্ডা করে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে বার্নেটের অফিসে এলাম।

দেখি, ও কোনো খবর দিতে পারে কিনা। কিন্তু হায়, সে তো নেই, আদালতের কাজে বেরিয়ে পড়েছে।

অগত্যা আবার বাড়িতে চলে এলাম। তখনো হেলেনের কোনো খোঁজ নেই। তাহলে কি, কেউ হেলেনের কোনো সন্ধান পায় নি! নাকি বাঁধন ছিঁড়ে সে পালিয়ে গেছে! পুলিশ হয়তো ওকে ধরে ফেলেছে এবার আমাকে পাকড়াও করার পালা!

নাঃ, ব্যাপারটা কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে সেটা জানার জন্যে একবার ঘটনাস্থলে যেতে হবে। আর সেটা আজ রাতেই সারবো। ব্যাপারটা ঠিক কেমন কেমন লাগছে........

*   *   *

সন্ধ্যের কাগজে বড় হরফে ডেস্টারের নিখোঁজ সংবাদ বেরিয়ে পড়ল। শিরোনামাতেই সংবাদটা রয়েছে। একটা কাগজে আবার ডেস্টারের ছবি বেরিয়েছে।

সমস্ত কাগজে একই কথা লিখেছে—পুলিশের বড়কর্তা মনে করেছেন, এটা একটা কিডন্যাপিংয়ের ঘটনা যদিও মুক্তিপনের কোনো উড়ো-চিঠি আসেনি! ডেস্টারদের খোঁজে পুলিশ খুব উঠে পড়ে কাজ করছে।

চারিদিকে সংবাদটা রাষ্ট্র হওয়ার পরও কিন্তু হেলেনের কোনো খবর নেই।

বার্নেটের ফোন এলো, ঘড়িতে সাতটা বাজে। 'আমি কাল সকাল এগারোটা নাগাদ তোমার সাথে দেখা করব, বাড়িতে যেন মিস টেম্পল থাকে।'

'তুমি মিঃ ডেস্টারের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখো, আর সম্ভব হলে তোমার মনিবের ধারের পরিমানটা কষে রেখো। দুটোই আমার কাছে প্রয়োজনীয়। ব্যাপার কিডন্যাপিং বলেই মনে হয়।'

'আচ্ছা।, একটু বিরতি, 'ওঁদের কোনো খবর পেলেন?'

'দুঃখিত। এখনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরালো। ন্যাশ, তুমি কিন্তু টেলিফোনের কাছে বসে থাকবে। যে কোনো সময়ে মুক্তিপনের দাবী জানিয়ে ফোন আসতে পারে। যদি তেমন কোন ফোন আসে তাহলে পুলিশকে জানাবে।'

'ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। মুক্তিপনের দাবী জানিয়ে যে ফোন আসবে না আমি তা ভালোভাবেই জানি।

মেরিয়ানের চোখের আড়ালে আমাকে একবার ঘটনাস্থলে যেতেই হবে। হেলেনের কি হলো কে জানে। মেরিয়ানের সাথে আবোল তাবোল কথা বলে সময় কাটাতে লাগালাম।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলো, তোমাকে গ্যারেজ ঘরে দিয়ে আসি। আমাকে আবার সিগারেট কিনতে বেরতে হবে।'

'তুমি বেরিয়ো না গ্লিন। আমি একা এ বাড়িতে থাকতে পারবো

না। যদি কেউ মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করে?' মেরিয়ানের গলায় আতঙ্কের সুর।

ঠিক আছে, সিগারেট না খেয়েই আজকের রাতটা কাটাবো। কিন্তু আমার যে ভীষণ ঘুম পেয়েছে। কারণ কাল সারারাত এক বিন্দু ঘুমতে পারিনি। আজ একটু তাড়াতাড়ি শুতে চাই।'

'কালই আমি চলে যেতে চাই।' মেরিয়ান গ্যারেজ ঘরে ঢোকার সময়ে বললো, 'আমি আর এখানে থাকতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে গ্লিন।'

'বেশ, কাল দেখা যাবে। কালকে বার্নেট এলে আমরা ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো। সত্যি বলতে কি আমিও এখানে থাকতে চাই না।'

ও হেসে বললো, 'বাড়িটার মধ্যে কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব। আমার খুব ভয় লাগছে।'

ওর গালে চুমু দিয়ে নীচে গ্যারেজের সামনের চাতালে এসে দাঁড়ালাম।

ভাগ্যিস, বুইকখানা দুপুরে গ্যারেজে রাখিনি। ড্রাইভারের আসনে বসে নুড়ি বিছানো রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। হাতের ব্রেকটা আলগা ছিলো।

যখন বুঝতে পারলাম, গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ মেরিয়ানের কানে গিয়ে পৌঁছাবে না, তখন ইঞ্জিন চালিয়ে দিলাম।

আমি যে এমন বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছি, সেটা বুঝতে পারলাম। পুলিশ যদি হেলেনকে পাকড়াও করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা বন-বিভাগের ঘরে আমার যাওয়ার অপেক্ষায় সময় কাটাবে।

একবার যদি ওদের খপ্পরে পড়ি তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না। সোজা হাজতে।

কিন্তু আমি যে এ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না।

বন-বিভাগের দপ্তরে যাওয়ার যে মেঠো পথ রয়েছে আমি তার সিকি মাইল দূরে একটা উঁচু টিলার পিছনে গাড়িটা আড়াল করে রাখলাম।

তারপর গাড়ির আলো নিভিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে মেঠো পথের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আকাশে শুধু তারার সমাবেশ, চাঁদের কোনো পাত্তাই নেই। প্রায় সাত মিনিটের মতো হাঁটতেই কাঁচা রাস্তার মোড়ে চলে এলাম।

চারিপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেড়ে গেছে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে খুব সতর্ক ভাবে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম।

প্রায় মিনিট পনের হাঁটার পর আবছা অন্ধকারে তারকাঁটার গেটটা চোখে পড়লো। দেখি, আমি ঠিক যেমনটি রেখেছিলাম সেই রকমই আছে।

তবে কি, এখানে গত রাতের পর কারো আগমন ঘটেনি। না, আমাকে পাকড়াও করার জন্যে পুলিশ ফাঁদ পেতেছে।

খুব সতর্কভাবে অন্ধকারের মধ্যেই কান পেতে কুঁড়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে রইলমে। না; নেই কোনো আলো, নেই কোন শব্দ।

খুব সন্তর্পনে পা ফেলে কুঁড়ে ঘরে ঢোকার দরজার সামনে এলাম। সামান্য চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো।

আরে! তালাতেও তো দেখছি কারো হাত পড়েনি। ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে! তবে এটা নির্ঘাত পুলিশের ফন্দি! ব্যাটারা আমাকে ধরার জন্যে নিশ্চয়ই কাছে ধারেই কোথাও রয়েছে।

কই বাত্ নেহি, আমি ঘটনার শেষ দেখে তবেই এখান থেকে যাব। পকেটে রাখা পেন্সিল-টর্চটা বের করে জ্বালালাম।

টর্চের আলো আমায় জানিয়ে দিলো, বারান্দার দু পাশের ঘর দুটোর দরজা বন্ধ রয়েছে। আমি কৌতূহল বশতঃ সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

গা ছম ছম করছে। গুটি গুটি পায়ে হেলেনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আগের মতই আধ ভেজানো দরজা। হঠাৎ মনে করতে পারলাম না, আমি দরজাটা খুলে গিয়েছিলাম কিনা।

ভেতরে আবার পুলিশ নেই তো! দরজাটা যে ঠেলা মেরে খুলা সেটুকু পর্যন্ত সাহসে কুলালো না।

এক দৃষ্টে ভেজানো দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হাতে টর্চ জ্বলছে। কতক্ষণ আর এইভাবে থাকা যায়! ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভেতরে কেউ আছেন?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘরের নিরবতা যেন আমাকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে এলো।

এক পা সামনে গিয়ে ভয়ে কৌতূহলে কাঁপা হাতে দরজায় সামান্য চাপ দিলাম। দরজার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ নিরবতা ভঙ্গ করল।

ভয়ে আমার দাঁতে দাঁত লাগে আর কি!

টর্চের আলো মেঝেতে গিয়ে আছড়ে পড়লো। সামনে যা দেখলাম তাতে আমার জ্ঞানশূন্য হবার উপক্রম আর কি!

দেখি, একজোড়া নিটোল লম্বা পা—তাতে লাইলনের ছেঁড়া মোজা রয়েছে, আর হালকা সবুজ রঙের ঘেরাটোপ জামা গায়ে দেওয়া।

আমি হতবাক হয়ে ক্যাবলার মতো বোকা চাউনি মেলে তাকিয়ে রইলাম। দৃশ্য যেন অবিশ্বাস্য ঠেকছে আমার কাছে। নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি যেরকম করে তার পা বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলাম ঠিক সেই রকম বাঁধন রয়েছে....নিঃশ্বাস না ফেলে এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

টর্চের আলো গিয়ে এবার তার মুখের উপর পড়ল। আমি পাথরের মতো অসাড় হয়ে গেলাম। তার মুখ তখনো সিল্কের বড় রুমালে বাঁধা রয়েছে। নিঃসাড় চোখ জোড়া সামান্য খোলা অবস্থায় রয়েছে।

হেলেনকে জীবন্ত মানুষ বলে মনে হল না। মনে হল একটা মাটির পুতুল শুয়ে রয়েছে।

তার গলার বিবর্ণ ফ্যাকাসে চামড়ার ওপর চোখ পড়তেই বুঝলাম, হেলেন আর জীবিত নেই, সে এখন বহু দূরে চলে গেছে।

হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েই রয়েছি। আমার আর বাহ্যিক কোনো হুঁস নেই। আমি যে ঠিক কতোক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা বলতে পারি না।

আমার হুঁস ফিরে এলো, কাঁচা রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেয়ে। কাঁচের জানলার ওপর গাড়ির হেড লাইটের আলো এসে পড়লো।

আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। এক লাফে সরে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলাম।

গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকে পড়ল। গাড়ির মাথায় লাল আলো জ্বলছে, আর সাইরেন বাজছে। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে এটা পুলিশের গাড়ি।

হায় ভগবান, আমি এখন কি করি! আমার মাথা যে অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

তিন-চার সেকেণ্ডের মধ্যে পা একটুও নাড়াতে পারলাম না। মনে হয়, কে যেন আমার পায়ের নীচে আঠা লাগিয়ে দিয়েছে।

ফ্যালফ্যাল করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওরা যে ভেতরে এসে আমাকে পাকড়াও করবে, সেইটুকু পর্যন্ত খেয়াল নেই।

যখন খেয়াল হলো, তখন আর সামনে এগোনো সম্ভব নয়। জান-প্রাণ দিয়ে জানলার সার্সি ওপরে ওঠানোর চেষ্টা করলাম।

কিন্তু জং ধরে থাকার ফলে সেটাকে এক ফোঁটাও নাড়াতে পারলাম না। বড়ই করুন অবস্থা। ওদিকে বাইরের দরজা খোলার শব্দ ভেসে এলো। আমি এখন খাঁচায় বন্দী!

আমি পাগলের মতো এপাশ ওপাশ হাঁটতে লাগলাম, যদি কোনো গা ঢাকা দেওয়ার মতো জায়গা পাওয়া যায়।

হঠাৎ চোখে পড়লো, দেয়ালের গায়ে চারটে পিপে আড়াআড়ি-ভাবে সাজানো রয়েছে। আমার এই টুকুই সৌভাগ্য যে, পিপেগুলোর মুখে কোন ঢাকনা ছিল না এবং মুখগুলো দেয়ালের দিকে রয়েছে।

সামান্য আশার আলো দেখে ওগুলোর একটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। যদিও এগুলো লুকোনোর আদর্শ জায়গা নয় তবুও মোটামুটি দলা পাকিয়ে বসে থাকা যাবে।

পুলিশ যদি তন্ন তন্ন করে সার্চ না করে তাহলে এ-বারের মতো রেহাই পেয়ে যাবো।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'জ্যাকসন, তুমি গাড়িতে বসো। আমি আর লুইস এদিকটা একটু দেখে আসি।

সর্বনাশ! ব্রমউইচের কণ্ঠস্বর না! আঁতঙ্কে আমার হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইলো।

বারান্দায় পায়ের শব্দ, কোনো এক দরজার হাতল ঘোরানোর শব্দ। মনে হলো—আমি প্রথমে যে ঘরটায় ঢুকেছিলাম ওরা এখন সেখানে রয়েছে।

'স্যার, এদিকটায় একবার দেখুন, জানলার কাঁচটা ভাঙা। উত্তেজিত হয়ে লুইস বলে উঠলো।

'ওটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়?' ব্রমউইচ সোজাসুজি জবাব দিলো, এ জায়গাটা বিক্রীর জন্যে মাসখানেক ধরে পড়ে আছে, সেটা কারোই অজানা নয়। এটা নির্ঘাত কোনো ছিঁচকে চোরের কাজ।

কিন্তু স্যার, আমার মনে হচ্ছে কাল কেউ এখানে এসেছে।' লুইসের গলার স্বর দৃঢ়, 'বড় রাস্তা থেকে গাড়ির আলো দেখা গিয়েছিলো। যদি কোনো শয়তানের দল ডেস্টারদের জোর করে ধরে আনে এখানে....ওনারা তো এদিকেই আসছিলো, ম্যাক্‌টাভিস্ তো সেই কথাই বললো।'

'এঘরে কিছুই নেই।' দু জোড়া পায়ের শব্দ এবার ডান দিকের ঘরটার দিকে এগোতে লাগলো।

'সময়টা ফালতুভাবে নষ্ট করছি।' ব্রমউইচ বলে উঠলো, 'আমার তো মনে হয় ওরা পালিয়েছে। আমরা যাতে ওদের পিছু না নিই সেই জন্য ডেস্টার বুদ্ধি করে গাড়ি ফেলে রেখেছে।

ডেস্টারের আশা—আমরা আমাদের চিন্তাধারা ভুল দিকে চালনা করব, আর তারা জাহাজে চেপে মজাসে ইউরোপে পাড়ি দেবে। হতচ্ছাড়ার দল যতো!'

'এ ব্যাপারে কিন্তু বড়কত্তার অন্য মত।'

'নিকুঁচি করি অন্য মতের।' ব্রমউইচ রেগে উঠলো, 'ওঁকে তো আর আমাদের মতো খাটতে হচ্ছে না! এই গাধা খাটুনি খাটলে উনি টের পেতেন কত ধানে কত চাল! ওরকম টেবিলে বসে আমিও বলতে পারি, এটা একটা কিডন্যাপিং।'

'শেষের ঘরটাই বা বাদ দিই কেন, স্যার?'

এ ঘরের দরজায় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো, টর্চের জোরালো আলোয় ঘরখানা আলোকিত হয়ে উঠলো। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পিপের মধ্যে বসে রইলাম।

'একি!' বিস্ময়ে ব্রমউইচ বলে উঠলো। মনে হয়, দু পা সামনের দিকে বাড়ালো।

'অবাক কাণ্ড! মহিলাটি মিসেস ডেস্টার না!' লুইস উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, ইনিই হেলেন ডেস্টার! ব্যাপারটা তাহলে এই ঘটেছে! স্যার, উনি কি মৃত?'

'হ্যাঁ। ঘণ্টা তিরিশ আগেই সে মারা গেছে।' ব্রমউইচ আহত কণ্ঠে বললো, 'উফ্, কি দুর্ভাগ্য আমার! এখন উপায়।'

'সত্যিই কি ওদের জোর করে ধরেছিলো?' লুইস জানতে চাইলো, 'আশে পাশে কোথাও ডেস্টার মৃত অবস্থায় নেই তো?'

'তা আমি কি করে বলবো!' ব্রমউইচ ঝাঁপিয়ে উঠলো, 'শোনো,

তুমি এখান থেকে নড়বে না। আমি পাশের ঘরের ফোনটা ঠিক আছে কিনা দেখি। তাড়াতাড়ি লোকজনকে খবর দিতে হবে তো!' বারান্দা দিয়ে ও দ্রুত হেঁটে গেলো।

দেশলাই জ্বালানোর শব্দ পেলাম। তার মানে লুইস সিগারেট ধরিয়েছে। ঘরের মধ্যে পায়চারি মারার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ সে একটা পিপের গায়ে লাথি চালালো। আমার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠলো।

ব্রমউইচ ফোনে কাউকে ধমকাচ্ছে বুঝতে পারলাম। তবে কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না।

মিনিট খানেকের মধ্যেই এ জায়গাটায় পুলিশে ভরে উঠবে। সুতরাং এই বেলাই আমার পালানো উচিত।

হঠাৎ ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠলো। লুইস সুইচ বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'স্যর, ঘরের আলো জ্বলছে।'

ব্রমউইচ মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, 'এক্ষুনি লোকজন এসে পড়বে। তুমি জ্যাকসনকে অন্য ঝোপড়ি দুটো দেখতে বলো। বলা যায় না—যদি ডেস্টার...'

কথা শেষ করতে না দিয়েই লুইস ঘর ছাড়লো।

ব্রমউইচ ঘরের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। নীচু গলায় একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগলো।

পিপের কাছে তার পায়ের শব্দ পেয়েই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

লুইস ফিরে এসে জানালো, 'স্যর, জ্যাকসনকে বলেছি।' পায়ের শব্দ এবার হেলেনের কাছে গিয়ে থামলো, 'ইস্, মেয়েটাকে খুব মেরেছে ব্যাটারা! তার মধ্যে আবার মুখ বাঁধা...আচ্ছা, এটাই ওর মৃত্যুর কারণ নয় তো?'

যে পিপটাতে আমি ছিলাম, ব্রমউইচ তার ওপর এসে বসলো,

ডাক্তারই সেটা বলতে পারবে। কিন্তু....মৃত হেলেনকে বেঁধে ফেলে রাখার কারণ কি? হাত-পা বাঁধার সময়ে নিশ্চয়ই বেঁচে ছিলো?

'কিন্তু শয়তানের দল তাকে এভাবে রেখে সট্‌কালো কেন? নাঃ, ব্যাপারটা বড়ই ভজঘটো ঠেকছে! এটা কিডন্যাপিং কেস নয়...'

'স্যর, আমারও তাই মনে হচ্ছে।' লুইস তরবর করে কথা বলে চললো, 'এটা নতুন কোনো লোকের কাজ। ন্যাশ লোকটা কিন্তু সুবিধের নয় বলেই আমার মনে হয়। বড্ডো চালাক। আচ্ছা এ ঘটনার সাথে সে জড়িয়ে নেই তো?'

'কি জানি, মানুষের মনের কখন কি হয় বলা যায়! তবে তুমি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলেছ।

ছেলেটা একটু সন্দেহ জনকই বটে। ও জ্যাক সলির সাথে কাজ করেছে। তোমার কি মনে পড়ে, সলিকে দু-তিনবার ধরেও আমরা কব্জা করতে পারিনি? তারই চ্যালা যখন...'

'চ্যালা বলে কথা! কেমন গবগবিয়ে ডেস্টারের অসুখের কথা বললো। আমার তো মনে হয়, অসুখের কথাটা সম্পূর্ণ বানানো।'

'হয়তো তাই। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে। ছক বেঁধেই কাজে নেমেছে মনে হয়।'

'কিন্তু স্যর, হেলেনের এ অবস্থা হলো কেন?'

'সেটাই তো ভাবছি।'

বারান্দায় পায়ের শব্দে বুঝলাম, কেউ এদিকে আসছে! অচেনা কণ্ঠস্বর—'বাকী দুটোয় কেউ নেই স্যর। আমি ভালো করে দেখেছি।'

'ঠিক আছে, তুমি বাইরেই থাকো। যদি কোনো লোকজন আসে আমাকে জানাবে।'

বহুক্ষণ সব নিঃস্তব্ধ রইল। হঠাৎ ব্রমউইচ কথা বলে উঠলো, 'লুইস, ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন। আচ্ছা, ডেস্টারই হেলেনের এই অবস্থার জন্য দায়ী নয়তো—? ও ওঁর হাত-পা বেঁধে রেখে এমন

ভাব দেখাতে চাইছে যাতে আমরা মনে করবো, হেলেন কোনো বদমাসের খপ্পরে পড়েছে।

'আমরা যখন ভুল ধারনায় মত্ত থাকবো, ততক্ষনে ডেস্টার কেটে পড়বে। তোমার কি মনে হয়?'

'কিন্তু এভাবে বউকেই বা খুন করবে কেন?'

'বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না বলে। হেলেন নাকি ডেস্টারকে খুব ঘৃনার চোখে দেখতো। ডেস্টারকে ওইতো স্যানাটোরিয়ামে পাঠাতে চেয়েছিলো।

'হয়তো রাস্তায় ওদের দুজনের তর্ক বাধে। ডেস্টারের সন্দেহ হয়, বৌ তাকে আমরণ পর্যন্ত স্যানাটোরিয়ামে রাখতে চাইছে। তখন রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে স্ত্রীকে এমন শিক্ষা দিতে চাইলো, যাতে বেচারীকে প্রাণ হারাতে হয়।

'হয়তো ডেস্টার তখন নিরুপায় হয়ে এবং ভয়পেয়ে তাকে এই ভাবে ফেলে রেখে চম্পট দেয়। হেলেনের এ অবস্থা দেখে স্বভাবতঃ সবাই ভাববে ব্যাপারটা কিডন্যাপিং।

লুইস বোবার মতো চুপ করে রইলো। যেন সে স্যারের যুক্তিটাকে যথার্থই মনে করছে।

হঠাৎ পিপে থেকে নেমে ব্রমউইচ বললো, 'যাই, বড়কর্তাকে একটু ফোন করে আসি। তুমি এই ফাঁকে বাকী ঝোপড়ি দুটো একটু দেখে এসো। জ্যাকসন একটু হাঁদাভোদা ধরনের লোক, হয়তো ভালো-ভাবে চারিপাশে নজর দেয়নি।'

তারা দুজনেই বারান্দা দিয়ে হাঁটছে বুঝতে পারলাম। একটা টিং শব্দ কানে আসতেই বুঝলাম, ব্রমউইচ রিসিভার তুলেছে।

পালানোর পক্ষে এটাই সুবর্ণ সুযোগ: আমি হামাদিয়ে দ্রুত পিপে থেকে বের হলাম। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে আধখোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে বারান্দায় চলে এলাম।

ব্রমউইচ তখনো ফোন করে যাচ্ছে। ভাগ্য ভালো ওর ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিলো।

ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি। লুইস যদি এখন আসে তাহলে তুজনে একেবারে সামনাসামনি পড়বো। ভয়ের চোটে আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম।

তু পা এগোতেই আফিস ঘরটা আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে উঠলো আধখোলা দরজা দিয়ে দেখলাম, ব্রমউইচ পিছন ফিরে রয়েছে তার কানে টেলিফোনের রিসিভার।

তুলাফে কোনরকমে দরজাটা পার হয়ে সামনের দরজাটার কাছে এলাম। কে জানে, ঐ জ্যাকসন নামধারী লোকটা আবার কোথায় রয়েছে।

সে লুইসের সঙ্গী হয়নি তো? হঠাৎ পুলিশের গাড়ির হেডলাইট অন্ধকারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলো। সেই আলোয় আমি লুইস বা জ্যাকসন কাউকেই নজরে আনতে পারলাম না।

টিং···ব্রমউইচ তাহলে ফোন রাখলো· নাঃ,আর একটি মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না। জোর কদমে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম।

খুব সাবধানে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে যেদিক থেকে গাড়িটা আসছে, তার বিপরিত দিকে সরে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একটা শব্দে থমকে দাঁড়ালাম! ডানদিকে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি, বাইরের দরজায় ব্রমউইচ দাঁড়িয়ে।

আমার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেলো। তবে সে সামনের খোলা মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলো, এই যা বাঁচুয়া! আবার পিঠ ঘসটে ঘসটে হেঁটে অবশেষে দেয়ালের শেষ প্রান্তে চলে এলাম। ওপাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে আছে। লুইসের কণ্ঠস্বর ক্রমশই দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেলো।

আমি কুঁড়ে ঘরের আড়াল থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারে গা লুকিয়ে

এগোতে লাগলাম। কাঁটাতার-জড়ানো গেটের কাছে যাওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

অন্ধকারে কিছুই দেখতে পারছি না। অথচ কোনো রকম শব্দ না করে আমাকে এগোতে হবে। একবার যদি ধরা পড়ি তাহলে, ফাঁসি অনিবার্য।

যতই কুঁড়ে ঘরগুলোর থেকে দূরত্বে যাচ্ছি, ততই ভয়ের পরিমাণ একটু একটু করে কমতে লাগলো। বড় বড় পা ফেলেই এগিয়ে যাচ্ছি।

গেটের কাছে যেতে এখনো দশ মিনিটের মতো সময় লাগবে। একটু দাঁড়িয়ে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালাম।

না:, কেউই আমায় অনুসরণ করছে না। জ্যাকসন তো কুঁড়ের দরজায় বসে ঝিমোচ্ছে। তা ভালোই. এ সময়ে ও একটু ঘুমাক!

কাঁচা রাস্তায় পা ফেললাম বটে, তবে এখনও খুব সতর্ক ভাবেই হাঁটছি। কিছুটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর টেনে দৌড় মারলাম।

রাস্তার শেষ মাথায় এসেছি, অমনি সামনে পুলিশের গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যেই ঝোপের আড়ালে গা ঢাকলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যে গোটা দুই-তিনেক পুলিশ ভ্যান ভোঁ-ভাঁ করে কুঁড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। ওরা চলে যাওয়ার পরও আমি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর ঝেড়ে মেড়ে এক দৌড়ে সোজা বুইকের দিকে।

* * *

ভালোভাবেই বাড়িতে চলে এলাম। রাতের নিঃস্তব্ধতায় চারি পাশ ভরে উঠেছে। হেলেনের মৃত্যু আমাকে অস্থির করে তুললো। আমি কল্পনাই করতে পারছি না…হেলেন বেঁচে নেই…।

হেলেনের চিন্তা আমার মাথার মধ্যে আসা-যাওয়া করতে লাগলো।

আমি জড়ানো পায়ে মেরিয়ানের আগের ঘরে ঢুকলাম, এ বাড়িতে সম্পূর্ণ আমি একা।

ক্লান্ত শরীরে কোন রকমে একটা আরাম চেয়ারের কাছে গিয়ে তাতে গা এলিয়ে দিলাম। মনটা বড়ই উতলা হয়ে উঠেছে।

আচ্ছা, হেলেন কেন মারা গেলো! আমি না হয় একটু বেশীই মেরেছি। তা বলে কি সেই মারে মরে যাওয়ার কথা! চোয়ালে ঘুষি মারলে কেউ আবার মরে নাকি!

তাহলে কি হেলেন দম বন্ধ হয়েই মারা গেলো! সেক্ষেত্রে অবশ্য আমি খুনের দায়ে পড়বো না।

আমি ওকে ফেলে রেখে আসার সময়ে নিশ্চয়ই ও জীবিত ছিলো। পুলিশ হয়তো আমাকে খুনী বলে প্রমাণ করাতে চাইবে।

কিন্তু সেটাই বা হয় কি করে! দম বন্ধ অবস্থায় মারা গেলে তো মুখে জমা রক্ত থাকতো! তা তো ছিলনা, তবে..

উফ্ কি ঝামেলায় জড়ালাম রে বাবা! কেন যে এ কাজে হাত লাগালাম! সাড়ে সাত লাখ ডলারের মালিক তো হতেই পারবো না, বরং খুনী বলেই অভিযুক্ত হবো।

হেলেনের মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানে, আর ডেস্টারেরটা রয়েছে এখানে। আবার আমিই ডেস্টারকে মেরেছি একথা যেন না ভাবে!

যেই করেই হোক এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে। কোনো একটা উপায় গ্রহণ করতেই হবে।

আচ্ছা, ডেস্টারই হেলেনকে মেরেছে—এধরণের একটা কথা ব্রমউইচ বলেছিল, তাই না? তাহলে খুনটাকে এভাবেই সাজালে কেমন হয়!

আমিই যে হেলেনকে মেরেছি সেটাতো কেউ জানে না। কুঁড়ে ঘরেও নিশ্চয়ই এমন কোনো প্রমান ফেলে আসিনি যাতে পুলিশ আমায় ধরতে পারে।

এই অবসরে যদি ফ্রেজের থেকে ডেস্টারকে বের করি এবং তার

হাতে পিস্তল দিয়ে বাগানের কোথাও রেখে আসি। পুলিশ মনে করবে স্ত্রী হত্যার অনুতাপে ডেস্টার আত্মঘাতী হয়েছে।

বা:, বেশ চমৎকার মতলব আঁটলাম তো! এরকম বিপদের মুখোমুখি হয়েও আমি ঠাণ্ডা মাথায় এরকম একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম কি করে....সত্যি নিজেরই নিজেকে বাহবা দিতে ইচ্ছা করলো।

ঠিকভাবে নড়ে চড়ে বসলাম। এইবার আমাকে কি করতে হবে তা পরপর গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।

প্রথমেই আমাকে সেফ ডিপোজিট লকার থেকে ডেস্টারের পিস্তল নিয়ে আসতে হবে। পুলিশ মনে করবে, ডেস্টার পিস্তলের জন্যে বাড়ি আসে।

টাইপ রাইটারে ডেস্টারের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে একটা চিঠি তৈরী করতে হবে। ওঃ, ভুলেই গেছি, একটা নতুন কার্তুজের প্রয়োজন হবে।

সেটা ডেস্টারের কার্তুজের বাক্স থেকেই পেয়ে যাবো। তার কাছে নিশ্চয়ই কার্তুজ আছে!

আত্মহত্যার ব্যাপারটা কালকেই সাজাবো ঠিক করলাম। দেরী করলে আবার মেরিয়ান চলে যেতে পারে।

ওর কানে আবার গুলির শব্দ যাওয়া চাই কিনা।

ওই হবে আমার একমাত্র সাক্ষী।

কালকে দিনের বেলায় কোনো এক সময়ে সময় বুঝে টুক করে ডেস্টারের মৃত দেহটা স্বাভাবিক করার জন্য ফ্রিজের মোটর বন্ধ করে দেবো। মাঝ-রাত্রে ডেস্টারের লাশটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তখন সহজ ভাবেই তাকে নাড়াতে পারবো।

পুলিশও মনে করবে, কিছুক্ষণ আগে সে মারা গেছে। গভীর রাতে এখানে আমি ছাড়া আর কেউই থাকবে না। তখন ধীর স্থির হয়ে ফ্রিজ থেকে ডেস্টারের লাশটা বের করে বাগানে নিয়ে যেতে পারবো।

তারপর শূন্যে একটা গুলি করে, ওর হাতে পিস্তলটা দিয়ে এক দৌড়ে বাড়িতে চলে আসবো।

গুলির শব্দ শুনে মেরিয়ান আমাকে ফোন করার আগেই আমি ঘরে চলে আসবো। তারপর ফোন বাজার সাথে সাথেই রিসিভার তুলে নেবো।

সমস্ত ব্যবস্থাটা কয়েক বার চিন্তা করে দেখলাম। নাঃ, কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই! পুলিশের কথা না হয় বাদই দিচ্ছি, ব্যাটা ম্যাডক্সও আমাকে সন্দেহ করবে না।

কার্তুজের বাক্স খোঁজার জন্য ডেস্টারের ঘরে এলাম। সমস্ত জিনিস তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর, পাঁচ মিনিট বাদে কিছু জামা-কাপড়ের নীচে বাক্সটা পাওয়া গেলো।

তাড়াতাড়ি একটা কার্তুজ বের করে পকেটে রাখলাম। তারপর বাক্সটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলাম।

তখন রাত দুটো বাজে আমি বিছানায় শুতে গেলাম। ওঃ, কিছুটা চিন্তা মুক্ত হওয়া গেলো। আমি একবার যদি এ যাত্রায় রক্ষা পাই তাহলে আর কখনো এ মুখো হবো না।

অবশেষে আমার ভাগ্যে কিনা এই ছিল। বেছে বেছে এমনই এক মক্কেলের বাড়িতে আমি কাজ পেলাম! খুব আক্কেল হয়েছে! আমার টাকার সাধও সে সঙ্গে মিটে গেছে।

মানে মানে একবার পার পেলেই হয়। তাহলে যেখানকার ছেলে সেখানেই আবার ফিরে গিয়ে নিজের কাজে লাগবো, এর থেকে সেটা অনেক বেশী শান্তির হবে।

তবে কিন্তু সলির কাছে যাচ্ছি না। অন্য কোনো নামকরা কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে মেরিয়ানকে বিয়ে করে সুখের জীবন শুরু করবো।

বাকি রাতটুকু গভীর ঘুমেই কাটিয়ে দিলাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল নটা বাজে। তাও আপনা আপনিই ঘুম ভাঙেনি—নীচে মেরিয়ানের সাড়াশব্দেই ঘুম ভেঙে যায়।

শান্ত মনে দাড়ি কামিয়ে, চান সেরে, নীচে নেমে এলাম। বারান্দার টেবিলে আধ সেদ্ধ ডিম, টোস্ট আর কফি সাজিয়ে মেরিয়ান বসে আছে।

ব্রেকফাস্ট করার সময়ে আমাদের মধ্যে সামান্য কথাবার্তা হলো।

আমি কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, 'এগারোটার সময়ে বার্নেট এসে ডেস্টারের ঋণের পরিমাণ দেখবে এবং কিছু কথাবার্তা বলবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো তাহলে ধারের হিসাবটা তৈরী করে রাখতে পারি।'

মেরিয়ান সম্মতি জানালো। সে বাড়ি যাবার কথা ভুলেই গেলো। আমি মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ, আজকের দিনে ও যদি এ বাড়িতে থাকে তাহলে আমার খুব উপকার হয়।

তাকে যে গুলির শব্দ শোনাতে হবে। তাছাড়া ওই তো পুলিশকে ব্যাপারটা খুলে বলবে। আমি যখন ওর ভালোবাসার পাত্র হয়ে গেছি, তখন নিশ্চয়ই সে আমার নামে যা তা বলবে না।

আমরা দুজনে মিলে ডেস্টারের লেখার ঘরে ঢুকলাম। সমস্ত দেরাজ খুলে টেবিলের ওপর পুরনো বিলগুলো জড়ো করে রাখলাম।

মেরিয়ান ওখান থেকে বিলগুলো বেছে নিয়ে টাকার অঙ্ক বলতে লাগলো, আমি চটপট সেগুলো লিখে নিলাম।

আধ ঘণ্টা এভাবে কাজ করার পর হঠাৎ মেরিয়ান চুপ মেরে গেলো। ব্যাপারটা কি দেখার জন্য মুখ তুলতেই দেখলাম, একখানা শীল-করা খামের দিকে সে একভাবে তাকিয়ে রয়েছে।'

'কি হলো?' আমি জানতে চাইলাম।

'এই খামটা বিলের মধ্যে পেলাম। দেখোতো এটা কি।' মেরিয়ান হাত বাড়িয়ে খামটা এগিয়ে ধরলো।

আমি ওটা হাতে নিয়ে শিরোনামটা পড়লাম—

মিঃ এডুইন বার্নেটের মনোযোগের জন্য। আল´ ডেস্টারের উইল। ৬ জুন, ১৯৫৬।

আমি হঠাৎ হকচকিয়ে গেলাম। অকারণেই এই পাতলা খামখানা আমাকে অস্বস্তিতে ভরিয়ে তুললো। মন বলছে খামটা খুলতে, কিন্তু সামনে যে মেরিয়ান আছে।

খামটা টেবিলের ওপর রাখলাম, 'ঠিক আছে। আমি এটা মিঃ বার্নেটকে দিয়ে দেবো। যা না সম্পত্তি, তার আবার উইল!'

· গলার স্বরটা কেমন ফ্যাসফোসে লাগলো। মেরিয়ানও ব্যাপারটা খেয়াল করলো।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, 'নাও, এবার বাদ বাকী বিলগুলো দেখো; বার্নেটের আসতে আর বেশি দেরী নেই।'

আমাদের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বার্নেটের গাড়ি এসে থামলো।

ডেস্টারের দেনার ফর্দটা মোটামুটি তৈরী করে ফেলেছি—প্রায় সাতাশ হাজার ডলার হবে। ডেস্টারের সম্পত্তি বলতে রয়েছে ব্যাঙ্কে জমানো দু হাজার ডলার, আর এই বাড়িটা আর গাড়ি।

সে রকম কোনো ভালো নিলামদার ধরতে পারলে এগুলো বিক্রী করে মোটামুটি পাওনাদারদের টাকা দিয়ে দেওয়া যাবে।

বার্নেট সবে গাড়ির থেকে নামছে, ঠিক সেই সময়ে আর একখানা গাড়ি এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। এটা কিন্তু পুলিশের গাড়ি।

আমি আর মেরিয়ান খোলা দরজার কাছে গিয়ে দেখি, বার্নেট বাড়িতে না ঢুকে দ্বিতীয় গাড়িটার কাছে যাচ্ছে।

পুলিশের গাড়ি থেকে চারজন লোক নামলো। এর মধ্যে আমি দুজনকে চিনি—তারা হলো ব্রমউইচ আর লুইস।

বাকী যে দুজন পুলিশ নামলো তাদের মধ্যে একজনের চেহারা একটু ভারিক্কী ধরনের; গায়ের রং গোলাপী আর ছোট ছোট দুটো চোখ।

চেহারা বটে অন্য লোকটার, দেখলেই তাক লেগে যায়।

পেশীবহুল চওড়া কাঁধ, অথচ পা জোড়া কিন্তু সরু লিকলিক করছে। পাঁচ ফুট পাঁচ-ছয় ইঞ্চির মতো লম্বা। মাথায় তেমন চুল নেই, কিন্তু যা আছে তা আবার সাদা হয়ে গেছে।

মাথার চুলগুলো এমন উস্‌কো খুসকো যে দেখে মনে হবে কোনো দিনই সে চুল আঁচড়ায় না।

লোকটার শরীরের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত জিনিস হলো তার মুখটা। মুখের কোনো ছিরি নেই, কেমন যেন বেঢপ মার্কা, ঠিক যেন রাবারের পুতুল। যা ইচ্ছা করো কিন্তু মুখ ঠিক একেই থাকবে—মোটেই থ্যাবড়ে যাবে না।

গায়ে যদিও দামী পোশাক রয়েছে, কিন্তু সেগুলো বড়ই অবহেলার সঙ্গে পরা। জামার কলার কুঁচকিয়ে রয়েছে। টাইসের ফাঁস আলগা।

এই চারজন পুলিশের মধ্যে এই লোকটি যে বেশ হোমড়া চোমড়া একজন, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হলো না।

এদের সঙ্গে ছিলো পুলিশের বড়কর্তা ম্যাডভিগ। এই ম্যাডভিগও এমন ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছে, যেন সেও এই লোকটাকে খুব সম্মান করে চলে।

ঝুলবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ওরা কিছুক্ষণ ধরে কি সব কথাবার্তা বলল, তারপর ছোট্ট সিঁড়িটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে এলো।

আমার হাতের তালু ঘামে ভিজে গেছে, শরীরে যেন কোনো শক্তিই পেলাম না।

বার্নেট সরু লিকলিকে পা-ওলা লোকটাকে বললো, ডেস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নাম ন্যাশ, আপনি বোধ হয় এর আগে তাকে দেখেন নি, তাই না?' এবার বার্নেট আমার দিকে তাকালো. 'ন্যাশ, ইনি হচ্ছেন ন্যাশানাল ফিডেলিটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ ম্যাডক্স।'

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, একজোড়া ধূসর রঙের চোখ মেলে সে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

তার সাথে হ্যাণ্ডসেক করলাম। ওরে বাবা, হাত-তো নয়, যেন লোহা। ডেস্টারের সাবধান বাণী মনে পড়লো—

ভারী চৌখশ লোক ম্যাডক্স, ইনসিওর লাইনে দারুন নাম ডাক। লোকের ধারনা, কোন্ দাবী আসল আর কোন্ দাবী নকল, তা সে একবার চোখ বুলিয়েই বলে দিতে পারে।....প্রায় পনের বছরের মতো সে এ লাইনে কাজ করছে; ইতিমধ্যে সে বহুলোককে জেলে পাঠিয়েছে। পনেরো জনের তো ফাঁসিই হয়ে গেলো।

নাঃ, এ লোকটা সত্যিই খুব চালাক। একে সহজে বোকা বানানো যাবে না।

লুইস হলঘরে রইলো, বাকী সবাই বারান্দায় চলে এলো, ম্যাডক্স আগে আগে যাচ্ছে, তার পিছনে বাকীরা।

ম্যাডক্সকে খুব সতর্কভাবে চলতে দেখা যাচ্ছে। সে যেন একটা কিছু সূত্র বের করতে চায়। বাকীরা কিন্তু তেমন সচেতন নয়।

হাঁটতে হাঁটতে ম্যাডক্স হঠাৎ বলে উঠলো, 'একটু বসে কথা বলতে চাই। আমার হাতে আবার বেশী সময় নেই।'

আমি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বসার ঘরে এলাম। এঘরটায় একটাও টেবিল ছিল না; তাতে অবশ্য ম্যাডক্স বিরক্তি প্রকাশ করলো না।

আগুনহীন ফায়ার প্লেসের সামনে ম্যাডক্স এমন ভাবে দাঁড়ালো, যেন সেই এ ঘরের মালিক। তার এই ব্যক্তিত্ব পূর্ণ চেহারার পাশে বার্নেট ম্যাডভিগ আর ব্রমউইচকে চুনো পুঁটির মতো মনে হচ্ছিলো

সবাই চেয়ারে বসে আছে। কেবল আমি আর মেরিয়ান দরজার গোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

বার্নেটের পাশের দুখানা ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে ম্যাডক্স বললো, 'আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? এখানে বসুন। আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই।'

আমরা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

ম্যাডক্স এবার ম্যাডভিগের দিকে তাকালো, 'ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিন্তু আমি কিছুই জানি না। শুধু মাত্র কাগজেই যা পড়েছি।

'মিঃ ডেস্টার হচ্ছেন আমাদের মক্কেল। উনি আমাদের কোম্পানিতে সাড়ে সাত লাখ ডলারের ইনসিওর করেছেন। সেই হিসেবে এই ব্যাপারটা এখন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাকার পরিমাণটাতো আর যৎ সামান্য নয়।

'কোম্পানির প্রয়োজনেই বলছি, যদি আপনারা কেউ দয়া করে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলেন, তাহলে···

ম্যাডভিগ ইশারায় ব্রমউইচকে সমস্ত ব্যাপারটা বলার অনুমতি দিলো।

ঘটনাটা কি ঘটেছিল তা বলার জন্য ব্রমউইচ শুরু করলো, 'পঁচিশে জুন রাতে আমরা মিঃ ন্যাশের ফোন পাই। তাতে আমরা জানতে পারি যে, মিঃ ডেস্টার আর তাঁর স্ত্রী হেলেন ডেস্টার নিখোঁজ।

'হেলেন গাড়ি করে মিঃ ডেস্টারকে সাণ্টা বারবারার বেলভিউ স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেখানে আর যাওয়া হয়নি।

এক মোটর সাইকেল পুলিশ রাত সাড়ে এগারোটার সময়ে একশো এক নম্বর রোডে ওদের দেখতে পায়। তারপর, থেকেই কিং তাদের আর কোন খোঁজ ছিল না।

ম্যাডক্স প্রশ্ন করলো, 'মিঃ ডেস্টারের হঠাৎ স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার কারণ কি ?

'তিনি অত্যধিক মদ খাওয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই....' বার্নেট উত্তর দিলো, 'মিসেস ডেস্টার বলতেন, মিঃ ডেস্টার যখন মদের নেশায় বেহুঁশ হয়ে থাকতেন তখন তিনি লোক চিনতে পারতেন না এবং খুব উত্তেজিত হয়ে যেতেন।

'হেলেনের ইচ্ছাতেই মিঃ ডেস্টার স্যানাটোরিয়ামে যেতে রাজি

হন। স্যাশ ডেস্টারের খুব প্রিয়পাত্র ছিলো। কিছুদিন যাবৎ সেই ডেস্টারের সমস্ত কিছু দেখাশুনা করছে।'

ম্যাডক্স আমার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারছে। জানতে চাইলো, 'সত্যিই মিঃ ডেস্টার খুব উত্তেজিত হয়ে উঠতেন ?'

এধরণের একটা প্রশ্নের মুখোমুখি যে আমায় হতে হবে তা আমি আগেই জানতাম। সাধ করে আর রাত দুটো পর্যন্ত জেগে ছিলাম না।

ডেস্টারই হেলেনকে খুন করেছে এটা তাদের মনে গাঁথতে গেলে খুনের কারণটা আমাকে জানাতেই হবে।

তাই বললাম, 'না, আমার চোখে তো সেরকম কিছু কখনো পড়েনি। তবে তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। কেমন যেন ওষুধের ঘোরে থাকা অবস্থা।'

আমার কথা কানে যেতেই ব্রমউইচ ঝাঁপিয়ে উঠলো, 'কই, আমাকে তো একথা আগে বলেননি ?'

'কেন, আমি বলেছিলাম না তিনি সব সময়ই প্রায় ঘুমিয়েই কাটাতেন ?'

'ঘুমিয়ে কাটানো আর ওষুধের ঘোরে থাকা এক জিনিস হলো ?'

ম্যাডক্সের চোখ আমার উপর আবদ্ধ, 'মিঃ ডেস্টার স্যানাটোরিয়ামে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন ?'

আগ বাড়িয়ে বার্নেট জানালো, 'হ্যাঁ। খুশীমনেই তিনি সম্মত হয়েছিলেন। মিসেস ডেস্টারতো সেই কথাই বলেছিলেন আমাকে।'

'আমি স্যাশের মুখ থেকেই উত্তর শুনতে চাই।' ম্যাডক্সের গম্ভীর গলা, 'মিসেস ডেস্টার কি বলেছেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

আমি বললাম, 'এটার উত্তর আমি ঠিক দিতে পারবো না। কারণ আমি যখনই তার ঘরে গেছি তখনই তিনি হয় ঘুমুতেন না হয় ঘরের মধ্যে থাকতেন। স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো কথাই আমার সঙ্গে হয় নি।'

আমার উত্তরটা ম্যাডক্সকে ঠিক খুশী করতে পারলো না। সে পকেট থেকে ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ বের করে পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে ব্রমউইচকে বললো, 'বলুন, আপনি কি বলছিলেন।'

'বাজারে ডেস্টারের খুব দেনা ছিলো। তাই ভাবলাম.... ব্রমউইচের কথা থামিয়ে ম্যাডক্স জানতে চাইলো, 'বাজারে দেনার অঙ্ক কতো?'

বার্নেট এবার আমার দিকে তাকালো।

আমি কাচু মাচু করে বললাম, মোটামুটি সাতাশ হাজারের হিসেব পেয়েছি। তবে এখনো ঠিক হিসাব সেরে উঠতে পারিনি।'

ব্রমউইচ বলতে লাগলো, 'দেনার দায়ে ডেস্টার পালিয়েছে এটাই ছিল আমাদের ধারণা। তাই টহলদার বেতার ভ্যানগুলোকে বলা হয়েছিলো ওদের গাড়ির খোঁজ করতে।

তাদের রোলস্‌খানা ছিল বিয়ে নীল রঙের। সুতরাং চিনতে পারা কোনো অসুবিধের ব্যাপারই নয়।

'গাড়িটা শহরের পশ্চিম দিকে ন' নম্বর রাস্তায় ফেলে রেখেছিলো। আমরা বিমানঘাঁটি রেলস্টেশন আর বাস-টার্মিনাসে ওদের খোঁজ নেই, কিন্তু কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

মনে হয় ওরা ভেনতুরা পর্যন্ত এসেছিলো তারপর আবার হলিউডে ফিরে গেছে—নয়তো কোনো শয়তানের খপ্পরে ওরা পড়েছিল এবং সেই শয়তানের দল তাদের আটকে রেখে গাড়ি হলিউডে রেখে গেছে।

'তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, ওদের গাড়ি আর ভেনতুরায় আসে নি। আমরা তন্ন তন্ন করে ভেনতুরা থেকে ন'নম্বর রাস্তার মাঝখানটা খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কেউই রোলস্‌টাকে ফিরে দেখলো না।

'ওরা আসার সময়ে কেবল কয়েকখানা গাড়ি আর মোটর সাইকেল পুলিশ তাঁদের দেখছে। তবে রোলস্‌খানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে মোটর-সাইকেল পুলিশ ওদের স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই গাড়িতে বসে

থাকতে দেখেছে। মিসেস ডেস্টারের মাথায় সাদা রঙের একটা টুপী ছিল।'

'মিঃ ডেস্টারকে কিভাবে চিনেছে?' তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে ম্যাডক্স জিজ্ঞাসা করলো।

'ওর গায়ে উটের লোমের ওভারকোট ছিল। সেটা দেখেই তাকে চেনা যায়! মিঃ ডেস্টারের পরণে কি ছিলো তা আমি আগেই মিস টেম্পলের কাছ থেকে শুনেছি।'

ম্যাডক্স এবার মেরিয়ানের দিকে তাকালো। ভালভাবে ওকে নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি মিঃ ডেস্টারকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কি আপনি এর আগে কখনো ভালোভাবে দেখেছিলেন?'

'না। সেদিন প্রথম তাকে সামনা-সামনি দেখি।'

'শুনলাম, উনি নাকি ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। আচ্ছা, ওনার হাঁটা চলা দেখে কি আপনারও তাই মনে হয়েছে?'

'উনি কিন্তু খুব বেসামাল পায়ে হাঁটছিলেন। আর চোখেও বোধহয় খুব লাগছিলো।'

হঠাৎ আপনার এ ধারনা হলো কেন?'

'কারণ, উনি হলের জোরালো আলোটা নিভিয়ে দিতে বলেছিলেন।'

'ওঃ,' ম্যাডক্স পাইপের নল দিয়ে কানের পাশটা চুলকালো, 'ডেস্টার তাহলে অন্ধকারের মধ্যেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ছিলো?'

'না, ঠিক অন্ধকার ছিলো না।' মেরিয়ান বলে উঠলো, 'দেয়ালের গায়ে কমজোরী চারটে আলো জ্বলছিলো।'

'সেই আলোয় আপনি নিশ্চয়ই ওঁর মুখ দেখতে পারেন নি?'

'না।'

'আচ্ছা, যে সময়ে ওঁরা বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন কি আপনার সেখানে থাকার কথা ছিলো ?'

'প্রয়োজনে মিসেস ডেস্টার আমাকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। আর একথাও তিনি বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে উনিই আমায় ডাকবেন, আমি যেন তাদের সামনে না যাই। কারণ, মিঃ ডেস্টার নাকি অচেনা মুখ দেখলে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।'

'আপনি কি তাদের কোনো সাহায্য করেছিলেন ?'

'না, তার প্রয়োজন হয়নি।'

ম্যাডক্স ব্রমউইচের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বলে যান, তারপরে কি ঘটেছিলো।'

কথার মাঝখানে অন্য সবাই কথা বলে ওঠায় ব্রমউইচ একটু অসন্তুষ্ট হলো। গোমড়া মুখে সে বলতে লাগলো, 'কাগজে ডেস্টারের যে নিখোঁজ সংবাদ বের হয় সেটা একটা ড্রাইভারের চোখে পড়ে। সে সংবাদটা পড়ার পর আমাদের জানায় সে নিউমার্ক বন-দপ্তরে আলো জ্বলতে দেখেছে।

হঠাৎ এই আলো দেখে লোকটার মনে সন্দেহ জাগে। কারণ অনেক দিন হলো জায়গাটা বিক্রীর জন্যে ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে কেউই থাকে না।

তার কথা মতো আমরা সেখানে গিয়ে দেখি, একটা কুঁড়েঘরের জানলার কাঁচ ভাঙা রয়েছে আর দরজার তালাটাও ভাঙা।

তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখি, একদম শেষের ঘরে হেলেন হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। ওনার কাছে যাওয়া মাত্রই বুঝতে পারলাম, উনি মৃত।

'ওনার মৃত দেহ পরীক্ষা করে মনে হলো, অন্তত: ঘণ্টা তিরিশেক আগে উনি মারা গেছেন। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো, মোটর-সাইকেল পুলিশের ওঁদের দেখার ঘণ্টা খানেক পরেই হেলেন মারা গেছে।'

আমি এতোক্ষণ যে কথাটা শোনার জন্য ওৎ পেতে বসেছিলাম—ম্যাডক্সের মুখ দিয়ে সেই কথাটাই বের হলো, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ওকে খুন করা হয়েছে ?'

'সেটাই তো মনে হচ্ছে।' ব্রমউইচ জানালো, 'চোয়ালে প্রচণ্ড আঘাত খাওয়ার ফলেই উনি চিৎপাত হয়ে পড়ে যান। সেই সময়ে তার মাথাটা মেঝেয় খুব জোরে বাড়ি খায়।

চোয়ালে ঘুষি খাওয়ার ফলে বোধ হয় তার শিরদাঁড়া আর মাথার খুলির জয়েন্ট আগেই চিড়ে গিয়েছিলো, তারপর অত জোরে পড়ে যাওয়ায় ওনার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

'ডাক্তারের মতে, প্রচণ্ড জোরে চোয়ালে আঘাত খাওয়ার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

আমি বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। যাতে ধরা না পড়ি সেজন্যে বহু কষ্টে মুখে স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম।

কেতাবীচালে ব্রমউইচ বললো, 'আমার মনে হয় যে ওকে ঘুষি মেরেছে, সে কিন্তু তাঁকে মারতে চায়নি। যদি মারতেই চাইতো তাহলে ওভাবে বেঁধে রাখতো না।

'লোকটা কিন্তু তার কাজের মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় রেখেছে। বেঁধে রাখার ফলে সে যদি পরে ধরাও পড়ে তাহলে ব্যাপারটা এড়াতে পারবে।' মৃদু কণ্ঠে ম্যাডক্স বললো।

ম্যাডক্সের যুক্তির কাছে হেরে গিয়ে ব্রমউইচ ম্যাডভিগের দিকে তাকালো। ম্যাডভিগার তখন তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। ব্রমউইচ থতমত খেয়ে ঢোক গিলে বললো, 'হ্যাঁ, তা হতেও পারে, তবে....'

ম্যাডক্স কথার মাঝখানে বলে উঠলো, 'কোনো সূত্র পেয়েছেন ?'

'না। লোকটা কোনো প্রমাণ রেখে যায়নি। হেলেনের রুমাল দিয়েই তার মুখটা বাঁধা ছিলো। আর হাত পা বাঁধার দড়িটা ছিলো পিপের গায়ের দড়ি।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে ঘোরাঘুরি করতে করতে ম্যাডক্স বললো, 'ডেস্টারের কোনো খোঁজ পেয়েছেন?'

'না। তবে খুব শীঘ্রই তাকে খুঁজে বের করবো। বাছাধন কোথায় পালাবে!'

'পালানোর কথা বললেন কেন?'

এই প্রথম ম্যাডভিগ কথা বললো, 'আমাদের মতে, ডেস্টারই তার বউকে মেরেছে।'

ম্যাডক্স থমকে দাঁড়ালো। সে ম্যাডভিগ ব্রমউইচ সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে অবশেষে আমার দিকে তাকালো। তার সেই শানিত চোখের দিকে না তাকিয়ে আমি থাকতে পারলাম না।

বার্নেটের দিকে তাকিয়ে ম্যাডক্স বললো, 'আপনিও কি মনে করেন ডেস্টারই তার বউকে খুন করেছে?'

'ডেস্টার নামকরা মোদো মাতাল।' বার্নেটের ঠোঁট নড়লো, 'তার পক্ষে কোনো কাজই অসম্ভব নয়।'

'তাছাড়া তাদের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না, সেটা তো আর অজানা নয়।' ম্যাডভিগ ফোঁড়ন কাটলো, 'বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে খটাখটি লেগে আছে। ডেস্টার কখনো হেলেনকে স্ত্রী হিসেবে কাছে পায়নি।'

লোকের মুখে শুনেছি, হেলেনের দুর্ব্যবহারের জন্যেই নাকি ডেস্টার মদ খাওয়া শুরু করে। আর তার ফলেই তাকে নির্লজ্জের মতো লোকের কাছে টাকা চাইতে হয়।

ডেস্টারের মতো স্বামীকে সব স্ত্রীরাই দাবিয়ে রাখতে চায়। হেলেনও নিশ্চয়ই সেটাই চেয়েছিলেন।

ডেস্টার হয়তো ভেবেছে, সারা জীবনের মতোই হেলেন তাকে স্যানাটোরিয়ামে রেখে আসতে যাচ্ছে। এই কথাটা মাথায় আসতেই সে রেগে যায়।

তারপর তাকে স্যানাটোরিয়ামে না রাখার জন্যে বোধহয় হেলেনকে

খুব অনুরোধ করে। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো যে তার কথায় কোনোই কাজ হবে না, তখন উত্তেজিত হয়ে বৌয়ের গায়ে হাত দেয়।

ডেস্টারের কয়েক ঘা ঘুষি খাওয়ার ফলে হেলেন যখন মারা যায় তখন বোধহয় ডেস্টারের হুঁশ ফিরে আসে।

'ভয়ের চোটে তারপর হেলেনের মৃত দেহটা বন-দপ্তরে নিয়ে আসে। সেখানে আনার পর এমন ভাবে তাঁর হাত-পা বেঁধে দিলো, যাতে মনে হবে, হেলেন বদমাস লোকের খপ্পরে পড়েছিলো।'

ম্যাডক্স ধীর পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, 'মিঃ ন্যাশ, আপনি বলুন তো, সত্যিই কি মিঃ ডেস্টার তার বউকে মেরে ফেলতে পারেন?'

আমি ঘাড় নাচিয়ে বললাম, 'কি জানি! ঠিক বলতে পারবো না। তবে ওনার পেটে মদ পড়লেই কিন্তু উনি রেগে ওঠেন। তখন যদি কেউ তাকে অমান্য করে তাহলে মারতেও পারেন।'

কিন্তু সেটা খুবই অবিশ্বাস্য ব্যাপার—খুব না চটলে তিনি একাজ করবেন না। ব্যাপারটা তার কাছে দুর্ঘটনা বলেই মনে হবে।

যাক্, তাহলে দুর্ঘটনা কথাটা বলতে পারলাম। কিন্তু ব্রমউইচ কথাটা অস্বীকার করলো। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো, 'যদি খুনই না করতে চাইবে তাহলে ওভাবে মারলো কেন!'

ম্যাডক্স একেবারে আমার কাছে চলে এলো, 'আচ্ছা, ডেস্টার যে ইনসিওর করেছেন সেটা কি মিসেস ডেস্টার জানতেন?'

বার্নেট উপযাচক হয়ে উত্তর দিলো, 'আমি না বলা পর্যন্ত জানতো না। ও যখন ডেস্টারের কোনো ইনসিওর আছে কিনা জিজ্ঞেস করলো, ন্যাশ পাশে দাঁড়িয়েছিলো।'

'তাহলে ইনসিওরের ব্যাপারটা ওনার অজানা ছিলো বলছেন?'

'যদি তা না হয় তাহলে জানতে চাইবে কেন?'

'কত টাকার ইনসিওর আছে, সেটা কি বলেছেন?'

'কত টাকার ইনসিওর ছিলো, তা আমি একটু আগে আপনার মুখ থেকেই প্রথম শুনলাম।'

'ইনসিওরের কথা শুনে কি বললেন ?'

'আমায় জানালো, পলিসি বাঁধা রেখে সে স্বামীর ঋণ শোধ করবে। আমি অবশ্য এতে আপত্তি জানিয়েছিলাম। কারণ, ডেস্টার যদি পলিসি বাঁধা রেখে মরে তাহলে ওকে খুব বিপদে পড়তে হবে।

'তা সে এতোই নির্লোভ, এতোই সৎ, আমার কথা তো কানেই নিলো না, বরং বলে উঠলো, যদি ডেস্টারের জীবিত অবস্থায় ইনসিওরের টাকা কাজে না লাগে তাহলে সেই টাকা নিয়ে পরে আমি কি করবো !'

ম্যাডক্স কিছুক্ষন বানের্টের দিকে তাকিয়ে থেকে খ্যাক খ্যাক কার হাসতে লাগলো। ম্যাডক্সের এই অভদ্র হাসিতে ঘরের সবাই অস্বস্তি বোধ করল।

অবশেষে বানের্ট রাগত কণ্ঠে বললো—

'এতো হাসির কি হয়েছে ? আমি কি হাসির কথা বললাম নাকি ?'

'তা কিছুটা বলেছেন বটে।' ম্যাডক্স ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসলো, 'স্বামীর সাড়ে সাত লাখ ডলারের ইনসিওরেন্সের সংবাদটা বৌয়ের কাছে অজানা—এটাই তো হাসির কথা, তাই না ?'

'সে সমস্ত কিছু জেনেও না জানার ভান করে ছিলো। তার এই জানার পিছনে একটা কারণ ছিলো। বহুদিন আগে এই হেলেনই একবার ইনসিওরেন্সের জালিয়াতির মামলায় নিজেকে বেঁধে ফেলে।

আমার আবার একটা কু-অভ্যেস আছে, যদি কেউ একবার এধরণের মামলায় নিজেকে জড়ায় তাহলে আমি তার সমস্ত খোঁজ খবর সংগ্রহ করি।

বলা যায়, যদি কখনো আমার কোম্পানির সঙ্গে সে চালাকি করে—এই জন্যেই আমি বহু আগে থেকেই হেলেন ডেস্টারের সম্বন্ধে নানারকম খোঁজ খবর নেই।

তাঁর সমস্ত ফন্দি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এই হেলেন

ডেস্টারই চোদ্দ মাস আগে ভ্যান টমলিন নামে এক বয়স্ক লোকের বাঁধা মেয়েছেলে ছিলো।

বুড়ো হেলেনকে খুব ভালোবাসতো। সে নিজের নামে বিশ হাজার ডলারের ইনসিওর করিয়ে, হেলেনকে তার ওয়ারিশ বানায়।

ব্যাপারটা হেলেনের কানে যাওয়ার কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন আট তলা ঘরের জানলা গলে টমলিন নীচে পড়ে যায়। সেই ইনসিওরেন্স কোম্পানিটা তেমন নাম করা ছিলো না। তারা আদালতে যাওয়ার ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করলো না।

কোম্পানির বদনামের ভয়ে তারা হেলেনকে কুড়ি হাজার ডলারের বদলে সাত হাজার ডলার দিয়ে দেয়। এতেই বোঝা যাচ্ছে, দাবী মেকি না হলে কোম্পানিকে সে আদালতে নিয়ে যেতো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অতদূর গড়ায়নি, কারণ ভ্যান টমলিনকে হেলেনই ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, আর ইনসিওরেন্স কোম্পানিও সেট বুঝতে পারে।

'মিসেস ডেস্টার তাহলে একজন খুনী, এটাই আপনি বলতে চান?' বার্নেটের গলা জড়িয়ে গেলো।

হ্যাঁ। শুধু কি এই। আজ থেকে তিন বছর আগে এই হেলেনই একজন বুড়িকে দেখাশোনার ভার নিয়েছিলে—তখন তার বয়স চব্বিশের মতো হবে।

সেই বুড়িও হেলেনের নামে পাঁচ হাজার ডলারের একটা উইল করে, আর সরল মনে সেটা তিনি হেলেনকে বলে ফেলেন। সেই বৃদ্ধা মহিলাটিও মাস ছয়েকের মধ্যে সিঁড়ি থেকে পড়ে যায় এবং ঘাড় মটকে যাওয়ার ফলে সেখানেই মারা যায়!

ম্যাডভিগ বড় বড় চোখে ব্রমউইচের দিকে তাকালো, যেন জ্যান্ত গিলে খাবে। তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে এক ধমক দিলো, 'এসব খোঁজ তুমি সংগ্রহ করোনি কেন?'

ব্রমউইচ বড়ই ফ্যাসাদে পড়লো। সে কাঁচু মাচু গলায় বললো, 'আমি ডেস্টারকে খোঁজার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এখনো মিসেস ডেস্টারের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সুযোগ আসেনি।'

ম্যাডভিগ ম্যাডক্সের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তবে হেলেন নিশ্চয়ই মিঃ ডেস্টারকে মেরে ফেলেনি, কি বলেন?'

'কি করে বলবো—মেরেছে কি মারেনি? ডেস্টারকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না! সে মৃত না জীবিত তাই বা বলি কি করে?'

'কে জানে ও আবার মি: ডেস্টারকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো কিনা? কে জানে, কিডন্যাপিংয়ের মিথ্যা গল্প বানিয়ে ও ইনসিওরের টাকাটার মালিক হতে চেয়েছিলো কিনা?'

'তার মানে কি এই হতে পারে—মেয়েটা ইচ্ছা করেই নিজের গালে ঘুষি মেরেছে? নিজেই নিজের হাত পা বেঁধেছে!' অবশেষে মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ে মারা গেলো! ম্যাডভিগ বোকার মতো মুখটাকে হাঁ করে রাখলো।

ম্যাডক্স আবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই বের করে পাইপ ধরালো। সে যেন মেপে মেপে কাজ করছে।

ম্যাডক্সের হাবভাব আমার মোটেই ভালো লাগলো না। হাত মুঠো করে আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

'না, এসব হেলেনের কাজ নয়।' ম্যাডক্স পাইপ মুখে কথা বললো। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের সবাই অবাক হয়ে তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পাইপটা হাতে নিয়ে ম্যাডক্স ম্যাডভিগের দিকে তাকালো, 'আগে ডেস্টারকে খুঁজে বের করুন তারপর দেখা যাবে কে আসলে খুনী। কারণ, এ ঘটনার সাথে যে আরো কেউ জড়িত এটা আমি জোর গলাতেই বলবো।

'কিন্তু প্রথমে যে ডেস্টারকে খুঁজে বের করতেই হবে।'

আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, ম্যাডভিগ আর ব্রমউইচ দুজনের একজনও এ-ঘটনায় ম্যাডক্সের আগমন পছন্দ করলো না।

ম্যাডক্স ওদের চোখের বিষ হয়ে উঠলো। ওরা তার কোনো মতামতকেই তেমন গুরুত্ব দিতে চাইলো না।

এই ব্যাপারটা কিন্তু আমি তখন খেয়াল করিনি। পরেই সমস্ত ঘটনাগুলো দেখেই আমার তা খেয়ালে আসে।

ম্যাডক্সের শেষ কথার উত্তরে ম্যাডভিগ জানায়, সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে অতো জটিল লাগছে না।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে গাড়ি করে যাচ্ছিলো—হেলেনকে মৃত অবস্থায় যাও বা পাওয়া গেলো কিন্তু ডেস্টারের কোনো খবরই মিললো না।

'এতেই বোঝা যাচ্ছে, সে হেলেনকে মেরে ফেলে পালিয়ে গেছে। হামেশাই এসব ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এতে বেশি চিন্তা করার কিছু নেই।'

ম্যাডক্স একদৃষ্টে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর দুকাঁধ নাড়িয়ে বললো, ঠিক আছে, আপনাদের পরিকল্পনা মতো আপনারা খোঁজ খবর নিন। তবে যদি ডেস্টারের লাশ উদ্ধার করতে পারেন তাহলে দয়া করে আমাকে একটু খবর দেবেন—আর ওই যে বললাম এ ঘটনার সাথে আরো কেউ জড়িত—আপনারা তারও খোঁজ নেবেন।

'ডেস্টার যে সত্যিই মারা গেছে এটা আপনি কেন জোর গলায় বলছেন? ম্যাডভিগের গলার স্বর একটু চড়ে গেলো।

'সাড়ে সাত লাখ ডলারের ইনসিওর করে যদি কেউ তার পলিসিতে আত্মহত্যার শর্ত খারিজ করায়—কারণ কি, না আত্মহত্যার ইচ্ছেটাকে সে গোপন করতে চাইছে—সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে গাঁজাখুরি গল্প মনে করবেন না?

তার মধ্যে যদি আবার তার বৌ অর্থলোভী, খুনী হয়, তাহলে কেস কোন দিকে যাবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। এটাই কি যথেষ্ট?

এরপর আবার যদি লোকটা আচমকা গায়েব হয়ে যায় আর তার স্ত্রী অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে মরে পড়ে থাকে, তাহলে কি মনে হয়?

'নিশ্চয়ই আমার কোম্পানির সাথে তারা কোন জালিয়াতি করতে চাইছে। না না, মিঃ ম্যাডভিগ, আপনি আর দেরি করবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য লোকটাকে খুঁজে বের করুন।'

ম্যাডভিগের রক্তিম মুখ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করবো।'

'ওঃ, আর একটা কথা,' ম্যাডক্স বললো, 'আচ্ছা, মিঃ ডেস্টারের বৌ মারা যাবার পর কে তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে? ওঁর কি কোন উইল রয়েছে?'

কথা কানে আসতেই আমি নড়েচড়ে ঠিকঠাক হয়ে বসলাম। আমার কান খুব সতর্ক।

ঠিক সেই সময়ে আমার মনে হলো, বিলের মধ্যে মেরিয়ান যে খামটা পেয়েছে সেটা যেন আমিই প্রথম খুলে দেখতে পারি।

কে জানে, ডেস্টার আবার আমার নামে কিছু রেখেছে কিনা।

আমি যে ডেস্টারকে খুন করেছি সে রকম কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত কেউ দেখতে পারবে না। বলা যায় না যদি উইলে আমার নামে কিছু থাকে, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিতে পারে।

বার্নেট বলে উঠলো, 'আমি তো ঠিক জানি না ডেস্টারের কোনো উইল আছে কি না। এবার সে আমার দিকে তাকালো, 'ন্যাশ, তুমি কি সে ধরনের কিছু পেয়েছো?'

আমি বললাম, 'না, সেরকম কোনো কিছু এখনো আমার চোখে পড়েনি। তবে এখনো অনেক কাগজপত্র দেখা বাকী আছে।'

মেরিয়ান বড় বড় চোখে তাকালো। চারিদিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমি ওকে চোখ টিপলাম। ব্যাপারটা বোধহয় কারো নজরে আসেনি।

বার্নেটের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যদি খুঁজে পাই, আপনাকে খবর দেবো।'

ম্যাডক্স বললো, 'মিঃ ডেস্টারের আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ আছে?'

'আজ্ঞে না, তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে বলে শুনিনি।'

থুতনিতে আঙুলের ডগা বোলালো ম্যাডক্স, 'কে জানে, কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো খবরটা আমার নেওয়া দরকার।' সে ফিক ফিক করে হাসলো, 'যদি বুঝতে পারি যে এর মধ্যে কোনো জালিয়াতি নেই তাহলে আমাদের কোম্পানি টাকা দেবে।'

'ন্যাশ উইলটা খুঁজে পেলেই আপনাকে সংবাদ দেবো। 'বার্নেট তাড়াহুড়ো করে বললো।

'ঠিক আছে, এবার তাহলে আসা যাক্। আমি আবার সানফ্রান্সিসকোয় যাবো কিনা। ওঃ, আর একটা কথা,' ম্যাডক্স ম্যাড-ভিগের দিকে ঘাড় ঘোরালো, 'ডেস্টারকে যে কোনো অবস্থাতেই খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এ বাড়িতে একটা লোক রাখার ব্যবস্থা করুন। সে সর্বদা চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে রাখবে। যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমাদের কোম্পানীর কোনো লোককে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

এই রে, লোকটার মতলব্তো ভালো নয়। যদি সব সময় বাড়িতে একজন পুলিশের লোক থাকে তাহলে ডেস্টারের লাশ বের করবো কিভাবে। হায় ভগবান।

'লুইসকে রাখা যায়।' ব্রমউইচ জানালো।

'আচ্ছা, ভালো কথা।' পাইপটা পকেটস্থ করে ম্যাডক্স আমাকে লক্ষ্য করে বললো, 'আপনি এখানে আর কতদিন থাকছেন?'

'তা এমাসের শেষ পর্যন্ত আমার মাইনে দেওয়া আছে। দেখি, মিঃ বার্নেটের কি মত—'

'আমি বাবা এখানে আর থাকছি না।' মেরিয়ান মাঝখান থেকে বলে উঠলো।

ম্যাডক্স ঘাড় ঘুরিয়ে মেরিয়ানের মুখটা দেখলো তারপর চোখ গিয়ে পড়লো বার্নেটের মুখের ওপর।

বার্নেট দ্রুত বলে উঠলো, 'অন্ততঃ আর কিছুদিন এখানে থেকে যান মিস টেম্পল। করোনারের অনুসন্ধানে আপনার সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।'

'তাছাড়া এই সময়টায় যদি বাড়ি দেখাশোনার ভার আপনার ওপর থাকে তাহলে ভালো হয়। আপনার কোনো ভয় নেই, মাইনে কড়ি ঠিকমতই পেয়ে যাবেন।

মেরিয়ান একটু আন্‌তা আম্‌তা করলো, 'ঠিক আছে, আপনার অনুরোধে আমি এ সপ্তাহটা এখানেই না হয় থাকবো। তারপর কিন্তু আর আমাকে থাকতে বলবেন না।'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তুমি এই কটা দিনই এখানে আগে থাকো তো তারপর দেখা যাবে। আশা করি এর মধ্যেই ডেক্সটারের কোনো খোঁজ পাওয়া যাবে।'

ম্যাডভিগ, ব্রমউইচ আর ম্যাডক্স বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে হলে গেলো।

লুইসের সঙ্গে তাদের কথাবার্তার কিছু শুনতে পেলাম। বার্নেট আমাকে বললো, 'চলো ন্যাশ, আমরা এবার ডেক্সটারের কাগজপত্রগুলো দেখি গিয়ে। সব গুছিয়ে রেখেছো তো? আমার আবার তাড়া আছে।'

আমি সমস্ত জড়ো করে পরে পাঠিয়ে দেবো। এখনো সব গুছতে পারিনি। আশা করছি, কাল সকালের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিতে পারবো।' আমি বললাম।'

সে একটু ইতস্ততঃ করে ঘাড় নাড়লো, 'ঠিক আছে, এই কথাই তাহলে রইলো। আমার কোনো কেরানী না হয় ওগুলো দেখে নেবে।'

বার্নেট হাত নেড়ে আমার আর মেরিয়ানের কাছ থেকে বিদায়

নিলো। তারপর পুলিশের গাড়ির কাছে গিয়ে তাদের তিনজনের আলোচনার মধ্যে যোগ দিলো।

সে চলে যেতেই মেরিয়ান বক্‌বক শুরু করলো, 'গ্লিন, তুমি—'

তাড়াতাড়ি আমি মুখ চেপে ধরলাম। তারপর নীচু স্বরে বললাম, 'আস্তে! বাইরে লুইস আছে। দয়া করে এখন একটু চুপ করে থাকো। তারপর জোরে জোরে বললাম, 'অনেক কাজ বাকী আছে। চলো, আমরা লেখার ঘরে গিয়ে কাজগুলো গুছিয়ে নিই।'

মুখ ক্যাচুম্যাচু করে সে আমাকে অনুসরণ করে হলে এলো।

সিঁড়ির ঠিক গোড়াতেই লুইস পাহারায় রয়েছে। তার হাতদুটো প্যাণ্টের পকেটের মধ্যে ঢোকানো, চোখের চাউনি শিকারী বেড়ালের মতো।

নিঃশব্দে তার পাশ দিয়ে হেঁটে আমরা সোজা চলে এলাম ডেস্টারের লেখার ঘরে। ঘরের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

'গ্লিন, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি? আমরা উইলটা পাওয়া স্বত্বেও তুমি ব্যাপারটা অস্বীকার করলে কেন?'

হেঁটে টেবিলের কাছে এলাম, 'মেরিয়ান, প্রথমে আমিই উইলটা দেখতে চাই।'

'কেন বলো তো? ওটাতো তোমার দেখার জিনিস নয়। পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে ওটা বার্নেটের কাছেই পাঠাতে হবে। নির্দেশ অমান্য কর কেন তুমি...'

স্তূপীকৃত বিলের মাঝখান থেকে লম্বা খামখানা বের করে আমি চেয়ারে বসার সময়ে বললাম, 'ম্যাডক্স ডেস্টারদের নিখোঁজের পিছনে আরো একটি লোককে সন্দেহ করছে এবং মুখ ফুটে সে কথাও বলেছে। তুমি নিশ্চয়ই তা শুনেছো?

...যদি এই উইলখানার মধ্যে আমার নামে কিছু থাকে, তাহলে ও সন্দেহ করবে, আমি ও এই ঘটনার সাথে জড়িত।

মেরিয়ান অবাক হয়ে হাঁ করে রইলো। আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ মেরিয়ান, ব্যাপারটা শেষ-মেষ এরকমই হয়ে যাবে। সুতরাং এখন যদি আমি চারিদিকে খেয়াল না রেখে চলি তাহলে বিপদ অনিবার্য।

আর একটা কথাও তোমাকে বলছি, আমার আর হেলেনের মধ্যে অল্প কিছুদিন প্রেম ভালবাসা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা আমি তোমার কাছে গোপন রাখলাম না।'

'আরে, আমার ধারণা তাহলে মিলে গেলো।'

'হ্যাঁ, ম্যাডক্সের ধারণাও মিলে যাবে এইভাবে। যদি উইলে আমার নামে কিছু লেখা থাকে আর ডেস্টারকে জীবিত অবস্থায় না পেয়ে থাকে, তাহলে ম্যাডক্স মনে করবে, আমিই ডেস্টারকে মেরে ফেলেছি।'

'হঠাৎ তোমাকেই বা খুনী ভাবতে যাবে কেন?'

'কেন আবার, এখানকার পরিবেশই তা মনে করাবে। অনেক টাকার ইনসিওর করে বাড়ির মালিক হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো, এদিকে বৌয়ের আবার একজন প্রেমিক জুটেছে, এবং কিছুদিন বাদে বৌ-ও মারা গেলো, ওয়ারিশ খোঁজার সময় দেখলো স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির দাবীদার সেই প্রেমিক।

ব্যস, পুলিশ অমনি ধরে নেবে প্রেমিকটি ডেস্টারকে তো খুন করেইছে, তার সঙ্গে হেলেনকেও।'

'কোনো রকম সূত্র না পেলে, পুলিশ এরকম ধরণের কথা ভাবতে পারে না।'

ছুরির সাহায্যে আমি খামের মুখটা খুলে ফেলেছিলাম। খামের ভিতর থেকে পাতলা এক ফালি কাগজ বেরিয়ে এলো।

আমি কাগজটা হাতে রেখেই বললাম, 'যদিও পুলিশ কোনো সূত্রই বের করতে পারবে না। তবুও যাতে আমাকে খুনী না ভাবে, সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।'

ছ মিনিটের মধ্যেই আমি কাগজের লেখাটা পড়ে নিলাম। আমার মাথা ঘুরে গেলো, কান দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে।

ঘোরালো কোন ব্যাপার নয়, একেবারে সহজভাবে লেখা—আমি ডেস্টারের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, পাওনাদারের টাকা দিয়ে দেওয়ার পর ডেস্টারের যা সম্পত্তি থাকবে তার সব কিছুরই মালিক হবো আমি; আর এর মধ্যে যদি হেলেন মারা যায় এবং তখন যদি ন্যাশানাল ফিডেলিটি টাকা দিতে সম্মত থাকে, তবে সে টাকাও আমারই ভাগ্যে জুটবে।

'গ্লিন, তোমার হলো কি?'

মেরিয়ানের কণ্ঠস্বর আমার চেতনা ফিরিয়ে আনলো। আমি উইলটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'গ্যাখো। ডেস্টার বোকার মতো তার সমস্ত সম্পত্তিই আমার নামে লিখে রেখে গেছে।'

* * *

আমার কি কপাল বলুন তো!

ইনসিওরের টাকার মালিক হওয়ার জন্য এত কাণ্ড না করলেও আমিই হতাম এর মালিক। ম্যাডক্সের বুদ্ধির কাছে হেলেনকে হার স্বীকার করতেই হতো।

আরে, আমি যদি বাধা না দিতাম তাহলে এতোক্ষণে ও ডেস্টারকে খুন করে নিজেও ফাঁসির দড়ি গলায় পরতো তখন উইলের লেখা অনুযায়ী আমিই হতাম টাকার মালিক।

কিন্তু পাকামো মেরে বেশি চালাকি দেখাতে গিয়েই তো আজ আমার এই দশা হলো। এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছি যে বার্নেটকেও এই উইলটা দেখাতে পারবো না।

বোকার মতো যদি তার হাতে উইলটা তুলে দিই, তাহলে আমাকে শ্রীঘর ঘুরে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। তখন আমার উপর দুটো খুনের অভিযোগ চাপানো হবে।

ইনিয়ে বিনিয়ে আমি মেরিয়ানের মাথায় এটাই ঢোকালাম যে

আমি ডেস্টারের টাকার মালিক হতে চাই না ; তবে ডেস্টারের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত এ উইল আমি কাউকে দেখাবো না। কারণ, তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

বললাম, 'আপাততঃ এটা আমার কাছেই থাক। ডেস্টারের দেখা মিললে তাকে এটা নষ্ট করে ফেলতে বলবো। ওর টাকায় আমার কোনো লোভ নেই। আর, যদি ইতিমধ্যেই ডেস্টার মারা গিয়ে থাকে, নিজেই এটা ছিঁড়ে ফেলবো।'

'কিন্তু....আচ্ছা গ্লিন, ডেস্টারের হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার মধ্যে তোমার কোনো হাত নেই তো ?'

'বলো দেখি, তুমিই যদি আমায় সন্দেহ করো, তাহলে ম্যাডক্স কেন করবে না।'

'কথার মোড় না ঘুরিয়ে আগে উত্তরটা দাও।' মেরিয়ান ঠাণ্ডা গলায় বললো, ওর চোখ জোড়া আমার মুখের ওপর আবদ্ধ।

বড় অস্বস্তি লাগলো, বললাম, 'না ডেস্টারের এই নিখোঁজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হেলেনের সঙ্গে বোকার মতো প্রেম করেছিলাম এই যা। এর জন্যে হয়তো পুলিশ আমায় কুনজরে দেখতে পারে।'

'কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের প্রেমের জন্যে…'

'আঃ, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না তো!' আমি আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না, 'আমি যা করছি ঠিকই করছি। শোনো, আমি এখন উইলটা ব্যাঙ্কে রাখতে যাচ্ছি। তুমি এই ফাঁকে ধারের হিসেবটা তৈরী করে ফেলো! আমি এই এলাম বলে।'

আমি চেয়ার থেকে ওঠে দাঁড়িয়ে দু-পা সামনে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'আমি এ কাজটাকে অন্যায় মনে করছি না মেরিয়ান। আমি ডেস্টারের টাকাও চাই না, আবার ম্যাডক্সকেও উইলের কথা জানাতে চাই না। একথা তুমি একটু মনে রেখো।'

নীচু হয়ে ওর গালে চুমু দিলাম। তারপর দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে চলে এলাম।

কাছে ধারে কোথাও লুইসের দেখা মিললো না। কি হলো, সে আবার গেলো কোথায়! রান্নাঘরে গিয়ে আবার ফ্রিজ খেলেনি তো।

বড় বড় পা ফেলে রান্নাঘরে এলাম। নাঃ, ফ্রিজের ওপরের বোতল গুলো ঠিক আগের মতোই রয়েছে। হাত বাড়িয়ে মোটরের সুইচটা বন্ধ করে দিলাম। যে করেই হোক আজ রাতেই ডেস্টারের লাশটা সরিয়ে ফেলতে হবে।

ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ডেস্টারের লাশটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু বাড়িতে যে লুইস রয়েছে···ঠিক আছে, পরেই না হয় চিন্তা করে দেখা যাবে কি ভাবে ডেস্টারের লাশটা সরানো যায়।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে সোজা ব্যাঙ্কে চলে গেলাম। ওখান থেকে চাবী নিয়ে চলে এলাম সেফ-ডিপোজিট লকারে।

হাতে রুমাল জড়িয়ে তবেই কিন্তু আমি ডেস্টারের পিস্তলটা বের করলাম। তারপর ডেস্টারের যে আত্মহত্যার চিঠিটা ছিল তার ওপর উইলটা রেখে লকারের চাবী ঘোরালাম।

সমস্ত কাজ সেরে যখন বাড়িতে এলাম তখন বেলা একটা বাজে।

বারান্দার টেবিলে তিন ভাগে খাবার সাজানো রয়েছে। এটা যে মেরিয়ানের কাজ তা আর বুঝতে বাকী রইল না।

রান্নাঘরে ঢুকলাম, মেরিয়ান খাবার দাবার গোছাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, 'ফ্রিজের মোটরটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, আমিই ওটা বন্ধ করি।'

পেছন থেকে একটা শব্দ পাওয়ায় ঘাড় ঘোরালাম। দেখি, লুইস একমনে ফ্রিজটার দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে ফ্রিজের দিকে দু-পা বাড়ালো। আমার বুকের ভিতরটা দুকদুক করলো।

এবার সে আমার দিকে তাকালো, 'জানেন, বহুদিন ধরে এরকম

ধরণের একটা ফ্রিজের শখ ছিলো। কিন্তু কেনা হয়ে ওঠেনি। এটা অবশ্য ভীষণ বড়, তাই না?'

গুটি গুটি পায়ে আমি লুইসের কাছে চলে এলাম, 'হ্যাঁ, সত্যিই এটা মস্ত বড়। আপনি এর থেকে ছোট সাইজেরগুলো কিনতে পারেন। ডেস্টার এটা খুব কমই ব্যবহার করতেন।'

ফ্রিজের মাথায় রাখা বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে লুইস বললো, 'আপনার মালিকের তো দেখছি দারুন মদের নেশা আছে! আর বোতলগুলোও রেখেছে বেশ জায়গায়!'

'ওগুলো আলমারিতেই ছিলো, আমিই বের করে ওখানে রাখি।'

'যদি বাড়ি নীলামে উঠে তাহলে নিশ্চয়ই ফ্রিজটা কমদামে বিক্রী হবে, তাই না? আচ্ছা, ওর ভেতরটা ভালো আছে তো?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'ভেতরটা তো ভালোই আছে, তবে এটা সস্তায় পাবেন কিনা সেটাই সন্দেহের ব্যাপার। কারণ হোটেলওলাদের কেউ হয়তো ডাক চড়িয়ে বসবে।

লুইস কোনো সাড়াশব্দ না করে, আরো কিছুক্ষণ ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর চোখ সরিয়ে নিলো।

মেরিয়ান জানিয়ে দিলো যে খাবার তৈরী হয়ে গেছে। আমরা যে যার প্লেট হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম।

লুইস পেট ভরে খাওয়ার পর বেশ খোশ মেজাজেই বললো, 'জানেন ন্যাশ, এই ম্যাডক্স নামের লোকটা, ইনসিওরেন্স লাইনে খুব সুনাম অর্জন করেছে। কোন্ দাবীটা আসল আর কোন্ দাবীটা নকল, তা সে একবার দেখলেই বলে দিতে পারে।

'কিন্তু পুলিশী তল্লাসীর ব্যাপারে সে তেমন পাকা লোক নয়। এক্ষেত্রে সে বোকার মতো কথা বলে ফেলে।

এই যেমন ধরুন, ডেস্টার যে তার বউকে খুন করেছে, সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কি, ঠিক বলছি না?'

মাথা খাটিয়ে উত্তর দিলাম. 'আমার তো মনে হচ্ছে, মিঃ ডেস্টার রাগের বসে তার বউকে মারে। ঠিক, মেরে ফেলতে চায়নি।'

'সে যাই হোক না কেন, মোটমাট তিনি খুনী।' লুইস কেতাবী চালে বললো, 'কিন্তু কথা হচ্ছে, লোকটা এখন কোথায়!

অনেকদিন হয়ে গেলো এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই মেক্সিকোয় চলে গেছে। সে জানে আমরা তাকে সেখানে খুঁজতে যাবো না।'

'তার মানে, উনি আর এখানে আসছেন না?' মেরিয়ান জানতে চাইলো।

'কি করে আসবে বলুন। সে বেশ ভালোভাবেই জানে, এ বাড়ি এখন পুলিশের নজরবন্দী থাকবে। সুতরাং এ সময়ে তার হলিউডের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।' লুইস আমার দিকে তাকালো, 'কি, উইল খুঁজে পেয়েছেন?'

'না।'

'ওদিকে যে ম্যাডক্স উইলের আশায় বসে আছেন।' লুইসের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর, 'যাকগে, মরুকে, এতে আমার কিছু আসবে যাবে না! আমার ভাগ্যে তো আরামের কাজ জুটেছে, এতেই আমি সন্তুষ্ট।'

দরদী কণ্ঠে বললাম, 'দুপুরে যদি ঘুমের প্রয়োজন হয়, চলুন আপনাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'অকারণে দুপুরে ঘুমোবো কেন?'

'আপনাকে না রাত জেগে পাহারা দিতে হবে?'

লুইস ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'কেন? ডেস্টারকে ধরবো বলে, আরে মশাই, ও আর সহজে এ বাড়িতে আসতে চাইবে না।'

'এই কেসটা শুরু হবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত একদিনও মনের মতো ঘুমোতে পারলাম না। আজ রাতে ব্রমউইচ যখন আর আমাকে খোঁচা দিয়ে তুলছে না, তখন একটু ভালোভাবে ঘুমিয়ে নিই, কি বলুন?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আচ্ছা, আমাকে একটু উঠতে হচ্ছে। কাল

আবার মিঃ বার্নেট সমস্ত কাগজপত্র দেখবেন। তাই ওগুলো একটু গোছাতে হবে।'

লুইস রাতে ঘরের মধ্যেই ঘুমাবে শুনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। যাক্ বাবাঃ, ডেস্টারের লাশটা তাহলে ভালোভাবেই বের করতে পারবো।

অবশ্য একেবারে যে বিপদ মুক্ত তা নয়। তবু নাই মামার থেকে তো কানা মামা ভালো।

ডেস্টারের লেখার ঘরে ঢুকে আমি দরজায় ছিটকিনি দিলাম।

এখন আমাকে পিস্তলটা রাখতে হবে। ওটাকে টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলাম।

আগেই জোগাড় করে রাখা দস্তানা ছুটো হাতে পরে নিলাম। তারপর টাইপমেশিনে একখানা সাদা কাগজ ঢুকিয়ে দস্তানা খুলে টাইপ করতে লাগলাম। খটাখট শব্দে কাজ এগোতে লাগলো।

পিস্তলটার জন্য ফিরে এলাম। আজই আমাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। হেলেনকে অতো জোরে মারতে চাইনি। ভেবেছিলাম, যে-মতলব এঁটেছি, তাতে পার পেয়ে যাবো। এখন দেখছি সম্ভব নয়। তাই সোজা রাস্তাটাই গ্রহণ করলাম। আমার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই···

টাইপ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি এক চমক কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। তারপর আবার দস্তানা পরে কাগজটা টাইপ মেশিনের থেকে বের করে দেরাজের ভেতর রাখা কিছু কাগজের নীচে রেখে দিলাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। ছুপুর আড়াইটে বাজে।

যাক, ভাগ্যলক্ষ্মী যদি প্রসন্ন হয় তাহলে আর ঘণ্টা দশেকের মধ্যেই আমি এ বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবো।

মেরিয়ান আর আমি একত্রে ডেস্টারের বিলের হিসেব শেষ করে যখন উঠলাম তখন ঘড়িতে আটটা বাজে।

সব শুদ্ধ, ডেস্টারের ধারের পরিমাণ হলো, প্রায় পঞ্চাশ হাজার। দেনা শোধ করলে তার আর কোনো সম্পত্তিই থাকবে না।

'আচ্ছা, মিঃ ডেস্টারকে যদি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে কি ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেবে?' মেরিয়ান জিজ্ঞাসা করলো।

'কি জানি, আমি তা বলবো কি করে?' চেয়ার ছেড়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'যখন ওর টাকাই আমরা নিচ্ছি না, তখন আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো কিসের। ওসব কথা ছাড়ো, এখন আর তোমার কোনো কাজ নেই, যদি ইচ্ছে হয় একটা সিনেমা দেখতে যেতে পারো।'

ও মাথা নেড়ে বললো, 'আমার ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, তুমি কি যাবে?'

যাবার ইচ্ছে যে ছিলো না তা নয়। তবে লুইসকে একা রেখেই বা যাই কি করে। কৌতূহল বশতঃ ও যদি ফ্রিজ খুলে বসে!

বললাম, 'নাঃ, আমার এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ঠিক আছে চলো, আমরা গিয়ে বসবার ঘরে টেলিভিশন দেখি।

বসবার ঘরে এসে দেখি, টেলিভিশনে একটা ঘুষোঘুষির দৃশ্য হচ্ছে আর লুইস এক মনে তা দেখছে।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েই সে ঘাড় ঘোরালো, 'একেবারে যা তা! আপনারা অন্য কিছু দেখতে পারেন?'

মেরিয়ান অসম্মত হয়ে বললো, 'নাঃ, তার থেকে আমি বরং ঘরে যাই। আমাকে কটা চিঠি লিখতে হবে।'

তাহলে ও বাড়ি ছাড়া হলো! তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

অন্ধকারের মধ্যে আমরা গ্যারেজের কাছে চলে এলাম। তারপর বললাম, এবার যেতে পারবে তো? আজ আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো। আজ বড্ডো ধকল গেলে, শরীর বড়ই ক্লান্ত।'

'রাতে ভয়ের কিছু নেই তো গ্লিন?'

'আরে না না, কি আবার হবে। মিথ্যে তুমি ভয় পাচ্ছো। ডেস্টার এখন কি আর এর ধারে কাছে আছে।

'যাও, শুতে যাও ভয়ের কিছু নেই।' আবার ওকে চুম্বন করলাম, 'শুভরাত্রি মেরিয়ান।'

'শুভরাত্রি।'

জোরে জোরে হেঁটে বাড়ি চলে এলাম। লুইস চোখ বন্ধ করে বসে আছে, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। টেলিভিশনের পর্দায় তখনো ঘুষোঘুষি চলছে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত নটা বাজে। তার মানে এখনো আমাকে চার-ঘণ্টা অপেক্ষায় থাকতে হবে। লুইসের পাশের ফাঁকা চেয়ারটায় বসে আমিও চোখ বন্ধ করলাম।

না, এই ফাঁকে একটু সমস্ত পরিকল্পনা যাচাই করে নিই।

প্রথমেই, হিমানি ফ্রিজের মাথার বোতলগুলো সরাতে হবে, তারপর চারিপাশে লক্ষ্য করে ডেস্টারের লাশটা বের করে বাগানে রেখে আসবো। অবশেষে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে আমার কাজ শেষ করবো। ব্যস, তবেই আমার মুক্তি।

কিন্তু তারপর যে বাড়িতে আসতে হবে? তাইতো, একথাটাতো আমার মাথায় আসেনি। গুলির শব্দ কানে গেলেই তো লুইস দৌড়ে আসবে। তখন বাড়ি ফিরবো কি করে?

যদি সে সময়ে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তাহলে কি জবাব দেবো? উফ্, কি ঝামেলায় পড়লাম রে বাবা!

অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করেও কোনো উপায় বের করতে পারলাম না। নিজেকেই নিজের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করলো।

তারপর হঠাৎই মনে হলো—আরে বাবা, অতো চিন্তা করছি কেন? ডেস্টার তো নিজের লেখার ঘরেই আত্মহত্যা করেছিলো। আমি না হয় সেখানেই তাকে রেখে আসবো।

মনে মনে ঠিক করলাম। গুলিটা না হয় খোলা জানালা দিয়েই

চালাবো। গুলি চালিয়েই বারান্দায় চলে আসবো। তারপর বারান্দা পেরিয়ে চলে যাবো রান্নাঘরে।

গুলির শব্দে যেই লুইস নীচে নেমে আসবে, অমনি আমি কোনো শব্দ না করে সিঁড়ির আদ্দেক পর্যন্ত উঠে আসবো, তারপর দুমদাম শব্দে এমনভাবে নামতে থাকবো, যাতে মনে হয়, এক্ষুনি আমি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি।

হ্যাঁ, এটাই বরং দারুণ হবে। কেবলমাত্র ডেস্টারের লাশ বের করাই যা মুশকিলের ব্যাপার।

এইসব চিন্তা করতে করতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিন্তু নিরুপায়, ঝুঁকি নিয়ে আমাকে একাজ সারতেই হবে।

সাড়ে দশটার সময় লুইসের ঘোর কাটলো। সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো, 'দূর শালা, এখনো পর্যন্ত এরা দুজনই নেচে যাচ্ছে, লড়বে কখন।'

আমি চোখ খুলে নড়েচড়ে বসলাম, 'আহা, অত রাগছেন কেন? ওরা তো আপনার ঘুম এনে দিয়েছে।' চাবী দিয়ে টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিলাম, 'না, এবার শোয়া যাক।'

গাঝাড়া দিয়ে লুইস উঠে দাঁড়ালো, 'হ্যাঁ, শুধু-শুধু আমরা সময় নষ্ট করছি। অনেক আগেই শুতে গেলে হতো। আচ্ছা, বাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ তো?'

'না আমি এখুনিই সব বন্ধ করে দেবো, আপনি বরং ওপরে চলে যান।'

'না না, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। যদি ঘুমের সময়ে কোনো চোর ঢুকে পড়ে তাহলে আমার চাকরি খোয়া যাবে।'

আমরা দুজনে হলে এলাম। আমি আগে হাঁটছি, ও আমার পেছনে। আমি সামনের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে খিল দিয়েছিলাম, তারপর রান্নাঘরে এসে খিড়কির দরজা আটকালাম।

লুইস কিন্তু খুঁটে খুঁটে সব কটা দরজাই দেখলো। আমি বললাম, 'এবার ওপরে চলুন।'

কিন্তু ব্যাটা বড়ই সাবধানী! রান্নাঘরের জানলার পর্দা সরিয়ে বললো, 'এটার কিন্তু ছিটকিনি খোলা আছে।' আবার নিজেই সেটা বন্ধ করলো, চলুন, বাদ বাকী জানলাগুলোও একবার দেখে আসি।'

শালাকে গলা টিপে মারতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু উপায় নেই, নিজেকে সামলে নিলাম। প্রত্যেকটা জানালারই ছিটকিনি দেওয়া ছিলো।

সর্বশেষে আমরা ডেস্টারের লেখার ঘরে এলাম। আলো জ্বালিয়ে ও জানালার কাছে গেলো, 'নাঃ, এটাও দেখছি খোলা।'

ওর কথা আমার মগজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল না। ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেলো।

উফ্ কি বোকা আমি! টাইপ-রাইটারের পাশে দস্তানাটা রেখে গেছি।

ওটাকে সরানোর জন্য এগিয়ে যাবো ভাবছি এমনি লুইস ঘুরলো। বাধ্য হয়েই আমি আমার ইচ্ছাটাকে দমন করলাম।

লুইস বললো, 'যাক, এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এবার আর কেউ চুরি করার জন্য বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারবে না।'

ও বারান্দায় চলে এলো। মক্কেল কিন্তু বারান্দার টেবিলের দিকে তাকালো না।

আলো নিভিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম, দরজাটা আধ ভেজানো রয়েছে।

'এবার যাওয়া যাক, কি বলুন?' 'লুইস সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো, 'যদি কোনো শব্দ আপনার কানে আসে, আমাকে ডাকবেন। আমার খুব গভীর ঘুম কিনা।'

একসঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সিঁড়ির মুখে বিচ্ছিন্ন হয়ে

গেলাম। সে বারান্দার শেষ প্রান্তের অতিথি থাকার ঘরের দিকে এগোলো।

ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে আসার পরও আমি মিনিট দুই কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর হলের আলো নিভিয়ে উল্টো দিকে নিজের ঘরের দিকে এগোলাম।

ঘরে ঢুকে চুপচাপ বিছানার ওপর বসে রইলাম। সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। কি জানে, লুইস ঐ দস্তানাগুলো দেখেছে কিনা!

আমি যে এতো বোকার মতো কাজ করবো, ভাবিনি....

কি করে আমি এতো বোকার মতো কাজ করলাম? অনেকটা উপযাচক হয়ে ফাঁদে পড়ার মতই অবস্থা! মনে হয়, ও দেখতে পায়নি।

দেখলে নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্ন করতো। আমি ঘেমে নেয়ে স্নান করে উঠলাম।

যতো ভাবছি, ততোই আমার ভয় বেড়ে যাচ্ছে। একবার ফ্রিজের ছাদ থেকে বোতলগুলো সরাও, তারপর ডেস্টারকে বের করে আনো, আবার বোতলগুলো ফ্রিজের ওপর তুলে রাখো।

তা-ও আবার গোপনে সারতে হবে। কি করে আমি একা হাতে এসব কাজ করবো।

যদিও লুইস জানালো যে তার ঘুম খুব গভীর এবং তখন সে একজন মৃত লোকের সমান হয় তবুও আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

তবে লুইস একটা ভুল করে ফেলে। সে মনে করে, সার্সি ভেঙেই এবাড়িতে লোক ঢুকতে পারবে, তাই সে জানালা বন্ধ করে দেয়। আসলে কিন্তু তা নয়।

হলের পাশেই যে ছাতা-বর্ষাতি টুপী রাখার ছোট্ট ঘর রয়েছে সেটা সে দেখতে পায়নি। কাজেই সেখান দিয়ে ডেস্টার বাড়িতে ঢুকতে পারবে।

কিন্তু লুইস নিজে হাতে জানালা আটকেছে, এখন কি করা যায়। গুলি ডেস্টারের লেখার ঘর থেকেই তো ছুঁড়বো। তবে কি, একবার ছিটকিনি খুলতে হবে, বাইরে গুলি ছুঁড়তে হবে, আবার জানালার ছিটকিনি লাগিয়ে দিতে হবে। তাহলে তো আমি পালাতেই পারবো না।

এখন একমাত্র উপায় হলো খুব দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কাজ সেরে ফেলা। কারণ, লুইস দোতলার সিঁড়ির মুখে চলে আসার আগেই আমাকে ও-ঘর ছাড়তে হবে।

আস্তে আস্তে জামা-কাপড় বদলে নিলাম। পা-জামার ওপর ড্রেসিং-গাউন পরে প্যাণ্টের পকেট থেকে ডেস্টারের পিস্তল বের করলাম।

কিন্তু আমার কাছে যে দস্তানা নেই। সেটা তো এখন ডেস্টারের লেখার ঘরে পড়ে রয়েছে। ঠিক আছে, পরেই না হয় ওটা নেবো। এখনো তো রুমাল দিয়েই কাজ সারি। হাতে রুমাল জড়িয়ে পিস্তলের গাটা পুঁছে নিলাম

তারপর হাল্‌কা ভাবে ধরে ড্রেসিং-গাউনের পকেটে পুড়লাম। খুব সাবধান হয়েই আমাকে কাজটা সারতে হলো কারণ একবার যদি আমার আঙ্গুলের ছাপ পায় তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না, আমার দফা রফা হয়ে যাবে।

রাত এগারোটা পাঁচ। লুইসের গভীর ঘুমের জন্য এখনো আমাকে রাত একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে দরজাটা সামান্য খুলে ধরলাম। নাঃ, কোথাও কোনো আলোর চিহ্নমাত্র নেই। বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটাও অন্ধকার।

অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে আবার বিছানার কাছে এলাম, তারপর বিছানাতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘরের দরজাটা কিন্তু ভেজানোই রয়েছে।

দরজার ছিটকিনি খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরেটা দেখলাম। নাঃ, কোনো আওয়াজ নেই। আবার দরজার ছিটকিনি তুলে ফ্রিজের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

যেই পাল্লা খোলার জন্যে হাতল ধরলাম, সব জগা-খিঁচুড়ি হয়ে গেলো। পিছনে এক পা গিয়ে ড্রেসিং-গাউনের হাতায় মুখের ঘাম মুছলাম। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

একটু হুইস্কি না খেলে আর আমার দ্বারা কোনো কাজ হবে না। দেয়াল আলমারিতে গেলাস ছিলো। আমি আধ গেলাস হুইস্কি ঢেলে নিলাম। দস্তানা পরা হাতে বোতলের মুখ খুলতে আমাকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছিল।

গলা দিয়ে হুইস্কি নামার সময়ে গলাটা জ্বলে যাচ্ছিলো। যাক্, তবুও তো কিছুটা চ্যাঙা হওয়া গেলো।

এবার তাহলে ফ্রিজটা খোলা যাক্। আমি হুইস্কির বোতল আর গেলাস টেবিলের ওপর রাখলাম।

ঢাকনাটা খোলার জন্যে আবার যেই হাতলে হাত রাখলাম বুকের ভিতরটা ধক্‌ধক্ করে উঠলো।

একটা শব্দ না। মনে হয় সিঁড়িতে কেউ হাঁটছে। আমি নিমেষের মধ্যেই ঘরের আলো নিভিয়ে দরজার কাছে এলাম। তারপর নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মেরে কান পাতলাম।

কই, আর তো কোনো শব্দ কানে ভেসে এলো না। আর বাইরেও কেউ নেই। আমার বুকের ঢিপঢিপ শব্দই কেবল পাওয়া যাচ্ছে, আমি তাহলে ভুল শুনেছিলাম।

আবার দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে আলো জ্বালালাম। তারপর কিছুক্ষণ পাল্লার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়ে আমার হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। হাঁটুতে হাঁটুতে লেগে শব্দ হচ্ছিলো।

জোর করে ফ্রিজের ঢাকনাটা তুলে ধরলাম।

দেখি, ডেস্টার একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথার যেখানে গুলি লেগেছিলো সে দিকটা অন্যপাশে ফেরানো ছিলো। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে।

এবার নীচু হয়ে ওর গায়ে হাত রাখলাম। হ্যাঁ, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এখন আর শীতল জমাটভাবটা নেই। ফ্রিজের ভিতরটাও জোলো জোলো নয়। কারণ, ওর গায়ের জামাকাপড়গুলোই ভিতরের সমস্ত ঠাণ্ডা টেনে নিয়েছে। এতে জামাকাপড় ভিজেভিজে হয়ে উঠেছে।

এ অবশ্য তেমন কোনো চিন্তার ব্যাপার নয়। কারণ, বাইরে তো বৃষ্টি হয়েছিলো, আর পুলিশ এটাও জানে যে ডেস্টারের গায়ে কোনো বর্ষাতি নেই। কাজেই এক্ষেত্রে একটু ঝুঁকি নেওয়া যাবে।

ডেস্টারের বগলের নীচে হাত দিয়ে তুলে ধরলাম। ওরে বাবাঃ, এযে ভীষণ ভারী। ফ্রিজের মেঝেয় কাঁচা রক্তের ছাপ দেখতে পেলাম। বুঝলাম, দেহের জমাট রক্ত গলতে শুরু করেছে।

মিনিট তিনেক টানাহ্যাঁচরা করার পর তবেই আমি ডেস্টারের লাশটা বের করতে পারি। ওঃ, একেবারে ঘেমে নেয়ে অস্থির। জিভ বার করে ফ্রিজের গায়ে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

নাঃ, এভাবে আর বেশীক্ষণ থাকা চলবে না; ওদিকে যে সময় বয়ে যাচ্ছে।

ডেস্টারের লেখার ঘরে ওর মাথার কিছুটা রক্ত পড়া দরকার। কারণ, ব্যাপারটাকে তো আত্মহত্যা বলে সাজাতে হবে।

আস্তে রান্নাঘরের দরজার ছিটকিনি খুললাম। বাইরে উঁকি মেরে বুঝতে পারলাম, আমি বেশ নিরাপদেই আছি। দ্রুত ডেস্টারের লেখার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালালাম।

অন্ধকারে তো আর ডেস্টারের লাশটা নিয়ে যাওয়া যায় না। বলা যায় কখন কোথায় ধাক্কা খেয়ে শব্দসৃষ্টি করে। না বাবাঃ, এতো তাড়াতাড়ি আমি লুইসের ঘুম ভাঙাতে চাই না।

রান্নাঘরে এসে ডেস্টারের লাশটা কাঁধে তুললাম। এবার লেখার ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

ডেস্টারের ভারে আমার কাঁধ সামনের দিকে হেলে গেলো। উফ্, প্রচণ্ড ভারী! কোনো রকম আওয়াজ না করেই আমি ডেস্টারের লাশটা ওর লেখার ঘরে নিয়ে এলাম।

তারপর খুব সাবধানে সেটাকে টেবিলচেয়ারের পাশে মেঝেয় রাখলাম। উফ্, একেবারে হাঁপিয়ে গেছি।

ডেস্টারের মাথার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। এবার আমাকে খুব সতর্ক দৃষ্টি মেলে রান্নাঘরে ফিরে যেতে হবে। দেখতে হবে কোথাও কোনো রক্তের দাগ রয়েছে কিনা। পকেট থেকে টর্চ বের করলাম।

সাবধানে হাঁটছি হঠাৎ বারান্দার মাঝখানে একটা ছোট্ট রক্তের দাগ দেখা গেলো। না, আর কোথাও কোনো দাগ ছিলো না।

রান্নাঘরে গিয়ে এক টুকরো ভিজে ন্যাকড়া এনে ঐ দাগটা মুছে ফেললাম। তারপর আবার রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের ভিতরটা পরিষ্কার করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করলাম।

জোরে জোরে ঘষে সমস্ত রক্তের দাগই তুলে ফেললাম। এমন কি মেঝের দাগগুলোও। এবার ভেজা ন্যাকড়াটা জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে একটা পুরনো ডেকচির নীচে ঢুকিয়ে রাখলাম। কাল সকালে মনে করে এটা ফেলে দিতে হবে।

বোতলগুলো আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলেই আমার এ ঘরের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

ফ্রিজের ঢাকনা বন্ধ করে দিলাম। বোতলগুলো চটপট ওর ওপর সাজাতে লাগলাম।

মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। অনেকটা কাজই প্রায় সারা হয়ে গেছে, এবার খালি জানলা দিয়ে গুলি ছুঁড়লেই হয়। নাঃ, এখনো পর্যন্ত কেউ আমাকে দেখতে পায়নি।

আমার এখন কাজ হলো জানলার পাল্লা ফাঁক করে পিস্তল ছোঁড়া। তারপর সার্সি বন্ধ করে স্রেফ পালিয়ে যাওয়া।

গুলির শব্দে লুইস নীচে নেমে আসার আগেই আমাকে এঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে, এটা তেমন কঠিন কাজ নয়। আমি মনের আনন্দে বোতল সাজাচ্ছি।

শেষ বোতলটা সাজাবো হঠাৎ বাইরের থেকে একটা শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। আমি কান পাতলাম, এবার সত্যিই কিন্তু শব্দ হচ্ছে। সিঁড়িতে স্পষ্ট একটা পায়ের শব্দ!

আমি ভয়ে চমকে উঠলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে আলো নিভিয়ে দিলাম। বুকের ভিতরটা ধরাসধরাস করছে। আস্তে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারলাম।

সিঁড়িতে নিমেষের জন্য আলো দেখতে পেলাম। টর্চের আলো—লুইস মনে হয় নীচে নামছে।

পকেটে রাখা পিস্তলের বাঁটে হাত রাখলাম। তারপর থরথর কাঁপা হাতটা দিয়ে রান্নাঘরের আলো জ্বালালাম।

ঘরের আলো বারান্দায় গিয়ে পড়লো। নিশ্চয় লুইস এটা নজরে আনবে, আমিও সেটা কামনা করি।

কিন্তু লুইস এবার কি করবে! ব্যাপারটা কি সেটা জানার জন্যে রান্নাঘরে আসবে! নাকি ভয়ের চোটে পিছনের জানলা দিয়ে উঁকি মারবে! সে যাই করুক না কেন, এতো দেরী হওয়ার তো কথা নয়!

বেশ কিছুটা সময় আমি অপেক্ষা করে কাটালাম। নাঃ, আর তো কোনো শব্দ পাচ্ছি না। ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঠিক সেই সময়ই ক্যাঁচ....আবার সিঁড়ির পাটাতনে পায়ের শব্দ—নাঃ, নীচেই আসছে বটে; তবে খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে। তাহলে তো আমার এঘরে আসতে সে বেশ সময় নেবে।

ওঁর আসতে দেরী হওয়ায় আমার খেয়াল হলো। আরে, দরজার

আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি তো ঠিক সুবিধে করতে পারবো না ! ও এতো বোকা নয় যে আমার হাতে ধরা দেবে। তাহলে উপায়....

আমি নিঃশব্দে রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ারের দরজার কাছে এলাম। আসার সময়ে হাতে কিন্তু একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এসেছি।

ভাঁড়ারের দরজাটা সামান্য ফাঁক করা অবস্থায় ভেজানো। দরজার এপাশে রান্নাঘরের দেয়ালের গায়ে একটা মানুষ সমান উঁচু চওড়া খোপ, সামনে পর্দা ঝুলছে। ওখানে ঝুলঝাড়া ব্রাশ, ঝাঁটা ইত্যাদি রাখা হয়।

আমি সেই পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। হালকা পদশব্দে বুঝতে পারলাম, লুইস রান্নাঘরের সামনে এসে গেছে।

হঠাৎ এক ঠেলা মেরে সে রান্নাঘরের দরজা খুলে ফেললো।

বোকার মতো ঘরে না ঢুকে সে পিস্তল হাতে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ভালো ভাবে রান্নাঘরের ভিতরটা দেখে নিলো।

আমিও সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। লুইসের চোখ ভাঁড়ারের দরজা ছেড়ে খিড়কির দরজার ওপর গিয়ে পড়লো।

খুব সতর্কভাবে পা ফেলে সে ভেতরে ঢুকলো এবং খিড়কির দরজার হাতল টেনে দেখলো। সেটা বন্ধ রয়েছে বোঝা মাত্রই সে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাঁড়ারের দরজার দিকে তাকালো, 'আসুন মিঃ ডেস্টার, দু-হাত মাথার ওপর তুলে এগিয়ে আসুন।' গলার স্বরে রুক্ষ ভাব।

আমি হতবাক হয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে যাচ্ছে।

'কি ব্যাপার, এত দেরী কিসের ? চটপট বেরিয়ে আসুন !' লুইস আবার বলে উঠলো।

দু-এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর রেগেমেগে এগিয়ে এসে ভাঁড়ারের দরজায় কষে মারলো এক লাথি। লাথির চোটে দরজাটা আওয়াজ তুলে খুলে গেলো।

এই সময়ে কিন্তু ওর পিঠটা আমার দিকে ছিলো, আমি নিঃশব্দে পর্দাটা সরালাম। তারপর ওর মাথার ওপর দিয়ে হুইস্কির বোতলটা সামনের দেয়ালে ছুঁড়ে মারলাম।

দুম করে একটা শব্দ করে বোতলটা ভেঙে খানখান হয়ে গেলো। চারিপাশে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো আর হুইস্কিতে ঘরের মেঝে একাকার কাণ্ড।

আচমকা এরকম একটা কাণ্ড ঘটায় লুইস অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালো।

আমি কিন্তু তখন আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেই। পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করলাম। বেচারা আঘাত সহ্য করতে না পেরে হাঁটু ভেঙ্গে মেঝেয় বসে পড়লো, তার হাতের পিস্তলটা দূরে ছিটকে পড়লো।

ও কোনো রকমে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আমি আবার সজোরে এক বাড়ি মারলাম। এবারের মারটা একটু বেশীই হলো। ও মেঝের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো।

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। আমি কম্পিত পায়ে এক-পা সরে গেলাম। ও যে আমাকে দেখতে পায়নি, এটাই আমার ভাগ্যের কথা।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এ ব্যাটা কতোক্ষণ এভাবে জ্ঞান হারিয়ে থাকবে! আমি আর কোনোরকম চিন্তা ভাবনা না করে ওর বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলে ভাঁড়ারের ভেতর ঢোকালাম। তারপর বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিলাম। যাক কিছুটা সময় তো শান্তিতে থাকতে পারলো!

সময় খরচ না করে ডেস্টারের ঘরে চলে এলাম। আসার সময়ে রান্নাঘর থেকে একটা ইলেকট্রিক হিটার এনেছিলাম।

প্লাগ পয়েন্টে প্লাগ লাগিয়ে ওটাকে ডেস্টারের কাছে রাখলাম। ডেস্টারের লাশটা নরম হতে এখনো যা সময় লাগতো, এর ফলে সময়

একটু কম লাগবে। তাছাড়া জামা-কাপড়-গুলোও হিটারের গরমে শুকিয়ে উঠবে।

নিজের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, আরে পা-জামা আর ড্রেসিং গাউনে যে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। খুব দ্রুত ওপরে গিয়ে পোশাক বদলে ফেললাম।

পা-জামা আর ড্রেসিং-গাউনটা এখন কাচার মতো সময় নেই তাই ওগুলো খাটের জাজিমের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর দৌড়ে নীচে চলে আসলাম।

চোখকে সজাগ করে দাঁতে দাঁত চেপে ভালোভাবে ডেস্টারের লাশটা নিরীক্ষণ করলাম। নাঃ, ডেস্টারের দেহটা আর জমে নেই। ওর শরীরের রক্ত গলে গেছে।

মাথার চারপাশটা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। মুখে হাত দিয়ে দেখলাম। দিব্যি গরম হয়ে উঠেছে। শরীরের পেশীগুলোও নরম হয়ে গেছে।

মোটামুটি এ অবস্থাতেই কাজ চলে যাবে। তবে যদি আরো কিছুটা রক্ত ঝরতো ভালো হতো। যাকগে, ডাক্তারের মনে কোনো সন্দেহ না জাগলেই হয়।

টেবিলের ওপরে ডেস্টারের পিস্তলটা রাখা ছিল। আমি ওটা হাতে করে জানলার কাছে গেলাম। তারপর জানলার ফাঁক দিয়ে খোলা আকাশের দিকে গুলি চালালাম! শুধু মাত্র একটা গুড়ুম করে শব্দ হলো।

গুলি ছোঁড়ার ধাক্কায় আমার হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে যাচ্ছিলো আর কি! কোনোরকমে ধরে নিলাম। আর এক সেকেণ্ডও ওখানে থাকা নয়!

দ্রুত জানালার ছিটকিনি বন্ধ করে ডেস্টারের পাশে পিস্তলটা রাখলাম। তারপর এক দৌড়ে সোজা ছাতা-বর্ষাতি-ওভারকোট রাখার ঘরে।

ঘরের জানলার পাল্লা খোলাই ছিলো, আমি কেবল আধখানা সার্সি তুলে দিলাম। ব্যস, এদিকের সমস্ত কাজ সমাপ্ত হলো। হাতের দস্তানাজোড়া খোলাই কেবল বাকী রইলো।

আমি তড়তড়িয়ে দোতলায় উঠে দস্তানা খুলে জাজিমের নীচে ঢুকিয়ে রাখলাম। ওঃ, এতোক্ষণে শান্তি।

নীচে নামছি ঠিক তখনই শুনতে পেলাম টেলিফোনের আর্তনাদ। এটা যে মেরিয়ানেরই টেলিফোন তা বুঝতে আর বাকী রইলো না। আমি ডেস্টারের লেখার ঘরে ঢুকে রিসিভার তুললাম।

মেরিয়ানের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'গ্লিন, ওটা কি গুলির শব্দ?'

'হ্যাঁ, ডেস্টার আত্মঘাতী হয়েছে। লুইসের কোন খোঁজ নেই। তুমি এখন চুপচাপ ঘরের মধ্যেই থাকো।'

'কিন্তু গ্লিন....'

'কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়! তুমি এখন ফোন ছেড়ে দাও। আমাকে আবার পুলিশ স্টেশনে ফোন করতে হবে।' আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

তারপর হিটারের প্লাগ খুলে সেটা পূর্বের স্থানে রেখে আবার এই ঘরে এলাম।

একটু বাদেই পুলিশ চলে আসবে। তার আগেই আমাকে দেখে নিতে হবে কোনো ভুল করেছি কিনা।

ভালোভাবে ঘরের চারিপাশে তাকিয়ে দেখলাম। শেষ বারের মতো ডেস্টারের লাশটাও একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। টাইপ রাইটারে রাখা বানানো আত্মহত্যার চিঠিটাও দেখলাম। নাঃ, কোনো ভুলই আমি করিনি।

তবে মনে হয়, পিস্তলটা আর একটু ডেস্টারের কাছে রাখলে ভালো হয়। আমি পা দিয়ে ওটা কাছে ঠেলে দিলাম। তারপর আবার টেলিফোনের কাছে গেলাম।

আমি জ্বলন্ত সিগারেট হাতে, উদাস মনে বসবার ঘরে বসে আছি। জানলার সার্সির ওপর পড়া বৃষ্টির ছাটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার ঠিক পাশের সোফাটাতেই মেরিয়ান বসে রয়েছে। ওর চোখ ঘুমে বুজে আসছে।

দরজার সামনে পেল্লাই চেহারার একটা পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পিঠটা আমাদের দিকে ফেরানো। আগুন চুল্লির ঠিক ওপরেই যে তাকটা ছিল, সেই তাকে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম। রাত তিনটে বেজে বত্রিশ মিনিট হয়েছে।

পুলিশের লোকে বাড়ি ছেয়ে গেছে। সর্বত্রই পুলিশের লোক ঘোরাঘুরি করছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, অনবরতই পুলিশের গোয়েন্দারা ডেস্টারের লেখার ঘরে যাচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে।

খানিক বাদে দু'জন কাগজের রিপোর্টার এলো। তাদের সঙ্গে একজন পুলিশ সার্জেন্টের তুমুল তর্ক চললো। ওরা ভেতরে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, কিন্তু পুলিশ ব্যাটা কিছুতেই ছাড়বে না।

আমি পুলিশ স্টেশনে খবর দেওয়ার পর চার মিনিটের মধ্যেই পুলিশ-ভ্যান বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আর তার ঠিক দশ মিনিট পরেই একদঙ্গল গোয়েন্দা সহ ব্রমউইচ এসে হাজির হলো।

মিনিট পাঁচেক তদন্ত চালানোর পর তারা লুইসকে উদ্ধার করলো।

ব্যাপারখানা কি ব্রমউইচ তা আমার কাছে জানতে চাইলো, আমি সব খুলে বললাম—গুলির শব্দ কানে আসতেই আমি নীচে যাই, লেখার ঘরে ঢুকে দেখি ডেস্টার মৃত অবস্থায় পড়ে আছে; তবে লুইসকে কোথাও দেখতে পেলাম না। এইটুকু পর্যন্ত বলেই আমি মুখ বন্ধ করলাম।

সমস্ত শুনে ব্রমউইচ আমাকে বসবার ঘরে তার আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে বললো—সে আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়।

আমি বসবার ঘরে আসবার একটু পরেই মেরিয়ানের সঙ্গে পুলিশ এসে ঢুকলো। ব্রমউইচ ওকেও জিজ্ঞাসাবাদ করলো, কিন্তু কোনো সূত্রই খুঁজে পেলো না।

মেরিয়ান জানালো সে-গুলির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই পায়নি। সেই সময় থেকেই আমরা এঘরে বসে আছি।

এতক্ষণ বসে থাকার ফলে আমার মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছিলো। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে কিন্তু মেরিয়ান সোফায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা লম্বা লোক হল পার হয়ে এদিকে এলো। তাকে দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটা বললো, 'ঘরটা বাঁদিকে পরবে, আপনি বারান্দা ধরে সোজা চলে যান ডাক্তারবাবু।

হুঁ, একমাত্র এ লোকটাই আমার কাল হতে পারে!

সামান্য মদ খেতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু কোনো উপায় নেই।

তাই, কি আর করি, একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছি—সিগারেট....টানছি আর ভাবছি....ভাবছি আর টানছি···

ঘড়িতে রাত চারটে বাজে। সে সময়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে বাড়ির সামনে থামলো।

ব্যাপারটা কি সেটা দেখার জন্য সেদিকে চোখ খোলা রাখতেই একটু বাদে দেখতে পেলাম লুইসকে ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম—এই রে, লোকটা আবার পরপারে চলে যায়নি তো! দরজার সামনের পুলিশটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে, ছোট দারোগাবাবু খুব অসুস্থ নাকি?'

'কেন, তা জেনে আপনার দরকার কি?' লোকটা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো।

শালারা মুখ ঝামটা ছাড়া যেন কথাই বলতে শেখেনি। যাকগে ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না! আবার একখানা সিগারেট ধরালাম।

সাড়ে চারটে বাজে আর একখানা ভ্যান এসে থামলো। কফিনের মতো কালো রঙের একটা লম্বা বাক্স কাঁধে করে চার-জন লোক হল পেরিয়ে গেলো। এরা মর্গের লোক।

ঘড়িতে যখন পাঁচটা দশ বাজে সে সময়ে ওরা আবার বাক্স কাঁধে নিয়ে চলে গেলো।

এতোদিন ফ্রিজে থেকে এবার তাহলে কবরে ডেস্টারের স্থান হলো! আমার গাটা কেমন করে উঠলো। ধপাস করে একটা শব্দ ভেসে এলো। লোকগুলো তাহলে বাক্সটা গাড়িতে তুলেছে। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে চোখ বন্ধ করলাম।

ভোর হবোহবো সে সময়ে ব্রমউইচ বসবার ঘরে এলো। তার হাঁটা চলার মধ্যে একটা ভারিক্কী ভাব। আর চোখে সবজান্তার হাসি।

সে বললো, 'আপনারা এবার বিছানায় যান। আপনারা এতোক্ষণ এভাবে বসে থাকায় আমি খুব দুঃখিত। আশা করি দিন দুয়েকের মধ্যেই করোনারের তদন্ত শুরু হবে। তখন কিন্তু আপনাদের খুবই প্রয়োজন থাকবে।

আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্যান্টের পকেটে রাখা আমার হাতের মুঠো দুটো নরম হলো। গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললাম, 'আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?'

ব্রমউইচ দাঁত বের করে বললো, 'নাঃ। এখনকার মতো আর কিছুই বলতে হবে না। এ কেসটার মিমাংসা তো হয়েই গেছে।

আমি তখনই ম্যাডক্সবুড়োকে ব্যাপারটা বলি, কিন্তু তবুও তার সন্দেহ মেটে না। সে ব্যাটা সবকিছুই তার সন্দেহের চোখে দেখে।

আরে মশাই, ডেস্টারের স্যানাটোরিয়ামে যাওয়ার অনিচ্ছাতেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এই নিয়েই তো রাস্তায় তাদের তর্ক বাধে। অবশেষে ডেস্টার রেগে গিয়ে বৌকে এমন মার মারে যার ফলে তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

নিজেকে বাঁচানোর জন্য ডেস্টার হেলেনের লাশটা বন-দপ্তরের কুঁড়েতে নিয়ে যায়। তারপর ওর হাত-পা মুখ বেঁধে রেখে ব্যাপারটা এমন ভাবে সাজাতে চাইলো যাতে মনে হবে, এটা একটা কিডন্যাপিং কেস।

'শেষ পর্যন্ত ও আর পথ না পেয়ে আত্মহত্যা করে বসলো। আপনি কি ওর আত্মহত্যার চিঠিখানা দেখেছেন?'

আমি মাথা হেলালাম।

'তাহলেই দেখুন, সে পিস্তল নেওয়ার জন্যেই এখানে আসে আর মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করে। ব্যস্, এইতো আসল ঘটনা!

আরে, লোকটা বলে কি! এমন একটা সাজানো ব্যাপার, অতি সহজে সে বিশ্বাস করে নিলো! তবুও একটু যাচাই করা ভালো, তাই বললাম, 'আমরা তাহলে শুতে যাই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অনায়াসে। তবে আর একটু বসুন। কাগজের রিপোর্টার এসেছে, তারা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে।'

'লুইস এখন ভালো আছেন?'

'ঐ বুদ্ধুটার কথা আর বলো না। ব্যাটাকে বারবার করে বলে গেলাম আজ রাতে ডেস্টার আসতে পারে, তবুও ব্যাটার কোনো খেয়াল নেই। সেই ফাঁদে পা দিলো তবে শান্তি।'

ব্যাটা যেমন মূর্খ, তেমনি শক্ত তার মাথা। মাথাটা সামান্য ফেটে গেছে, তবে তিন-চার দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে।'

ব্রমউইচ বসবার ঘর ছাড়তেই আমি মেরিয়ানের দিকে তাকালাম। ওর চোখও আমার দিকে ফেরানো। জোর করে মুখে হাসি ফোটালাম।

মেরিয়ান কিছু বলার আগেই কাগজের লোকেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর আরম্ভ হলো জিজ্ঞাসাবাদ।

বেশীর ভাগই প্রশ্ন ছিলো ডেস্টারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। তাদের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিলো, তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বিবাদ হতো কিনা, ডেস্টার কেমন ধরণের লোক ছিলেন ইত্যাদি।

এইসব হাজারো প্রশ্নের কিছু উত্তর আমি, কিছু উত্তর মেরিয়ান দিয়ে দিই। আমি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে তবেই উত্তর দিচ্ছিলাম।

পাকা আধঘণ্টা এভাবে কাটানোর পর আমরা তাদের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। ব্রমউইচ ইতিমধ্যে চলে গেছে।

মেরিয়ান জানালো সে এখন নিজের ঘরে যাবে, আবার দশটার সময়ে এ বাড়িতে আসবে। আমি ওর সাথে গ্যারেজ পর্যন্ত গেলাম।

ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি, ও তখন বলে উঠলো, 'গ্রিন, আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। করোনারের তদন্ত শেষ হলেই আমি রোমে চলে যাবো। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

এ জায়গাটা আমারও যেন আর পছন্দ হচ্ছিল না। তাছাড়া আমার কাছে তো ডেস্টারের দেওয়া দু-হাজার দুশো ডলারের বেশীর ভাগ অংশই আছে। তাই তড়বড়িয়ে বলে উঠলাম, 'নিশ্চয়ই যাবো, কেন যাবো না শুনি?'

'কিন্তু হাতে যে তেমন টাকা পয়সা নেই! মেরিয়ান চিন্তিত হয়ে উঠলো, 'তুমি কি এর মধ্যেই সেই সম্পত্তিটা পেয়ে যাবে?'

সম্পত্তি! আমি অবাক হয়ে গেলাম। পর মুহূর্তেই মনে পড়লো, ইনসিওরের মতলব কেঁচে যাবার আগে আমি ওকে সম্পত্তির কথা বলেছিলাম বটে।

চটপট নিজেকে সামলে নিলাম, 'নাঃ, সে সম্পত্তি এখন পাওয়া যাবে না। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, আমার কিছু জমানো টাকা আছে, তাই দিয়েই কোনোরকমে চালিয়ে দেবো। তারপর যদি আরো টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে রোমে না হয় একটা চাকরি জোগাড় করে নেবো।

'ঠিক আছে, পরে এসব ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলবোখন।'

বাড়িতে এলাম। ব্রমউইচ একটা লোককে পাহারার জন্যে রেখে

গেছে। সে ব্যাটা বাইরের সিঁড়িতে কফির কাপ হাতে নিয়ে বসে রয়েছে।

আমি ওর পাশ দিয়ে হেঁটে হলে চলে এলাম।

ফাঁরা যে কেটে এসেছে, সেটা সহজেই বুঝতে পারলাম। যদিও এখনো করোনারের তদন্ত বাকী।

বলা যায় না, সে সময়ে আবার কি উটকো ঝামেলা বাঁধবে। ঠিক আছে, কোনোরকমে না হয় সেটা এড়িয়ে যাবো।

কিন্তু এ ব্যাটারা এতো সহজে কি করে ব্যাপারটা বিশ্বাস করলো। যাকগে, বাকী কাজগুলো ঠিক মতো সারতে পারলেই বাঁচি।

এখনো আমাকে সাবধানে রক্তমাখা ন্যাকড়া, পাজামা, ড্রেসিং-গাউন সব সরাতে হবে। সুযোগ বুঝে বাড়ি ফাঁকা থাকলেই আমি ওগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবো।

ক্লান্ত পায়ে বসবার ঘরের দিকে এগোচ্ছি। উফ্, শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে, এ সময়ে এক পাত্তর মাল না খেলে আর বাঁচবো না।

বারের দিকে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দেখি, একটা লম্বা লোক কোলকুঁজো চেয়ারে আরাম করে বসে আছে। লোকটার বয়স আমার মতোই হবে, তবে গায়ের রঙটা একটু চাপা।

লোকটার এক হাতে হুইস্কি গেলাস—তাতে অর্ধেক হুইস্কি রয়েছে, ঠোঁটে ধূমায়িত সিগারেট।

লোকটার সাথে চোখাচোখি হতেই গাল ভরা হাসি ছড়িয়ে দিলো। হাসির মধ্যে কেমন একটা ক্লান্ত ভাব।

লোকটা গ্লাস তুলে বললো, 'ভোর বেলা মদ খাওয়া সত্যিই খুব বাজে অভ্যেস। আমার বউ এটা একদম পছন্দ করে না। কিন্তু সারারাত জেগে কাটানোর পর একটু হুইস্কি না খেয়ে আর থাকি কি করে বলুন ?

'আপনি কি কাগজের রিপোর্টার ?' কোনোমতে গলা দিয়ে স্বর বের করলাম।

'কেন, তাই কি মনে হচ্ছে ?' আবার সেই গালভরা হাসি, 'না, আমি ন্যাশানাল ফিডেলিটির বিশেষ তদন্তকারী অফিসার। খুব গাল-ভরা উপাধি তাই না ? আমার নাম স্টিভ্ হারমাস। আমাকে বেশীর ভাগ গোয়েন্দার কাজই করতে হয়।

'ম্যাডক্সের আসার কথা আছে। সে যেকোনো সময়ে আসতে পারে। আমি তার অপেক্ষাতেই আছি।'

'ম্যাডক্স!' শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

'হ্যাঁ। কেউই এই বুড়োকে এ মামলা থেকে দূরে সরাতে পারবে না। লোকটা আরো বেশি ছড়িয়ে হাসলো, 'কি হলো, হুইস্কিতে গলা ভেজাবেন না। নিন, কাজটা দ্রুত আরম্ভ করুন।'

*   *   *

সাতটা পনের বাজে। ম্যাডক্স বারান্দা পেরিয়ে বসবার ঘরে এলো।

ওর আসার আগেই আমি স্নান সেরে, দাড়ি কামিয়ে পোশাক বদলে নিয়েছিলাম।

খুব দ্রুতই কাজগুলো করলাম বটে, কিন্তু সর্বদাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিলাম।

নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম—পুলিশ যখন ব্যাপারটা ধরতে পারেনি, ম্যাডক্সও পারবে না ; তাছাড়া তাদের কোম্পানির লাভের দিকে খেয়াল রেখেই সে এটাকে আত্মহত্যা বলে স্বীকার করবে।

এর ফলে কোম্পানির সাড়ে সাত লাখ ডলার বেঁচে যাবে। লোকটা আশা করি বোকার মত এটাকে খুন বলে প্রমাণ করবে না। বরং কিভাবে টাকা বাঁচানো যায় সে চেষ্টাই করবে।

ম্যাডক্স বসবার ঘরে পা ফেলতেই ষ্টিভ্ হারমাস লাফিয়ে উঠে

চেয়ার ছাড়লো। কে বলবে একটু আগেই সে অলসতার মধ্যে ডুবে ছিলো।

অলসতার পরিবর্তে তার মুখে ফুটে উঠেছে সজীবতার ভাব, তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি, আর ছিলে পরানো ধনুকের মতো টানটান একটা শরীর।

ম্যাডক্স ফাঁকা আগুনচুল্লির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চুল্লির ওপরের তাকে পিঠ লাগিয়ে মেজাজে পাইপে তামাক পুরতে লাগলো।

আমি চেয়ার ছেড়ে বললাম, 'আপনাদের যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্যে আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।'

'উহুঁ,' ম্যাডক্স মাথা নাড়লো, 'বিশেষ কিছু জায়গায় সাহায্য করার জন্যে আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। স্টিভ, তুমিও থেকো।'

আমরা আবার চেয়ারে বসে পড়লাম। ম্যাডক্স পাইপ ধরিয়ে বললো, 'নাও, কথা আরম্ভ করো।'

হারমাস একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'গত বছরের একটা কেসের কথা আপনার মনে পড়ে? সেই যে একটা মেয়ে নাইটক্লাবে ন্যাংটো নাচ করতো? দারুন একটা ফাঁদ পেতেছিলো কিন্তু।

'আমরা আর একটু হলেই সেই ফাঁদে পা দিচ্ছিলাম আর প্রায় সাড়ে দশ লাখ হারাতে বসেছিলাম। এ বাড়ির ব্যাপারটাতেও ঠিক সে রকমই হাওয়া বইছে।

কথাটা কানে আসতেই আমি কেঁপে উঠলাম। কিন্তু ওরা কেউই আমার দিকে তাকিয়ে না থাকার ফলে আমি বেঁচে গেলাম।

'কেন তুমি একথাটা বলছো?'

হারমাস ঠিকঠাক হয়ে বসলো, কারণ, যে সব ঘটনা ঘটার কথা নয়, সে সব ঘটনাই এখানে ঘটেছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা পরিকল্পনা রয়েছে।

'কিন্তু এর কারণটা আবিষ্কার করতে পারলাম না। আর কি

ভাবেই বা ঘটনাটা ঘটলো। ডেস্টারের বাড়িতে ঢোকার একমাত্র পথ হলো, ছাতা বর্ষাতি রাখার ঘরের জানলাটা। কারণ এছাড়া বাড়ির আর সব দরজা জানলাতেই ছিটকিনি লাগানো ছিলো। কেবল ঐ জানালাটাই একমাত্র খোলা ছিলো।

'আমি জোর দিয়েই বলছি লোকটা ওখান দিয়ে ঢোকেনি। কারণ আমি ঠিক ঐ জানলাটার নীচেই সারা সন্ধ্যে দাঁড়িয়ে বাড়ির ওপর দৃষ্টি রেখেছিলাম। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি-লোকটা কিভাবে ভিতরে ঢুকলো!

'বলা যায় না বিকালের দিকে কোনো এক ফাঁকে হয়তো বাড়িতে ঢুকে লুকিয়ে ছিলো।'

'কিন্তু সেটাই বা সম্ভব কি করে? লুইস বলেছে সে সন্ধ্যে ছ'টার সময়ে সমস্ত ঘরদোর ভালোভাবে দেখে এসেছে। ডেস্টার যদি সত্যিই লুকিয়ে থাকতো তাহলে কি লুইস তাকে দেখতে পেতো না?

'ছটা থেকে আমি ঠাঁয় বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। ডেস্টারকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম না, অথচ তাকে কিনা তাঁর লেখার ঘরেই মৃত অবস্থাতে পাওয়া গেলো। ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক, তাই না?'

ম্যাডক্স একটা চেয়ারে বসে বললো, 'হুঁ, ব্যাপারটা সন্দেহজনকই বটে! আরও কিছু বলো?'

'আমি আর যে ব্যাপারটা সন্দেহ করছি তা হলো তার মাথার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরার ব্যাপারটা। চাকরি জীবনে আমি অন্ততঃ গোটা দশেক লোককে দেখছি, যারা মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

'রক্তে তাদের মাথা লাল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ডেস্টারের বেলায় সেরকম কোনো রক্তই ঝড়েনি। কেন?'

'এ ব্যাপারে ডাক্তারের কি মতামত?'

'উনিও প্রথমে অবাক হয়ে যান। কিন্তু ডেস্টারের পাশে পড়ে থাকা তার পিস্তল আর সদ্য গুলি করে মরা লাশটার দিকে তাকিয়ে

তিনিও এটাকে আত্মহত্যা বলেই ঘোষণা করলেন। তাছাড়া আর উপায় কি ?

'কেউ যে লোকটাকে বাইরে মেরে ঘরে এনে রেখেছে তাও নয়। প্রথমতঃ আমি বাগানে ছিলাম, আর বাড়িতে ঢোকার পথ বলতে একটাই মাত্র ছোট জানালা খোলা ছিলো।

'কেউ যে লাশটাকে এই ছোট জানালা দিয়ে ঢোকাবে তাও সম্ভব নয়। কাজেকাজেই ডাক্তার এটাকে আত্মহত্যা বলেই মনে করলেন। তবে তার মাথা দিয়ে কম রক্ত ঝরার কারণটা তিনি বলতে পারেন নি।'

ম্যাডক্স দেঁতো হাসি হাসলো, 'আশা করি, আমারা তা বলতে পারবো!' সে ব্যাটা আমার দিকে তাকালো, কি সেদিন আপনাকে বলেছিলাম না, জালিয়াতির ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। বাড়তি পয়সার লোভ সামলাতে না পেরেই অনেকে এমন ধরণের ভুল কাজ করে বসে।

....এই মামলাটার ফয়সালা ঘটনা থেকে করা যাবে না, এরজন্যে মনের কথা শুনতে হবে।

'আমি আবার মনের কথা ভালো বুঝতে পারি কি না।,' এবার সে হারমাসের দিকে তাকালো, 'বলো, আর কি বলার আছে ?'

'কোনো কিছুতেই আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায় নি।'

হারমাস বলতে লাগলো, 'ডেস্টারের আত্মহত্যার একটা চিঠি পাওয়া গেছে, কিন্তু সেই চিঠিতে বা টাইপ মেশিনে কোনো আঙ্গুলের ছাপ ছিলো না।

'মনে হয় লোকটা মদ খেয়েছিলো, কিন্তু সেই মদের গেলাসেও কোনো ছাপ ছিলো না।

'যে হুইস্কির বোতলটা সে ছুঁড়ে মেরেছিলো, সেই বোতলের ভাঙা কাঁচের টুকরোতেও কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি।

'এমন কি সে যে আত্মহত্যা করলো তার সেই পিস্তলেও কোনো ছাপ ছিলো না। তাছাড়া যে জানলা দিয়ে সে ভিতরে ঢুকতে পারে, তার গায়েও পর্যন্ত কোনো ছাপ নেই।'

'হাতে দস্তানা ছিলো হয়তো।'

'কিন্তু সে দস্তানা জোড়াই বা কোথায়? অনেক খোঁজা হয়েছে কোথাও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া সে নিশ্চয়ই দস্তানা পরে টাইপ করবে না?'

কোনো দিকে না তাকিয়ে আমি রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলাম। ব্যাপারটা এখন এমন এক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, আমি গোপনে কিছু করতে পারছি না। ওরা বোধহয় আমার এই মুখ মোছাটা লক্ষ্য করেনি।

'সন্দেহের আরো একটা কারণ আছে।' হারমাস না থেমে বলেই চললো, 'ডেস্টারের গায়ে গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট আর উলের লোমের ওভার কোট থাকার কথা। তাছাড়া মাথায় বাদামী রঙের টুপী, আর পায়ে সোয়েডের জুতোও ছিলো না। কিন্তু শোনা গেছে, সে যখন তার বউয়ের সাথে বেরিয়ে ছিলো তখন তার গায়ে এইসব পোশাক-আষাকই ছিলো।

তাহলে সেগুলো গেলো কোথায়? ওকে যখন লেখার ঘরে পাওয়া যায় তখন তার গায়ে ছিল নীল রঙের স্যুট আর পায়ে কালো চামড়ার জুতো।

'এইসব দেখে ব্রমউইচ কি বললো?'

'তিনি বলেন, বন-বিভাগের আপিসে হেলেনকে ওভাবে রাখতে গিয়ে হয়তো ডেস্টারের জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, সে তখন সঙ্গের স্যুটকেসে আনা পোশাকের থেকে ওগুলো বদলে ফেলে। তিনি অবশ্য উটের লোমের ওভার কোটের ব্যাপারে কোনো বক্তব্য রাখেন নি, ওটার খোঁজে লোক পাঠিয়েছেন।

'ওরা যেখানে রোলসখানা ফেলে যায়, পুলিশ তার নিকটবর্তী সমস্ত ছাড়া মালের দপ্তরে আনাগোনা করছে।'

ম্যাডক্স পাইপের নল দিয়ে কানের পাশটা চুলকোলো। তার চেহারার মধ্যে কেমন একটা সবজান্তা ভাব। তাকে বেশ খুশী খুশীই লাগলো।

সে বললো, 'বাঃ, সুন্দর ধাঁধা বটে। আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, কোনো ব্যাটা উটকো পয়সা কামানোর চেষ্টায় আছে। তাই যাবার সময়ে ব্রমউইচকে বলে যাই, সে যেন এই ধান্দাবাজ লোকটাকে খুঁজে বের করে। সে যখন আমার কথা মোটেই গায়ে মাখলো না, তখন বাধ্য হয়ে আমরাই সেই লোকটাকে খুঁজে বের করবো।'

'এই ঘটনার পিছনে আরো কারো হাত আছে বলেই কি আপনি মনে করেন ?' হারমাস জানতে চাইলো, 'মানে বলতে চাইছি, মিসেস ডেস্টারের কোনো গুপ্ত প্রেমিক....'

'ষ্টিভ এ-ব্যাপারে কি তোমার কোনো সন্দেহ আছে! আমার মনে হয় তারা দুজনে মিলে ডেস্টারকে মেরে ফেলে তার টাকা হাতানোর ধান্দায় ছিলো। তবে বুদ্ধিটা হয়তো হেলেনের প্রেমিকের।

কারণ ইতিপূর্বে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে ধোকা দিতে গিয়ে হেলেনসুন্দরী নিজেই জেলে যাচ্ছিলো আর কি! সেই অনুযায়ী এবারের কাজটা কিন্তু অনেক বেশী বুদ্ধির পরিচয় রাখে। এটা নিশ্চয়ই কোনো পুরুষের বুদ্ধি আর সেই পুরুষ হচ্ছে হেলেনের বর্তমান প্রেমিক।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত যে ডেস্টারকে খুন করা হয়েছে ?'

হারমাস থতমত খেয়ে গেলো, 'এতে যে আমাদের কোম্পানীর ক্ষতি হবে। দাবীর টাকা ওরা পেয়ে যাবে....'

'একটা কথা ষ্টিভ, ম্যাডক্স যুঁতসই ভাবে বসলো, আমাদের কোম্পানি কোনদিন সত্যিকারের দাবীর টাকা মারেনি, আশা করি মারবেও না। তাছাড়া আমরা যদি সেরকম বুঝি তাহলে ওদের দাবীর টাকা নাও দিতে পারি।

এ ব্যাপারে ডেস্টার আমাদের সাহায্য করেছে। সে আত্মহত্যার শর্তটা খারিজ করে নিয়েছে। অন্য কোনো কোম্পানি হলে হয়তো এ ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে পুলিশের কথাই মেনে নিতো। কিন্তু আমরা তা পারি না। কারণ, আমি জানি যে, এটা খুন।

ডেস্টারকে খুন করা হলে আমাদের কোম্পানির লোকসান হবে ঠিকই, তবে ভবিষ্যতে কিন্তু লাভও হবে। এ পর্যন্ত কোনো জালিয়াতির চেষ্টাই আমাকে বোকা বানাতে পারেনি।

প্রত্যেকেরই এটা জানা হয়ে গেছে, ন্যাশানাল ফিডেলিটির সঙ্গে জালিয়াতি করা চলে না। এ মামলাটায় আমি যদি তেমন গুরুত্ব না দিই, তাহলে লোকের এতোদিনের বিশ্বাস ভেঙে যাবে।

'না ষ্টিভ, আমি খুনীকে যে করেই হোক বের করবই। এতে ভবিষ্যতে আমাদের কোম্পানির সুনাম বাড়বে আর জালিয়াতরাও সহজে এ কোম্পানির ধারে কাছে আসবে না।' ম্যাডক্স মুখ বন্ধ করলো।

তারপর পাইপে বেশ কয়েকটা টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো, 'আমার এবারের কথাগুলো একটু মনোযোগ সহকারে শোনো। একটা ব্যাপার কিন্তু তুমি খেয়াল করোনি। হেলেন ডেস্টার আর তার প্রেমিক সত্যিই মাথায় খুব বুদ্ধি রাখে।

'ওরা এটা বুঝতে পেরেছিলো, ডেস্টারকে খুন করলে আমরা টাকার দাবী মেনে নেবো না। তাই তারা এমন ফন্দি করে ডেস্টারকে মারবে ঠিক করলো, যাতে সবাই ভাবে এটা আত্মহত্যা।

সেক্ষেত্রে আর টাকার দাবী করবে না। আর কোম্পানিও এটা খুন না আত্মহত্যা সে নিয়ে সময় নষ্ট করবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে

এতে ওদের কি লাভ? না, এখানেই সমস্ত ব্যাপারটা লুকিয়ে রয়েছে।

'তার সঙ্গীর এটা জানা ছিলো, ইনসিওর কোম্পানী দাবীর টাকা না দিতে চাইলেও কিস্তির টাকা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। আর এটাই তাদের কাছে যথেষ্ট. কারণ প্রিমিয়াম বাবদ এ পর্যন্ত ডেস্টার জমা দিয়েছে মোট এক লাখ চার হাজার ডলার।

টাকার পরিমাণটা মোটেই কম নয়। ওরা সাড়ে সাত লাখ ডলারের দাবী জানাবে না, কারণ তাতে কিছুটা বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। অথচ বিনা অসুবিধেতেই কিস্তির টাকা তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

'বাজারে যদিও ডেস্টারের প্রচুর দেনা, কিন্তু তার এই বাড়ি গাড়ি বিক্রী করলেই তার সব দেনা শোধ করা যাবে। কিস্তির টাকা থেকে এক নয়াও খরচ করতে হবে না। কিস্তির টাকাটাই তাদের কাছে যথেষ্ট হয়ে দাঁড়াবে।'

ম্যাডক্সের এইসব কথাবার্তা হারমাসের পছন্দ হলো না। সে বললো, 'আপনার কথা না হয় বিশ্বাস করলাম, কিন্তু হেলেন কেন খুন হলো?'

'তা বলতে পারবো না।' ম্যাডক্স কাঁধ নাচালো, 'হয়তো ওদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে, হয়তো তার প্রেমিকই তাকে মেরেছে, নতুবা এটা ডেস্টারের কাজ। সে যাই হোকগে, ও ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

'আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, আমাদের কোম্পানির মক্কেল খুন হয়েছে, খুনী আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

ম্যাডক্স আচমকা আমার দিকে ঘুরলো, 'কি হ্যাশ, কথাটা শুনতে কি খুব খারাপ লাগলো? অনেক কিছুই আপনার জানা আছে, বলুন তো কে সেই ব্যক্তি যে হেলেনের সাথে প্রেম করছিলো?'

বুঝলাম, সামনে খাঁড়া ঝুলছে। তবে ঠিক মতো বুদ্ধি খাটিয়ে

কথা বললে হয়তো রেহাই পেয়ে যাবো। কিন্তু সামান্য ভুলেই মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বহুকষ্টে সব শক্তি দিয়ে আমি ওর সাথে চোখাচোখি করলাম, 'তা তো বলতে পারবো না। তবে কিছুদিন আগে মিসেস ডেস্টারের সঙ্গে একজন লোককে দেখেছিলাম।'

ম্যাডক্স এবার হারমাসের দিকে তাকালো, 'কি, এবার বুঝতে পারছো তো, ঠিক মতো অনুসন্ধান চালালে সব জানা যায় কিনা! তা কতোদিন আগে তাদের দুজনকে দেখেছিলেন, বলতে পারবেন?'

'ছয়-সাত দিন কি তার একটু বেশীই হবে। দিনটা ঠিক মনে করতে পারছি না। আমি তখন শহরতলীর দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মিসেস ডেস্টারকে দেখতে পাই, তার সঙ্গে ঐ লোকটিকেও। সে সময় ওঁরা ব্রাউন-ডার্বি রেস্তোরাঁ থেকে বেরোচ্ছিলেন।'

'ভদ্রলোকের চেহারা কেমন ছিলো?'

আমি কথার ঝুলি নিয়ে বসলাম, 'লম্বা চেহারা, গায়ের রঙ ফর্সা, আর লালচে ধরণের গোঁফ। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো হবে। সুন্দর পোষাক-আশাকে সজ্জিত, দারুণ লাগছিল।'

ম্যাডক্স আবার হারমাসের দিকে ফিরলো, 'কি, কথাগুলো কানে যাচ্ছে তো? যাও, খুব তাড়াতাড়ি ব্রাউন-ডার্বিতে গিয়ে লোকটার খোঁজ খরব নাও।'

হারমাস রাগে গজগজ করে উঠলো, 'হ্যাঁ, যাবো তো ঠিকই! তবে ওরকম চেহারার লোক হলিউডে কম করে কুড়ি হাজারের মধ্যে পাওয়া যাবে।'

ম্যাডক্স আমার কাছে জানতে চাইলো, 'আচ্ছা, ওদের কি প্রেমিক-প্রেমিকা বলে মনে হচ্ছিল?'

আমি তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে, সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কারণ, গাড়ি করে যাচ্ছিলাম কিনা! হঠাৎ চোখে পড়লো, দেখলাম,— ব্যস, এই-ই যথেষ্ট!'

'ঠিক আছে, যা জেনেছি তাতেই কাজ হবে।' ম্যাডক্স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হারমাসের দিকে তাকালো, 'ষ্টিভ্, তাহলে তুমি এবার কাজে লেগে যাও। ব্রাউন-ডার্বিতে গিয়ে লোকটার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করো। আমি সমস্ত ব্যাপারটা ব্রমউইচকে বলছি।'

হারমাস চেয়ার ছাড়লো, 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমি এক সেকেণ্ডের জন্যেও চোখ বুজিনি। আপনি বোধহয় সেটা ভুলে গেছেন।'

ম্যাডক্স তার কথায় কোনো সাড়া না দিয়ে আমাকে বললো, 'অজস্র ধন্যবাদ ন্যাশ। আমি ঠিক এ ধরণেরই একটা খবর জানতে চাইছিলাম।

আমি ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললাম, 'আমি কিন্তু ঐ একবারই তাদের এক সঙ্গে দেখেছিলাম।'

'ঐ একবারই যথেষ্ট।' ম্যাডক্স হাসি মুখে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ড-সেক করলো। তারপর বসবার ঘর ত্যাগ করে হলের দিকে এগোতে চললো।

'গ্লিন, নারভাস হয়ো না।' আমি নিজেই নিজেকে সাবধান করতে লাগলাম।

ম্যাডক্সের গাড়ি নুড়িবিছানো রাস্তা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

নিজেকে বড্ডো একা মনে হলো। বসবার ঘরটাও কেমন যেন খালি খালি ঠেকছে।

ম্যাডক্স কি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। সে কি আমার সমস্ত কাণ্ডকারখানাই ধরে ফেলেছে! ওকি বুঝতে পেরেছে আমিই হেলেনের প্রেমিক!

আচ্ছা, ওরা কি আমার বানানো ব্রাউন-ডার্বির গল্পোটা বিশ্বাস করেছে! নাকি আমার সাথে চালাকি করছে।

ম্যাডক্স কোথায় গেলো? সেকি এখন পুলিশ দপ্তরে গেলো! আমাকে কি ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে!

না, এখন আর আমার এইসব চিন্তা ভাবনা করে সময় নষ্ট করা চলবে না। পাজামা, ড্রেসিং গাউন আর দস্তানার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া উইলটাও নষ্ট করা বাকী।

যদি দু-একদিনের মধ্যেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, ওরা ঠিক আবিষ্কার করে ফেলবে আমার নামে সেফ-ডিপোজিট লকার আছে।

তাদের হাতে একবার যদি উইলটা যায়, তাহলে আর আমাকে দেখতে হচ্ছে না, সোজা ফাঁসির দড়ি গলায় পড়তে হবে।

দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে চলে এলাম।

ডেকচির নীচে রাখা রক্তমাখা ন্যাকড়াটা বের করে দোতলায় নিজের ঘরে নিয়ে এলাম।

তারপর পাজামা ড্রেসিং গাউন, দস্তানা আর নোংরা ন্যাকড়াটাকে সুটকেশের মধ্যে পুরলাম। এগুলোর ওপরে সুটকেশের মধ্যে রাখলাম আমার পুরনো স্যুট, গোটা কয়েক শার্ট আর কয়েক জোড়া মোজা।

সুটকেশের ঢাকনা বন্ধ করে আমি জানলার কাছে এলাম।

যে পুলিশটার ওপর বাড়ি পাহারা দেবার ভার রয়েছে, সে নীচের চত্বরে ঘোরাঘুরি করছে।

এই লোকটার চোখে ধুলো দিতে হলে. আমাকে খিড়কির দরজা খুলে তবেই বাগানের পেছনের দিকের গেটে যেতে হবে।

একবার যদি ঐ গেট দিয়ে বেরোতে পারি তাহলে ছোট্ট গলিটা দিয়ে একেবারে সোজা বাসস্টপে চলে আসবো।

সুটকেশটা হাতে নিয়ে দু-তিন সিঁড়ি টপকে নীচে নেমে এলাম। তারপর রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে খিড়কির দরজা খুলে সোজা বাগানে চলে গেলাম।

সেখান থেকে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আমি মিনিট চারেকের মধ্যেই বাসস্টপে চলে এলাম।

সেখানে একটু অপেক্ষা করার পরই একটা বাস পেয়ে গেলাম। বাসে বসে আমি কিছুক্ষণ বাদে বাদেই পিছনের দিকে তাকাচ্ছিলাম— যদি কোনো গাড়ি আমার পিছু নেয়।

কিন্তু নাঃ, উৎরাইয়ের টানা রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা, কোনো গাড়িই চোখে পড়ছে না।

ফায়ারষ্টোনে গাড়ি আসতেই আমি গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। চারিপাশে লোক গিজগিজ করছে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। যখন সেফ-ডিপোজিট লকারের উল্টোদিকে এসে পৌছালাম, গির্জার ঘড়ি জানিয়ে দিলো সাড়ে আটটা বাজে।

রাস্তা দিয়ে অনরবত গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে। আমি রাস্তা পেরোতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতে কিন্তু আমার লাভই হলো।

লকার-অফিসের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, তার ঠিক সামনেই একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গাড়ির মধ্যে বসে আছে পেল্লাই চেহারার জনাচারেক লোক। নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা এরা!

গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে ফট করে একটা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

ওরা আমায় দেখতে পেলো না।

কিন্তু হঠাৎ এখানে পুলিশের আগমন ঘটলো কেন! তবে কি ওরা আমার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে, নাকি অন্য কারো জন্যে! কিন্তু যার জন্যেই আসুক, কারণ নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে।

ভয়ে কান দিয়ে গরম ভাপ বেরোতে লাগলো। তবে কি ওরা আমার চালাকি ধরতে পেরেছে! এ সময়ে যদি অসাবধান হয়ে পা ফেলি তাহলে আর আমাকে বাঁচতে হবে না।

নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। না, ঐ পুলিশের লোকগুলো আমার জন্যে বসে নেই। ওরা হয়তো আমাকে চেনেই না।

তবুও আমি সাহস করে লকার-অফিসে ঢুকতে পারলাম না। গুটি গুটি পায়ে ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি রাস্তার মোড়ের একটা ছোট্ট রেস্তোরার ভিতর ঢুকলাম। এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরালাম।

এখন তাহলে কি করা উচিত! আমি কি শহর ছেড়ে চলে যাবো! তাড়াতাড়ি পয়সার ব্যাগে উঁকি মারলাম।

ব্যাগে পাঁচ ডলার আর কিছু খুচরো পয়সা রয়েছে। ব্যাঙ্কে অবশ্য আমার দু-হাজার ডলার জমা আছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক খুলতেতো এখনো অনেক দেরি!

আমি কি তবে ব্যাঙ্ক খোলার অপেক্ষায় বসে থাকবো! কিন্তু এর মধ্যে যদি ধরা পড়ি! অথচ হাতে টাকা না এলেও তো কোনো সুবিধে করতে পারবো না।

সময় কাটানোর জন্যে আমি এক রেস্তোরাঁ আর এক রেস্তোরাঁয় যেতে লাগলাম।

সময় যেন আর কাটতে চায় না।

এইভাবে পাঁচকাপ কফি আর অসংখ্য সিগারেট খাওয়ার পর মনে হলো, এবার ব্যাঙ্কে গিয়ে কাজ হাসিল করা যাবে।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে কান খাড়া করে হাঁটতে লাগলাম, যদি কোনো লোক দেখে সন্দেহ হয় তাহলে এক দৌড় মারবো।

খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ব্যাঙ্কের কাছে এলাম। আগের বারের মতো এবার আর ভুল করছি না।

আরে, এখানেও যে দেখছি কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা ব্যাঙ্কের দরজার থেকে চল্লিশ গজ দূরে রয়েছে। এ গাড়ির ভেতরেও জনাচারেক ইয়া তাগড়াই চেহারার লোক। এদের চোখেও ধূলো দিয়ে আবার একটা দোকানে ঢুকলাম।

এদের দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এরা শুধুশুধুই এখানে বসে নেই। হয়তো আমাকে পাকড়াও করার জন্যেই বসে আছে!

ভয়ে ভয়ে আমি টাকা তুলে যেই পালাতে যাবো, অমনি ওরা আমায় ধরে ফেলবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আগের মতোই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। তারপর এক কাপ কফি দিতে বললাম।

আমার হাতের সাথে সাথে কফির কাপটাও কাঁপতে লাগলো। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা ধরাস ধরাস করছে।

না, আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতেই হবে। কিন্তু টাকা ছাড়া পালাই কি করে?

হঠাৎ আমার মানস পটে সলির মুখটা ভেসে উঠলো। আচ্ছা, ওর কাছ থেকে টাকা ধার নিলে কেমন হয়! সে ব্যাটা একবার পুলিশের খপ্পরে পড়েছিলো। নিশ্চয়ই সে আমার বর্তমান অবস্থাটা বুঝতে পারবে।

রেস্তোরাঁর টেলিফোনে সলির নম্বর ডায়াল করলাম।

একটু বাদেই ওপাশ থেকে প্যাট্সির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যাক আছে?'

'না। আচ্ছা, তুমি কি গ্রিন কথা বলছো?'

হ্যাঁ। আমি খুব জরুরী একটা দরকারে জ্যাকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি কি বলতে পারো, সে কোথায় আছে?

'সে তো পুলিশের সদর দপ্তরে গেছে।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'অ্যাঁ, বলো কি!'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আধ ঘণ্টা আগে একজন গোয়েন্দা এসে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি কি কোনো ঝামেলা বাঁধিয়েছো?'

দূর শালা; মরতে বসেছি, এখন বলে কিনা কোনো ঝামেলা বাঁধিয়েছো।

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তুমি কিছু জানো নাকি ?'

'লোকটার সাথে কথা বলার সময়ে জ্যাক আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়।' প্যাটসি নীচু স্বরে বলতে লাগলো, 'আমি কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় কান পাতি। শুনলাম, পুলিশের লোক তোমার আর মিসেস ভেস্টারের সম্বন্ধে কি সব জানতে চাইছে।

'কি ?'

তোমাদের সম্বন্ধে জ্যাকের কিছু জানা আছে কিনা। তুমি মিসেস ভেস্টারের সঙ্গে প্রেম করেছিলে কিনা, তুমি তাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলে কিনা, ইত্যাদি।'

'এইসব প্রশ্নের উত্তরে জ্যাক কি বললো ?'

সে সব কথা আর শুনিনি। অতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় লাগছিলো তাই সরে গিয়েছিলাম। একটু বাদে জ্যাক আমায় জানালো সে পুলিশের সদর দপ্তরে যাচ্ছে।'

'ওর হাবভাবে কি ফুটে উঠেছিলো ?'

'একটা ভীষণ ভয়ার্ত ভাব। ওকে বিশ্বাস করা যায় না। ও কেবল নিজের স্বার্থ ই দেখে।'

'তা, সত্যি কথাই বলেছো। আচ্ছা, ফোন রাখছি।' রিসিভার নামিয়ে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসলাম।

সলি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে—আমি ওকে পাঁচশো ডলার দিতে চেয়েছিলাম হেলেনের অতীতের ঘটনা জানবার জন্যে।

পুলিশ সন্দেহ করবে, আমি হেলেনকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিলাম।

ব্যস, তখনি ওদের মাথায় আসবে আমিই হেলেনের খুনী। কারণ হেলেন ব্ল্যাকমেলের টাকা দিতে অসম্মত হয়েছিলো।

বা বাবাঃ, বিপদ যে সামনে বেড়েই যাচ্ছে। ভয়ে আমি ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। পাঁচ মিনিটের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

হঠাৎ মেরিয়ানের কথা মনে পড়লো। ওর কাছেও তো কিছু টাকা পয়সা আছে। দেখি, ও টাকা ধার দেবে কিনা।

আবার টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডেস্টারের বাড়ির নম্বর ঘোরালাম। ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো। বুঝতে পারলাম, বাড়ি পাহারার পুলিশটা ফোন তুলেছে।

মেরিয়ানকে ডেকে পাঠালে ও যদি আবার পুলিশের জেরায় পড়ে। না, ওকে আমি এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমি চারিপাশের ঝামেলায় জড়িয়ে পাগল হয়ে উঠলাম।

একবার মনে হলো, পুলিশের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলি। কিন্তু ভয়ে আবার বাতিল করে দিলাম।

দেখা যাক, অন্য কোনো উপায় বের করা যায় কিনা।

আপাততঃ আমাকে এই স্যুটকেশটা সরিয়ে ফেলতে হবে। এটা সঙ্গে থাকাকালিন সময়ে যদি পুলিশের মুখোমুখি হই, তাহলে আর পার পাবো না। আমার পোষাকগুলোই আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

স্যুটকেশ হাতে রেস্তোরাঁর বাইরে চলে এলাম। কাছেই ছিলো শহরের বড় বাস টার্মিনাস। আমি দ্রুত পায়ে সেখানে চলে গেলাম। তারপর সোজা পাশের ছাড়া মাল রাখার দপ্তরে ঢুকে গেলাম।

'এই স্যুটকেশটা দিন কয়েকের জন্যে এখানে রাখতে চাই।' তদারকীর লোটাকে বললাম।

লোকটা কোনো কথা না বলে স্যুটকেশের গায়ে একটা লেবেল লাগিয়ে দিলো। তারপর আমাকে রসিদ দিয়ে স্যুটকেশটা তাকের ওপর ছুঁড়ে রাখলো।

যদি ভাগ্য ভালো থাকে, আমি শহর ছেড়ে পালানোর আগেই কেউ আর এটার সন্ধান পাবে না। যাক, এখনকার মতো তো শান্তি। আমি দোলানো দরজা ঠেলে বাইরে চলে এলাম।

সূর্যের প্রখর আলোয় চারিপাশে ঝকঝক করছে। বিভিন্ন জায়গায় যাবার জন্যে কুড়িটার মতো বাস লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। চারিপাশে লোক গিজগিজ করছে।

আমি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। ভিড় ঠেলে যাওয়ার সময়ে ঠিক করলাম, সানফ্রান্সিসকোয় চলে যাবো। মনে হয়, ও জায়গাটাই আমার পক্ষে নিরাপদ হবে।

গুটিগুটি পায়ে টিকিট ঘরের কাছে গেলাম। বাস কখন ছাড়বে সেটা এবার দেখতে হবে।

টিকিট ঘরের সামনে রাখা টাইমবোর্ডটা দেখতে লাগলাম, একজন লোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালো।

লোকটাকে দেখা মাত্রই আমার মনে সন্দেহ জাগলো। আমি চোরা চাওনিতে তার দিকে তাকালাম। আরে, এতো সেই পেল্লাই চেহারার লোকটা! আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয় আর কি!

আপনারা কি কখনো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন! যদি দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আমার এখনকার অবস্থাটা অনুমান করতে পারছেন!

আমি আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, লোকটা অপলক দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখছে। আমার চোখ তার উপর পড়তেই সে বললো, 'এই যে ন্যাশ আপনারই খোঁজ করছিলাম। চলুন আমার সঙ্গে।'

আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মধ্যে যেন কোন শক্তিই নেই। আরো একজন পালোয়ান চেহারার লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো।

আমার পাশের মক্কেল বললো, 'আচ্ছা, ভয়ের কিছু নেই ন্যাশ। ইন্সপেক্টর ব্রমউইচ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। চলুন।

কি আর করি! অগত্যা ওদের সঙ্গে বাধ্য ছেলের মতো বাইরে রাখা কালো গাড়িতে এসে বসলাম।

পেছনের দিকের বসার জায়গায় আমি আর প্রথমে আসা লোকটা বসলাম, অন্য লোকটা ড্রাইভারের সিটে।

ঠিক তখনই নজরে পড়লো, ছাড়া মালের দপ্তর থেকে আরো একজন দশাসই চেহারার লোক বেরিয়ে আসছে। তার হাতে রয়েছে একখানা স্যুটকেশ—হ্যাঁ, এযে আমারই স্যুটকেশ খানা।

লোকটা এসে ড্রাইভারের পাশের বসার জায়গায় বসলো। স্যুটকেশ খানা খুব সাবধানে তার দু'পায়ের মাঝখানে রাখা।

'নাও, এবার গাড়ির ইঞ্জিন চালু করো। আমার পাশের লোকটা কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো। গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

কাঁচের জানালা ভেদ করে আমি বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অনবরত রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে....ফুটপাত মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে...দোকান পাট সব চকচক করছে, আর....আর মাথার ওপরে চকচকে নীলা আকাশ। হঠাৎই আমার মনে হলো এগুলো আমি আর দেখতে পাবো না। তাই সমস্ত দৃশ্যগুলো মনে ধরে রাখার চেষ্টা করলাম।

ছোট্ট একখানা ঘর। নোংরা হলদে রঙের দেয়ালে ঘেরা এই ঘরটা থেকে অসহ্য পচা ভাপসানো গন্ধ বেরোচ্ছে। কমদামী তামাক, ঘেমো শরীর আর কার্বলিক অ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে আমার গা ঘিনঘিন করে উঠলো।

ঘরটায় আসবাব বলতে তেমন কিছুই ছিল না। গোটা দুই কাঠের চেয়ার—তাও আবার পুরানো আর রঙওঠা একটা লোহার টেবিল।

টেবিলের উপর রয়েছে অসংখ্য কালির দাগে ভরা ব্লটিংপ্যাড।

ঘরের দরজার সামনেই একটা পুলিশ টুলের ওপর বসে রয়েছে। সে মুখ ভেটকিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা নীল মাছি অনবরত ভনভন শব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে।

প্রায় চার ঘণ্টা হলো আমি এখানে রয়েছি। এককাপ কফি দিয়েছিলো বটে ; কিন্তু আমি তা খাইনি। এখনো সেইভাবেই পড়ে

আছে। আমি সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে, পোড়া সিগারেটে একটা প্লেট ভরিয়ে তুলেছি।

গত চার ঘণ্টার মধ্যে টুলের ওপর বসে থাকা পুলিশটা আমার সাথে একটা কথাও বললো না। সে একবার উড়ন্ত নীল মাছির দিকে তাকায়, তারপর তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে চোখ ঘোরায়, ফের কড়ি কাঠের দিকে নজর ফেলে। সে এক নাগাড়ে এই-ই করে যাচ্ছে।

আমি যে ফাঁদে পড়েছি, তা বুঝতে আর বাকি রইলো না। হয়তো এই ফাঁদে পা দেওয়ার ফলে আমাকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হবে।

মনকে বোঝালাম, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি আসল ব্যাপারটাই খুলে বলবো। যদি রক্ষা পাই তাহলে এই পথেই পাবো। তবে উকিল যেন বেশ বুদ্ধিমান হয় এবং ভালোও। কারণ, জুরীদের তো ঘটনাটা বিশ্বাস করাতে হবে।

ডেস্টারের আত্মহত্যার চিঠি আমাকে একটা খুনের দায় থেকে না হয় রক্ষা করবে। কিন্তু হেলেন! জুরীরা কি এটা বুঝতে চাইবে সত্যিই আমি হেলেনকে মেরে ফেলতে চাইনি?

যাই হোক না কেন হেলেনের জন্য আমাকে জেলে যেতেই হবে। হয়তো সেখানে আমাকে তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। তার চাইতে বরং ফাঁসি…

হঠাৎ একটা পদশব্দ তাকিয়ে দেখি বাস টার্মিনাসের প্রথম গোয়েন্দাটা ঘরে ঢুকছে।

লোকটা ঘরে ঢুকে বললো, 'আসুন, ইন্সপেক্টরবাবু আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চায়।'

লোকটা আগে আগে আর আমি তার পেছনে হেঁটে টানা বারান্দা পেরোতে লাগলাম। এবার লোকটা আমাকে যে ঘরে নিয়ে এলো, সেটা আগের চাইতে ভালো।

ব্রমউইচ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার দু-ঠোঁটের মাঝখানে জলন্ত চুরুট, মুখটা থমথম করছে। ম্যাডক্স টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে ছিলো। তার হাতে ধরা রয়েছে পাইপ।

আমার বসার জন্যে ব্রমউইচ অবহেলার ভঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো, যে গোয়েন্দাটা আমাকে এ ঘরে নিয়ে এলো—সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

ব্রমউইচ ম্যাডক্সকে বললো, 'দশ মিনিটের মধ্যে আপনি আপনার জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিন, তারপর আমি তার সাথে কথা বলবো।'

'ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর।' ম্যাডক্স ঘাড় নাড়লো, 'দশ মিনিটেই আমার কাজ সারা হয়ে যাবে।'

ব্রমউইচ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময়ে দরজাটা বন্ধ করতে ভুল হলো না।

ম্যাডক্স পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বললো, 'কি অ্যাশ, এতো তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে গেলে? শেষরক্ষা আর হলো না। আর একটু হলেই আমাকে বোকা বানাচ্ছিলে আর কি।

'শুধুমাত্র দুটো কারণেই আমি তোমাকে ধরে ফেলি। এক—তুমি কিছুদিন রেফ্রিজারেটর কোম্পানিতে কাজ করতে; আর দুই—মিস টেম্পলকে তুমি হিমানিক্রিজের মোটর বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলে।

'তোমার অতীত জীবন ঘেটেই প্রথম সংবাদটা আবিষ্কার করি, আর দ্বিতীয়টা মেরিয়ানের ঘুমের ঘোরে হাঁটা রোগের গল্পো শুনতে গিয়ে।

'এই সূত্র দুটোই তোমার সব পরিকল্পনা নষ্ট করে দিলো। তাছাড়া ক্ষতস্থান দিয়ে কম রক্ত ঝরা, আর কোনো কিছুতেই হাতের ছাপ না থাকা—এইসব নিয়ে আলোচনা করলেই বেরিয়ে যেত, তুমি কি করছো।'

আমি নীরবে বসে রইলাম। ম্যাডক্স বলে চললো, 'তুমি যে ফাঁদে

পা দিয়েছো, তার থেকে আর রেহাই পাবে না। না, তোমার কোনো কথাই আমরা বিশ্বাস করবো না। প্রমাণ যা হাতে রয়েছে, তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যাবে।'

'আমি ডেস্টারকে মারিনি।' গলাটা কাঁপা কাঁপা লাগলো, 'সে আত্মহত্যা করেছে। তার আত্মহত্যার চিঠি আমার কাছে আছে।'

'ওসব ভাওতাবাজি ছাড়ো, তুমিই ওকে খুন করেছো।' ম্যাডক্স শান্ত গলায় বললো, 'কিভাবে এবং কেন খুন করেছো তাও আমি জানি। তুমি হেলেনের সাথে প্রেম করছিলে। হেলেন জানতো তার স্বামীর সাড়ে সাত লাখ ডলারের ইনসিওরেন্স আছে। সে ভ্যান টমলিনের টাকার মতো ডেস্টারের এ টাকাও হাতাবার ধান্দায় ছিলো। কিন্তু তুমি তার থেকেও চালাক।

'তুমি দেখলে, ডেস্টার খুন হলে পুলিশ তোমাকে আর হেলেনকে সন্দেহ করবে। তাই একটু খোঁজ খবর নিতেই জানতে পারলে, ডেস্টার মোট এক লাখ চার হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছে।

'এছাড়াও জানতে পারলে, ইনসিওরেন্স কোম্পানি দাবীর টাকা না দিলেও, নিয়ম অনুযায়ী কিস্তির টাকা ফেরত দিতে বাধ্য।

'ব্যস, অমনি তুমি কাজে হাত দিলে। তোমার কাছে প্রিমিয়ামের টাকাটাই যথেষ্ট মনে হলো। কারণ, এতে ঝুঁকির সম্ভাবনা কম। তুমি ঠিক করেছিলে হেলেনকে এ টাকায় ভাগ বসাতে দেবে না।

'তাই খুব তাড়াতাড়ি সলিকে হেলেনের আগের সমস্ত খবর জানার জন্য পাঠালে। খবরে জানলে, হেলেন ভ্যান টমলিনকে খুন করেছিলো। যদিও হেলেনের সঙ্গে ডেস্টারের তেমন বনিবনা ছিলো না, কিন্তু ডেস্টার হেলেনকে খুব ভালোবাসতো।

'তুমি হেলেনের অতীত ইতিহাস জানার পর থেকেই ডেস্টারকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করলে। ও যদি তোমার দাবীর টাকা না মেটায় তাহলে তুমি হেলেনের কেচ্ছা পুলিশকে বলে দেবে, ডেস্টারকে এই ভয় দেখাতে।

'ডেস্টার ঘাবড়ে গিয়ে তোমায় কিছু টাকা দেয়। তাতেই তার ব্যাঙ্কের জমানো টাকা প্রায় শেষ হয়ে যায়। ও যে তোমায় দু'হাজার দুশো ডলার দিয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ পুলিশ চেকটা পেয়েছে।'

'মিথ্যে কথা!' আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'ডেস্টার এক বছরের মাইনে আমাকে আগেই দিয়েছিলো। বলেছিলো, ঋণ শোধ করলে তার হাতে আর টাকা থাকবে না, তাই—'

ম্যাডক্স কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো, 'ঠিক আছে, তোমার এই কথাগুলো জুরীরা বিশ্বাস করলেই হয়। আমি কেবলমাত্র ঘটনাটাই বলছিলাম।

'ঠিক আছে, তার পরের কথাগুলো শোনো। ডেস্টারকে ব্ল্যাকমেল করে ঐ দু'হাজার দুশো ডলারে তোমার মন সন্তুষ্ট হলো না। তাই জোর করে তুমি তার সম্পত্তি তোমার নামে লিখিয়ে নিলে।

'উইলটা আমরা দেখেছি। তাতে লেখা আছে—হেলেনের অবর্তমানে তুমিই হবে সব সম্পত্তির মালিক।

'তোমার তাতে সুবিধেই হলো! কারণ তার আগেই তুমি ঠিক করেছিলে হেলেনকে খুন করবে। এবার তুমি ডেস্টারকে গুলি করে মারলে। তারপর তুমি আর হেলেন মিলে ওর লাশটাকে ফ্রিজে পুরলে। তখন কিন্তু আর পুলিশকে কোনো খবর জানালে না।

'তুমি হেলেনকে বোঝালে, তোমরা ইনসিওরের টাকাটা বাগাতে চাও। তাই এমন ফন্দি খাটালে, যাতে মনে হয় ডেস্টারকে কেউ কিডন্যাপিং করে খুন করেছে। তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানী হেলেনকে সমস্ত দাবীর টাকাই দিয়ে দেবে।

'আসলে কিন্তু তুমি হেলেনকে ছলনা করে বন-দপ্তরে নিয়ে যেতে চাইছিলে। যা হোক, তোমার সে ইচ্ছা পূরণ হলো। তুমি তখন ডেস্টার সেজে মেরিয়ানের চোখকে ফাঁকি দিতে চাইলে।

'তারপর তোমার পরিকল্পনা মতো তুমি হেলেনকে যথাস্থানে নিয়ে

গেলে। ওকে খুন করে, এমনভাবে রেখে এলে, যাতে মনে হবে, কিডন্যাপিংয়ের ধোঁকা দিয়ে ডেস্টার হেলেনকে খুন করেছে, তারপর ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরেছে। অবশেষে আত্মহত্যার চিঠি লিখে মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

তুমি মনে করেছিলে এতে কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না। কিন্তু হারমাসের তদন্তে দেখা গেলো—কোথাও হাতের ছাপ নেই, রক্ত কম বেরিয়েছে, আর ডেস্টারের বাড়ি ঢোকার সমস্ত পথই ছিলো বন্ধ।

'তোমার কাজের এসব ভুল দেখে তুমি ভয় পেয়ে গেলে। এদিকে আবার জানা গেলো—তোমার নামে সেফ-ডিপোজিট লকার আছে। ব্রমউইচ ওদিকটায় নজর রাখলো। এদিকে তোমার ব্যাঙ্কের ওপরও কড়া নজর ছিলো। ব্যস, এতেই তুমি ধরা পড়ে গেলে।

'ভয় পেয়ে যেই তুমি গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে পালাতে গেলে, অমনি পুলিশ তোমায় পাকড়াও করলো।'

'আমি আবারও বলছি, আমি ডেস্টারকে খুন করিনি!' আমি রেগে উঠলাম, 'আর হেলেনের ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা। আমি ওকে খুন করতে চাইনি।'

'থাক থাক, আর বলতে হবে না।' ম্যাডক্স টেবিলে পাইপ ঠুকে বললো, 'আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে একজন উকিলের সাহায্য নিতাম। আচ্ছা, তোমার উকিল আছে তো। না থাকলে বলো, আমার হাতে একজন ভালো লোক আছে।'

'থাক, আপনার দেওয়া উকিলের প্রয়োজন হবে না।' আমি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম।

'তুমি কিন্তু বোকার মতো কথা বললে। তোমার ভালো-মন্দে আমার কিছুই আসবে-যাবে না। আমি কেবলমাত্র আমার কোম্পানির স্বার্থই দেখবো। ভেবে দেখো, উকিল নেবে কিনা?'

ভেবে দেখলাম, আমার কোনো উকিল চেনা নেই। অথচ একজন

উকিল তো রাখতেই হবে। তাই বললাম, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা, আমি গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত থেকো না, যে তুমি রেহাই পেয়ে যাচ্ছো। আসলে কি জানো তোমাকে কেউই এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না।

'তবে চেষ্টা করে দেখতে পারো, যদি শেষ রক্ষা হয়....' উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাডক্স দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, আমি তাহলে তোমার কি-ই-বা উপকার করবো? তুমি তো ঘোর বিপদে পড়েছে।'

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তার পায়ের আওয়াজ বাইরের বারান্দায় ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছিলো....

দূরে....আরো দূরে....আরো দূরে—খানিক পরে শেষ আওয়াজটুকুও আর পাওয়া গেলো না....

আর, গভীর নীরবতার মধ্যে আমি একা, প্রচণ্ড একা স্থির নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—: :—